ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২২ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কৃত্রিম করণের কোন২ গতিকে কার্য্যের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের বিশেষ সীমাভিন্ন বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের সীমাসরহদ্দের মধ্যে দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে দলীলদস্তাবেজ এবং কাগজপত্র ঐ মোকদ্দমার বিপক্ষ পক্ষেরদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ দাখিল হয় তাহার বিষয়ে সেই দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা কৃত্রিম করণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম করাওনের বিষয়ে কিম্বা মিথ্যা ও কৃত্রিম দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র সত্য বলিয়া চাতুরীক্রমে বাহির করণের এবং প্রকাশ করণের বিষয়ে বা ঐ দলীলপ্রভৃতি মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া তাহা প্রকারান্তরে চাতুরীক্রমে আমলে আনিবার কিম্বা আমলে আনিবার উদ্যোগের বিষয়ে যে২ নালিশ করে সেই২ নালিশ নানা জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা পশ্চাৎ লিখিত ধারার নিরূপিত প্রকারভিন্ন অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে (মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সোপর্দ্দ করণের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কর্ম্মকারকের আদালতভিন্ন) কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই২ মোকদ্দমায় যদি ঐ আদালতের এমত বোধ হয় যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে কোন নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তজবীজ হওনার্থ পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ আছে তবে সেই আদালত নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং নালিশের সম্পর্কীয় সাক্ষ্য এবং দলীলদস্তাবেজও পাঠাইবেন এবং সেই বিষয়ে যে সকল সাক্ষী ঐ প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারদের প্রত্যেক জনের স্থানে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হওনের বিষয়ে এক মুচলকা লিখিয়া লইবেন। এবং তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া রীতিমতে তাহার বিচার করিবেন ইতি।

পরন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে

হইবেক না যে তাহার দ্বারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৬ ধারায় কৃত্রিম করণের মোকদ্দমার বিষয়ে সেশন জজ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের হুজুরে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহাতে মিথ্যা শপথ করণের কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেওনের নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিবদিগকে উক্ত জজ সাহেবেরদের সোপর্দ্দ করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনেরদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণ হইল এবং উক্ত প্রকরণানুসারে উক্ত জজ সাহেবদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যেমতে কার্য্য করণের হুকুম ও আদেশ আছে সেই মতে ঐ প্রধান সদর আমীনদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কার্য্য করিতে ইহার দ্বারা হুকুম ও আদেশ হইল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা উক্ত প্রকরণের বিধানমতে যাহারদিগকে মিথ্যা শপথ করিবার কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দিবার অপরাধে সোপর্দ্দ করেন তাহারদের বিচার তাহারা সেশন জজস্বরূপ করিতে পারেন এবং ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে দেওয়ানী আদালত এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কার্য্যকারককে আদালতের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদিগকেও বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা শহর পরিপাটী করণার্থ নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে কতক২ শক্তি ও ক্ষমতা দেওনের এবং তাঁহারদের দ্বারা কতক২ সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের নিয়ম করিবার আইন।

যেহেতুক ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও নির্দ্দিষ্ট ছিল যে তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর ও টাক্সের যত উৎপন্ন হয় তাহাহইতে সকল সিরিশতার ও উপরি খরচ দেওনের পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা এবং যে২ টাকা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে কলিকাতা শহরের পারিপাট্য কর্ম্মে নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করেন সেই সকল টাকা এই২ কার্য্যে ব্যয় হইবেক বিশেষতঃ।

শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুষ্করিণী ও জলপথ খননকরণ।

শহরের যে২ স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেই২ স্থানে রাস্তা এবং চক প্রস্তুত করণ।

অপ্রবাহ জলাশয় ভরাটকরণ এবং বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ উঠাইয়া দেওন।

পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন।

পথ ও রাস্তা এবং উক্ত শহরের নরদমা পরিষ্কার করণ ও মেরামৎ করণ।

এবং সামান্যতঃ শহরের পারিপাট্য করণ ও শোভা করণ।

এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফলমতে সিদ্ধ করণার্থ উচিত হয় যে ঐ কমিস্যনরদিগকে এক জন মুহুরীর ও এক জন সরবেয়র এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং যে২ ক্ষমতাতে সাধারণ

ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও সম্পত্তিতে হস্তার্পণ হইবেক এমত ক্ষমতা ঐ কমিস্যনরদিগকে এবং তাঁহারদের মুহুরীর ও সরবেযর ও অন্যান্য কর্ম্মকারকদিগকে অর্পণ হয়।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরা উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিরদিগকে আপনারদের সরবেয়র ও মুহুরীর ও অন্যান্য আবশ্যক পদে মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের নিযুক্ত হওন বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করণের অপেক্ষা থাকিবেক এবং যেং মাহিযানা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের উচিত বোধ হয় সেইং মাহিযানা তাঁহারা পাইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরের কোন স্থানহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যজনক জল আনয়নার্থ এক বা ততোধিক জলপথ প্রস্তুত করিবার জন্যে যখন কোন জলপথের পাণ্ডুলেখ্য বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মত হইযাছে তখন প্রত্যেক কমিস্যনর এবং কমিস্যনরেরদের সরবেযর ও মুহুরীর এবং যেং আসিষ্টাণ্টের আবশ্যক হয় সেইং আসিষ্টাণ্ট ঐ জলপথ প্রস্তুত করণেতে যে স্থান দিয়া জলপথ যায সেই স্থানে এই আইনক্রমে ঐ কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে যেং ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন্ এবং ঐ জলপথ প্রস্তুত করণার্থ যেং ক্ষমতার আবশ্যক হয় সেইং ক্ষমতা তাঁহারদের থাকিবেক এবং সেইরূপ কর্ম্মকরণের বিষযে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ হইবেক না এবং তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। এবং উক্ত কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন কর্ম্ম করিতে হয় তাহার সাহায্য করণার্থ কলিকাতা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনক্রমে যেং কার্য্য করিতে পারেন্ এবং এই আইনের দ্বারা যেং কার্য্য করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল সেইং কার্য্য যে কোন জিলা দিয়া উক্ত জলপথ যাইবেক সেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জলপথ নির্ম্মাণের জন্যে করিতে পারেন্ এবং এই আইনের দ্বারা সেইং কার্য্য করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা ঐং কমিস্যনর যেং কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাহার কোন কর্ম্ম নিজে কিম্বা তাঁহারদের চাকর কি আসিষ্টাণ্টের দ্বারা নির্ব্বাহ না করিয়া যে কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানি তাহা চুক্তি করিয়া লইতে চাহেন সেই ব্যক্তি বা কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন্। এবং

তা... কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে ঐ২ কমিস্যনরকে এই আইনক্রমে যে... য়া গেল ঐ ব্যক্তি অথবা ঐ কোম্পানি সেই২ শক্তি এবং ক্ষমতা... পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা দেওয়া ক্ষমতা ও শক্ত্যনুসারে কার্য্য করণেতে যদি কোন ঘর বা এমারৎ অথবা অধিকার্য্য অন্য বিষয়ের অপচয় হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার হানি হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং ঐ বাটী কি এমারৎ অথবা অন্য অধিকার্য্য বিষয়ের স্বামী এবং দখীলকারের এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে ঐ ক্ষতিপূরণার্থ যত টাকা ধার্য্য হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরা ঐ বাটীর স্বামি অথবা দখলীকারকে দিবেন। এবং ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যার বিষয়ে এবং প্রত্যেক স্বামী এবং দখীলকারকে তাহার যে অংশ দিতে হইবেক সেই অংশের বিষয়ে যদি সেইরূপ স্বামী কি দখীলকার এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে ঐক্য না হইতে পারে তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যা এবং তাহার দাওয়াকারি ব্যক্তিরা একে২ তাহার যে অংশ পাইবার যোগ্য সেই২ অংশ সালিসের দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করণের ক্ষমতা দেওনের আইন এই নামে বিখ্যাত ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নিদ্ধারিত মতে তলব ও নিযুক্ত হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা ধার্য্য হইবেক এবং আদায় হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরদিগকে অথবা তাঁহারদের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন মুহরীর অথবা সরবেয়র কি অন্য কর্ম্মকারক কিম্বা কোন কারিগর অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে কি এই আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারা যে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন অথবা সেই কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আপনারদের কি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য অথবা যে কোন কর্ম্ম এই আইনের শক্তিক্রমে বা তদনুসারে তাঁহারদের করিবার হুকুম আছে অথবা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই কর্ম্ম করণেতে ও সম্পন্ন করণেতে যদি কোন ব্যক্তি কোন সময়ে ব্যাঘাত অথবা উত্ত্যক্ত করে তবে এইমত অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০্ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক কমিস্যনর ও সরবেয়র ও কমিস্যনরেরদের মুহরীর এবং তাঁহারদের যত আসিষ্টাণ্টের আবশ্যক হয় তাঁহারদিগকে এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া গেল যে দিবা

ভাগের সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় তাঁহারা কোন ভূমি কি বাটীতে অথবা যে ভূমির উপর কোন ঘর বা বাটী বা অন্য কোন এমারৎ গাঁথা আছে কি গাঁথা হইতেছে কি গাঁথিবার কল্প আছে সেই ভূমিতে এবং কোন প্রকার ঘরে বা তাহার কোন ভাগে প্রবেশ করেন অথবা আপনারদের অধীন কর্ম্মকারকদিগকে প্রবেশ করিতে হুকুম দেন এবং সেইরূপ প্রবেশ করণের জন্য অথবা এই আইনানুসারে ঐ ভূমিপ্রভৃতির কোন ভাগে যে কোন কার্য্য করা যায় বা করিতে হয় তাহার জন্যে কি তাহার বিষয়ে তাঁহারদের নামে আইনের আদালতে কোন নালিশ অথবা একুটি আদালতে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবেক না এবং তাহার বিরুদ্ধ আইনসম্পর্কীয় কোন কার্য্য হইতে পারিবেক না অথবা তাঁহারদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন ভূমি অথবা এমারতে তৎসময়ে কোন ব্যক্তি বাস করিতেছে তাহাতে দখীলকারের অনুমতি বিনা তাহার বা তাঁহারদের প্রবেশ করণের মানসের উপযুক্ত সম্বাদ ঐ দখীকার ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না দিয়া তাহার মধ্যে উক্ত প্রকার কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে কলিকাতা শহরের মধ্যে সকল প্রকার ও সকল রকমের যে সকল ও প্রত্যেক রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে এবং উত্তর কালে ঐ শহরের যে সকল ভাগে কোন রকমের বা কোন প্রকারের রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথ করা যায় তাহার সরবরাহ কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব এবং শান ও তাহার সকল সরঞ্জাম এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট অথবা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা কিম্বা তাঁহারদের হুকুমে ঐ রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের জন্যে যে সকল গাঁথনি ও এমারৎ ও সরঞ্জাম ও হাতিয়ার অথবা অন্য দ্রব্য করা যায় তাহা টুষ্টিস্বরূপ ঐ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং সেই সকল বিষয়ের স্বত্ব তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অপণ হইয়াছে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে যে রাস্তা ও সরকারী পথ এবং সাধারণের গমনাগমনের স্থান থাকে বা উত্তর কালে করা যায় তাহার মধ্যে যে রাস্তাইত্যাদির বিষয়ে উপযুক্ত বোধ .র সেই রাস্তাইত্যাদিতে উক্ত কমিস্যনরেরা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে শান করিতে পারেন এবং তাহাতে জল দিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে যে

প্রত্যেক [illegible] [illegible]রী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে কিম্বা উত্তর কালে করা যায় সেই প্রত্যেক রাস্তাপ্রভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরা উপযুক্তমতে মেরামৎ করিবেন এবং উপযুক্তমতে মেরামৎ না করিলে তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় পদব্রজে যাওনের বা গাড়ি যাওনের পথের কোন শান কি পাতর অথবা অন্য সরঞ্জাম যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের কিম্বা তাঁহারদের উক্ত সরবেযরের লিখিত অনুমতি বিনা সরায় বা তুলিয়া ফেলে বা তাহাতে কোন ফেরফার করে অথবা উক্ত শহরের কোন রাস্তা কোন প্রকারে অবরোধ করে বা তাহার উপর কিছু গাঁথে তবে এইমত প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং যেহেতুক শহরনিবাসিরদের স্বাস্থ্যের এবং উপকারের জন্যে আবশ্যক আছে যে যে সিধা ও চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ আরম্ভ হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় এবং যেখানে এই সময়ে এইমত রাস্তাপ্রভৃতি না থাকে সেই খানে উপকারক এবং উপযুক্ত অন্তরে সেই প্রকার রাস্তা এমত করা যায় যে ঐ শহরের মধ্যে ঘন এমারতের মধ্য দিয়া সেইরূপ সিধা ও চৌড়া পথ করা যায় অর্থাৎ সাধ্যপর্য্যন্ত ঢেরাকৃতিরূপে দক্ষিণঅবধি উত্তরপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বঅবধি পশ্চিমপর্য্যন্ত ঐ রাস্তার পত্তন হয় এবং দক্ষিণ পূর্ব্বঅবধি উত্তর পশ্চিমপর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ পশ্চিমঅবধি উত্তর পূর্ব্বপর্য্যন্ত অন্য রাস্তা কোণাকোণি রেখারূপে বিদিগে নির্ম্মাণ হয় এবং উপকারক ও উপযুক্ত অন্তরে বৃহৎ শূন্য স্থান থাকে এবং সেই শূন্য স্থানে চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক করা যায় এবং উক্ত চকহইতে ঐ২ রাস্তা উপকারকমতে প্রতিবন্ধক বিনা ঋজু রেখাক্রমে এক দিগে গঙ্গাপর্য্যন্ত যায় অপর দিগে উক্ত শহরের বাহিরের ময়দানপর্য্যন্ত যায় এবং এই প্রকার পাণ্ডুলেখ্যানুসারে সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ২ কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় এবং সমপূর্ণরূপে তাহা হইতে না পারিলে এই পাণ্ডুলেখ্যের সদৃশ যেপর্য্যন্ত সাধ্য সেইপর্য্যন্ত তাহা করা যায়। এবং যেহেতুক উচিত এবং আবশ্যক আছে যে উক্ত শহরের এদেশীয় লোকের . স্থানে বাস করেন সেই স্থানে যে গুঁড়ি ও গলি পথ আছে তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্তমতে সোজা এবং চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ নির্ম্মাণ হয় এবং যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ করণের আবশ্যক হইবেক সেই ঘরপ্রভৃতির স্বামিরদিগকে উপযুক্তমতে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া উচিত।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘ্র সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের উক্ত বিশেষ সরবেয়র এবং অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা নক্শা প্রস্তুত করাইবেন এবং ঐ নক্শার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়-সকল সিদ্ধ করণার্থ তাঁহারদের বিবেচনায় ঐ রাস্তা ও খোলা পথের লক্ষিতদিগের ও তাহার প্রশস্ততার এবং পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক প্রস্তুত করণার্থ যে শূন্য স্থানের প্রযোজন হয় তাহার অবস্থান ও পরিমাণের নিদর্শন থাকিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা ঐ শহরের স্বাস্থ্য এবং তাহার মধ্যে গমনাগমনের সুগম এবং ঐ পারিপাট্যের নির্ব্বাহ করণের যে পরিমিত ব্যয় হইতে পারে এই সকলে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। এবং যে কর্ম্মের আবশ্যক হয় তাহার খরচের এবং এই নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদ করিবার আবশ্যক হইবেক তাহার আন্দাজী মূল্যের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইবেক। এবং যেং নক্শা ঐ কমিস্যনরদিগকে এইরূপে দেওয়া যায় তাহার মধ্যে যে নক্শা তাঁহারা কিম্বা তাঁহারদের অধিকাংশ ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা উত্তম ও উপযুক্ত বোধ করেন তাহা তাঁহারা পসন্দ করিবেন এবং ঐ নক্শা ও তদ্বিষয়ে কমিস্যনরেরদের নির্দ্ধারণ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব উক্ত সেক্রেটারীর সহীকরা এক লিপির দ্বারা উক্ত সেক্রেটারীর মারফৎ ঐ নক্শাতে আপনার সম্মতি জানাইলে উক্ত কমিস্যনরেরা যথাসাধ্য শীঘ্র আপনারদের হাতে থাকা সংস্থান বুঝিয়া এবং এই আইনের কল্পিত অন্যান্য পারিপাট্য কর্ম্মের একি সময়ে নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক না হয় ইহা বুঝিয়া ঐ কর্ম্ম যেপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বাহ করিবেন। এবং উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাবিত নক্শাতে যদি তিনি আপনার অসম্মতি জানান তবে ঐ কমিস্যনরেরা সেই সরবেয়র অথবা অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা অন্য নক্শা প্রস্তুত করাইবেন এবং সেই নক্শা সেইরূপে ঐ কমিস্যনরেরা ঐ শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিবেন এবং যাবৎ ঐরূপ কোন নক্শা ঐ শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ সময়েং ঐরূপ অন্যান্য নক্শা করিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের চূড়ান্ত সম্মতি জানান গেলে পর যত শীঘ্র সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা ঐ মঞ্জুরহওয়া নক্শা অনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নক্শা ঐ শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে সেইরূপে প্রস্তাব হইলে এবং তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর হইলে পর ঐ কমিস্যনরেরা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে ঐ নক্শা অনুসারে কার্য্যকরণার্থ যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদকরণের আবশ্যক হয় তাহা খরীদ করিবেন এবং ঐ খরীদ্

সম্পন্ন হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনারদের তৎস্থানীয় সরবেয়রকে উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের হুকুম দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত শহরের স্বাস্থ্যের জন্যে তাহার মধ্যে কর্ম্মণ্য নরদমা ও মোরী করণের উপায করা নিতান্ত আবশ্যক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের ঐ সরবেয়রকে সমস্ত শহরের অতি মনোযোগ-পূর্ব্বক জরিপ করিতে হুকুম দিবেন এবং তৎসময়ে যে নরদমা ও এমারৎ ও মোরী ঐ শহরের মধ্যে আছে তাহার যেং দোষ থাকে এবং উক্ত সমস্ত শহরের কর্ম্মণ্য-রূপে নরদমা করণ ও পরিষ্কার করণার্থ ঐ নরদমার যেং মতান্তর করা এবং যেং নূতন প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী করা উপযুক্ত ও আবশ্যক এবং ঐ নরদমা ও মোরী উপযুক্তমতে জলসেচন ও পরিষ্কার করণার্থ যেং জলাশয় ও কল ও জল-প্রবাহের দ্বার ও জলপথের কপাট ও অন্যান্য কম্মের আবশ্যক হয এবং যেং স্থানে ও স্থানহইতে ঐং নরদমা ও মোরীর আরম্ভ করা উচিত এবং ঠিক যে দিগে তাহা চালান উচিত এবং যেং স্থানে তাহার শেস করা উচিত এই সকল বিষয়ের ঐ সরবেয়র আপনার বিবেচনামতে এক যথার্থ ও সম্পষ্ট রিপোর্ট করিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত শহরে বিশেষ বিষয এবং অন্যান্য অবস্থা বুঝিয়া যেপর্য্যন্ত সাধ্য সেইপর্য্যন্ত উক্ত শহরের সকল নিবাসিকে পান করণার্থ এবং গৃহাদির কম্মের নিমিত্তে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক জল দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক এবং বিশেষতঃ অতিদরিদ্র নিবাসিরদিগকে সেইরূপ জল দেওয়া অত্যাবশ্যক এবং যেহেতুক রাস্তা কম্মণ্য ও স্বাস্থ্যজনকরূপে পরিষ্কার করণ এবং তাহাতে জলদেওনার্থ এবং যে প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নিম্মাণ করা যাইবেক এবং বজায করা যাইবেক তাহা পরিষ্কার রাখণের জন্যে জল যোগাইয়া দেওনের প্রয়োজন হইবেক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরা সেই সময়ে ঐ শহরের মধ্যে এক্ষণে জলের যে সুসার আছে তাহার এবং উক্ত নানা অভিপ্রায়ের জন্যে সেই জল প্রচুর বা অপ্রচুর তাহার বিষয়ে এবং সেইরূপ যোগান প্রত্যেক প্রকার জল অথবা উক্ত সরবেয়র উত্তর কালে যে জল যোগানের পরামর্শ দেন্ সেই জল পান করণার্থ স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদ কি না এই বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আপনার সরবেয়রকে হুকুম

বন। এবং ঐ জলের স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদু গুণের বিষয়ে তাঁহার রিপোর্টের যথার্থতার পরীক্ষা করণার্থ ঐ কমিস্যনরেরা ঐ জল বা জলসকলের গুণের নির্ণয় করিতে এবং তাহার বিষয়ে রিপোর্ট করিতে নিপুণ কিমিয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকেরদিগকে আদেশ করিবেন। এবং উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহাদির কার্য্যের জন্যে এবং উক্ত রাস্তার কর্ম্মণ্য ও স্বাস্থ্যরূপে পরিষ্কার রাখণের ও জল দেওনের জন্যে এবং যে প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নির্ম্মাণ ও বজায় হইবেক তাহার পরিষ্কারের জন্যে কলিকাতার উত্তর দিগে হুগলী নদীর যে স্থানহইতে প্রচুর জল শহরের মধ্যে আনা যাইতে পারে তাহা ঐ সরবেয়র আপনার রিপোর্টে লিখিবেন এবং এই নানা কার্য্যের জন্যে এক স্থানহইতে প্রচুর জল পাওয়া যাইতে পারে কি না এবং কত দূরহইতে তাহা আনিতে হইবেক এবং তাহার যে খরচ লাগিবেক এবং উক্ত সকল অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐ জল প্রচুর ও বাহুল্যমতে যোগাইবার জন্যে যে জলাশয় ও কল ও জলপথের দ্বার ও খাল ও জলপথ ও নল ও অন্যান্য কর্ম্মের আবশ্যক হইবেক এবং সেই সকলের কিং পরিমাণ ইত্যাদি সকল বিষয়ে আপনার মত লিখিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে সকল নরদমা ও মোরী এবং তৎসম্পর্কীয় সকল এমারৎ ও অন্য কর্ম্ম ও সরঞ্জাম ও দ্রব্য এবং সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারার্থ যে সকল খাল ও জলপথ ও পুষ্করিণী ও কূপ প্রস্তুত হইয়াছে অথবা আইনমতে ব্যবহার হইতেছে এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি নহে তাহা এবং এই আইন জারী হওন সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে তাহার সম্পর্কীয় যে সকল এমারৎ ও কল ও নির্ম্মিত কর্ম্ম ও সরঞ্জাম ও জিনিস আছে অথবা উত্তর কালে কোন সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরচে বা প্রকারান্তরে প্রস্তুত হয় তাহা ও তাহার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা পূর্ব্বোক্ত ট্রষ্টিস্বরূপ উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং এই আইনের দ্বারা তাহার স্বত্ব তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইল কিন্তু তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত বিধি খাটিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সমস্ত শহরের কর্ম্মণ্যরূপে নরদমা করণার্থ এবং শহর পরিষ্কার রাখণার্থ যে প্রকার এবং যত নরদমা ও মোরী এবং যে প্রকার ও যত জলাশয় ও খাল ও জলপথ ও কল ও অন্যান্য নির্ম্মিত কর্ম্ম উক্ত কমিস্যনরেরদের বিবেচনায় আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা তাঁহারা নির্ম্মাণ করাইবেন। এবং ঐ নরদমাতে উপযুক্তরূপে জলসেচনের জন্যে ও তাহা পরিষ্কার করণের জন্যে যে প্রকার ও যত জলের নালার আবশ্যক হয় তাহা উক্ত শহরের রাস্তা ও পথ ও অন্য

স্থানে (তাহা সরকারী হউক বা না হউক) তাহাতে ও তাহার নীচে ও তাহার উপর এবং আবশ্যক হইলে উক্ত রাস্তা ও পথ ও মার্গ ও স্থানের নীচে যে সকল মাটির ভিতরে কুটরী ও খিলান থাকে তাহার মধ্য দিয়া ও তাহার উপর পত্তন করাইবেন কিন্তু যাহাতে অল্প ক্ষতি হয় এমত উদ্যোগ করিবেন। এবং ঐ নরদমার লাগাও অথবা তাহার নিকটে যে কোন অথবা যে সকল ঘর গাঁথা আছে এবং গাঁথা যাইবেক সেই ঘরঅবধি উক্ত কোন নরদমাপর্য্যন্ত কোন মোরী বা মোরীসকল করাইতে উক্ত নরদমার পার্শ্বে যে প্রকার ও যত গোলাকৃতি স্থান ও ছিদ্র তন্নিমিত্ত রাখিতে ঐ কমিস্যনরের বিহিত ও আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা করিতে অথবা রাখিতে পারেন। এবং উক্ত কোন এমারৎ সমাপ্ত করিবার জন্যে যদি কোন ঘেরা ভূমিতে অথবা অন্য যে স্থানে সরকারী রাস্তা না থাকে এমত স্থানে বা তাহার মধ্যে বা তাহা দিয়া ঐ এমারৎ গাঁথিতে বা তাহার অনবরত নির্ম্মাণ করিতে আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত ভূমিতে বা অন্য স্থানে বা তাহার মধ্যে কি তাহা দিয়া ঐ এমারৎ গাঁথিতে এবং অনবরত নির্ম্মাণ করিতে পারেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরা এমত উপায় করিতে পারেন ও করিবেন যে ঐ নরদমা কোন নদী বা স্রোত কি খাল অথবা জলপথের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং ঐ নরদমার মধ্যস্থ দ্রব্য ঐ নদীপ্রভৃতির মধ্যে পড়ে অথবা ঐ নরদমার সকল ময়লা রাখণ ও সংগ্রহ করণ ও বিক্রয় করণের এবং কৃষি কর্ম্মের সারের জন্যে বা প্রকারান্তরে তাঁহারদের যেরূপ সুবিবেচনা হয় সেইরূপে তাহা কর্ম্মে আনিবার জন্যে যে স্থান অতিসুগম হয় সেই স্থানে উপযুক্ত প্রণালী দিয়া সেই সকল ময়লা লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সাবধান করিবেন যে ঐ ময়লা তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে কোন অপকারক বা ক্ষতিজনক না হয়। এবং ঐ সকল নরদমা ও জলপথ ও খাল ও জলাশয় এবং অন্য এমারৎ ও স্থান উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অর্পণ হইল এবং তাহা সকল সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের সরবেয়র ও তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরদের জিম্মায় ও কর্ত্তৃত্বে ও অধীনে থাকিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এইমত ক্ষমতা হইবেক এবং তাঁহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে সময়ক্রমে তাঁহারদের যেমন উচিত বোধ হয় তেমনি তাঁহারা উক্ত শহরের মধ্যে আবশ্যকমতে সকল অথবা কোন এক নরদমা চৌড়া করিতে ও গহেরা করিতে এবং আলি করিতে ও তাহা মতান্তর করিতে ও তাহার উপর খিলান গাঁথিতে ও তাহা মেরামৎ ও পরিষ্কার করিতে ও ধৌত করিতে পারেন এবং আরো উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অপ্রবাহ খাই ও নরদমা ও পুষ্করিণী ও দুর্গন্ধজল ও ময়লার অন্যান্য আধার থাকে তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি হউক বা না হউক তাহা পরিষ্কার করিতে এবং তাহার ময়লা উক্ত নরদমার মধ্যে ফেলিতে বা প্রকারান্তরে তাহা নিবৃত্ত করিতে

পারেন। এবং আরো উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পিত বর্ত্তমান বা উত্তর কালে নির্ম্মিত কোন নরদমা যদি কোন কারণপ্রযুক্ত উক্ত কমিস্যনরেরদের বিবেচনায় অকর্ম্মণ্য অথবা অনাবশ্যক হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে সেই পুরাতন নরদমা উঠাইয়া ফেলিতে এবং তাহা বন্ধ করিতে ও তাহা বুজাইয়া ফেলিতে বা তাহা নিবৃত্ত করিতে পারেন কিন্তু তাহা এইরূপে করিতে হইবেক যে তাহাতে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিরদের অপকারক ও বিঘ্নজনক না হয় ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন নূতন ঘরের বুনিয়াদ খনন বা পত্তন করিতে আরম্ভ করণের অথবা কোন ঘর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করণের পূর্ব্বে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ত্তৃত্বাধীন কোন নরদমার মধ্যে কোন ভূমি বা বাটীর জল সোজা বা বক্ররূপে পড়িবার জন্যে কোন মোরী করণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের দ্বারা সম্পূর্ণ চৌদ্দ দিনের এত্তেলা দিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ঘর গাঁথিতে বা পুনর্ব্বার গাঁথিতে অথবা সেইরূপ মোরী করিতে মানস করে সেই ব্যক্তি ঐ এত্তেলা মুহুরীরকে দিবেক কি তাহার দফতরখানায় দিয়া আসিবেক। এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র যে মাটাম সহী ভূমি নির্দ্দিষ্ট করেন সেই সহী ঐ বুনিয়াদের পত্তন হইবেক এবং ঐরূপ প্রত্যেক শাখা মোরী যে দিগে ও যে প্রকারে ও যে ডৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম করেন এবং মসলা ও এমারতের বিষয়ে ঐ সরবেয়র যে নিয়ম করেন তদনুসারে তাহা প্রস্তুত হইবেক এবং সেইরূপ প্রত্যেক মোরী উক্ত কমিস্যনরের দৃষ্টি গোচরে এবং কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ম্মাণ হইবেক। এবং যদি সেইরূপ এত্তেলা না দেওয়া যায় অথবা সেই এমারৎ কি মোরী যদি কোন প্রকারে উক্ত সরবেয়রের হুকুম বিনা অথবা হুকুমের বিপরীত কি এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় বা করা যায় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই এমারৎ উৎপাটন করাইতে পারেন এবং সেই মোরী পুনর্ব্বার পত্তন করিতে বা মেরামৎ করিতে বা বিষয়বিশেষে পুনর্ব্বার গাঁথিতে হুকুম দিতে পারেন এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার খরচ ঐ ভূমির বা মোরীর স্বামির স্থানে উসুল করিতে পারেন ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি যে নরদমা অর্পণ হইয়াছে বা এই আইনের শক্তিক্রমে তাঁহারদের নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইয়াছে বা প্রকারান্তরে উক্ত কমিস্যনরেরদের হাতে আইসে সেই নরদমার কোন একটার সঙ্গে সংযোগহওনার্থ কোন ব্যক্তি আপনার খরচে মোরী প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু সেই মোরী যে পরিমাণে এবং সর্ব্বতোভাবে যে প্রকারে উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র হুকুম অথবা নিরূপণ করেন সেইরূপে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং যদি উক্ত

কমিস্যনরে[illegible]গ ঐ নরদমার সঙ্গমের স্থানঅবধি ঐ রাস্তার শেষ-পর্য্যন্ত চ[illegible]ন স্বীকৃত ও সম্মত না হন (এবং সেইরূপ স্বীকৃত ও সম্মত হ[illegible] তাঁহার প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) তবে ঐ ব্যক্তি তন্নিমিত্তে কোন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন আবশ্যক হয় তাহা উঠাইতে ও স্থানান্তর করিতে পারে। এবং উক্ত যে২ নরদমা ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইল অথবা এই আইনের শক্তিক্রমে নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইল তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সংযোগ করণার্থ মোরী যে পরিমাণ এবং যে প্রকার ও যে ডৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম ও নিরূপণ করেন্ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বা অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্তুত করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০/ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং যেহেতুক এই প্রকার সকল এমারৎপ্রভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরদের সর-বেয়রের নিজ হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীন ব্যক্তিরদের দ্বারা নির্ম্মাণ হইলে তাহা অধিক কর্ম্মণ্য এবং তাহাতে অল্প ব্যয় হইবার সম্ভাবনা অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাটী বা অন্য বাসস্থানের স্বামির সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে ঐ গৃহস্বামির যে কোন মোরী করণের আবশ্যক হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সরবেয়রের দ্বারা নিম্মাণ করা যায় ও প্রস্তুত হয় এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রের সর্টিফিকটঅনুসারে উক্ত মোরীর যে আসল খরচ লাগিয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদিগকে ঐ২ গৃহস্বামী ফিরিয়াদিবেক এবং তাহা না দিলে ঐ টাকা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

২১ ধারা।

এবং যেহেতুক নরদমা ও মোরীর গলিঘুঁজিহইতে যে সকল দুর্গন্ধ নিগত হয় তাহাতে অস্বাস্থ্য জন্মে এবং সেই অপকার নিবারণ করনার্থ কোন নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা এবং উক্ত শহরের কোন বিশেষ মোরীর স্বামী উপযুক্ত কপাট অথবা অন্য ঢাকনি দেওনের দ্বারা কি তাহার মধ্য দিয়া বায়ুর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বারা কিম্বা তন্নিমিত্ত অন্য যে উপায় ও উদ্যোগেতে তাহা সাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘুঁজিহইতে এবং রাস্তা বা অন্যান্য স্থানের মোরী কি নরদমার ঝাঁজরী কি অন্য প্রকার খোলা স্থানহইতে ঐ নরদমা এবং মোরীর দুর্গন্ধ নির্গত না হইবার উপায় করিবেন। এবং যদি কোন বিশেষ নরদমা অথবা মোরীর স্বামী সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের শৈথিল্য কি বিলম্ব করে তবে সেইরূপ নরদমা অথবা মোরীহইতে নিগত দুর্গন্ধ সফলরূপে নিবারণার্থ উক্ত কমি-স্যনরেরদের সরবেয়র তাহাকে উপযুক্ত এত্তেলা দিবেন এবং যদি সেইরূপে এত্তেলা

পাওনের পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নরদমার স্বামী অতি কর্ম্মণ্যরূপে তাহা না করে তবে উক্ত সরবেয়র তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত কপাট কি অন্য ঢাকনি দিবেন কি ঐ দুর্গন্ধ নির্গত হওনের অতি সফলরূপে নিবারণার্থ অন্যান্য যে উপায় উচিত বোধ হয় তাহা করিবেন এবং তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা ঐ নরদমা অথবা মোরীর স্বামী দিবেক এবং তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

২২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের সরবেয়রের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে যে তাঁহারদের প্রতি অর্পিত কোন রাস্তা কি সরকারী পথ বা সাধারণের গমনাগমনের পথের যখন মেরামৎ হইতেছে অথবা যখন কোন নরদমা কি মোরী প্রস্তুত হইতেছে কি মেরামৎ হইতেছে তখন নিকটস্থ ঘরে ঠেস দেওনের দ্বারা এবং তাহা রক্ষা করণের দ্বারা আপদ নিবারণ করেন এবং ঐ এমারৎ ও মেরামৎহওনের সময়ে কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গমনাগমনের নিবারণার্থ উক্ত কোন রাস্তায় কি সরকারী পথ কিম্বা সাধারণের গমনাগমনের পথে যত হুড়কা কিম্বা জিঞ্জির অথবা খুঁটি রাখিবার আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা ঐ রাস্তার মধ্যে রাখেন ও স্থাপন করেন কিম্বা রাখান ও স্থাপন করান। এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং তাঁহারদের সরবেয়র যখন কোন নরদমা কি মোরী অথবা অন্যান্য কর্ম্ম করিতেছেন বা মেরামৎ করিতেছেন তখন রাত্রিযোগে দৈবঘটনা নিবারণার্থ সেই নরদমাপ্রভৃতিতে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো দিবেন এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে সেখানে চৌকী থাকিতে নিযুক্ত করিবেন। এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐ সরবেয়র ও কমিস্যনরেরদের অনুমতি বিনা সেই হুড়কা কি জিঞ্জির অথবা খুঁটি নামাইয়া ফেলে কি মতান্তর করে কি স্থানান্তর করে কিম্বা উক্ত হুড়কা বা জিঞ্জির কি খুঁটির নিকটে দেওয়া বা তাহাতে লটকান কোন আলো নির্ব্বাণ করে তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ৫০/ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের উপকার ও স্বাস্থ্যের প্রতি উপযুক্ত মতে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রকে এই বিশেষ হুকুম দিবেন যে তিনি উপযুক্ত মতে সকল রাস্তা ও পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ ও তাহার গলী (সরকারী হউক কি না হউক) এবং পদব্রজে গমনের শান অথবা অন্য পথ সময়ে২ উপযুক্ত মতে ঝাড়ু দেওয়ান ও পরিষ্কার করান এবং ঐ সরবেয়র উপযুক্তমতে ঐ রাস্তাপ্রভৃতিতে ঝাড়ু দেওয়াইবেন ও পরিষ্কার করাইবেন। এবং তাহার উপর সর্ব্ব প্রকার যত ধূলা ও ময়লা ও জঞ্জাল পাওয়া যায় সেই সকল

একত্র [illegible] উপযুক্ত ঘণ্টায় ও শহরনিবাসিরদের বাটী ও ভূমিহইতে সকল কর্দ্দম ও ছাই ও ময়ল উঠাইয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিবেন এবং উক্ত শহরের সকল অথবা কোন টাটী এবং ময়লার গর্ত্ত যেমত আবশ্যক বোধ হয় সেইরূপে প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরিস্কার ও শূন্য করাইবেন। এবং ঐ সরবেয়র প্রতি সপ্তাহে যেং দিবসে এবং যেং সময়ে উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ ঝাড়ু দেওয়া যাইবেক ও পরিস্কার করা যাইবেক এবং ঐ ময়লা ও ধূলা ও রাত্রিতে যাহা জমে তাহা ও ঝাঁটনি ও জঞ্জাল ও ছাই লইয়া যাওয়া যাইবেক এবং যেমত ও যেরূপে তাহা স্থানান্তর করা যাইবেক এবং যে স্থানে তাহা জমা হইবেক তাহার এত্তেলা সকল লোককে দিবেন এবং ঐ কমিস্যনরের হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীন কর্ম্মকারক ঐ সরবেয়রকে যেমত উপযুক্ত ও উচিত বোধ হয় সেইমত ঐ সরবেয়র নিয়ম ও হুকুম করিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত কোন কার্য্য উত্তমরূপে করিবার ও নির্ব্বাহ করিবার জন্যে কোন বলদ বা ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কল অথবা কোন ঘোড়া বা বলদ খরীদ করিতে পারেন ও ভাড়া করিয়া লইতে পারেন ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাস্তা ও গমনাগমনের পথ ও গলি ও পদব্রজে গমনের পথ ও টাটী ও নরদমা ও ময়লার গর্ত্তহইতে যে সকল ময়লা ও ধূলা ও রাত্রিতে জমাহওয়া দ্রব্য ও জঞ্জাল এবং ঐ শহরের মধ্যে সকল ও প্রত্যেক ঘরহইতে এবং অন্য স্থানহইতে যে সকল ধূলা ও ছাই ও জঞ্জাল একত্র করা ও লওয়া যায় ও স্থানান্তর করা যায় তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদের প্রতি তাহা অর্পণ হইল। এবং ঐ কমিস্যনরেরা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে আপনারদের উক্ত মুহুরীর অথবা সরবেয়রের দ্বারা তাহা বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন এবং তাহা বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ব্যয় হইবেক এবং যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সেই ব্যক্তির তাহা লইতে ও লইয়া যাইতে এবং আপনার নিজ কার্য্য ও উপকারের নিমিত্তে তাহা হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথে জল দেওনের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কূপ খনন করিতে পারেন এবং নল ও নালা ও বোমা রাখিতে ও স্থাপন করিতে পারেন ও বসাইতে পারেন এবং তাহার নিমিত্তে অন্য কোন উপযুক্ত কল প্রস্তুত করিতে পারেন এবং ঐ

কমিস্যনরেরা যখন ও যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহা উঠাইয়া লইতে ও মতান্তর করিতে পারেন। এবং দেশের আচার ও ব্যবহারে দৃষ্টি রাখিয়া যে উপযুক্ত ও বিহিত সময়ে এবং যে উপযুক্ত ও বিহিত স্থানে পরিশ্রমি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও আরাম হওনের সম্ভাবনা এবং লজ্জাকর না হয় এমত স্থানে ও সময়ে শহরনিবাসিরদের স্নান করিবার জন্যে ঐ শহরের মধ্যে প্রচুরসংখ্যক চৌড়া এবং উপকারি পুষ্করিণী অথবা জলপ্রবাহ প্রস্তুত করিতে ও স্থাপন করিতে ঐ কমিস্যনরেরদের ক্ষমতা হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে তাহা করিতে হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত সকল অথবা কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহারা সময়ক্রমে ব্যবস্থা করিতে পারেন ও ইহার দ্বারা ব্যবস্থা করিতে তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল বিশেসতঃ।

কোন রাস্তায় বা তাহার নিকটে অপকারজনক বিষয় নিবারণ করণ এবং তাহা পরিষ্কার রাখণ।

কসাইখানা ও বাজার রেজিষ্টরী করণ ও তদারক করণ ও তাহা পরিষ্কার ও উপযুক্তমতে রাখণের এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন একবার তাহাহইতে ময়লা উঠাইয়া লইয়া যাওনের এবং তাহাতে প্রচুরমতে জল দেওনের বিষয়ি নিয়ম করণ।

মনুষ্যেরদের আহারের জন্যে যাহারা পীড়াজনক মাংস ও মৎস্য ও শাকসবজী ও মিঠাই ও শস্য বিক্রয় করে তাহারদের দণ্ড করণ এবং ঐ মন্দ দ্রব্য ধরণ ও তাহা নষ্ট করণ।

রাস্তা পরিষ্কারকারিরদের কর্ম্ম এবং মূত্রের স্থান ও টাটীর কর্ত্তৃত্বের বিষয়ি নিয়ম করণ।

ময়লা ও অস্বাস্থ্যজনক ঘর পরিষ্কার করণের নিয়ম করণ।

সরকারী জলাশয়হইতে বিশেষ২ ঘরে জল যোগাওন।

পরিশ্রমি প্রজারদের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কৃতত্তা ও উপকারের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে প্রকার আবশ্যক বোধ হয় সেই প্রকারে উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহ কর্ম্মের জন্যে যে পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে লোকেরদিগকে স্নান করিতে

...া ধুইতে নিবারণ করণ এবং স্নান করিবার নিমিত্তে যে পুষ্ক...
...ান হয় তাহাতে স্নান করণের ঘণ্টার নির্ণয় করণের নিয়...

উক্ত শহরনিবাসি নানা জাতিরদের চৈতন্য ও আচার ও ব্যবহারের বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করণ বিধায় উক্ত শহরে স্বাস্থ্য ও পরিস্কৃততা ও লজ্জা বোধের বিষয়ে উপযুক্ত মতে মনোযোগপূর্ব্বক উক্ত শহরনিবাসিরদের যে২ কর্ম্ম করা উচিত এবং যে কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত সেই২ কর্ম্ম করাওণ এবং সেই কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত করাওণ।

এই সকল ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারি ব্যক্তিরদের যে জরীমানা দিতে হয় তাহা নির্ণয় ও স্থাপন করণ। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শেষোক্ত এইরূপ কোন জরীমানা কোন এক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অধিক হইবেক না অথবা সেই অপকারজনক বিষয় নিবারণ না হইলে এবং তাহার প্রতিকার না হইলে প্রত্যেক দিবসের জন্যে ৫) টাকার অধিক জরীমানা হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত ধারাতে ব্যবস্থা করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তৎক্রমে যে ব্যবস্থা করা যায় তাহা যাবৎ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেবের নিকটে প্রস্তাব না হয় এবং তাহাতে তাঁহার সম্মতি এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি না হয় এবং ঐ শ্রীযুত গবরনর সাহেবের দস্তখৎক্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা ঐ কমিস্যনরদিগকে জ্ঞাত করা না যায় এবং ঐ ব্যবস্থা কলিকাতার দুই সম্বাদপত্রে একবার প্রকাশ করণের পর যাবৎ চল্লিশ দিবস অতীত না হয় তাবৎ ঐ ব্যবস্থা প্রবল হইবেক না। এবং ঐ ব্যবস্থার যে নকলে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দস্তখৎ করা এই এজাহার থাকে যে তাহা উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্তমতে দুই সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং ঐ প্রকাশ করণের তারিখ থাকে সেই নকল আইন এবং একুটির সকল আদালতে এবং সকল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে ঐ ব্যবস্থার এবং তাহা মঞ্জুর হওন এবং প্রকাশ হওনের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ক্রমে যে সকল ব্যবস্থা করা যায় তাহা ছাপা হইবেক এবং তাহার এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় লটকান যাইবেক এবং লটকান থাকিবেক এবং যে কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে দরখাস্ত

করে এবং উক্ত কমিস্যনরেরা ।০ আনার অনধিক যে রসুম নিরূপণ করেন সেই রসুম দেয় সেই ব্যক্তিকে তাহার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হওনপূর্ব্বক এই আইনের বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় অপরাধের বিষয়ে ইহার পরে যে সকল বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ বিধান এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের করা কোন ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করণের অপরাধের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে সাধারণের অপকারক কোন প্রকার বিষয় যে কোন ব্যক্তি থাকিতে বা করিতে দেয় তাহার জন্যে ঐ কমিস্যনরেরা তাহার নামে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং কোন জরীমানা আদায় করণের জন্যে এবং এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধকরণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার জন্যে নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ নালিশের ও অন্য কার্য্যের খরচ এই আইনের বিধিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পিত টাকাহইতে দিতে হুকুম ও আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি।

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন সম্পত্তি বা জিনিস বা দ্রব্য থাকে তাহা যে ব্যক্তি চুরী করে কি লয় বা লইয়া যায় বা জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে সেই ব্যক্তির নামে তাঁহারা নালিশ করিতে পারেন বা সম্বাদ দিতে পারেন কি অন্য কোন কার্য্য করিতে পারেন এবং এইমত প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি বা জিনিস অথবা দ্রব্যের বিষয়ে সেইরূপ কোন নালিশ হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি ইহা সাধারণমতে জ্ঞাত করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন ব্যক্তির যে কোন কর্ম্ম করণ বা না করণ "কামনলা" অনুসারে অপকারক অপরাধ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হয় অথবা এই আইন না থাকিলে সেইরূপ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হইত সেই কর্ম্ম করণ বা না করণ আইনসিদ্ধ হইবেক। এবং "কামনলা" অনুসারে যে কর্ম্ম অপকারক অপরাধ হইত সেই কর্ম্মের দোষি কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে তন্নিমিত্ত নালিশগ্রস্ত হওনহইতে ক্ষমা হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনক্রমে যে ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেইব্যক্তি ঐ

সাব্যস্তক্রমে ধার্য্যহওয়া সম্পূর্ণ টাকা ও তাহার খরচা দিলে পর সেই অপরাধের জন্যে ফৌজদারীসম্বন্ধীয় আর কোন নালিশ তাহার নামে হইতে পারিবেক না ইতি।

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুক্ত গবরনর সাহেবের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে এবং পশ্চাৎ লিখিত নিষেধের অধীনে উক্ত কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত কর্ম্ম করিতে পারেন এবং তাহা করিতে তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল বিশেষতঃ এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ শহর অথবা তাহার কোন ভাগে জল যোগাওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পাবেন। এবং শ্রীযুতের ঐরূপ সম্মতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত জল পাইবার ও রক্ষা করিবার জন্যে যেমত ঐ কমিস্যনরেরদের আবশ্যক বোধ হয় সেইমতে যে কোন ব্যক্তির কোন জলের যন্ত্র ও জলপ্রবাহ কি জল কিম্বা ভূমি বা বাটী কি উপকারি বিষয় কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব বিষয় অথবা স্থাপিত বিষয় বা যন্ত্র কি অন্য সম্পত্তি থাকে এবং সেই ব্যক্তি তাহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক আছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরা সম্পূর্ণরূপে খরীদ করিতে পারেন। অথবা যে কোন মিয়াদের নিয়ম উভয়ের মধ্যে ধার্য্য হয় সেই নিয়মের বন্দোবস্তক্রমে তাহা পাট্টা কি ইজারা করিয়া লইতে পারেন। এবং সেইরূপে শ্রীযুতের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে যে কোন জলযন্ত্র কিম্বা কল বা স্রোত কি জল কি ভূমি বা বাটী অথবা উপকারি বিষয় কি স্বত্ব ও অধিকার ও উপকার এই আইনের শক্তি ও পরাক্রম অনুসারে উক্ত কমিস্যনবেরদের থাকে অথবা তাঁহারা পান কি উত্তর কালে পাইতে পারেন কি তাঁহারদের হস্তে অর্পণ হইতে পারে সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত শহর বা তাহার কোন ভাগে জল দেওনের বিষয়ে বন্দোবস্ত করে তাহাকে ২১ বৎসরের অনধিক মিয়াদে ইজারা দিতে পারেন। এবং তাহার অভিপ্রায় এই যে এইরূপ বন্দোবস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তির ঐরূপ কোন বন্দোবস্ত বা চুক্তির অনুসারে অধিক কর্ম্মণ্য এবং ফলজনকরূপে ঐ জল আনাইতে পারে ও যোগাইতে পারে। এবং সেইরূপ যে পাট্টা উক্ত কমিস্যনরেরা দেন তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সকলের জন্যে বা তাহার কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে জল যোগাওনের সম্পর্কে যে বন্দোবস্ত ও নিয়মেতে তাঁহারা পরস্পর সম্মত হন সেই বন্দোবস্ত ও নিয়মক্রমে হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতানুসারে যে পাট্টা অথবা চুক্তি হয় সেই পাট্টা কি চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অনুমতির লিখিত নিদর্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবর অথবা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের জল যোগাওনের কোন পাণ্ডুলেখ্য

বা কোন উপায় সিদ্ধ করণের জন্যে কোন জলয[illegible]া বিস্তার করণার্থ ভূমির স্বামী এবং দখীলকারের অনুমতি[illegible]তে অথবা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উক্ত কমিস্যনরদিগকে অথবা তাঁহারদের ইজারদারের-দিগকে এই আইনের দ্বারা যে২ ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই২ ক্ষমতা যদি আমলে আনা উপযুক্ত বা উপকারক বোধ হয় তবে এইমত প্রত্যেক গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা একটা নক্‌শা অথবা পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করাইবেন এবং ১০০ ফুটের পরিমিত স্থান ঐ নক্‌শার এক২ বুরুলের তুল্য হিসাবে করা যাইবেক এবং সেই নক্‌শার মধ্যে এই সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকিবেক অর্থাৎ যে আকরহইতে ঐ জল আনাইবার কল্প আছে তাহা এবং ঐ২ জলযন্ত্রের স্থিতি এবং যে কোন স্থানহইতে জল আনাইবার কল্প আছে সেই আকরপর্য্যন্ত বা সেই আকরহইতে জল আনিবার যে জলপথ ও প্রণালিকা ও খিলান পথ বা নালা কি অন্য যে জুলি করণের কল্প আছে তাহার রেখা ও শ্রেণী এবং যে২ ভূমি দিয়া ঐ জলপথপ্রভৃতি লইয়া যাইবার কল্প আছে তাহা। এবং তাহার সঙ্গে অনুসন্ধানের এক বহী প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত কোন কর্ম্ম করণার্থ অথবা কোন খিলানপথ বা নালা কি জুলি কিম্বা জলযন্ত্রের নিমিত্তে ব্যবহার করণার্থ যে২ ভূমি লইবার কল্প হয় সেই২ ভূমির স্বামী অথবা কথিত স্বামী বা ইজারদার কি কথিত ইজারদার ও দখীলকারের নাম থাকিবেক এবং ঐ নক্‌শা এবং অনুসন্ধানের ঐ বহীর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরে রাখা যাইবেক এবং তদ্বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাঁহারা সকল উপযুক্ত সময়ে তাহা দেখিতে পারিবেন এবং ঐ পাণ্ডুলেখ্য ও অনুসন্ধানের বহীর আর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রকে দেওয়া যাইবেক এবং উক্ত কোন অভিপ্রায়ের জন্যে লইতে বা ব্যবহার করিতে কল্পনা হওয়া যে কোন ভূমি দিয়া কোন খিলানপথ বা নালা বা প্রণালিকা কি অন্য কর্ম্ম করণের মানস থাকে সেই ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ আছে অথবা তাহারদের মধ্যে যে ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরা জ্ঞাত হইতে পারেন তাহারদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা ঐ কল্পিত কর্ম্মের এবং যে স্থানে ঐ নক্‌শা রাখা গিয়াছে তাহার এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলা একাদিক্রমে দুই সপ্তাহে অন্যূন একবার কলিকাতা শহরের দুই অথবা ততোধিক সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ এত্তেলা শেষবার প্রকাশ হওনের তারিখের পর ত্রিশ দিন অতীত হওনানন্তর যত শীঘ্র হইতে পারে উক্ত সরবেয়র উক্ত প্রকারে ঐ২ সম্বাদপত্রে এই এত্তেলা ঘোষণা করিবেন যে ঐ শেষ প্রকাশিত এত্তেলার তারিখঅবধি এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সেই ভূমিতে উপস্থিত হইব এবং যাঁহারা আমার সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করেন এবং জানিতে ইচ্ছুক হন তাঁহারদিগকে উক্ত কল্পিত জলপথ ও প্রণালিকা ও খিলানপথ ও নালার রেখা এবং শ্রেণী ও উক্ত

কল্পিত জল[illegible]ন্ত্রের স্থিতি আমি দেখাইব। এবং তদনুসারে ঐ এত্তেলা[illegible]স্থানে তিনি হাজির হইবেন এবং তৎসময়ে ও তৎস্থানে তাঁহা দর্শাইবেন এবং সেই বিষয়েতে যে সকল ব্যক্তি আপনারদের লাভালাভ আছে জ্ঞান করেন অথবা তদ্দ্বারা যাঁহারা আপনারদের ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা আছে বোধ করেন তাঁহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্মুখে স্বয়ং কিম্বা তাঁহারদের উকীল বা টনি কি মোখ্তার সেই বিষয়ের এজহার করিতে পারেন এবং যে সাক্ষিকে তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই সাক্ষিকে তাঁহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্মুখে আনাইতে পারেন এবং যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার এক রিপোর্ট এবং ঐ নকশা ও অনুসন্ধানের বহী এবং উক্ত সরবেসরের রিপোর্ট এবং তদ্বিষয়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের অভিপ্রায় তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবকে দিবেন। এবং তাহা হইলে উক্ত নকশায় যে ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্য লইবার অথবা ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তাহা বা তাহার কোন ভাগ ঐ ভূমির স্বামি বা তাহাতে যে ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাহার অনুমতি বিনা লইতে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব অস্বীকৃত বা স্বীকৃত হইতে পারেন। এবং যদি ঐ শ্রীযুত তাহা লইতে স্বীকৃত হন তবে যে নিয়ম ও হুকুম যথার্থতা প্রতিপালনের জন্যে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব আবশ্যক বোধ করেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ের বিপরীত না হয় এমত নিয়ম ও হুকুম করা যাইবেক। এবং যদ্যপি উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব তাহা লইতে স্থির করেন তবে তিনি যখন ও যতশীঘ্র পূর্ব্বোক্ত মতে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করেন তখন ঐ কমিস্যনরেরা ঐ পাণ্ডুলেখ্যানুসারে কার্য্য করিবেন ও করিতে পারেন ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরা যে জলযন্ত্র ও বাষ্পীয় যন্ত্র ও জলের কল ও জলাশয় ও জলকুণ্ড ও পুষ্করিণী ও জলপথ ও খাল ও জুলি ও প্রণালিকা ও কল ও জল নির্গমনের কপাট ও জল আটকের কপাট ও নল ও মোরী ও আলি ও সাকো ও নলী ও খিলানপথ ও কল ও অন্যান্য কর্ম্ম ঐ শহরের নিবাসিরদিগকে জল আনয়ন ও জল দেওনার্থ আবশ্যক অথবা উচিত বোধ করেন সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতি সময়ক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরা যে ভূমি খরীদ করিতে বা লইতে এই আইনের দ্বারা ক্ষমতা পাইলেন সেই ভূমির উপর করিতে বা নির্ম্মাণ করিতে বা পত্তন বা রক্ষা করিতে বা মতান্তর করিতে কি উঠাইয়া দিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এই আইনেতে জোরপূর্ব্বক ভূমি লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে কোন ভূমি

লইয়া তাহার উপর উক্ত জলযন্ত্র এবং উক্ত জলাশয় ও খাল ও প্রণালিকা ও জলপথ ও খিলানপথ এবং অন্য কর্ম্ম স্থাপনেতে ও নির্ম্মাণ করণেতে উক্ত নক্শাতে যে বক্রগতির সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক দূরে বক্র গমন করিবেক না এবং উক্ত অনুসন্ধানের বহীর মধ্যে যে ব্যক্তির নাম না লেখা যায় এমত কোন ব্যক্তির ভূমিতে তাঁহার লিখিত সম্মতি বিনা প্রবেশ করিবেন না কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির নাম ভুলপ্রযুক্ত লেখা না গিয়া থাকে তবে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার নাম না লিখন ভুলপ্রযুক্ত হইয়াছে এবং ঐরূপ বক্রগমনের অনুমতি দেওয়া উচিত ইহা ঐ সরবেয়রের দস্তখৎক্রমে জানাইতে হইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা এমত বোধ করিতে হইবেক না যে বলপূর্ব্বক খরীদ করণের পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রযুক্ত যেং ভূমি অথবা স্থান দিয়া বা তাহার মধ্যে উক্ত নলী অথবা বোমা কি জলপথ বা খিলানপথ পত্তন করণের মানস হয় অথবা আবশ্যক হয় সেই ভূমি-প্রভৃতিতে উক্ত নলী বা বোমা কি জলপথ অথবা খিলানপথ স্থাপন করণ কিম্বা সময়ক্রমে আবশ্যকমতে তাহা নূতন করণ বা সারণ কি মেরামৎ করণ বা তদারক করণার্থ তাহাতে প্রবেশ করণের স্বত্ব বিনা উক্ত কমিস্যনরদিগকে কিম্বা তাঁহারদের ইজারদারদিগকে অন্য ক্ষমতা ও শক্তি দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভূমি কোন জলাশয় করিবার জন্যে অথবা কোন বাষ্পের কল বা অন্য কর্ম্ম স্থাপনের জন্যে বিশেষরূপে লওয়া যায় তাহাতে তাঁহারদের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা যে কর্ম্ম করণের হুকুম দেওয়া গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা ২০০ হাত অন্তরের মধ্যে কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির বাগান কি ফলের বাগান বা বৃক্ষের বাগান কি বৃক্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিরূপিত ভূমি না হইলে তাহার উপর বা তাহার কোন ভাগের উপর মাটি বা খোয়া কি বালী কিম্বা চুণ বা ইট বা পাথর কি অন্য কোন সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথবা উক্ত কার্য্য সম্পাদনসম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায়ের জন্যে টাকা না দিলে বা দিবার প্রস্তাব না করিলে বা আমানৎ না করিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে যে নানা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করণেতে তাঁহারা যত অল্প ক্ষতি করিতে পারেন তত অল্প ক্ষতি করিবেন এবং সময়ক্রমে উক্ত ভূমির ক্ষণেক কাল দখল করণের বিষয়ে এবং তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকসান করা যায় তাহার বিষয়ে তাঁহারা ঐ ভূমির স্বামি বা দখীলকারকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং যতবার ঐ কমিস্যনরেরা অথবা

তাঁ[illegible]রের দখল করেন অথবা ঐরূপ ক্ষণেক কা[illegible]মিকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং যদি ঐ [illegible]র স্বামিকে পূরণ করিয়া দিবেন। এবং যদি [illegible]বা ক্ষতিপূরণের টাকার নানা দাওয়াদারের বিশেষ২ অংশের বিষয়ে উভয় পক্ষের অনৈক্য হয় তবে ঐমত প্রত্যেক গতিকে সালিসীর দ্বারা কিম্বা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ-হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা ঐ বিরোধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪০ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জলযন্ত্রপ্রভৃতির লাগাও অথবা নিকটবর্ত্তি ভূমির পূর্ব্বোক্ত মতে আইনসিদ্ধ ঐরূপ ক্ষণেক কাল দখল করণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ত্তব্য এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারদের সেইরূপ মানসের এত্তেলা চোদ্দ দিন থাকিতে সেই ভূমির স্বামি ও দখীলকার ব্যক্তিরদিগকে দেন এবং যত ভূমির সেইরূপ ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তত ভূমি উপযুক্ত বেড়ার দ্বারা ঘেরেন ও তাহার নিকটস্থ অন্য ভূমিহইতে পৃথক্ ও সতন্ত্র করেন ইতি।

৪১ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে ঐরূপ নিকটস্থ ভূমিতে প্রবেশ করণের পূর্ব্বে যদি তাহার স্বামী বা দখীলকার ব্যক্তিরা চাহেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা ক্ষণেক কাল দখল করণের সময়ে তন্নিমিত্তে কোন নিরূপিত ও ধার্য্য হওয়া বার্ষিক খাজানা দিবার বিষয়ে ঐ ভূমির স্বামি কি দখীল-কারেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এবং যদি খাজানার বিষয়ে উভয়ের অনৈক্য হয় তবে তাহা সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে জলাশয় অথবা অন্য কর্ম্মকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা নির্ম্মাণ করণেতে এবং তাহার মধ্যে বা তাহা-পর্য্যন্ত কোন খিলানপথ কি জলপথ করণেতে উক্ত কমিস্যনরেরা নিকটস্থ ভূমিতে জল দেওনের এবং তাহার ব্যবহারের জন্যে এবং ঐ জলাশয় ও অন্য কর্ম্ম করণের দ্বারা বর্ত্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী ও জলপথ যে স্থানে উঠাইয়া লওয়া যায় বা তাহার বিঘ্ন হয় কি ক্ষতি হয় কিম্বা অনুপকারি কি অকর্ম্মণ্য হয় সেই২ স্থানে জল দেওনার্থ ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের খরচে প্রচুরমতে উপকারক রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী

ও জলপথ করিবেন। এবং যদি উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং ঐ নিকটস্থ ভূমির স্বামিরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে সেই বিবাদ সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরদের কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যখন কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথের শান পাথর কি মাটি তোলা যায় বা কোন নরদমা কি মোরী খোলা যায় তখন ঐ কমিস্যনরেরা যে কার্য্যের জন্যে তাহা ভাঙ্গা গেল সেই কার্য্য যথাসাধ্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবেন এবং মাটি পুনর্ব্বার পূর্ণ করিবেন এবং সেই শান ও ভূমি যেরূপ ছিল সেইরূপ করিবেন এবং সেইরূপ ভগ্ন হওয়া বা খোলা নরদমা বা মোরা পুনর্ব্বার বন্ধ করিবেন এবং তাহাতে যে ময়লা হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লইবেন এবং ইতিমধ্যে যে স্থানহইতে ঐ শান পাথর বা মাটি তুলিয়া লওয়া গিয়াছে বা খোলা গিয়াছে সেই স্থানে বেড়া দিবেন ও চৌকী রাখিবেন এবং যে শান পাথর ও মাটি ঐরূপ ভগ্ন হইল ও তোলা গেল তাহার উপর বা তাহার লাগাও যত কাল সেই শান পাথর অথবা মাটি খোলা বা ভাঙ্গা থাকে তত কাল প্রতিরাত্রিতে প্রচুরমতে আলো দিবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসিরদের বিনা মূল্য জল যোগাওনার্থ এক্ষণে যে সকল সরকারী জলাশয় ও পুষ্করিণী ও প্রণালিকা ও অন্যান্য জলযন্ত্র ব্যবহার হইতেছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরা বজায় রাখিবেন এবং তাহাতে জল রাখিবেন ও যোগাইবেন এবং ঐ সকল জলাশয়প্রভৃতি ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারদের অধীন ও কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহা থাকিবেক এবং উক্ত কমিস্যনরেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত কোন রাস্তা বা চক কি গলী বা সরকারী পথ কি কোন সাধারণের গমনাগমনের পথ বা কোন সংখ্যক ঘরের নিবাসিরদিগকে জল দেওনার্থ নূতন জলাশয় ও পুষ্করিণী ও বোমা ও প্রণালিকা ও অন্য জলের কল স্থাপন ও নিযুক্ত করিতে পারেন এবং যে ব্যক্তিরা বিক্রয়ার্থ না হয় কিন্তু আপনার নিজ ব্যবহারার্থ জল লইয়া যাইতে চাহেন তাঁহার বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্যে কোন সরকারী স্থানে ঐ জলাশয়প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারেন এবং দারিদ্র ব্যক্তিরদের ব্যবহারের জন্যে সরকারী স্নানাগার অথবা গাত্র ধুইবার ঘরে জল যোগাইতে পারেন ইতি।

৪৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ঘরের পশ্চাৎ লিখিত হারানুসার

টাক্স নিরূপণ হইয়াছে সেই ঘরের স্বামি অথবা দখীলকারকে গৃহের কার্য্যের জন্যে উপযুক্তমতে উক্ত সরবেযর যেরূপ বন্দোবস্ত ও নিয়ম করেন সেইরূপে জল দিতে যদি উক্ত কমিস্যনরেরা শৈথিল্য করেন বা অস্বীকার করেন তবে ঐ ভূমির স্বামী অথবা দখীলকার ঐরূপ জলের অভাবের এত্তেলা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের দ্বারা দেওনের পর যে প্রত্যেক অব্যবহিত দুই দিবসপর্য্যন্ত সেইরূপ জল দেওনের শৈথিল্য কি অস্বীকার হয় সেই দুইং দিবসের জন্যে ঐ ব্যক্তির ত্রৈমাসিক যে কর দেয় হয় তাহার আট ভাগের এক ভাগের তুল্য টাকা সেই করহইতে বাদ দিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই জলাভাব বড় অনাবৃষ্টি কি অন্য কোন অনিবার্য্য কারণ কিম্বা দৈবঘটনাপ্রযুক্ত হয় তবে এইরূপ করিতে পারিবেন না ইতি।

৪৬ ধারা।

এবং উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহকর্ম্মের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা যে জল নিরূপণ করেন তাহা নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যজনক রাখিবার জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি খামখা বা জানিয়া শুনিয়া পশ্চাৎ লিখিত কোন অপরাধ করে তাহার দোষ সরাসরীমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

১। উক্ত কমিস্যনরেরদের যে জলাশয় ও জলপথ ও জলযন্ত্র থাকে এবং উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের গৃহকার্য্যের নিমিত্তে তাঁহারদের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে সেই জলাশয়প্রভৃতিতে যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্নান করে কিম্বা কোন বস্ত্রাদি কি ঘোড়া কি কুকুর কিম্বা কোন জন্তু ধোয় বা ধোয়ায়।

২। পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রকার জলাশয় কি জলপথ বা জলযন্ত্রে যে ব্যক্তি কোন সুরকি বা পাথর কি ঝাঁটনি কি ময়লা কিম্বা জঞ্জাল বা অন্য অপকারক অথবা বিরক্তকারি কোন জিনিস বা দ্রব্য রাখে কি নিক্ষেপ করে অথবা কোন পশম কি চামড়া কি কোন পশুর চাম অথবা দুর্গন্ধ বা ঘৃনাজনক অন্য জিনিস বা বস্তু ধোয় কি পরিষ্কার করে।

৩। যে ব্যক্তি আপনার কোন নালা বা নরদামা কি মোরীর জল কি আপনার অন্য কোন ঘৃণাজনক দ্রব্যদ্রব্য বা বস্তু কিম্বা তাহার ঘর বা বাটীর মধ্য দিয়া কি তাহার দখলের কোন ভূমি দিয়া বহা বা থাকা সেই প্রকার কোন দ্রব্যদ্রব্য উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন জলের আকর কি খাল কি জলাশয় বা জলপথ কি নলী কিম্বা অন্য জলযন্ত্রে বহায় বা নরদমার দ্বারা পঁহুছাইয়া দেয় বা নিক্ষেপ করায় অথবা অন্য যে কোন কর্ম্মের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরেরদের জল কোন প্রকারে ময়লা বা দুর্গন্ধ হয় তাহা করে।

৪৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রের রিপোর্টক্রমে শহরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ করেন সেই ভাগে আলো দেওনের জন্যে প্রচুরসংখ্যক দীপ প্রস্তুত করিতে ঐ কমিস্যনরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল এবং ইহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করিতে তাঁহারদিগকে হুকুম হইল এবং সকল লোকের উপকারের জন্যে উক্ত দীপ উপযুক্তরূপে রাখিবেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ও প্রস্তুত করিতে এবং তাহাতে আলো দিতে প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন ও নিযুক্ত করিবেন এবং সময়ক্রমে যেমত আবশ্যক হয় সেইমতে ঐ দীপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন বা অন্যপ্রকারে মতান্তর করিবেন এবং উক্ত দীপের মধ্যে যাহা ভগ্ন বা অকর্ম্মণ্য হয় তাহার পরিবর্ত্তে নূতন দীপ দিবেন এবং যাহাতে উক্ত শহরের যে সকল রাস্তায় উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করেন সেই সকল রাস্তাতে প্রতি দিনের বৈকালের যে ঘণ্টাঅবধি তৎপর দিবসের প্রত্যূষের যে ঘণ্টাপর্য্যন্ত উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত ও উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করেন সেইপর্য্যন্ত তাহাতে উত্তম ও প্রচুর মতে আলো দেওয়া যায় এমত করিবেন এবং উক্ত প্রত্যেক দীপ স্থাপনকরণের ও মেরামৎ করণের ও রাখনের ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে তৈল ও শলিতা দেওনের এবং পূর্ব্বোক্ত ঘণ্টায় তাহাতে আলো দেওন ও আলো রাখনের সমস্ত খরচ উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি।

৪৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দীপ যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে বা বিরূপ করে কি ব্যাঘাত করে কি তাহার মধ্যের কোন আলো নির্ব্বাণ করে বা উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাঁহারদের উক্ত সরবেয়রের হুকুম না পাইয়া উক্ত দীপহইতে কোন তৈল বা অন্য বিষয় কি দ্রব্য তুলিয়া লয় বা লইয়া যায় সেই ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কার্য্যকরণেতে কি এই আইনের দত্ত কোন ক্ষমতা বা শক্তিক্রমে যে কোন ব্যক্তি কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম বা দোষ কি অন্য অনুপযুক্ত কার্য্য করে যদি তন্নিমিত্ত নালিশ হওনের পুর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করে তবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলে কিছু টাকা পাইবেক না এবং যদি সেইরূপ কোন টাকা দিবার প্রস্তাব না হয় তবে যে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে নালিশের বিচার হওনের পুর্ব্বে সেই নালিশে ঐ আসামী যত টাকা উচিত বোধ করে তত টাকা আদালতে আমানৎ করিতে পারে এবং তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসামীরা

আদালতে টাকা আমানৎ করণের অনুমতি পায় সেই গতিকে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য হইবেক ইতি।

৫০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে কোন ক্ষতিপূরণের টাকা বা খরচ কি খরচা এই আইনের দ্বারা দিবার হুকুম আছে এবং ঐ টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণের এবং তাহা আদায় করণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই সেইং গতিকে যেরূপে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনক্রমে সালিসীর দ্বারা কার্য্যকরা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই-রূপে ঐ বিবাদি টাকার সংখ্যা সালিসীর দ্বারা নির্ণয় ও নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং যদি উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি দুই জন সালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হইতে পারে অথবা যদি সালিসেরা পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ফয়সলা না করেন তবে কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ টাকার সংখ্যার নির্ণয় হইবেক এবং সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা অন্য যে ব্যক্তির সেই টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা যদি দাওয়া হওনের সাত দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই টাকা কর্জ্জের নালিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫১ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ম্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা কি উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন ব্যবস্থার দ্বারা যেং অপরাধের জন্যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই নানা অপরাধের সংক্ষেপ বিবরণ এবং প্রত্যেক দণ্ডের বিবরণ তাহারা প্রকাশ করিবেন এবং ঐ বিবরণ একটা তক্তার উপরে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় লেখাইবেন কি তাহা কাগজের উপর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ঐ তক্তার উপর লেফাই দিয়া বসাইবেন এবং ঐ তক্তা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরেরসকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকাইবেন অথবা বসা-ইবেন। এবং যখন ঐরূপ কোন জরীমানা কোন বিশেষ স্থানের বিষয়ে খাটে তখন যে স্থানে ঐ জরীমানা অশে বা সম্পর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্ত্তি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ তক্তা লট্‌কাইবেন। এবং যতবার ঐ সকল বিবরণ কিম্বা তাহার কোন ভাগ মোচা যায় বা নষ্ট হয় ততবার তাহা পুনর্ব্বার লিখিবেন। এবং যদি সেই বিবরণ পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ না হয় অথবা প্রকাশ করিয়া না রাখা যায় কিম্বা খামখা ও দ্বেষপূর্ব্বক লুপ্ত অথবা বিনষ্ট না হয় তবে সেই প্রকার কোন গুনাহ্‌গারী আদায় হইতে পারে না ইতি।

৫২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে তক্তা লট্‌কাইবার

হুকুম আছে তাহা যদি কোন ব্যক্তি নামাইয়া ফেলে অথবা ভগ্ন করে কি বিরূপ করে অথবা তাহার উপর লিখিত কোন অক্ষর বা অঙ্ক মুচিযা ফেলে তবে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেইরূপ তক্তা পুনর্ব্বার প্রস্তুত করণে যে খরচ লাগে তাহা দিবেক ইতি।

৫৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে বা তদনুসারে করা কোন ব্যবস্থাক্রমে যে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট আছে যদি তাহা আদায় করণের অন্য কোন প্রকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হইতে পারে। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নিদ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হওনার্থ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির উপর নিজে জারী হইবেক অথবা তাহার সামান্যতঃ বাস স্থান বা শেষে জ্ঞাতহওয়া বাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইযাছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথবা হাজির না হইলে সমন রীতিমত জারী হওনের প্রমাণ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই নালিশ শুনিতে পাবেন। এবং ঐ নালিশ লিখনের দ্বারা দাখিল হইবেক। এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির কবুলের দ্বারা অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ কি সুকৃতির দ্বারা ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধির দোষ নিণয় করিতে পারেন এবং তাহার দোষ এইরূপ সাব্যস্ত হইলে অপরাধি ব্যক্তি যে দণ্ড ও গুনাহগারীর যোগ্য তাহা এবং ঐ দোষ সাব্যস্ত করণের যে খরচা মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা ঐ অপরাধির দিবার হুকুম করিবেন। এবং ঐরূপে হুকুম করা দণ্ড বা জরীমানা বা খরচা জিনিস ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের মধ্যে যদি কোন টাকা গুনাহগারীস্বরূপ বা প্রকারান্তরে ক্রোকের দ্বারা আদায় করণের হুকুম হয় তবে সেই টাকা যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এবং সেই দেনা টাকা ও ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে ঐ জিনিস ও সম্পত্তিহইতে উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের

শক্তিক্রমে [illegible]নে বা দোষ সাব্যস্ত করণে বা ক্রোকী পর ওয়ানাতে কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যেতে কোন দোষ বা বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া বেআইনী জ্ঞান হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এবং সেই ব্যক্তি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করিলে তৎপ্রযুক্ত আদৌ দোষী জ্ঞান হইবেক না কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ঐ দোষ অথবা বেদাঁড়া কর্ম্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সকল ব্যক্তি সেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার সেই বিষয়ের নালিশক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে পাইতে পারে ও পাইবেক ইতি।

৫৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট হয় সেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষয়ে অন্য প্রকারে কোন নিয়ম না থাকিলে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক গোয়েন্দাকে দিতে পারেন এবং অবশিষ্ট কমিস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এবং তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে ঐ টাকা এই আইনের অভিপ্রায়েতে খরচ করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তন্নিমিত্ত সেই টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে দিতে হুকুম করিবেন এবং মুহুরীরের রসীদ যে ব্যক্তি সেই টাকা দেয় সেই ব্যক্তির প্রতি উত্তম ও মাতবর ফারখৎ হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার বিষয়ি নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ছয় মাসের মধ্যে না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি এই আইনের শক্তিক্রমে নির্দ্দিষ্ট কোন দণ্ড বা গুনাহগারী দেওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৫৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম কি ত্রুটি বা কসুরের দ্বারা কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইয়াছে সেই কর্ম্ম প্রভৃতিপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তির কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা দিবেক এবং সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পূরণের বিষয়ে কোন বিবাদ হয় তবে দণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তির দোষ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সাব্যস্ত হইল সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পূরণের টাকা দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম

কোর্টে কর্জের নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন বিষয়ে এই আইনের নিয়মানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং যে সময়ে ও যে স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ সমনে লেখা থাকিবেক এবং সেই বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্থ তাহাকে শপথ করাইতে বা তাহার স্থানে সুকৃতি লইতে পারেন। এবং যদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলব হইলে এবং দূরত্ব বা কারণান্তর প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আইনের মতে আপনার খরচার জন্যে যথার্থ দাওয়া করিতে পারে তাহার সেই খরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিবী টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে যদি সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে হাজির হইতে উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকৃত হয় বা ত্রুটি করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আইনানুসারে শপথ বা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৬০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের এবং ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের এবং এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত কথার যে নানা অর্থ এই আইনের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে যদি সেই বিষয়ে অথবা তাহার পূর্ব্বাপর কথায় সেই অর্থ ধরণের বিরুদ্ধে কিছু না থাকে তবে সেই কথার সেই অর্থ হইবেক। বিশেষতঃ যে কথা এক বচনে লেখা গিয়াছে তাহাতে বহু বচনের অর্থও বুঝাইবেক এবং যে কথা বহু বচনে লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচনেও হইবেক এবং যে কথা পুংলিঙ্গ আছে তাহা যদি "পুং" এই বিশেষ লেখা না থাকে তবে স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক। এবং "ব্যক্তি" এই কথা বহু জনবিশিষ্ট বা এক জনের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বুঝাইবেক। এবং "শপথ" ও "সুকৃতি" এবং "ধর্ম্মতঃপ্রতিজ্ঞা" এই কথা যখন অন্য কথায় সংযুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের দ্বারা বা ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের কোন আক্টের দ্বারা শপথের পরিবর্ত্তে যে কোন শপথ বা সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞা আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও বুঝাইবেক। এবং "রাস্তা" এই কথা কোন চক বা আখড়া কি রাস্তা কিম্বা অঙ্গন বা সুঁড়িপথ কি পদব্রজে গমনোপযুক্ত পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পন্থা বা খোলা

পথ কি প্রবেশের স্থান বা অন্য কোন সাধারণ জায়গা বুঝাইবেক। এবং "উক্ত কমিস্যনরেরা" এই কথা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের হুজুর কৌন্সেলের আইনের "ঠগ" ও "ঠগী" এবং "ঠগীর দ্বারা খুন" এইং কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক "ঠগ" ও "ঠগী" ও "ঠগীর দ্বারা খুন" এইং কথা ভারতবর্ষের কৌন্সেলের আইনেতে ব্যবহার হইলে তাহার অর্থ কি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম ও বিধান হইল যে ভারতবর্ষের হুজুর কৌন্সেলের যে কোন আইন ইহার পূর্ব্বে জারী হইয়াছে সেই আইনেতে "ঠগ" এই শব্দ থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে যে উপায়ের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে খুন করণের কল্প করিয়া অথবা তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া সেই উপায়ের দ্বারা বালক চুরীর অপরাধ অথবা ডাকাইতীর তুল্য না হয় এমত বলপূর্ব্বক রাহাজানীর অপরাধ করিবার জন্যে কোন জনের বা জনেদের সঙ্গে নিত্য যোগ করিতেছে বা ইহার পূর্ব্বে করিয়াছে সেই ব্যক্তি। এবং "ঠগী" এই শব্দ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে সেইরূপ বালক চুরী অথবা ঠগের দ্বারা রাহাজানী করণ বা উদ্যোগ করণের অপরাধ। এবং "ঠগীর দ্বারা খুন" এই শব্দ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে ঐ বালক চুরী অথবা ঠগকর্ত্তৃক রাহাজানীর অপরাধ খুনের দ্বারা করণ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale

মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই জরীমানা করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের বিধানমতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক করনর সাহেবের তজবীজের প্রতিপোষকতা করণের ও পারিভাষিক দোষপ্রযুক্ত তাহা ব্যর্থ না হওনের বিধি করা উচিত।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করনর সাহেবের কোন সুরৎহালের উপর কি তাহার অনুসারে যে তজবীজ হয় তাহা কিম্বা এমত কোন তজবীজের উপর বা তৎক্রমে যে কোন ফয়সলা লেখা যায় তাহা নীচের লিখিত কোন হেতুতে ব্যর্থ বা বাতিল কি অন্যথা হইবেক না বিশেষতঃ যে বিষয়ের প্রমাণ করণের আবশ্যক নাই তাহা নির্দ্ধার্য্য না করণ অথবা "বলপূর্ব্বক ও অস্ত্র দ্বারা" কি "শান্তির বিরুদ্ধে" কিম্বা "আইনের দাঁড়ার বিপরীত" এইং কথা না লেখন কিম্বা কেবল দাঁড়ার বা বাড়তীর জন্যে অন্য যে কোন শব্দ কি কথা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা না লেখন বা লেখন অথবা "তাহারদের শপথ" এই কথা বহু বচনে না লিখিয়া এক বচনে লেখন কিম্বা অপরাধ যে সময়ে হইযাছিল সেই সময় অপরাধ সম্পর্কে আবশ্যক না হইলে তাহা না লেখন কি তাহা অশুদ্ধরূপে লেখন কিম্বা উক্ত তজবীজের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগের নিজ নাম না লিখিয়া তাহার বা তাহারদের পদোপলক্ষের নাম কিম্বা বর্ণনাকারক অন্য কোন নাম লেখন অথবা উক্ত কোন তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে জুরিরদের নাম না লেখন অথবা উক্ত তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন জুরিরদের নাম ও তাহার নিম্ন ভাগে তাঁহারদের দস্তখৎকরা নামের অক্ষরের কিছু বৈলক্ষণ্য হওন কিম্বা কোন জুরি বা জুরিরা ঐ তজবীজের কৈফিয়তে আপনার বা আপনারদের নাম সহী না করিয়া ঢেরা সহী করণ অথবা যদি জুরি বা জুরিরদের নাম বা নাম সকল নির্দ্দিষ্ট হইযাছে তবে সেই ঢেরাতে কোন সাক্ষির সহী না হওন কিম্বা কোন জুরি বা জুরিরা বংশের নাম বা নামসকল ভিন্ন আপনার কি আপনারদের নিজ নাম কি অন্য নাম বা নামসকল সম্পূর্ণরূপে না লিখিয়া তাহার আদি অক্ষর কি অংশমাত্র লেখন কিম্বা ঐ তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন কথা কিরিয়া দেওন কি পঁক্তির মধ্যে অন্য কথা বসাওন যদি সহী হওনের পরে তাহা করণের প্রমাণ না হয় অথবা খুন কি নরহত্যা ভিন্ন অন্য কোন গতিকে ঐ তজবীজ উপযুক্তমতে মোহরাঙ্কিত না হওন কিম্বা চামের কাগজে লিখিত না হওন কিম্বা ঐ তজবীজ করনর সাহেবের সাক্ষাতে না হইয়া কোন ডেপুটী করনরের সাক্ষাতে হওন কিম্বা সুরৎহাল করণের নিমিত্তে প্রথম বৈঠকে যদি করনর এবং জুরিসকল শব দেখিয়াছেন তবে তাঁহারদের সকলের একি সময়ে শব না দেখন। এবং উপরের লিখিতমতে পারিভাষিক দোষ হইলে এমত সকল কি কোন গতিকে যে রাজধানীতে ঐ সুরৎহাল করা গিয়াছে সেই রাজধানীর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম

কোর্টের কোন জজ সাহেবের সম্মুখে এমত কোন তজবীজের শুদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি হইলে তিনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে উক্ত কোন বিষয়ে তাহা শুধরাইবার হুকুম করিতে পারেন এবং তদনুসারে অবিলম্বে তাহা শুধরাণ যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রত্যেক করনর সাহেব সুরৎহাল করণের জন্যে আপনার ডেপুটীস্বরূপ আপনার এওজে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে আপন দস্তখৎ ও মোহর করা লিপির দ্বারা সময়েং কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্তু তিনি যে রাজধানীর করনর হন সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের ঐ নিয়োগের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। এবং উক্ত প্রকারে নিযুক্ত হওনের দ্বারা ও তাহার শক্তিক্রমে উক্ত কোন ডেপুটী করনর যে সকল সুরৎহাল ও অন্য কর্ম্ম করেন তাহা যে করনর সাহেব তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারি কর্ম্ম জ্ঞান হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত কোন করনর পীড়িত না হইলে কি অন্য কোন আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ কারণপ্রযুক্ত অনুপস্থিত না হইলে এমত কোন ডেপুটী উক্ত করনরের এওজে কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে যে করনর সাহেবের দ্বারা এইমত নিয়োগ হইয়াছে তিনি কোন সময়ে তাহা বাতিল ও অন্যথা করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মুচলকা লওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৫ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে সকল গতিকে আপনং এলাকার মধ্যে শান্তি রক্ষার নিমিত্তে মুচলকা লওয়া যথার্থ ও আবশ্যক বোধ করেন সেই সকল গতিকে যেমন অন্য লোকেরদের স্থানে তেমনি বৃটনীয় প্রজারদের স্থানেও এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে মুচলকা লইতে পারেন এবং যে ব্যক্তির স্থানে সেই মুচলকা লওয়া যায় তাহার কোন বিশেষ অপরাধের প্রমাণ না হইলেও তাহা লইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ মুচলকার লিখিত টাকা মুচলকাদেওনিয়া ব্যক্তির অবস্থা ও সেই বিষয়ের ভাবদৃষ্টে ধার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এমত কোন ভারি অপরাধ হয় যে ঐ অপরাধির মুচলকার অতিরিক্ত তাহার স্থানে শান্তি রক্ষার জামিনী লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ জামিনী লইবার হুকুম দিতে পারেন এবং জামিনীনামার ওয়াজিবী টাকা নিরূপণ করিবেন এবং জামিন কিম্বা জামিনেরা এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে জামিনীনামা লিখিয়া দিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতিরিক্ত জামিনী লইয়া কিম্বা না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির

স্থানে লইতে হয় তাহার এক বৎসরের অধিক মিয়াদ করণের আবশ্যক নাই তখন ঐ সাহেব উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তদনুসারে হুকুম করিতে পারেন। এবং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ মুচলকা কিম্বা অতিরিক্ত জামিনী না দিলে তাহার প্রতি যে কার্য্য করিবার হুকুম হয় তাহা যাবৎ না করে তাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতিরিক্ত জামিনী লইয়া কি না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে লইতে হয় তাহার মিয়াদ এক বৎসরের অধিক করণের আবশ্যক আছে তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে আপন মত লিখিবেন এবং তাঁহার বোধে যত টাকার মুচলকা ও জামিনী ও যত জন জামিন এবং যে মিয়াদের নিমিত্তে ঐ মুচলকা ও জামিন লইতে হয় তাহার বৃত্তান্ত এক হুকুমনামাতে লিখিবেন কিন্তু তাহা কোন গতিকে তিন বৎসরের অধিক হইবেক না। যদি সেই ব্যক্তি উক্ত প্রকারে হুকুমহওয়া মুচলকা ও জামিনী না দেয় তবে তাহার রুবকারী সেশন জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ হইবেক এবং তিনি সেই বিষয়ের তজবীজ করিয়া অতিরিক্ত যে বৃত্তান্ত আবশ্যক বোধ করেন তাহা তলব করিবেন এবং সেই বিষয়ের হুকুম দিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম বহাল কি মতান্তর কিম্বা বাতিল করিবেন। এবং সেশন জজ সাহেব যে হুকুম করেন তাহাতে যদি মুচলকা কিম্বা জামিনীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অনেক অংশ মঞ্জুর হয় তবে সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এমত হুকুম দিবেন যে ঐ ব্যক্তিকে যে কর্ম্ম করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা যাবৎ না করে তাবৎ তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করেন ইতি।

৬ ধারা।

পরন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মিয়াদের মুচলকা এবং জামিনী ঐ ব্যক্তির স্থানে তলব হইয়াছে তাহার অধিক মিয়াদপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তিকে এই আইনমতে কয়েদ রাখিতে হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে এবং এই আইনানুসারে যত ব্যক্তি জামিন হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫।৬।৭ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উল্লঙ্ঘন হওনের প্রমাণ

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হইলে তিনি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে ঐ মুচলকার লিখিত জরীমানা আদায় করিবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উল্লঙ্ঘন হওনের প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হইলে যদি জামিনীনামা লওয়া গিয়া থাকে এবং যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ করেন যে ঐ জামিনীনামার অনুসারে কার্য্য করা উচিত তবে তিনি জামিন কি জামিনেরদিগকে জরীমানার টাকা দিতে কিম্বা তাহা না দেওনের কারণ দর্শাইতে এত্তেলা দিবেন। এবং যদি কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জামিন কি জামিনেরদের সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহার কিম্বা তাহাদের স্থানে জরীমানার টাকা আদায় করিবেন। এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা দেওয়া না যায় এবং উক্ত ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহা আদায় হইতে না পারে তবে ঐ জামিন কি জামিনেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমমতে ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত ঐ স্থানের দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডের হুকুম ও অন্যান্য হুকুম হয় তাহার উপর আপীল করণের সাধারণ নিয়মমতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন আইনের শক্তিক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা কিম্বা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা যে সকল মুচলকা ও জামিনীনামা শান্তি রক্ষা কিম্বা সদাচরণের নিমিত্তে লওয়া যায় তাহা এই আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে জারী হইতে পারে ইতি।

মুচলকার শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুচলকা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক আমার প্রতি এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদ-পর্য্যন্ত আমি কোন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক

ফেয়াল জামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। অমক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন দিতে হজুরহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত আসামী হইতে কোন কর্ম্ম বিরুদ্ধ হইবেক না ও যদি আসামী এইমত কর্ম্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামীনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

অশুদ্ধ শোধন।

১৮৪৮ সালের ৫ আইনের নিম্ন ভাগে যে মুচলকার ও ফেয়ালজামিনীর শরওয়া লেখা আছে তাহার নীচের লিখিত শুধরা তরজমা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের হুকুম-ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে। ১৮৪৮ সালের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ২০৬। ২০৭ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ভাষায় যে শরওয়া ছাপা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হইবেক।

মুচলকার শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুচলকাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক আমার প্রতি এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত যে কর্ম্মের দ্বারা দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয় এমত কোন কর্ম্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

ফেয়ালজামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন দিতে হুজুরহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত যে কর্ম্মের দ্বারা দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয় এমত কোন কর্ম্ম আসামীহইতে হইবেক না ও যদি আসামী এইমত কর্ম্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোক-কে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভিন্নাধিকার দেশীয় এবং ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা আমদানী ও রপ্তানীহওয়া দ্রব্যের মাসুল তুল্য করণের এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক বন্দর-হইতে অন্য বন্দরে রপ্তহওয়া দ্রব্যের মাসুল রহিত করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা ফোর্ট-সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর কোন বন্দরে ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা কোন দ্রব্যের আমদানী হইলে ঐ দ্রব্যের মাসুলের যে হার আইনমতে এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদ্রপথে যে সকল দ্রব্যের আম-দানী সেই বন্দরে হয় তাহার মাসুল ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখঅবধি ও তাহার পর কেবল সেই হারানুসারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনেতে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজধানীর কোন বন্দরহইতে ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা কোন দ্রব্যের রপ্তানী হইলে তাহার মাসুলের যে হার আইনমতে এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর উক্ত কোন বন্দরহইতে ভিন্না-ধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদ্রপথে যে সকল দ্রব্যের রপ্তানী হয় সেই সকল দ্রব্যের মাসুল কেবল সেই হারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনেতে ইহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি;

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহা-দুরের শাসিত দেশের কোন বন্দরহইতে ঐ দেশের অন্য কোন বন্দরে যে কোন দ্রব্য

আইনমতে রফ্তানী হয তাহার উপর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু নিত্য জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথা নিমক কি আফীনের বিষয়ে খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

(১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা কতক২ বেমাসুলী বন্দরে চলন না হওনের এবং অন্য প্রকারে সেই আইন সংশোধনের আইন।)

১ ধারা।

১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা মতান্তর হইল এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগহইতে মলাকার মোহনার কোন বন্দরে অথবা ধনাসরিম প্রদেশের কোন বন্দরে কি আরাকান প্রদেশের কোন বন্দরে যে জিনিস রপ্ত হয় কিম্বা ঐ২ বন্দরের কোন এক বন্দরহইতে যেং জিনিস কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হয় তাহার বিষয়ে উক্ত ৩ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন বন্দরহইতে উক্ত প্রদেশের যে কোন বন্দরে ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা খাটে সেই বন্দরে জিনিস পুনর্ব্বার রপ্ত হইলে কোন মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর করণের আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা অথবা দাওয়া কোন রাইয়ত বা প্রজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ এত্তেলা কি দাওয়ার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি ঐ রাইয়ত কিম্বা প্রজার সামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তবে ঐ এত্তেলা কি দাওয়া এক জমাওয়াসীল বাকীসমেত ঐ ভূমির মালের কাছারীতে অথবা তাহার উপর সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লট্‌কাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২০ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

চোরেরদের ও বাটপাড়েরদের ভ্রমণকারি দলের দণ্ড করিবার আইন।

যেহেতুক ঠগ ও ডাকাইতেরদের অপরাধ সাব্যস্ত করণের আইনের কতক২ বিধান চোর ও বাটপাড়েরদের অন্যান্য দলের বিষয়ে খাটান উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ঠগের কিম্বা ডাকাইতের দলভিন্ন চুরী কি বাটপাড়ী করণের অভিপ্রায়ে সম্মিলিত কোন ভ্রমণকারি দলভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ থাকনের দণ্ড হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির নামে পূর্ব্বোক্ত দলভুক্ত হওনের অপরাধে কিম্বা উক্ত কোন দলের দ্বারা চুরী কি লুঠকরা কোন সম্পত্তি আইন বিরুদ্ধে ও জানিয়া শুনিয়া লওনের কিম্বা খরীদ করণের অপরাধে অপবাদ হয় সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং যে জিলাতে আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইলে ঐ আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপে কোন আদালত সেই অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কান অপরাধের বিচার করণ সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে কোন ফতওয়া লইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৭ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

অল্প কর্জ্জ আদায় করিবার জন্যে কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট আদালতের এলাকা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি-ক্রমে ১৮০২ সালের ১৮ মার্চ তারিখে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র জারী করিলেন এবং উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৯ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন সেই২ ঘোষণাপত্রের ক্ষমতানুসারে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি অর্থাৎ শহর কলিকাতার মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ্জ আদায় করিবার জন্যে কমিস্যনরেরদের আদালত কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন এবং যেহেতুক শেষোক্ত দুই ঘোষণাপত্র এবং তাহার অনুসারে যে২ কর্ম্ম ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার আইনসিদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং যেহেতুক উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতের কমিস্যনরদিগকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই২ ক্ষমতা উক্ত তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা যে২ বিষয়ের উপর ঐ তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত কোর্ট কমিস্যনরদিগকে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া গেল সেই২ বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে বিস্তার হইয়াছিল কি না ইহার সন্দেহ হইয়াছে এবং ঐ সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত আদালতের হুকুম ও ব্যবহারের নিয়ম করণের জন্যে যে বিধান ও হুকুম ও আইন উক্ত আদালতে এবং ঐ আদালতের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহা উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের নিয়মমতে মঞ্জুর হয় নাই অথবা ছাপা হয় নাই কিম্বা প্রকাশ হয় নাই এবং ঐ ত্রুটি হইলেও সেই বিধানপ্রভৃতি প্রবল ও স্থাপন করা বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত কমিস্যনরেরা আলাহিদা২ বৈঠক করণের এবং একি কালে কিম্বা ভিন্ন২ কালে স্বতন্ত্র২ আদালত করণের ব্যবহার

করিয়া আসিতেছেন এবং এই ব্যবহারের আইনসিদ্ধতা পূর্ব্ব কালাবধি এবং উত্তর কালের নিমিত্তে সংস্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত সকল ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার অনুযায়ি বা তৎক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা তাঁহারদের হুকুমমতে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা যে সকল কার্য্য ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনমতে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা উক্ত কমিস্যনরদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেওয়া গিয়াছিল তাহা যে সকল বিষয় উক্ত নানা ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার মধ্যে বা তাহার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই সকল বিষয়ের উপর বিস্তার হইবেক ও আমলে আসিবেক এবং ইহার পূর্ব্বে বিস্তারিত ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইহার পূর্ব্বে উক্ত আদালতের কোন কমিস্যনর অথবা কমিস্যনরেরা অন্য কমিস্যনরের বা অন্য কমিস্যনরদিগেরহইতে পৃথক্ হইয়া বৈঠক করণ সময়ে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন বা তাঁহার কিম্বা তাঁহারদের শক্তিক্রমে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা করিয়াছিলেন ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত কোর্ট রিক্রোষ্টর মধ্যে একত্র বৈঠক করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা ইহার পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন সেইরূপে ইহার পর সকলে একত্র বা আলাহিদা২ বৈঠক করিতে পারেন এবং এক সময়ে কিম্বা ভিন্ন২ সময়ে বৈঠককারি এক আদালত কিম্বা দুই বা তিন স্বতন্ত্র আদালত করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যে২ বিধান ও নিয়ম ও কার্য্য নির্ব্বাহের দাঁড়া ও রসুমের তফসীল উক্ত আদালতে এক্ষণে স্থাপন কিম্বা ব্যবহার আছে সেই সকল বিধানপ্রভৃতি প্রথম ব্যবহার ও সংস্থাপন হওনাবধি সর্ব্বতোভাবে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং তাহার মধ্যে যে২ বিধানপ্রভৃতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা মঞ্জুর করাওনের আবশ্যক ছিল সেইরূপ মঞ্জুর করাওনের ত্রুটি হইলেও এবং তাহার

মধ্যে যেং বিধান ছাপা ও ঘোষণা করা উচিত ছিল তাহা ছাপা ও ঘোষণা না হওয়াতেও কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল সমন ও অন্য হুকুম উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাঁহারদের কোন এক জনের দ্বারা বাহির হয় তাহা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে বাহির হইলে তাহা যে কোন দিবসে ফিরিয়া দাখিল করিবার হুকুম হয় তাহা আইনানুসারে সিদ্ধ ও প্রবল জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে যে মিয়াদের মধ্যে রাজস্বের কার্য্যকারকের-দের ফয়সলা অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিবার আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা যে ফয়সলা করেন তৎক্রমে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে ভোগদখলের স্বত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্বিঘ্ন-রূপে স্থাপনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা উক্ত কোন আইনানু-সারে যে ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন ফয়সলা করা গিয়াছিল তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা এই আইন জারী হওনের পর তিন বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকার কোন ফয়সলার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখাবধি তিন বৎসর অতীত হইলে পর গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুকৃতি লওনের নিমিত্তে কমিস্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে দেওনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের চাটরক্রমে ঐ কোর্টের ক্রৌন ও প্লি তরফে সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞা লওনের নিমিত্তে স্থায়ি কমিস্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ঐ আদালতের আছে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং যেহেতুক বিহিত আছে যে ঐ আদালতের ঐ ক্ষমতা থাকে এবং আবশ্যকমতে ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য হয় অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারীহওনের পরে উক্ত আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের মোহরকরা এক বা ততোধিক কমিস্যন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিবদের নাম তাহাতে লিখিতে উক্ত আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তাহাকে বা তাহারদিগকে সময়েং দেন এবং ঐ কমিস্যনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে অথবা তাহার-দের কোন এক জন কিম্বা অনেক জনকে উক্ত আদালতে যে কোন মোকদ্দমা বা অন্য কার্য্য এক্ষণে উপস্থিত থাকে কি উত্তর কালে উপস্থিত হয় তাহাতে অথবা উক্ত আদা-লতে কোন প্রকার কার্য্য উপস্থিত করণের অভিপ্রায়ে ঐ সুকৃতি ও প্রতিজ্ঞা লওনের ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে প্রত্যেক সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা এই প্রকারে লওয়া যায় তাহা উক্ত আদালতে লওয়া গিয়াছে এইমত বোধ হইবেক এবং সুকৃতির বিষয়ে যদি কোন রসুম নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ঐ আদালতের মধ্যে সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করণসময়ে যে রসুম লাগে এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করে তাহার সেই রসুম দিতে হইবেক এবং সেইরূপে সেই রসুম লওয়া যাইবেক এবং তাহার বিষয়ের হিসাব দিতে হইবেক।

৩ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতি করে এবং তাহা করণ সময়ে জ্ঞাত আছে যে তাহা কিম্বা তাহার কোন অংশ মিথ্যা সেই ব্যক্তি আদালতের দরবারে এইমত কোন সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহার যে দণ্ড হইত সর্ব্বপ্রকারে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সৰ্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুপ্রিম কোর্টের কার্য্যকারকদিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের আইন।

নীচের লিখিত আদালতের কার্য্যকারকেরা আপনং কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন এই নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কিম্বা ঐ দেশের মধ্যে গোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ স্থাপিত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারক স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে আপনি বা আপনার নিমিত্তে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা আইনের নিরূপিত আপনার মাহিয়ানা ও রসুম ও পদের প্রাপ্তি ভিন্ন আপনার পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম অথবা ব্যবহারের জন্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্থানে কোন দান বা পুরস্কার লইবেন না অথবা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট মত বর্জিয়া কোন ব্যাঙ্কে কিম্বা সাধারণ কোম্পানিতে কোন পদ ধারণ করিবেন না অথবা আপনার লাভের জন্যে কিম্বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তির-দের লাভের জন্যে ব্যাঙ্কের কিম্বা তেজারতের ব্যাপার করিবেন না কিম্বা গোমশতা বা কর্ম্মকারক কি দালালের ন্যায় কোন কর্ম্ম করিবেন না অথবা তাহাতে লিপ্ত হইবেন না। কিন্তু ঐ কার্য্যকারকের আপনার পদোপলক্ষে যে ব্যাপার করা কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে উক্ত কোন আদালতের যে কোন কার্য্যকারক উক্ত কোন আদালতে কৌন্সেলী বা উকীলী কি প্রক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহার ঐ কৌন্সেলী বা উকীলী কি প্রক্টরী পদসম্পর্কীয় যে রসুম ও প্রাপ্তি লইবার রীতি আছে তাহা লইবার নিষেধ হইল। এবং এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে কৌন্সেলী সাহেব বা উকীল কি প্রক্টর কিম্বা সরিফ বা আসৈনি অথবা রিসিবর কি কমিটি কেবল কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐং

কর্ম্মের উপলক্ষে আদালতের কার্য্যকারকের ন্যায় জ্ঞান হন সেই কৌন্সেলীপ্রভৃতির বিষযে এই আইন খাটে ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে কোন সোসৈটি দানাদি কর্ম্মের নিমিত্তে কি বিদ্যার প্রাচুর্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিদ্যা অথবা শিল্প বিদ্যা কি কারিগরীর উৎসাহ প্রদানার্থ স্থাপন হইযাছে সেই সোসৈটিতে উক্ত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারকের কোন অবৈতনিক পদ ধারণ করিতে নিষেধ হইয়াছে ইতি।

৪ ধারা।

উক্ত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারক যদি জানিযা শুনিযা এই আইনের বিপরীত কোন কর্ম্ম করেন তবে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি পদচ্যুত হওনের দণ্ডের যোগ্য হইবেন এবং যে আদালতে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হয সেই আদালতের হুকুমমতে তিনি ঐ আদালতের সেই পদে কিম্বা অন্য কোন পদে বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞাতে ঐ দেশের যে কোন অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই অংশেতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন কর্ম্ম করিতে অযোগ্য এই মত প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং তাহা হইলে তিনি সেইরূপে অযোগ্য হইবেন অথবা তাঁহার দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিযা আদালত যেমত উপযুক্ত বোধ করেন সেইমতে তাঁহার দোষপ্রযুক্ত আদালতের বিবেচনামতে তাঁহার জরীমানা করণের দ্বারা কিম্বা জরীমানা ও কয়েদ করণের দ্বারা দণ্ড করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ি কতক২ প্রতিবন্ধক উঠাইয়া দেওনের আইন।

যেহেতুক উত্তর পশ্চিম দেশে লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ে কতক অনাবশ্যক প্রতিবন্ধক আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪৯।৫০।৮৫ ও ৯৩ ধারা এবং ঐ আইনের ৪৮ ধারার যে ভাগে উত্তর পশ্চিম দেশহইতে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশে লবণ আমদানী করণের বিষয় লেখা আছে তাহা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১০ আইনের ২ ধারা বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখ অবধি রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

উক্ত প্রথম আগষ্ট তারিখের পর বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশহইতে ঐ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে যে লবণ আমদানী হয় তাহার উপর কোন মাসুল লাগিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৯ উনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধস্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের বিষয়ি আইন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা কিপর্য্যন্ত ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারানুসারে মান্দ্রাজের ফৌজদারী আদালতের কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে এই২ বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার যে অংশ এখনো প্রবল আছে তাহা এবং ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

বাঙ্গলা রাজধানীর নিজামৎ আদালতে এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিয়া যদি কোন গতিকে উক্ত কোন এক আদালতের এমত বোধ হয় যে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা কৈফিয়তের খোলাসা কি কালেণ্ডরের লিখিত অপরাধের অপরাধগ্রস্ত কোন ব্যক্তির প্রতি আইনমতে হইতে পারে না তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহা রহিত করিয়া ঐ অপরাধের যে দণ্ড বা দণ্ডসকল আইনমতে হইতে পারে তাহা ঐ অধস্থ আদালতে জানাইবেন এবং তাহাতে ঐ অধস্থ আদালত আইনানুসারে দণ্ডের নূতন হুকুম করিবেন এবং তদনুসারে রোয়দাদ শুধরাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

অর্পণ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিলে যদি কোন গতিকে উক্ত নিজামৎ আদালত

কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে কয়েদীর বিষয়ে যে হুকুম বা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় কিম্বা দণ্ড অতি কঠিন হইয়াছে তবে তাঁহারা উচিত বোধ করিলে যে আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেই আদালতের জজ সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন যে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ কয়েদীরদের বিষয়ে যে সকল সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহা এবং হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লিখিতে চাহেন তাহা এক সর্টিফিকটে লেখেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া পাঠান্। তাহাতে যদি বিষয়-বিশেষে উক্ত নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ হুকুম কি নিষ্পত্তি সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় তবে তাঁহারা ঐ হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড রহিত করিতে পারেন কিম্বা যদি তাঁহারা বোধ করেন যে দণ্ড অতি কঠিন হইয়াছে তবে তাহা কমাইতে পারেন। এবং উভয় গতিকে যে আদালতে উক্ত দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল সেই আদালতে তাঁহারা আপনারদের ঐ কার্য্য জানাইবেন এবং ঐ আদালত নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে হুকুম করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদনুসারে রোয়দাদ শুধরাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

উক্ত নিজামৎ আদালত অথবা ফৌজদারী আদালত যখন উপযুক্ত বোধ করেন তখন এই আইনানুসারে কার্য্য না করিয়া কোন অধীন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ তলব করিয়া তাহার বিষয়ে যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারেন। কিন্তু অধীন আদালতে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিতে অথবা যে ব্যক্তিকে নির্দোষি করা গিয়াছে তাহার দণ্ড করিতে হুকুম করিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের:দের সমক্ষে ভূম্যধিকারি এবং ইজারদারদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত নানা আইনে এমত নিয়ম আছে যে কালেকটর সাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি উক্ত নানা আইনের বিধানের অধীন কোন ভূম্যধিকারিকে কি ইজারদারকে রীতিমতে তলব করিলে যদি সেই ভূম্যধিকারী কি ইজারদার আপনি হাজির হইতে কিম্বা আপনার সরবরাহকার কি মোখ্তারকারকে হাজির করিতে কি তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর বা অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু কহিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা দররোজ জরীমানা দিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং আরো হুকুম আছে যে ঐ জরীমানা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা মঞ্জুর হইলে বাকী রাজস্বের টাকা উসুল করণের মতে ঐ জরীমানা উসুল করা যাইবেক। এবং যেহেতুক সেইপ্রযুক্ত যে বিলম্ব হয তাহাতে যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ প্রকার তলব করেন তাঁহাকে ওয়াজিবী জরীমানা করিতে ও তাহা উসুল করিতে সরাসরী ক্ষমতা দেওয়া গেলে ও তাঁহার হুকুমের উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ও উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আপীল হওনের হুকুম হইলে ঐ জরীমানা মোটে যত টাকা হইত এক্ষণকার চলিত নিযমের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক বারম্বার হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন গতিকে যদি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কোন ভূম্যধিকারি কি ইজারদারের রীতিমতে তলব হইলে পর ঐ সাহেবের জারী-হওয়া এত্তেলানামার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার হাজির হইতে

কি আপনার সরবরাহকার কিম্বা মোখ্তারকারকে হাজির করিতে গাফিলী কি অস্বীকার করে অথবা তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর কি অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে ঐ কালেক্টর সাহেবের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ ঐ কসুরকরণিয়া ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ তাহারদের পদ ও শক্তির দৃষ্টে তিনি আপনার ক্ষমতাক্রমে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম করেন এবং সেই জরীমানা তাহার রোজ২ দিতে হইবেক। কিন্তু তাহা কোন গতিকে রোজ ৫০) টাকার অধিক হইবেক না এবং এইমত যে জরীমানার টাকা সময়ে২ বাকী পড়ে তাহা উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের মঞ্জুরী বিনা রাজস্বের বাকী টাকা উসুল করণের মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এইমত যে প্রত্যেক জরীমানা করেন তাহার বিষয়ের এবং ঐ জরীমানার টাকার সংখ্যা ও সময়ে২ যত টাকা উসুল হয় তাহার বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে অব্যাজে করিবেন এবং তিনি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সিজ্ঞাপনার্থে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং অন্য উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে রীতিমতে আপীল হইতে পারে কিন্তু সেই আপাল উপস্থিত থাকিতে আপীল করাপ্রযুক্ত এইমত হুকুম করা জরীমানার টাকা উসুল করা স্থগিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে কোন কসুরপ্রযুক্ত এইমত যে কোন হুকুম করেন তদনুসারে যে টাকা উসুল হয় তাহা যখন ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক হইয়াছে তখন কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে বিশেষমতে করিবেন এবং রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমব্যতিরিক্ত ঐ কসুরের নিমিত্তে তদপেক্ষা অধিক টাকা উসুল হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ বোধ হইবেক না যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দররোজ জরীমানার হুকুম দিবার এবং ঐ জরীমানার টাকা উসুল করিবার ক্ষমতা রহিত হইল ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনেতে "কালেক্টর" এই শব্দেতে আইনমতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইন বাঙ্গলা রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশে খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাজীরাখা ব্যর্থ করণের আইন।

যেহেতুক টাকার নিমিত্তে জুয়াখেলার কর্ম্ম ও বাজীরাখণের কর্ম্মেতে অপ্রবৃত্তি করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

জুয়াখেলাতে কিম্বা বাজী রাখাতে কথার দ্বারা বা লিখনের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে যে সকল পণ রাখা যায় তাহা ব্যর্থ ও বাতিল হইবেক। এবং যে কোন টাকা অথবা মূল্যবান বস্তু বাজী রাখণেতে লাভ হইয়াছে কথিত হয় অথবা কোন জুয়াখেলা সমাপ্তির অপেক্ষায় কোন ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত হয় অথবা বাজী রাখা যায় সেই টাকা কিম্বা মূল্যবান বস্তু পাইবার নিমিত্তে কোন মোকদ্দমা আইনের কিম্বা একুটি পক্ষের কোন আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা আদালত কোন বিরোধি ক্রিয়া নিশ্চয় করিবার জন্যে কৃত্রিম বাজীর উপর মোকদ্দমার বিষয় তদারক করিবার হুকুম নাকরিয়া যেমন আদালতের "কামন লার" এলাকার সম্পর্কে হয় তেমনি একুটি ও আডমিরালটী ও অন্যান্য এলাকার সম্পর্কে সাক্ষিরদের নামে সফীনা জারী করিতে পারেন এবং মোকদ্দমায় সাক্ষিস্বরূপ আদালতের দরবারে তাহারদের মৌখিক সাক্ষ্য লইবার হুকুম দিতে পারেন। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে আদালতের ব্যবহারমতে সাক্ষ্য দিবার জন্যে কোন সাক্ষির উপযুক্তমতে তলব হইলে সেই ব্যক্তির যে প্রকারে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলবহওয়া সাক্ষিরদের হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবেক এবং ত্রুটি করিলে কিম্বা আজ্ঞা না মানিলে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সেই ব্যক্তি যে প্রকার দণ্ডের যোগ্য হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলব-হওয়া সাক্ষী দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জাল করণের বিষয়ি নালিশ পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ করিবার আইন।

জাল করণের বিষয়ি ফৌজদারী মোকদ্দমায় যথার্থ বিচার ব্যর্থ না হইবার জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

জালসাজীর অপরাধের কিম্বা কোন জালকরা দলীলদস্তাবেজ বা লিপি কোন প্রকারে চালাওনের বিষয়ি কোন এজহার অথবা নালিশ রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে সেই আদালতে ঐ জালকরা কাগজের কোন যথার্থ নকল দেখাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু তাহা চুরী করণের বিষয়ে নালিশ হইলে যেরূপে তাহা বর্ণনা করিলে নালিশ গ্রাহ্য হইত সেই প্রকারে ঐ জালকরা দলীলদস্তাবেজ অথবা লিপির বর্ণনা করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনের আইন।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের দোষী হয় তাহার দোষ কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধের নিমিত্তে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হুজুর কৌন্সেলে অনুপস্থান-পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত যেং ক্ষমতানুসারে হুজুর কৌন্সেলের প্রসীডেণ্ট সাহেব কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা ভিন্ন এবং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে যেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা-হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখাবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিদেশে করা অপরাধের পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এদেশীয় যেং প্রজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের সীমার বাহিরে ফৌজদারী অপরাধ করে সেইং প্রজার বিচারের জন্যে সময়ক্রমে বাঙ্গলা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের চলিত আইনের মধ্যে নানা আইন হইয়াছে এবং সেইং আইন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং একরূপ করা এবং তাহা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

পশ্চাৎ লিখিত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল বিশেষতঃ।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৯ সালের ৫ আইন এবং ১৮১৩ সালের ৮ আইন ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারা এবং সমস্ত ৯ আইন এবং ১৮২৯ সালের ৮ আইন এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ২ আইন ও ১৮৩২ সালের ১২ আইন এবং বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১১ আইনের ৪ ধারা। কেবল যেপর্য্যন্ত উক্ত কোন আইনের দ্বারা কোন সাবেক আইন রদ হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সকল প্রজা এবং ভারতবর্ষে ঐ গবর্ণমেণ্টের সিবিল ও যুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি যত কাল সেই কর্ম্মে থাকে এবং তাহার পর ছয় মাসপর্য্যন্ত এবং যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের অধীন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের

অধিকারের মধ্যে ঐ অধিকারের চলিত আইনের অধীন হইয়া ছয় মাসপর্য্যন্ত বাস করিযাছে এবং সেইং রাজ্যের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় অথবা যে কোন স্থানে গ্রেপ্তার হইয়া থাকে ঐ রাজ্যের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করা যায় এমত সকল ব্যক্তি কোন বিদেশীয় রাজার বা রাজ্যের দেশের মধ্যে করা সকল অপরাধের বিষয়ে আইনানুসারে বিচারের যোগ্য হইবেক এবং সেই অপরাধ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের মধ্যে করা গেলে যে সাক্ষের শক্তিক্রমে তাহারদের জামিন দিবার হুকুম হইত অথবা তাহারা বিচারে সোপর্দ্দ হইত সেই প্রকার সাক্ষ্যের শক্তিক্রমে তাহারদের প্রতি জামিন দিবার হুকুম হইতে পারে অথবা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহারা বিচারে সোপর্দ্দ হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

সোপর্দ্দকারি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগৌণে এবং বিচারের পূর্ব্বে এইপ্রকার প্রত্যেক মোকদ্দমার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিবেন এবং তাহাতে যে হুকুম তাঁহাকে দেওয়া যায় তদনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সেই অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন দেশের মধ্যে ঐ অপরাধ করিলে তাহার বিচার করিতে যে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা হইত এইমত কোন এক আদালতে তাহার বিচার করিতে উক্ত গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

বিদেশীয় যে রাজা বা রাজ্যের রাজকীয় কর্ম্ম কোম্পানি বাহাদুরের হুকুমের অধীন কর্ম্মকারকের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে যদি এইমত অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধ করা গিয়াছে কথিত হয় এবং যদি সেই অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিচার করণক্ষম কোন আদালত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে স্থাপন হইয়াছে তবে গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যক্তিকে সেই আদালতে বিচারহওনার্থে সোপর্দ্দ করণের জন্যে তাহাকে কয়েদ করণপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যহইতে তথায় লইয়া যাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৬ ধারা।

অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি সোপর্দ্দ হইলে সোপর্দ্দ করণের রুবকারীতে ইহা লেখা থাকিবেক যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম যাবৎ না পঁহুছে ও তদনুসারে কার্য্য না হয় তাবৎ ঐ ব্যক্তি সোপর্দ্দ থাকিবেক। এবং যখন সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া খালাস হয় তখন ঐ জামিনীনামা প্রথমে এই মজমুনে লেখা যাইবেক যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার

উপযুক্ত মিয়াদ হিসাব করিয়া সেই ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোন এক দিবসে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হাজির হইবেক এবং তৎপরে যেং দিবস মাজিষ্ট্রেট সাহেব সময়ক্রমে হুকুম করেন সেইং দিবসে হাজির হইবেক। এবং যদি গবর্ণমেণ্ট অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে রাজধানীর মধ্যে বিচার করণের হুকুম দেন্ তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব রীতিমত তাহার স্থানে এই মকমুনে এক নূতন জামিনীনামা লইবেন যে তাহার বিচার করণার্থ যে আদালত নিযুক্ত হন সেই আদালতে বিচারের জন্যে সে হাজির হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

উভয় গতিকে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ হুকুম অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের মধ্যে বিচার ও দণ্ড করিবার অথবা পূর্ব্বোক্তমতে কয়েদপূর্ব্বক তাহাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা জ্ঞান হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনের ৩ এবং তাহার পরের সকল ধারাতে "গবর্ণমেণ্ট" এই শব্দেতে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা সোপর্দ্দকরণিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে রাজধানীতে কিম্বা স্থানে থাকেন সেই রাজধানীর কি স্থানের প্রধান কার্য্যকারক সাহেব কি সাহেবদিগকে বুঝায় ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনেতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতানুসারে কোন কমিস্যনর সাহেব কি কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানীসম্পর্কীয় সিরিশ্তার অন্য যে কোন সাহেবকে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই আইনের সম্পর্কীয় মোকদ্দমাতে রিপোর্ট লইতে ও হুকুম দিতে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনিও কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 — Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনার দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার রহিত করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনা দিয়া দাগ করণের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রহিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারার ২।৩।৪ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮০২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৯।১০ ধারার এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১১ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ও ১৮২২ সালের ২ আইনের ৫।৬ ধারার যেং ভাগ এবং চলিত অন্য যে কোন আইনে কিম্বা আইনের অংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদের কপালে কিম্বা তাহারদের শরীরের কোন অঙ্গে যাহা লুপ্ত হইতে না পারে এমত কোন দাগ দেওয়া যায় তাহা কিম্বা যে আইনেতে সামান্যতঃ তশীর নামেতে খ্যাত দণ্ড অর্থাৎ অপরাধিকে সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কোন দণ্ডের হুকুম করা যায় তাহা এবং বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৪ আইনের ২ অধ্যায়ের যে অংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদিগকে প্রকাশরূপে অপমান করণের কোন দণ্ড দেওয়া যায় তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে অপরাধির দোষ সাবুদ হইল তাহার কোন অঙ্গে গোদনার কোন দাগ কিম্বা যাহা লুপ্ত হইতে পারে না এমত কোন দাগ কিম্বা লুপ্ত হইলে পর পুনরায় নূতন দাগ দেওনের হুকুম কিম্বা কোন অপরাধিকে তশীরের দ্বারা সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অপমানজনকরূপে প্রকাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক২ অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনেতে লিখিত ছিল যে কতক২ ব্যক্তি "কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" এই নামবিশিষ্ট এক কোম্পানি অথবা অংশিত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়াগেল যে সেই২ ব্যক্তি এবং তৎপরে যে২ ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশী ও শরীক হন তাঁহারদের নামে আইনমতে বা একুটিপক্ষে নালিশ হইলে কি তাঁহারদের নালিশ করিতে হইলে তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তরূপে ঐ ব্যাঙ্কের তৎকালের সেক্রেটারী অথবা খাজাঞ্চী আসামী কি ফরিয়াদী হইবেন এবং ঐ অংশিত্বের যে কর্জ ও দেনা ছিল তাহা আদায় করিবার জন্যে ঐ আইনে কতক২ বিধান আছে।

এবং যেহেতুক ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্যং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেম্‌স হ্যম্ফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহী আছে এবং ঐ দরখাস্তের মধ্যে তাঁহারা উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সরবরাহকারী-কার্য্যের একসেকুটিব কমিটি নামে বিখ্যাত আছেন এবং ঐ দরখাস্তে ঐ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজনেরদের কমিটির অন্তঃপাতি নামে বিখ্যাত কএক ব্যক্তি বিশেষতঃ গ্লিন হালিফাক্স মিল্‌স কোম্পানির নিযুক্ত টর্ণিস্বরূপ বিখ্যাত শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুক্ত তামস সেডন কেলসল সাহেব ঐ দরখাস্তে সহী করিয়াছেন এবং ঐ দরখাস্তে এই লিখিত আছে যে ঐ জাইণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক কোম্পানি অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৮৪৭ সালের শেষে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের কর্জ ও দেনা পরিশোধ করণার্থে উক্ত ব্যাঙ্কের

অবশিষ্ট সম্পত্তি অপ্রচুর আছে এবং ঐ ব্যাঙ্কের কতক২ মহাজন উক্ত ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনানুসারে ঐ ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে ফয়সলা পাইয়াছেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি অপ্রচুর হওয়াতে ঐ ফয়সলাক্রমে বিশেষ২ অংশির নামে নালিশ আরম্ভ হইয়াছে এবং দরখাস্তকারিরদের ভয় আছে যে মহাজন ও অংশিরদের মধ্যে পরস্পর খাতিরজমামতে কোন বন্দোবস্ত অগৌণে না করা গেলে ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বাহুল্যরূপে ঝটিতি অপচয় হইবেক এবং অনেক২ লোক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবেক এবং মহাজনেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত মহাজনেরদের কমিটি ঐ কর্জ ও দেনার বাবৎ অংশিরদের উপর যে ওয়াজিবী টাকা ধার্য্য করিয়াছেন সেই টাকা যে২ অংশী দিতে স্বীকৃত হন তাঁহারদিগকে মহাজনেরদের মধ্যে অনেক জন যেপর্য্যন্ত আইনমতে হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত এই নিয়মে সম্পূর্ণ ফারখৎ দিতে চাহেন যে অন্য২ যে ব্যক্তি ঐ কর্জ ও দেনার বিষয়ে দায়ী এবং তাঁহারদের উপর ধার্য্যহওয়া টাকা দিতে অস্বীকার অথবা ত্রুটি করেন তাঁহারা ঐ ফারখতের দ্বারা আপন২ দাওয়াহইতে মুক্ত না হন এবং তাঁহারদের উপর দাওয়া ঐ ফারখতের দ্বারা রহিত না হয় এবং ঐ অংশিরদের মধ্যে অনেক জন তাঁহারদের উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত আছেন যে যে কোন মহাজন পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন এবং সেইরূপে দেওয়া টাকার মধ্যহইতে কোন টাকা গ্রহণ করিয়াছেন সেই মহাজন ঐ কর্জ এবং দেনার বাবৎ আইনমতে অথচ একুটি পক্ষে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ করিতে পারিবেন না। এবং ঐ বন্দোবস্ত এবং ঐ ফারখতের আইনমতে ফলের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব ঐ দরখাস্তে আরো এই প্রার্থনা আছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের এক্ষণকার বা পূর্ব্বকালীন যে কোন অংশির উপর পূর্ব্বোক্ত মতে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যার টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে না দেন সেই অংশির উপর বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণিয়া কোন মহাজনের যে স্বত্ব আছে তাহার ব্যাঘাত না হইয়া অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দো-বস্তপত্রে সহী না করেন তাঁহার স্বত্ব হানি না করিয়া বন্দোবস্তের ফল ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও স্থাপন হয় অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইনের শেষে যে বন্দোবস্তপত্রের নকল আছে অর্থাৎ উক্ত দরখাস্তে উল্লিখিত বন্দোবস্তপত্র তাহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে২ মহাজন সহী করেন এবং পশ্চাৎ লিখিত যে তফসীল উক্ত বন্দোবস্তপত্রের শেষে দেওয়া A চিহ্নিত তফসীলের ন্যায় বর্ণনা হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থ ধার্য্য টাকা বা অংশমতে দেয় টাকার তফসীল সেই তফসীলের মধ্যের লিখিত যে২ ব্যক্তি উক্ত ধার্য্য টাকার তফসীলে প্রত্যেক জনের যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই২ টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে দেন সেই২ ব্যক্তির মধ্যে ঐ বন্দোবস্তপত্র সম্পূর্ণরূপে প্রবল হইবেক

কিন্তু ঐ বন্দোবস্তপত্রে যাঁহারা সহী না করিয়াছেন ও তদ্বিষয়ে লিপ্ত নহেন তাঁহারদের কোন স্বত্বের কিম্বা দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে এবং যাঁহারদের নাম তফসীলে লেখা আছে তাঁহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের কি দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে ঐ বন্দোবস্তপত্র প্রবল হইবেক না।

২ ধারা।

ঐ ধার্য্য টাকার তফসীলের লিখিত যে কোন ব্যক্তি ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকার তফসীলে তাঁহার উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে দেন এমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন সেই মহাজন উক্ত ব্যাঙ্কের কোন দেনা বা কর্জ্জের বাবতে "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা যদি বাহির করেন অথবা আইনমতে বা একুটিপক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কার্য্য করেন তবে ঐ মহাজনের ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণ কার্য্য এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ পরওয়ানা বাহির হইয়াছে বা ঐ কার্য্য হইয়াছে সেই ব্যক্তির উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকাদেওয়া কার্য্য ঐ নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক এবং ঐ পরওয়ানা অথবা ঐ কার্য্য বিফল করণার্থে ঐ আসামীর যে সকল খরচা লাগে তাহা যে মহাজন নালিশ করিয়াছিলেন সেই মহাজনের দিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী না করিয়া থাকেন এমত মহাজন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ অথবা দেনার বাবতে ঐ দেনা বা তাহার কোন অংশের দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা বাহির করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য্য করেন অথবা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ বা দেনা কি তাহার কোন অংশ পরিশোধ করণের দায়ি যে কোন ব্যক্তি উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকার তফসীলে তাঁহার নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে সম্পূর্ণরূপে না দেন এইমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্জ বা দেনার বাবতে উক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহীকরনিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের কোন মহাজন যদি "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা বাহির করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য্য করেন তবে ঐ পরওয়ানা অথবা কার্য্য বিফল করণার্থে ঐ বন্দোবস্তপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক না এবং ঐ ব্যক্তির স্থানে ঐ কর্জ অথবা দেনা পাইবার জন্যে যে কোন মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমায় ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত বৃত্তান্ত আইনের অথবা একুটির কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ

করিতে হইবেক না যে কোন অংশির নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই টাকা দেওনের পুর্ব্বে সেই অংশির বিরুদ্ধে যে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে অথবা যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশকরণিয়া ব্যক্তি যদি তাহা চালাইতে চাহেন তবে তৎপরে সেই নালিশ চালাওনের এবং নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্যং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেম্স হ্যক্সে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেডন কেলসল সাহেবের তাহাতে সহী করা ধার্য্যহওয়া টাকার উক্ত তফসীলের এক নকল বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়া সাহেবের সিরিশ্তার রোয়দাদে দাখিল হইবেক ও লেখা যাইবেক এবং ঐ রূপে দাখিলহওয়া তফসীল এই আইনের এবং উক্ত বন্দোবস্তপত্রের উল্লিখিত তফসীল জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের যথার্থ অভিপ্রায় ও অর্থের অনুসারে তাহার মধ্যের লিখিত ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে ধার্য্যহওয়া নানা টাকার সংখ্যার সর্ব্বতোভাবে সাক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

তফসীল।

আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজন ইহার দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একসেকুটির কমিটি আমারদের প্রত্যেক জনের পাওনার শতকরা ২৫) টাকার হিসাবে প্রথম ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ কিস্তি অগৌণে দিলে A চিহ্নিত ইহার শেষে লিখিত যে তফসীল ব্যাঙ্কের মহাজনের কমিটির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে সেই তফসীল উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থে তন্মধ্য লিখিতপূর্ব্বকালের এবং এক্ষণকার ঐ ব্যাঙ্কের নানা অংশির উপর ধার্য্যহওয়া অথবা অংশমতে দেয় টাকার তফসীলের ন্যায় গ্রাহ্য করি এবং উক্ত তফসীলের লিখিত উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোন অংশির বা অংশিরদের পূর্ব্বোক্ত মত ধার্য্যহওয়া বা অংশমতে দেয় টাকা স্বরূপ উক্ত তফসীলে তাঁহার নামের পাশে যে টাকা লেখা আছে সেই টাকা যে কোন অংশী বা অংশিরা সম্পূর্ণরূপে দেন তাঁহার বা তাঁহারদের বিরুদ্ধে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির না করিতে বা প্রকারান্তরে তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত না করিতে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর দাওয়া না করিতে অঙ্গীকার ও স্বীকার করিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় করিতে হইবেক না যে যাবৎ ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধার্য্যহওয়া টাকা প্রকৃতপ্রস্তাবে না দিয়াছেন তাবৎ তাঁহার নামে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক কিম্বা

ধার্য্যহওয়া টাকা দিবার পূর্ব্বে কোন অংশির বিরুদ্ধে যে কোন "ফৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে কিম্বা যে কোন মোকদ্দমা বা নালিশ প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশকরণিয়া ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে তাহা চালাইবার ও নির্ব্বাহ করিবার প্রতিবন্ধক হইবেক। আরো ধার্য্য হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত কোন অংশী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধার্য্যহওয়া টাকা যদি না দেন অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে ঐ টাকার জামিন না দেন এবং ঐ কমিটি তাহা প্রচুর স্বীকার না করেন তবে ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে বাড়ান যাইবেক এবং যাবৎ ঐ টাকা পরিশোধ না হয় অথবা তাহার জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎপরে প্রত্যেক তিনং মাসান্তরে শতকরা তত্তুল্য টাকা বাড়ান যাইবেক। আরো ধার্য্য হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটি ঐ অংশমতে দত্ত টাকা পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের একং জনের দাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওনপর্য্যন্ত সময়ক্রমে আমারদের পাওনা টাকার আরো ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ কিস্তি দিবেন এবং যখন আদায়হওয়া টাকা অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা ১০৲ টাকার তুল্য হয় তখন তাঁহারা সেই হারে এক নূতন ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবেন ও দিবেন। এবং আরো ধার্য্য হইল এবং ইহার দ্বারা অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের সম্পত্তির উপর আমারদের আইনক্রমে বা একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এবং পূর্ব্বকালীন কিম্বা এক্ষণকার যে সকল অংশী তাঁহারদের উপর পূর্ব্বোক্তমতে ধার্য্যহওয়া সম্পূণ টাকা না দেন তাঁহারদের বিরুদ্ধে আমারদের যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল। এবং ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা এই এক হাজার আট শত আটচল্লিশ সালের পঁচিশা সেপ্টেম্বর তারিখে একং করিয়া দস্তখৎ করিলাম ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধি বাতুল ব্যক্তিরদের নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক মনের কিপর্য্যন্ত বিকৃতিপ্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম্ম অপরাধশূন্য হয় তাহা ধার্য্যকরা এবং সেইং কর্ম্ম যাহারা করিয়াছে কিন্তু মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত নির্দ্দোষী হইয়াছে তাহারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে ক্রিয়া সুস্থমনা ব্যক্তিরদের দ্বারা হইলে অপরাধ হয় এইমত ক্রিয়া যে ব্যক্তি করে যদ্যপি আদালত অথবা বিষয়বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মানুসারে যাঁহার প্রতি দোষী করণ বা মুক্ত করণের ক্ষমতা অর্পণ আছে সেই আদালত বা জুরি এইমত স্থির না করেন যে সেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এবং সেই বিকৃতি খামখা তাহার করা কোন কর্ম্মের দ্বারা জন্মে নাই এবং সেই বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করণের সময়ে জানিল না এবং জানিতে পারিল না যে সেই কর্ম্ম দেশের আইনের বিরুদ্ধ তবে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

যখন এইমত অপরাধের অপবাদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত বর্জ্জিত নিয়মপ্রযুক্ত খালাস হয় তখন আদালত অথবা জুরি এই বিশেষ ডিক্রী অথবা ফয়সলা দিবেন যে যে কর্ম্ম করণের অপবাদ তাহার প্রতি হইয়াছে সেই কর্ম্ম সেই

ব্যক্তি বিকৃতমনা হওনসময়ে করিল এবং তৎপ্রযুক্ত আইনানুসারে সে নিরপ-রাধী ইতি।

৩ ধারা।

যখন উক্ত প্রকার এইমত কোন বিশেষ ডিক্রী কি ফয়সলা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া যায় তখন যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল সেই আদালত এই হুকুম করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যাবৎ জ্ঞাত না হওয়া যায় তাবৎ ঐ আদা-লতে যে স্থানে ও যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইবেক। এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্ট যত কাল ও যেপ্রকার উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট শক্তরূপে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ততা কি বাতুলতা অথবা উন্মাদতা কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষহইতে খালাস হইয়া-ছিল ইহার পর মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাসহওয়া ব্যক্তিকে যেমন শক্তরূপে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে তেমনি শক্তরূপে সেই ব্যক্তিকেও আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিক্রী বা ফয়সলা করা গিয়া থাকে সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর গবর্ণমেণ্টের হুকুম এবং বিবেচনা ব্যতিরিক্ত কয়েদ-হইতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদ-হওয়া কোন ব্যক্তি বিকৃতমনা আছে তখন গবর্ণমেণ্ট এক পরওয়ানার দ্বারা জানা-ইবেন যে কিং হেতুতে ঐ কয়েদহওয়া ব্যক্তি বিকৃতমনা বোধ হইয়াছে এবং সেই পরওয়ানার দ্বারা ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে কোন পাগলাগারদে অথবা নির্ব্বিঘ্নে রাখণের অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে সেই ব্যক্তিকে সেই খানে রাখিতে ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেক এবং যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে ঐ কয়েদী ব্যক্তি সুস্থমনা হইয়াছে তখন সেই ব্যক্তির কয়েদের মিয়াদ যদি শেষ না হইয়া থাকে তবে যাঁহার জিম্মায় আছে তাঁহার প্রতি পরওয়ানার দ্বারা কয়েদী ব্যক্তি যে কারাগারহইতে স্থানান্তর হইয়াছিল তথায় তাহাকে ফিরিয়া লইয়া যাইতে হুকুম করিবেন অথবা যদি সেই

ব্যক্তির মিয়াদ শেষ হইয়াছে তবে তাহাকে কয়েদহইতে খালাস করণের হুকুম দিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এই কথার দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কি যে রাজধানীতে অথবা যে স্থানে মোকদ্দমা হইয়াছিল সেই রাজধানীর কিম্বা সেই স্থানের রাজশাসনকারি ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির-দিগকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১৭ মার্চ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সৈন্যসম্পর্কীয় ও জাহাজসম্পর্কীয় মুশাহেরা ও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আলুফা রক্ষা করণের আইন।

যেহেতুক সৈন্যসম্পর্কীয় ও জাহাজসম্পর্কীয় যোদ্ধারদের মুশাহেরা ও বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত অন্যান্য আলুফা আদালতের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক করণ নিবারণার্থ আইন সংগ্রহ করা এবং তাহার কর্ম্ম বিস্তারিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৫ সালের ৩১ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় কি জাহাজসম্পর্কীয় সিরিশ্তার অকর্ম্মণ্য কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক কিম্বা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে যে কমীহওয়া মাহিয়ানা কিম্বা যে কোন নামেতে খ্যাত মুশাহেরা এবং কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বকালীন কার্য্যের নিমিত্তে ও বর্ত্তমান ক্ষীণতা অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্যে যে কোন মাসিক কি বার্ষিক মুশাহেরা কিম্বা আলুফা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহা-দুরের হুজুর কৌন্সেলের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানীর অথবা কোন স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অথবা হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং চেল্সি নগর কিম্বা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের বৃত্তিভোগী যে ব্যক্তি ঐ২ আলয়ে বাস করে না তাহারদের যে মুশাহেরা ঐ চেল্সি নগরের অথবা

গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ প্রকার কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবতে যে সকল টাকা পাওনা থাকে বা উত্তর কালে পাওনা হয় তাহা সেইং মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের উপর কোন দাওযাপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে ঐং দেশের মধ্যে কোন আদালতের দ্বারা বা কোন আদালতের হুকুম কি ডিক্রী জারীর অনুসারে ক্রোক বা আটক করা যাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এমত কোন মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের কোন মুশাহেরার বাবৎ যে টাকা নিয়মপত্রাদি লিখনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে পাওনা ছিল না সেই টাকার উপর যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র কি জামিনীনামা লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক। এবং যে মুশাহেরা উত্তর কালে পাওনা হইবেক তাহার উপর যে কোন বরাৎ কি নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতহইতে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহার বিষয়ে অথবা উক্ত প্রকার কোন মুশাহেরাদার চেল্‌সি কি গ্রেনিচ নগর সম্পর্কীয় মুশাহেরার বাবৎ অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে কোন নিয়মপত্র কি একরার-নামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রযপত্র অথবা জামিনীনামা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে করিযাছে কিম্বা বোম্বাই রাজধানীতে দত্ত মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্র-প্রভৃতি ১৮৭৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে অথবা বাঙ্গলা রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮১৪ সালের ২৭ মে তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশে এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যে ব্রিটনীয় প্রজারা উইল না করিয়া মরেন তাঁহারদের ইষ্টেটের সরবরাহকারী কর্ম্ম কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের পদহইতে পৃথক্ করা এবং এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর যখন কোন ব্রিটনীয় প্রজা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে কিম্বা ঐ রাজধানীর অধীন যেং দেশ আছে বা উত্তর কালে হয় সেইং দেশের মধ্যে উইল না করিয়া মরেন এবং উপযুক্ত ইক্লিসিআষ্টিকেল আদালতহইতে তলবচিঠী বাহির হইয়া ফিরিয়া আইলে যদি মৃত ব্যক্তির কোন অতিনিকট কুটুম্ব উপস্থিত না হন ও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহের বিষয়ের দাওয়া উক্ত আদালতের হৃদ্বোধমতে সাব্যস্ত না করেন এবং আরো ঐ দেশের মধ্যে মৃত কোন ব্রিটনীয় প্রজার উইলের দ্বারা যে একসেকিটর কি একসেকিটরেরদিগকে নিযুক্ত করা গিয়াছে তাঁহারা যখন ঐ উইলের প্রমাণ করিতে স্বীকার না করেন তখন এই আইনানুসারে যে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত হন তিনি নীচের লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের স্থানে লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন কি লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনার দরখাস্ত করিবেন এবং উক্ত কোর্ট ঐ লেটর্স প্রভৃতি ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজেষ্ট্রার সাহেবকে না দিয়া যে প্রকার লেটর্সপ্রভৃতি উপযুক্ত বোধ করেন তাহা ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে দিবেন। ঐ লেটর্সপ্রভৃতির শক্তিক্রমে

ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আদায় করিয়া এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে তাহার হিসাব দিবেন ইতি।

২ ধারা।

যে সকল লেটস অফ আডমিনিষ্ট্রেসন অথবা লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনা সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে এবং যে উইলের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা তাঁহাকে এবং তৎপরে তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে উইলের এক্সেকিটরী কর্ম্ম দেওয়া গিয়াছে সেই উইলের সকল প্রোবেট এবং তাঁহার পদের শক্তিক্রমে ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের প্রতি যে সকল ইষ্টেট ও সম্পত্তি ও বিষয় অর্পণ হইয়াছে তাহা এবং ঐ লেটর্স অথবা প্রোবেটের শক্তিক্রমে যে সকল বহী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাঁহার নিকটে আছে বা তাঁহার দখলে বা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে তাহা এই আইনানুসারে এবং অন্য কোন দান বিনা এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেব যেরূপে ঐ প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটর বা এক্সেকিটর বা গ্রাণ্টী ছিলেন ঐ নূতন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব সর্ব্বতোভাবে সেই প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটরপ্রভৃতি হইবেন এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে ঐ প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটর বা এক্সেকিটর কি গ্রাণ্টীস্বরূপ ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের যে সকল পরাক্রম ছিল ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের সেই সকল পরাক্রম হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের সময়ে যিনি ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার আছেন তিনি প্রথম আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল হইবেন এবং এই আইন জারী হওনের পর তিনি আর ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার থাকিবেন না এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রারস্বরূপ পূর্ব্বোক্তমতে সকল দানের যে সকল কমিস্যন তাঁহার হক ছিল সেই সকল কমিস্যন তিনি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলস্বরূপে লইতে ও রাখিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

উত্তর কালে ঐ পদ শূন্য হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব আপন

পদোপলক্ষে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এক জন কর্ম্মকারক জ্ঞান হইবেন না এবং সামান্য একসেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর কি লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনাপাওনিয়া ব্যক্তি যেরূপে ঐ সুপ্রিম কোর্টে দায়ী কেবল সেইরূপে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব ঐ কোর্টে দায়ী হইবেন ইতি।

৬ ধারা।

প্রত্যেক আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব আপনার পদের কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণের জন্যে কোম্পানি বাহাদুরকে আপনি এক লক্ষ টাকার জামিনের বণ্ড দিবেন এবং দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সাধারণে এবং একেং আর এক লক্ষ টাকার জামিন দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত সেই প্রকার কোন লেটস পাওনের সময়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাঁহার প্রতি ঐ আদালতে কোন আডমিনিষ্ট্রেসন বণ্ড অথবা আর কোন জামিন দিবার হুকুম হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে যে সকল লেটস দেওয়া যায় এবং যে উইলের মধ্যে তিনি আপন পদোপলক্ষে একসেকিটর নিযুক্ত হইয়াছেন সেই উইলের যে প্রোবেট তাঁহাকে দেওয়া যায় সেই লেটর্স ও সেই প্রোবেটঅনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করণের জন্যে ইহার পূর্ব্বে ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে যে কমিস্যন দেওয়া যাইত তাহার পরিবর্ত্তে তিনি যত টাকা বিতরণ করেন অথবা যে টাকা তৎসময়ে দেয় না হয় এমত টাকা তিনি উত্তর কালে প্রাপ্য ব্যক্তির নিমিত্তে ন্যস্ত করেন অথবা কোম্পানির কাগজে অর্পণ করেন সেই সকল টাকার উপর তিনি শতকরা তিন টাকা কমিস্যন পাইবেন। এবং ঐ শতকরা ৩৲ তিন টাকা কমিস্যনহইতে তাঁহার আবশ্যক সিরিশ্তার সকল খরচ এবং তাঁহার পদের যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাহা দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন উইলের প্রোবেট দেওয়া যায় ঐ উইলের একসেকিটরস্বরূপ অথবা এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন সম্পত্তির সরবরাহ করণের ক্ষমতা দেওয়া যায় ঐ সম্পত্তির আডমিনিষ্ট্রেটরস্বরূপ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কোন কমিস্যন কি এজেন্সীর দাওয়া করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই বিধানের এইমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন একসেকিটরকে দানপত্রের দ্বারা যে দান করা যায় তাহা নির্দ্দিষ্ট টাকা হউক কিম্বা টাকা বিতরণ করিলে পর যে টাকা বাঁচে তাহা হউক অথবা কমিস্যন হউক কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দত্ত টাকা হউক তাহা ভোগ করিতে নিষেধ আছে ইতি।

৯ ধারা।

ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব যে সকল ইষ্টেটের সরবরাহ করেন সেই ইষ্টেটের সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুরের ত্রেজুরীতে অর্পণ করিবেন অথবা যেমতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে হুকুম করেন সেইমতে রাখিবেন ও আমানৎ করিবেন। এবং ঐ হুকুমনামা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইবেক এবং ঐ হুকুমনামার দ্বারা সকল আদালতের এমত বোধ হইবেক যে ঐ সম্পত্তি রাখনের ও আমানৎ করণের বিষয়ে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এবং তিনি তৎকর্ম্মের দায়হইতে মুক্ত আছেন এবং তাঁহার উপর কোন ঝুঁকী হইতে পারে না ইতি।

১০ ধারা।

উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তন্নিমিত্তে প্রস্তুতকরা হিসাব বহীর মধ্যে প্রত্যেক ইষ্টেটের আলাহিদা ও সুস্পষ্ট হিসাব রাখিবেন এবং এই আইনানুসারে যে সকল নগদ টাকা ও বণ্ড ও টাকার অন্যান্য নিদর্শন ও জিনিষ ও সম্পত্তি ও দ্রব্য তাঁহার হাতে বা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত বা তাঁহার জন্যে গচ্ছিতলওনিয়া কোন ব্যক্তিরদের হাতে আইসে তাহার স্বতন্ত্র স্পষ্ট হিসাব ঐ বহীতে রাখিবেন এবং উক্ত ইষ্টেটের নিমিত্তে তিনি যে সকল টাকা ব্যয় করেন তাহা এবং ইষ্টেটের দেনা বা পাওনা সকল টাকা ঐ হিসাবের বহীতে লিখিবেন এবং ঐ টাকা পাওনের ও দেওনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং ঐ বহী আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় থাকিবেক এবং যে সকল ব্যক্তির অর্থাৎ উক্ত আদালতের উকীলপ্রভৃতির বা অন্য ব্যক্তির তাহা দেখিবার প্রযোজন থাকে তাঁহারা দফ্তর খোলা থাকিবার সময়ে ঐ বহী দেখিতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের দ্বারা সময়ক্রমে যে উপযুক্ত রসুম নির্দ্দিষ্ট হয় ও কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা ঐ২ ব্যক্তি দিবেন ইতি।

১১ ধারা।

আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব প্রতিবৎসরে দুইবার অর্থাৎ মার্চ মাসের প্রথম তারিখে ও আগষ্ট মাসের দশম তারিখে অথবা ঐ২ দিবসের পর উক্ত আদালতের যে প্রথম দিবসে বৈঠক হয় সেই দিবসে এক সত্য তফসীল আদালতের বৈঠকের সময়ে দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন ঐ তফসীলের মধ্যে তাহার দাখিল করণের পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত ছয় মাসে ও জুন মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত ছয় মাসে তাঁহার জিম্মায় থাকা প্রত্যেক ইষ্টেটের বাবতে তিনি যে সকল নগদ টাকা পাইয়াছেন ও খরচ করিয়াছেন এবং যাহা বাকী থাকে তাহার মোট লিখিবেন এবং ঐ কাল-পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইষ্টেটের বাবতে যে সকল বণ্ড কি অন্য নিদর্শন তিনি পাইয়াছেন তাহার এক সত্য ফিরিস্তি দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এবং ঐ সময়ে যে২

ইষ্টেটের বাকী টাকা তিনি সেইং টাকাপাওনিয়া ব্যক্তিরদিগকে চূড়ান্তরূপে দিয়াছেন তাহারো সত্য তফসীল দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এবং তাহাতে ঐ সকল বাকী টাকার সংখ্যা ও যেং ব্যক্তিকে তাহা দেওয়া গিয়াছে তাহার বেওরা লেখা থাকি- বেক এবং ঐং তফসীল ঐ আদালতের রোয়দাদের মধ্যে রিকার্ডস্বরূপ দাখিল হইবেক তৎপরে চৌদ্দ দিবসের মধ্যে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন এবং আরো তাহার তিনং প্রস্থ নকল করিয়া ঐ রাজধানীর সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে দাখিল করা যাইবেক এবং ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব তাহা লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

ঐ তফসীল দাখিল করণের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেই সময়ে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের হিসাব তজবীজ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে সময়েং নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

ঐ আডিটর সাহেব কি সাহেবেরা ঐ তফসীল ও হিসাব তজবীজ করিবেন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইহার রিপোর্ট করিবেন যে ঐ বহীর মধ্যে যেং বিসয় লিখিতে হয় সেইং বিষয়ের সম্পূর্ণ ও যথার্থ বেওরা লেখা আছে কি না এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের যেং বহী রাখনের হুকুম আছে সেইং বহী উপযুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা গিয়াছে কি না এবং ঐ সম্পত্তি রাখন এবং অর্পণ করণের বিষয়ে আইনে যে প্রকার হুকুম আছে তদনুসারে রীতিমতে রাখা গিয়াছে ও অর্পণ হইয়াছে কি না ইতি।

১৪ ধারা।

প্রত্যেক আডিটর সাহেব উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে এবং অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তির- দিগকে সময়েং আপনার নিকটে হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের শপথ বা সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং উক্ত অর্পিত কর্ম্মের নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল বহী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাঁহার প্রয়োজন

বোধ হয় তাহা আনিবার হুকুম দিতে পারেন এবং যদি ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেইরূপে তলব হইলে তাঁহারা হাজির হইতে অথবা হুকুমহওয়া বহী বা কাগজপত্র কি দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে ক্রুটি অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকার করেন অথবা হাজির হইয়া শপথ করিতে কি আইনানুসারে শপথের পরিবর্ত্তে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে স্বীকার না করেন অথবা জোবানবন্দী দিতে স্বীকৃত না হন তবে ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা ঐ ক্রুটি বা অস্বীকার লিখনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিযমের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে ঐ প্রকার ক্রুটি বা অস্বীকারকারক প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবজ্ঞাপূর্ব্বক সেইরূপ ক্রুটি কি অস্বীকার করিলে যেরূপে দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐ২ তফসীল ও তাহার নকল প্রস্তুত ও প্রকাশ করণের এবং ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যয় তৎসময়ে যে সকল ইস্টেটের হিসাবের তজবীজ হয় সেই২ ইস্টেটের সম্পত্তিহইতে অংশাংশমতে দেওয়া যাইবেক এবং আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা সেই খরচ ও সেই অংশ নিরূপণ করিয়া স্থির করিবেন কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক এবং ঐ সকল খরচ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তদনুসারে উক্ত ইস্টেটের সম্পত্তিহইতে দিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

যদি সেইরূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরদের এইমত বোধ হয় যে ঐ তফসীলেতে যে২ বিষয় লেখা আছে কি যে২ বিষয় তাহাতে লিখনের আবশ্যক ছিল সেই২ বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি বা তাঁহারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ তফসীলের বিষয়ে যে আপত্তি থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন ইতি।

১৭ ধারা।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে শেষোক্ত প্রত্যেক রিপোর্ট বাঙ্গলা দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের আডবোকেট জেনরল সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন এবং তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেব যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতিকূলে কি তিনি পদচ্যুত হইলে অপদস্থ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বিরুদ্ধে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতিকূলে ঐ আডবোকেট

জেনরল সাহেবের বিবেচনামতে যে সকল বা যে কোন ইষ্টেট তৎকালে বা তাহার পূর্ব্বে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের জিম্মায় ছিল তাহার সম্পর্কীয় হিসাবের জন্যে সরাসরীমতে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আসামী হন তাঁহারদিগকে লিখনের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে বিল ফাইল হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব-প্রভৃতির যেরূপে জওয়াব দিতে হইত সেইরূপে এই স্থলে ও তাঁহারদের জওয়াব দিতে হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টে সেই রূপ দরখাস্ত হইলে ঐ ব্যক্তিরদিগকে এবং অন্য সকল সাক্ষিকে ঐ কোর্ট আপনার সম্মুখে ডাকিয়া জোবানী জোবানবন্দী লইতে পারেন অথবা সামান্যমতে হিসাব তজবীজের নিমিত্তে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

যখন ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের এবং আডবোকেট জেনরল সাহেবের খরচ দেওনের হুকুম হয় তখন আসামী বা আসামীরদিগের খরচা দিবার হুকুম হইলে তাহারা তাহাই দিবেক অথবা ঐ আদালত যেমত হুকুম করিবেন সেইমত তাহা অংশাংশমতে ইষ্টেটহইতে দেওয়া যাইবেক এবং যখন ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের খরচা আসামী বা আসামীরদের স্থানে পাওয়া যায় তখন যে ইষ্টেটহইতে তাহা আদৌ দেওয়া গিয়াছিল সেই ইষ্টেটের প্রতি ঐ খরচা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে বা অন্য আসামী কি আসামীরদিগকে আপন২ খরচা ঐ ইষ্টেটহইতে লইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৯ ধারা।

উক্ত আদালত বিলফাইল হইলে যেরূপ প্রথম ও তৎপরে হুকুম দিতে পারেন সেই প্রকারে এইমত দরখাস্ত হইলে হুকুম করিতে পারিবেন। এবং ডিক্রীর হুকুমের যেরূপ ফল হয় ও তাহা যেরূপে জারী হয় এই হুকুমেরো সেইরূপ ফল হইবেক এবং তাহা সেইরূপে জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

যখন কোন বৃটনীয় প্রজা উইল না করিয়া উক্ত রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে মরেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিন মাসপর্য্যন্ত তাঁহার সম্পত্তির বিষয়ে লেটস অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না লওয়া যায় এবং আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব হৃদ্বোধ-মতে জানেন যে ঐ সম্পত্তি মোটে ৫০০/ পাঁচ শত টাকার অধিক নহে তবে তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে যে কোন ব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রধান অংশে অধি-কারিত্বের দাওয়া করেন তাঁহাকে আপন দস্তখৎকরা সর্টিফিকট দিতে পারেন এবং

ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মোটে পাঁচ শত টাকার অনধিক মূল্যের যে সকল টাকা কি টাকার নিদর্শন ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে তাহা গ্রহণ করিতে দাওয়াদারকে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

যদি দাওয়াদারের শপথ কি সুকৃতি অথবা অন্য যে সাক্ষ্য আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব চাহেন তৎক্রমে দাওয়াদারের অধিকারিত্বের বিষয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে ঐ সাহেবের হৃদ্বোধ না হয় তবে তিনি উক্ত প্রকার কোন সর্টিফিকট দিতে বদ্ধ নহেন ইতি।

২২ ধারা।

এইমত কোন সর্টিফিকট এবং তাহা যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার দস্তখৎকরা রসীদ তাহার মধ্যের লিখিত টাকা অথবা টাকার নিদর্শন তাহাকে দিবার বা তাহার হাতে দাখিল করণের বিষয়ের সম্পূর্ণ রসীদ এবং ফারখৎ হইবেক এবং ঐ সর্টিফিকট ও রসীদ থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ টাকাপ্রভৃতি দিয়াছে বা দাখিল করিয়াছে তাহার উপর অন্য কোন ব্যক্তি দাওয়া করিতে পারিবেক না কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ টাকাপ্রভৃতি পাইয়াছে তাহার স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে মৃত ব্যক্তির কুটুম্ব বা স্থলাভিষিক্ত কি মহাজনের উপায় থাকিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব যে কোন মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের বিষয়ে এমত সর্টিফিকট দেন তাঁহার সম্পত্তির বিষয়ে তিনি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন বাহির করিতে বদ্ধ নহেন। কিন্তু যদি তিনি অবগত হন যে কোন কারসাজী হইয়াছে কিম্বা কোন অপ্রকৃত এজহার তাঁহার নিকটে দেওয়া গিয়াছে অথবা সম্পত্তির মূল্য ৫০০) পাচ শত টাকার অধিক আছে তবে তিনি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন বাহির করিতে পারেন ইতি।

২৪ ধারা।

এইমত প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মোট টাকার ফিশত টাকার উপর তিন টাকার হারে রসুম লইতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুসারে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করিয়া এই আইনের হুকুম করা কোন জোবানবন্দী দেওন সময়ে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়

সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে জরীমানা এবং কয়েদের অথবা জরীমানা কিম্বা কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই কয়েদ কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা ব্যতিরিক্ত হইতে পারে এবং তাহা দুই বৎসরপর্য্যন্ত হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নেবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১১ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহিতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৪২ সালের ১ আইন ও ১৮৩৫ সালের ২৬ আইন ও ১৮০২ সালের ২ আইনের ২৬ ধারা এবং তৃতীয় জর্জ রাজার ৩৩ বৎসরীয় আক্ট পালিমেণ্টের ৫২ নম্বরী অধ্যায়ের ১৫৯ দফার যেং ভাগে কলিকাতা শহরের মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদিরা বিক্রয়ের বিষয় এবং যাহারা উক্ত শহরের মধ্যে পাট্টা না পাইয়া শরাব অথবা মদিরার ব্যবসা করে তাহারদের দণ্ডের বিষয় লেখা আছে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতা শহরের মধ্যে মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব এবং মাদক দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আদায় করণের কর্ম্ম কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের জিম্মায় হইবেক এবং তিনি সেইং কর্ম্ম আবকারীর কমিস্যনর সাহেব ও হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ব্বাহ করিবেন। এবং এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যের উপর আপীল হইলে কি না হইলে সে সকল কার্য্য তাঁহারদের পুনর্দৃষ্টির অধীনে থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ রাজস্ব আদায় করণের জন্যে এবং মাসুল না দিয়া ঐ২ দ্রব্য বিক্রয়ের নিবারণার্থে ইউরোপীয় সারজন ও দারোগা ও জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐরূপে নিযুক্ত আমলারা আপন২ সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত "আবকারীর আমলা" এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের তন্নিমিত্তে দস্তখৎকরা ও মোহরকরা পাট্টাবিনা কলিকাতা শহরের মধ্যে এই আইনের পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন মদিরা অথবা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক বিক্রয়ের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে থোক ব্যবসায়িরা এমত অল্প পরিমাণ বীর শরাব বা ওযাইন শরাব বা মদিরা বিক্রয় করে যে কালেক্টর সাহেব তাহা কেবল নমুনার মত জ্ঞান করেন তাহারদের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

দুই গেলনের অনধিক ইঙ্গরেজী কি বিদেশীয় বীর শরাব বা ওযাইন শরাব কি মদিরার অথবা এক শেরের অনধিক বাঙ্গলা দেশের আরাক অথবা রম শরাব কি এদেশীয় অন্য শরাবের কিম্বা চারি শেরের অনধিক তাড়ির অথবা এক পোআর অনধিক গাঁজা কিম্বা ভাঙ্গের বা সেই বস্তুতে প্রস্তুত অথবা মিশ্রিত কোন দ্রব্যের কিম্বা পাঁচ তোলা ওজনের অনধিক চরস বা আফীন কিম্বা চণ্ডু বা মদতের কিম্বা সেই ২ বস্তুতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্যের বিক্রয় এই আইনের অর্থের মধ্যে খুজরা বিক্রয় জ্ঞান হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের আরাক অথবা রম শরাব কি এদেশীয় অন্য শরাব কিম্বা তাড়ি কি গাঁজা কি ভাঙ্গ কিম্বা তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য কিম্বা চরস কি আফীন কি চণ্ডু কিম্বা মদত অথবা তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য এই আইনের ৫ ধারাতে প্রত্যেক বস্তুর যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল। এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই নিষেধ লঙ্ঘন করে সেই ব্যক্তি ঐ ২ দ্রব্য বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিবার যে জরীমানা ১৫ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব এবং মাদক দ্রব্য কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ঐ বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের ছাড়ছিঠীক্রমে কলিকাতায় আমদানী হইয়া পাট্টাপ্রাপ্ত খুজরা ব্যবসায়িরদিগকে

থোকে দেওয়া যায় তাহার বিক্রয়ের বিষযে অথবা যে বাঙ্গলা দেশের রম শরাব সমুদ্রপথে রফ্তানী হইবার নিমিত্তে বণ্ড দিয়া বিক্রয় হয় তাহার বিষযে কিম্বা যে আফীন সমুদ্রপথে রফ্তানী করিবার অভিপ্রায আছে এবং তন্নিমিত্তে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমক্রমে সর্টিফিকট পাওযা গিযাছে তাহার বিক্রযের বিষয ঐ নিষেধ খাটে না ইতি।

৭ ধারা।

হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনানুসারে দেওয়া পাট্টার পাঠ সর্ব্বদা নিরূপণ করিতে পারেন এবং তাহার নিয়ম মতান্তর করিতে পারেন ও নূতন নিযম করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে পাট্টা লয সেই ব্যক্তি ঐ পাট্টার অবিকল ভাবানুসারে এক কবুলিয়ৎ লিখিযা দিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যখন এই আইনক্রমে কোন পাট্টা দেওয়া যায তখন কালেক্টর সাহেব ঐ দত্ত উপকারের জন্যে সমযক্রমে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে যে রসুম বা টাক্স কি মাসুল ধার্য্য হয তাহার দাওযা করিতে পারিবেন। এবং ঐ রসুম বা টাক্স কি মাসুল আগাম দেওনের কিম্বা যে সময কালেক্টর সাহেব নিরূপণ করেন সেই সমযে দেওনের হুকুম হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

যে২ নিযমক্রমে পাট্টা দেওযা গিযাছে তদনুসারে যদি ঐমত কোন রসুম বা টাক্স কি মাসুল রীতিমত না দেওযা যায় অথবা ঐ পাট্টার অন্য কোন নিয়ম যদি প্রতিপালন না হয় তবে কালেক্টর সাহেব ঐ পাট্টা দিতে অস্বীকার করিতে পারেন অথবা ফিরিযা লইতে পারেন অথবা আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের অনুমতি লইযা অন্য কোন হেতুতে ঐ পাট্টা ফিরিয়া লইতে পারেন কিন্তু এমত ফিরিযা লওনের এত্তেলা এক মাস থাকিতে দিবেন। এবং যত কাল সেই পাট্টা না দেওয়া যায অথবা তাহা রদ হওনের পর যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন মদিরাদি কিম্বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণের বিষয়ে যে সকল দণ্ড এই আইনে নিরূপিত আছে সেই সকল দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

পাট্টাপ্রাপ্ত কোন খুজরা ব্যবসাকারী পনের দিন পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবকে এত্তেলা দিলে ও পাট্টাঅনুসারে যে টাক্স দেয় হয় তাহার অধিক সেই কালের নিমিত্তে যত টাক্স হইত তাহার তুল্য টাকা দিয়া আপনার পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারে ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার শরাব বা মাদক দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের জন্যে পাট্টা না লইয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে কোন সরাই কি পঞ্চঘর বা বাস করণের ঘর অথবা অন্য যে কোন ভোজনালয়েতে পূর্ব্বোক্ত কোন মদিরা বা গাঁজাসরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা কলিকাতা শহরের মধ্যে আরম্ভ বা স্থাপন করিবার বা খোলা রাখিবার পাট্টা কলিকাতা শহরের জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরা দিতে পারিবেন না। এবং মদিরা ও মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয়ের জন্যে যে পাট্টা ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা যখন কালেকটর সাহেব এই আইনক্রমে রহিত করেন অথবা ফিরিয়া লন তখন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরদের দেওয়া পাট্টা বাতিল হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের পাট্টানুসারে যে কোন টাক্স অথবা মাসুল দেয় হয় তাহা বাকী পড়িলে কালেক্টর সাহেব তাহা লিখনের দ্বারা দাওয়া করিলে পর যে ব্যক্তির স্থানে তাহা প্রাপ্য তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ বাকী টাকা দেয় হইলে পর অথবা যে ব্যক্তির স্থানে তাহা প্রাপ্য সেই ব্যক্তি লিখনের দ্বারা তাহা স্বীকার করণের পর দুই বৎসর অতীত হইলে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবক না ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনানুসারে দেওয়া পাট্টার নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইলে পাট্টা রদ হওনের দণ্ড হইবেক এবং তদতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ড হইতে পারে এবং যে চাকর বা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় দোকান থাকে তাহার ত্রুটি কি অনবধানতা-প্রযুক্ত সেই উল্লঙ্ঘন হইলেও ঐ জরীমানার টাকা পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির দিতে হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িছাড়া কোন ব্যক্তির নিকটে ইঙ্গরেজী ও বিদেশীয় বীর শরাব ও ওয়াইন শরাব ও মদিরাছাড়া এই আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক

দ্রব্যের পরিমাণঅপেক্ষা অধিক পরিমাণের পূর্ব্বোক্ত মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য কিম্বা সেইং বস্তুতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্য থাকিলে এবং কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে তাহা বহিলে যদি সেই ব্যক্তির নিকটে কালেকটর সাহেবের দেওয়া অথবা অন্য যে কোন আমলার তাহা দেওনের ক্ষমতা থাকে তাঁহার দেওয়া এক পাস অথবা পরওয়ানা না থাকে তবে সেই ব্যক্তি (আফীনের বিষয়ব্যতিরেকে) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং আফীনের বিষয়ে হইলে যে প্রত্যেক শের সেই ব্যক্তির নিকটে পাওয়া যায় কি সেই ব্যক্তি শহরের মধ্যে বহে সেই প্রত্যেক শেরের জন্যে ষোল টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং এই শেষোক্ত জরীমানা যদি পাঁচ শত টাকা-পর্য্যন্ত না হয় তবে সেই ব্যক্তির আরো এমত জরীমানা করিতে হইবেক যে সর্ব্বসুদ্ধ তাহার পাঁচ শত টাকা জরীমানা হয় ইতি।

১৬ ধারা।

মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণ বা আপনার নিকটে রাখণ বা শহরের মধ্যে বহনের বিষয়ে উক্ত যেং দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদতিরিক্ত এই আইন উল্লঙ্ঘনকারি ব্যক্তির নিকটে ঐপ্রকার যে সকল শরাব ও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক। এবং যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে ঐ শরাব ও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ও যে পশু বা গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

যে ঘর বা দোকানে কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মদিরা কি গাজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাতে পেয়াদার কি চাপরাসীঅপেক্ষা উচ্চ পদস্থ কোন আবকারীর আমলা কোন সময়ে দিনে বা রাত্রিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা তদারক করিতে পারেন এবং কোন আবকারীর আমলা দিনে তাহাতে প্রবেশ করিয়া তদারক করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি মদিরা অথবা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থে পাট্টা পাইয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ পাট্টার নির্দ্দিষ্ট ঘর বা দোকানে ঐ পাট্টা রাখিবেক এবং আবকারীর যে কোন আমলা তাহা দেখিতে চাহেন তিনি দাওয়া করিলে পাট্টাদার তাঁহাকে ঐ পাট্টা দেখাইবেক। এবং আবকারীর কোন আমলা পাট্টার বিষয়ে দাওয়া করিলে যদি কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী তাহা দেখাইতে অস্বীকার করে কি দেখাইতে না পারে তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যে মদিরা বা গাঁজাপরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের পাস না থাকে অথবা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য হয় সেই মদিরাদি যে কোন ব্যক্তি বহন করে তাহাকে আবকারীর কোন আমলা ধরিয়া রাখিতে এবং আটক করিতে পারেন এবং সেই শরাব বা মাদক দ্রব্য এবং যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে তাহা পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি।

২০ ধারা।

যদি কালেক্টর সাহেবের আবকারীর কোন আমলা বা অন্য ব্যক্তির এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিয়া রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্য্যক্রমে ইহা বিশ্বাস করণের মাতবর কারণ থাকে যে এই আইনানুসারে জব্দের যোগ্য কোন মদিরা বা গাজাপরা শরাব কি মাদক দ্রব্য কোন স্থানে গচ্ছিত আছে বা লুক্কায়িত আছে তবে কালেক্টর সাহেব আপনার দস্তখৎকরা ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ আবকারীর কোন আমলাকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে তিনি সূর্য্যোদয়অবধি সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত কিন্তু নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলীসের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে ঐ প্রকার শরাব বা মাদক দ্রব্য গচ্ছিত বা লুক্কায়িত থাকনের বিষয়ে শোবে হয় সেই স্থানের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই শরাব অথবা মাদক দ্রব্য ক্রোক করেন এবং লইয়া যান। এবং প্রতিবন্ধক হইলে কোন দরওযাজা ভাঙ্গেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে ঐ প্রবেশ বা তালাশ কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেন এবং ঐ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি ব্যক্তিকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে ঐ শরাব বা মাদক দ্রব্য গচ্ছিত করণ বা লুকাইয়া রাখণের কার্য্যে লিপ্ত থাকনের বিষয়ে তাঁহার শোবে হয় এবং সেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় সেই ব্যক্তিরদিগকে গ্রেপ্তার করেন ও আটকাইয়া রাখেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ শরাব অথবা মাদক দ্রব্য বেআইনীমতে কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকনের বিষয়ে শোবে করণের কারণ থাকিলে যে আমলার প্রতি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের ভার আছে তিনি সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে২ বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই২ বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

২১ ধারা।

সকল ইউরোপীয় সারজন এবং পোলীসের অন্য২ আমলারদের প্রতি হুকুম হইল যে আবকারীর আমলা তাঁহারদিগকে এত্তেলা দিলে কিম্বা তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত করিলে ঐ আবকারীর আমলারদিগের এই আইন রীতিমতে জারী করণের

কার্য্যে সাহায্য করেন। এবং পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিদ্ধ ওজরবিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করেন এই আইনানুসারে গ্রেফ্তারকরা কোন ব্যক্তির পলায়নের বিষয়ে আবকারীর আমলারা জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিলে যে দণ্ড এই আইনের ২৭ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সারজন এবং পোলীসের আমলারা সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন ইতি।

২২ ধারা।

এই আইনানুসারে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারীর আমলা যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন অথবা কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য ক্রোক করেন অথবা ঐরূপ কোন বিনানুমতির দ্রব্য তালাশ করণের জন্যে কোন ঘর বা দোকানে প্রবেশ করেন তখন ঐ আমলা গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে এবং ক্রোক-হওয়া বিনানুমতির দ্রব্য যথাসাধ্য শীঘ্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এবং তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই গ্রেফ্তার বা ক্রোক কি তালাশীর সমস্ত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট কালেকটর সাহেবকে দিবেন। এবং কালেক্টর সাহেব তদতিরিক্ত যে তদারক করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর তৎক্ষণাৎ সেই গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিবেন অথবা তাহাকে আমলাবদের জিম্মায় দিয়া কলিকাতা নগরের এক জন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মদিরা বা গাজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয়ে লিপ্ত হওনের বিষয়ে অথবা তাহার নিকটে কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য থাকনের বা তাহা বহনের কি তাহা কোন ঘর বা দোকানে থাকনের বিষয়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বেষপূর্ব্বক মিথ্যা এজহার করে সেই২ ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার কি উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এই আইন রীতিমত জারীকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি আবকারীর কোন আমলা বা ঐ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় বা তাহাকে উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং তাহার ঐ প্রতিবন্ধকতাতে যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয় তবে সেই ব্যক্তির অপ-রাধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে হুকুমের প্রতি-বন্ধকতার নির্দ্দিষ্ট গুনাহগারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এবং শান্তিভঙ্গের অপরাধের বিষয়ে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনক্রমে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে অথবা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির কোন দ্রব্য কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে যদি আবকারীর কোন আমলা বিলম্ব করেন অথবা গ্রেপ্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৬ ধারা।

আবকারীর যে কোন আমলা বিনানুমতির মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে এবং অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন অথবা কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে এবং অনাবশ্যকমতে গ্রেপ্তার করেন অথবা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে এমত কোন অত্যাচারের কর্ম্ম করেন সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৭ ধারা।

আবকারীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা এই আইনক্রমে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালাস করেন অথবা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন কি পাট্টা বিনা মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিক্রয়ের বিষয় অথবা কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির পাট্টার নিয়মের বিরুদ্ধে বিক্রয় করণের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন অথবা যে কার্য্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লঙ্ঘন হইতে পারে অথবা আবকারীর রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৮ ধারা।

আবকারীর যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য্য করণ বা না করণের পুরস্কারস্বরূপ আইনের অথবা গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন বকশীশ চাহেন বা লন এবং আবকারীর আমলাকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন আবকারীর কোন আমলা কোন জিনিস বা দ্রব্য ক্রোক করেন তখন সেই ক্রোকী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের হুকুমে করা এজহারক্রমে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই জিনিস ও দ্রব্য যে ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদিগকে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ডিক্রী করিবেন। এবং ঐ ক্রোকহওয়া জিনিস ও দ্রব্য যদি জব্দ করণের ডিক্রী হয় তবে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহের হাসিল ও নিমক ও আফিনের বোর্ডের স্থানে কালেক্টর সাহেব যেং হুকুম পাইয়া থাকেন সেইং হুকুমানুসারে তাহা নীলাম কি হস্তান্তর করিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি আপনার ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন ইতি।

৩০ ধারা।

যখন কোন জিনিস অথবা দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমতে ক্রোক হয় এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যে স্থান ও যে সময়ের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কলিকাতা গেজেটে এস্তেলা দিয়াছেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ঐ তজবীজক্রমে যে জিনিস এবং দ্রব্য তাঁহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন। এবং তাহা জব্দ হইলে ঐ জিনিসের মালিক ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে ঐ জিনিস নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

৩১ ধারা।

৩৮ ধারানুসারের ভিন্ন যে সকল জরীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হুকুম দিবেন। এবং কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞানুসারে ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে এজহার দেওয়া যায় সেই এজহারক্রমে তিনি তৎক্ষণাৎ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যেং গতিকে শপথের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য হইতে পারে সেইং গতিকে তাহারদের প্রতিজ্ঞাক্রমে সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। এবং অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুষ্টিস সাহেবের হুকুমক্রমে জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের

যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক। এবং যে অপরাধপ্রযুক্ত জরীমানা হইল সেই অপরাধের তারিখের পর তিন মাস অতীত হইলে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই ধারামতে কোন কার্য্য করিবেন না ইতি।

৩২ ধারা।

যখন উক্ত জুষ্টিসের সম্মুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিনানুমতিতে রাখণ বা শহরের মধ্যে বহন কি বিক্রয় করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক এবং আফীনছাড়া জব্দহওয়া জিনিস বিক্রয়ের উৎপন্নের অর্দ্ধেক টাকা যে আমলা বা আমলারা অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিয়াছিলেন অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর দেওয়া যাইবেক এবং যে আফীন জব্দ হয় এবং তাহা রাজধানীতে আফীনের পরিক্ষক সাহেব ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রতি ১৷৷০ টাকা পুরস্কার ঐ আমলা বা আমলাদিগকে দেওয়া যাইবেক। এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক জরীমানা এবং পূর্ব্বোক্তমতে আফীনের বিষয়ি শের প্রতি ১৷৷০ টাকা পুরস্কার গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহারা দুই শত টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত পুরস্কার দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং আবকারীর আমলারদের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যেং সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

৩৪ ধারা।

এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে পুরস্কার

স্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালতসংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা উঠাইয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট-হইতে কোন "সর্সিওরারৈ" রিট বাহির হইবেক না। এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

৩৬ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমানা অথবা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন আবকারীর কমিস্যনর সাহেব এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রীর পর এক মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন (এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক) এবং যদি ঐ কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিনি বা তাহারা ঐ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং কোন জরীমানা ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে কালেক্টর সাহেব অথবা আবকারীর কোন আমলার কিম্বা ঐ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পুর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পুর্ব্বে যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে ক্ষতি পুরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবের যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার সম্পর্কে কালেক্টর

যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক। এবং যে অপরাধপ্রযুক্ত জরীমানা হইল সেই অপরাধের তারিখের পর তিন মাস অতীত হইলে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই ধারামতে কোন কার্য্য করিবেন না ইতি।

৩২ ধারা।

যখন উক্ত জুষ্টিসের সম্মুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিনানুমতিতে রাখণ বা শহরের মধ্যে বহন কি বিক্রয় করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক এবং আফীনছাড়া জব্দহওয়া জিনিস বিক্রয়ের উৎপন্নের অর্দ্ধেক টাকা যে আমলা বা আমলারা অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিয়াছিলেন অথব বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর দেওয়া যাইবেক এবং যে আফীন জব্দ হয় এবং তাহা রাজধানীতে আফীনের পরিক্ষক সাহেব ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রতি ১৷৷০ টাকা পুরস্কার ঐ আমলা বা আমলাদিগকে দেওয়া যাইবেক। এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক জরীমানা এবং পূর্ব্বোক্তমতে আফীনের বিষয়ি শের প্রতি ১৷৷০ টাকা পুরস্কার গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহারা দুই শত টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত পুরস্কার দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং আবকারীর আমলারদের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যে২ সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

৩৪ ধারা।

এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে পুরস্কার

স্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালতসংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা উঠাইয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট-হইতে কোন "সর্সিওরারৈ" রিট বাহির হইবেক না। এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

৩৬ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমানা অথবা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন আবকারীর কমিস্যনর সাহেব এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রীর পর এক মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন (এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক) এবং যদি ঐ কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিনি বা তাহারা ঐ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং কোন জরীমানা ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে কালেক্টর সাহেব অথবা আবকারীর কোন আমলার কিম্বা ঐ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবের যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার সম্পর্কে কালেক্টর

সাহেব আপনার সম্মুখে খোলা কাছারীতে যে অবজ্ঞা হয় তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন এবং যদি সেই জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত অপরাধি ব্যক্তিকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারাক্রমে যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আপীল আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে হইবেক এবং কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1849 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১৮ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুতের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কলিকাতা শহরে এবং হুগলী নদীর যে ভাগ সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে তাহাতে আহারীয় লবণ বিনানুমতিতে আনয়নের নিবারণার্থে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যত চৌকী আবশ্যক বোধ করেন তত চৌকী স্থাপন করিতে পারেন এবং ঐ২ চৌকী "নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট" এই নামে বিখ্যাত এক জন কর্ম্মকারকের অধীনে থাকিবেক এবং তিনি আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেন ইতি।

২ ধারা।

ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে আপনার সাহায্যের জন্যে দারোগা ও মুহুরীর ও জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং ঐরূপে নিযুক্ত আমলারা আপন২ সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত "নিমক চৌকীর আমলা" এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া এবং ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে বণ্ডক্রমে গোলাজাতহওয়া লবণব্যতিরেকে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের

ক

সাহেবেরদের দেওয়া রওয়ানা অথবা বিশেষ পাস বিনা কিম্বা উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ছাড়চিঠী কি পাস বিনা আশী তোলা সেরের ।০ দশ শেরের অধিক আহারীয় লবণ কলিকাতা শহরের মধ্যে আমদানী করিতে অথবা ঐ শহরের মধ্যে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্দিষ্ট হুগলী নদীর উপর বহিতে অথবা এক মোনের অধিক লবণ ঐ শহরের মধ্যে গচ্ছিত করিতে নিষেধ হইল। এবং ঐ পরওয়ানা অথবা ছাড়চিঠী উক্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এবং তাঁহারা যে রসুম নিরূপণ করেন সেই রসুম দিলে পর দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ শহরের মধ্যে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ হুগলী নদীর উপর এই আইনের বিরুদ্ধে যে সকল আহারীয় লবণ পাওয়া যায় তাহা বিনানুমতির এবং তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক এবং পূর্ব্বোক্তমত রওয়ানা কি ছাড়চিঠী না পাইয়া যদি কএক ব্যক্তি দলেং বা সম্প্রদায়ে ঐ লবণ বহনেতে ধরা পড়ে এবং ঐ লবণ সর্ব্বসুদ্ধ ।০ সেরের অধিক হয় তবে ঐ লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে লবণ কোন বাটীতে বা গুদামে গচ্ছিত পাওয়া যায় তাহা যদি তালাশীর সময়ে এক মোনের অধিক দৃষ্ট না হয় এবং তাহার মালিক কি যাহার জিম্মায় থাকে সেই ব্যক্তি তাহার স্থানে ঐ লবণ থাকনের মাতবর কারণ দিতে পারে তবে সেই লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি ঐ শহরের মধ্যে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ হুগলী নদীর উপর রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীক্রমে ঐ রওয়ানা কি ছাড়চিঠীতে যত লবণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অধিক লবণ বহে কি বহিবার উদ্যোগ করে তবে ঐ অধিক অংশ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক। এবং যদি ঐ অধিক অংশ রওযানা বা ছাড়চিঠীতে লিখিত লবণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় তবে সমুদয় লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক এবং ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং যে গোমাশতা কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ঐ লবণ থাকে সে ব্যক্তি উক্ত রওযানা কিম্বা ছাড়চিঠীতে যত লবণ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার অধিকের ফি মোনের উপর দশ টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট-মতে সমুদয় লবণের সহিত ঐ অধিক লবণ মিলান গিয়া হিসাব করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ঐ রওয়ানা এবং লবণ ছাড়িয়া দিবার অন্য দলীলদস্তাবেজ প্রস্তুত করণের এবং চলন থাকনের ও নূতন করণের এবং দেখাওনের ও পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের ও তাহা ফিরিয়া দেওনের ও তাহাতে মিথ্যা লিখনের বিষয়ে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের

৩৬ ধারাবধি ৪৭ ধারাপর্য্যন্ত এবং ১৮৩২ সালের ৪ আইনে যেং বিধি আছে তাহা কলিকাতার মধ্যে এবং পূর্ব্বোক্তমত হুগলী নদীর উপরে খাটিবেক ইতি।

৭ ধারা।

যখন বিনানুমতির বলিয়া কোন লবণ ক্রোক হয় তখন যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে সেই লবণ পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

যে সকল ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লবণ পাওয়া যায় এই আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট গতিকভিন্ন সেইং ব্যক্তি ঐরূপে পাওয়া লবণের প্রত্যেক মোনের উপর পাঁচ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং মামুল চোরের দলের অথবা যাহারা রাজস্ব চুরী করে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ সমুদয় জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি রওযানা বা ছাড়চিঠী বিনা বা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য কোন লবণ স্থানান্তর করে কি বহে ঐ ব্যক্তিকে নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এবং তাঁহার তাবে আমলারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এবং অন্য যে কোন সিরিশ্তার আমলাকে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব তন্নিমিত্তে ক্ষমতা দেন তিনি ধরিয়া রাখিতে এবং আটক করিতে পারেন এবং ঐ লবণ ও সেই লবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু কি গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি।

১০ ধারা।

যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার অধীন কোন আমলার বা অন্য ব্যক্তির এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিয়া রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধ-ক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্য্যক্রমে ইহা বিশ্বাস করণের মাতবর কারণ দেখেন যে এক মোনের অধিক বিনানুমতির লবণ কোন স্থানে গচ্ছিত আছে তবে তিনি সূর্য্যোদয়অবধি সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত কিন্তু নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলী-সের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে ঐ বিনানুমতির লবণ থাকনের বিসয়ে শোবে হয় তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তাহা ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। এবং প্রতিবন্ধক হইলে কোন দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারেন এবং ঐরূপ প্রবেশ বা তালাশী কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইতে পারেন এবং ঐ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি

ব্যক্তিকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে ঐ লবণ গচ্ছিত করণের কার্য্যে লিপ্ত থাকণের বিষয়ে তাঁহার শোবে হয় এবং সেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিতে ও আটকাইয়া রাখিতে পারেন। এবং যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনি ঐ ক্রোক করিবার জন্যে যাইতে পারেন না তবে তিনি আপনার দস্তখৎকরা এক ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ নিমক চৌকীর কোন আমলাকে তাহা করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন। এবং সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিষয়ে যেরূপ উপরে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে এবং সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে বিনানুমতির লবণ কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকনের শোবে করণের কারণ থাকিলে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

সকল ইউরোপীয় সারজন এবং পোলীসের অন্যান্য আমলারদের প্রতি হুকুম হইল যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা অন্য সেই প্রকার কোন আমলা এত্তেলা দিলে কি দরখাস্ত করিলে তাঁহারা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এবং তাঁহার অধীন আমলার এবং লবণ ক্রোক করিতে অন্যান্য যে আমলারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদের এই আইন রীতিমত জারী করণ কার্য্যে সাহায্য করেন। পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিদ্ধ ওজরবিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করেন সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১২ ধারা।

যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা কোন স্থানে গচ্ছিতহওয়া লবণ ক্রোক হয় তখন তিনি ঐ ক্রোকের সমুদয় বৃত্তান্ত এক রুবকারীতে লিখিবেন এবং ঐ রুবকারী তাঁহার দফ্তরের রোয়দাদের মধ্যে রাখা যাইবেক। এবং ঐ ক্রোক যদি কোন অধীন আমলার দ্বারা করা যায় তবে সেই আমলা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমস্ত বৃত্তান্তের রিপোর্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির কোন লবণ আমদানী করণ বা বহনের কি কোন দোকানে কিম্বা বাটীতে কোন লবণ থাকনের বিষয়ে যে কেহ দ্বেষপূর্ব্বক মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য

হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার কিম্বা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনের রীতিমত কার্য্য করণের সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা নিমক চৌকীর কোন আমলার কি লবণ ক্রোক করণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলার অথবা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় কি তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং তাহার ঐ প্রতিবন্ধকতা করণপ্রযুক্ত যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি হুকুমের প্রতিবন্ধকতাচরণের নির্দ্দিষ্ট গুনাহ্‌গারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এবং শান্তিভঙ্গের বিষযে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা লবণ ক্রোককরণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলা যদি উপযুক্ত হেতুবিনা এই আইনক্রমে গ্রেফ্তারহওযা কোন ব্যক্তিকে বা ক্রোকহওযা বিনানুমতির কোন দ্রব্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে লইযা যাইতে বিলম্ব করেন অথবা গ্রেফ্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ক্রটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৬ ধারা।

নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলা যদি বিনানুমতির লবণ ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে এবং অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে অথবা অনাবশ্যকমতে গ্রেফ্তার করেন বা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে এইমত কোন অত্যাচারের কর্ম্ম করেন তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৭ ধারা।

নিমক চৌকীর সিরিশ্‌তায নিযুক্ত কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলা যদি বিনানুমতিতে লবণ আনয়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া

তাচ্ছল্য করেন অথবা এই আইনক্রমে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালাস করেন বা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করেন কিম্বা যে কার্য্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লঙ্ঘন হইতে পারে অথবা লবণের রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন তবে সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৮ ধারা।

নিমক চৌকীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্তার যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য্য করণ বা না করণের পুরস্কারস্বরূপ আইনের কি গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন পুরস্কার চাহেন বা লন এবং এইমত কোন আমলাকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণের প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন অথবা কোন বিনানুমতির লবণ ক্রোক করেন তখন তিনি যথাসাধ্য শীঘ্র ঐ গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তি এবং ক্রোকহওয়া লবণ এবং লবণের সঙ্গে অন্য যে কোন জব্দ হওনের যোগ্য দ্রব্য ক্রোক হইয়াছিল তাহা শহর কলিকাতার কোন জষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন। এবং যদি ঐ গ্রেপ্তার অথবা ক্রোক কোন অধীন আমলাদের দ্বারা কি রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আমলার দ্বারা হয় তবে সেই২ আমলা তৎক্ষণাৎ ঐ গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তিকে ও ক্রোকহওয়া জিনিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এবং তিনি আপনি গ্রেপ্তার অথবা ক্রোক করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ তিনি কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যখন বোধ হয় যে ঐ২ ব্যক্তি অনুচিতমতে গ্রেপ্তার হইয়াছে অথবা ঐ২ সম্পত্তি অনুপযুক্তমতে ক্রোক হইয়াছে তখন সেই গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তিরদিগকে অথবা সেই ক্রোকহওয়া সম্পত্তি খালাস করিতে পারেন না ইতি।

২০ ধারা।

এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আমলা কোন লবণ বা অন্য দ্রব্য ক্রোক করেন

তখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নালিশক্রমে ঐ ক্রোকী মোকদ্দমা পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক এবং নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই লবণ কিম্বা অন্য দ্রব্য যে ব্যক্তিরদের তাহারদিগকে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে তিনি ঐ ক্রোকের কারণ তজবীজ করিয়া ডিক্রী করিবেন এবং ঐ২ জিনিসের জব্দ হওনের হুকুম হইলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুমানুসারে ঐ জিনিস লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহা করিবার বিষয়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

২১ ধারা।

যখন কোন লবণ অথবা অন্য কোন দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমতে ক্রোক হয় এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যে স্থান ও সময়ের বিষয়ে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কলিকাতা গেজেটে এস্তেলা দিয়া থাকেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ঐ তজবীজক্রমে যে লবণ এবং অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন। এবং তাহা জব্দ হইলে ঐ জিনিসের মালিক ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ জিনিসের নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

২২ ধারা।

যে সকল জরীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে কলিকাতা শহরের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হুকুম দিবেন। এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে নালিশ হয় সেই নালিশক্রমে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র এবং যে ক্রিয়ার দ্বারা জরীমানার দায় হয় সেই ক্রিয়া করণের পর তিন মাসের অধিক নহে এমত সময়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে বা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যে যে গতিকে শপথের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই২ গতিকে তাহারদের প্রতিজ্ঞার দ্বারা সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। এবং অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুষ্টিস সাহেবের হুকুমক্রমে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাসের

অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানার টাকা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে জেলখানায় কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

বিনানুমতির লবণ আমদানী করণ কিম্বা বহন অথবা গচ্ছিত করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা এবং জব্দহওয়া জিনিসের নীলামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পরি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীন যে আমলা বা আমলারা কি অন্য সিরিশ্তার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে আমলা অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিয়াছিলেন অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং জব্দহওয়া জিনিসের উৎপন্ন টাকার অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা দুই শত টাকার অনধিক যে পুরস্কার উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং ১৮৩৫ সালের ৯ আইনের ৪ ধারায় যেং পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সেইং আমলা ও গোয়েন্দা পাইবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নিমক চৌকীর আমলারদের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যেং সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে

পুরস্কারস্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি।

২৬ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালতসংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা উঠিয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট হইতে কোন "সর্শিওরারৈ" রিট বাহির হইবেক না। এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

২৭ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমানা অথবা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রী হওনের পর এক মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক এবং যদি বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তাঁহারা ঐ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন এবং দণ্ড ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

২৮ ধারা।

এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা নিমক চৌকীর কোন আমলার কিম্বা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করণের উপযুক্তমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলার কিম্বা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদীর পক্ষে এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাকার ডিক্রী হইবেক না ইতি।

২৯ ধারা।

এই আইনের মধ্যে আহারীয় লবণ এই শব্দ নূনচাই ও পাকওযা লবণ এবং আহারীয় দ্রব্য সুস্বাদু করণার্থে অন্য যে কোন প্রকার লবণীয় দ্রব্য ব্যবহার হয তাহা বুঝাইবেক ও তাহার বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুতের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সৈন্যেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাজীদিগকে রাজদ্রোহ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওনের দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক রাজদ্রোহিতা ও রাজ বিরুদ্ধাচরণের দণ্ড করণার্থে যেং আইন চলন আছে সেইং আইনেতে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যেরদিগকে রাজদ্রোহিতা ও রাজবিরুদ্ধাচরণের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কিম্বা তাহারদিগকে প্রভুভক্ততা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে সেইং ব্যক্তির দণ্ডের বিষয়ে যথোচিত নিয়ম নাই অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের পল্টন কি জাহাজসম্পর্কীয় সৈন্যের কর্ম্ম করিতেছে কিম্বা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে যে কেহ দ্বেষপূর্ব্বক এবং জানিয়া শুনিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি প্রভুভক্ততা কিম্বা উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে অথবা উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে সৈন্যাধ্যক্ষের বিদ্রোহিতা কোন কর্ম্ম করিতে কিম্বা বিদ্রোহিতাজনক সভা করিতে কি করিবার উদ্যোগ করিতে কিম্বা কোন বিশ্বাসঘাতকতা কি বিদ্রোহিতা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করে সে লোকের দোষ সাব্যস্ত হইলে সে লোক আদালতের হুকুমমতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরিত হওনের অথবা সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট কি বিনাপরিশ্রমে কয়েদ থাকনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনানুসারে যে অপরাধ দণ্ডনীয় সেই অপরাধের নালিশগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সোপর্দ্দ

করিতে পারেন এবং সেশন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক। অথবা যদি সে অপরাধী সেশন আদালতের সামান্য এলাকার মধ্যে না থাকে তবে যে রাজধানীর মধ্যে সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকে সেই রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন অপরাধের বিচার করণসময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের অধীন কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্শ্যালের দ্বারা বিচারহইতে ও যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের দ্বারা দণ্ডহইতে এই আইনের দ্বারা মুক্ত হইবেক না এবং ভারতবর্ষের যুদ্ধ জাহাজসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্শ্যালের দ্বারা বিচারহইতে ও ভারতবর্ষের যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের শাসনার্থে যে আইন হইয়াছে সেই আইনানুসারে দণ্ডহইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু একি অপরাধের জন্যে ঐ যুদ্ধ কি জাহাজসম্পর্কীয় আইন এবং এই আইন অর্থাৎ উভয় আইনানুসারে কোন ব্যক্তির বিচার হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতায় সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়া যায় তাহার স্বত্ব সিদ্ধ করণের আইন।

যেহেতুক সাধারণের উপকারক কার্য্যের জন্যে যে ভূমি লওয়া যায় তাহার স্বত্ব সিদ্ধ করা দুঃসাধ্য হওয়াতে শহর কলিকাতায় সাধারণের উপকারার্থ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করণের বাধা হইবার সম্ভাবনা আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের ১ ধারাবধি ৭ ধারাপর্য্যন্ত ধারাতে যে ক্ষমতা ও বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে শহর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যেং ভূমি কোন সাধারণ অভিপ্রায়ের জন্যে আবশ্যক আছে জ্ঞাপন করেন সেইং ভূমির বিষয়ে ঐ ক্ষমতা ও বিধি খাটিবেক এবং সেইরূপ জ্ঞাপন করণেতে ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবেক যে ঐ ভূমির যে অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আবশ্যক হয় তাহা সাধারণ অভিপ্রায় ইতি।

২ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইনানুসারে কোন সাধারণ অভিপ্রায়ের জন্যে লওয়া কোন ভূমির বাবৎ ঐ পূর্ব্বোক্ত আইনের ৬ ধারার ৫ প্রকরণক্রমে খরীদের অথবা ক্ষতিপূরণের টাকার কোন অংশ আটক করা যায় সেই সকল গতিকে উক্ত প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কোম্পানির কাগজ ফোর্ট উলিয়মে স্থাপিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের আক্কোণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের নামে ও তাঁহার জ্ঞাতসারে বাঙ্গলা দেশের

ফোর্ট উলিয়মের গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে আমানৎ হইবেক এবং ঐ ভূমিতে যে ব্যক্তিরদের লাভালাভ আছে তাহারদের নামে ঐ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেব ঐ টাকা জমা করিবেন এবং উক্ত কোর্টে উপস্থিত একুটির পক্ষের বিষয়ে ও মোকদ্দমায় যেরূপ কার্য্য করণের ব্যবহার আছে সাধ্যপর্য্যন্ত তদনুসারে ঐ এজেণ্ট সাহেব ঐ২ ব্যক্তির বর্ণনা করিয়া লিখিবেন ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত কোম্পানির কাগজ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের হস্তে থাকিবেক এবং ঐ কাগজের উপর যে সুদ জমে তাহা সময়ক্রমে আদায় হইবেক এবং যাবৎ ঐরূপ আটক করা আসল টাকা লইতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিঃসন্দেহ অধিকার থাকে সেই ব্যক্তিরা উপস্থিত না হয় তাবৎ সেই ভূমি পূর্ব্বোক্তমতে না লওয়া গেলে তাহার খাজানা ও লাভ পাইতে যাহারদের অধিকার হইত এমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে তাহা সময়ক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের হুকুমানুসারে দেওয়া যাইবেক। পরে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে ঐ কোম্পানির কাগজ এবং তৎসময়ে তাহার উপর যে সুদ পাওনা থাকে তাহা উক্ত কোর্টের সেইরূপ হুকুমানুসারে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিকটে দাখিল হইবেক এবং দেওয়া যাইবেক। এবং যত কাল উক্ত কোম্পানির কাগজের সুদ লইতে যাহার অধিকার থাকে এমত ব্যক্তি না পাওয়া যায় তত কাল ঐ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেব ঐ সুদ লইতে থাকিবেন এবং সময়ক্রমে ঐ জমাহওয়া সুদ লইয়া অন্য কোম্পানির কাগজ খরীদ করিবেন এবং প্রথম খরীদকরা কোম্পানির কাগজের নিয়মানুসারে ঐ কোম্পানির কাগজ রাখা যাইবেক ও তাহা লইয়া ব্যবহার করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সদর আদালতের নিকটে আপীলী মোকদ্দমায় কার্য্য করণের নিয়ম সংশোধনের আইন।

যেহেতুক প্রধান সদর আমীন এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল হয় তাহার দরখাস্ত ইচ্ছামতে ঐ সদর আদালতে দাখিল করিবার কিম্বা যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে দাখিল করিবার অনুমতির বিধানের দ্বারা এবং ঐ ডিক্রীর প্রতি আপেলাণ্ট যে বিশেষ ওজর রাখে ও আপীলের অন্য হেতুর যে বিবরণ ও দেওয়া তাহা আপেলাণ্টের ইচ্ছাক্রমে আপীলের আসল দরখাস্তে লিখিবার অথবা আলাহিদা আরজীতে লিখিয়া তৎপরে বিচারকরণীয় আপীল আদালতে দাখিল করিবার অনুমতির বিধানের দ্বারা ক্লেশ জন্মিয়াছে। অতএব বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা এবং ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারা মতান্তর হইয়া পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

সদর আদালতে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার নম্বরী আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে ডিক্রীর তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করা যাইবেক। ঐ আপীলের দরখাস্তের মধ্যে কেবল এই এত্তেলা থাকিবেক যে আপেলাণ্ট ডিক্রীতে নারাজ হইয়া তাহার উপর আপীল করিতে চাহে ইতি।

২ ধারা।

ঐ আপীলী মোকদ্দমায় যে সকল কার্য্য হয় তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সদর দেওয়ানী আদালতে জ্ঞাপন করা যাইবেক এবং তাহার এত্তেলা আপেলাণ্টকে লিখনের দ্বারা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ডিক্রীর প্রতি আপেলাণ্ট যে বিশেষ ওজর রাখে তাহা এবং আপীল করণের হেতুর বিবরণ ঐ ব্যক্তি লিখিয়া ঐ এত্তেলা পঁহুছনের পর তিন মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবেক। তাহা না করিলে এবং ঐ কসূরের কোন ওয়াজিবী কারণ সদর আদালতের হৃদ্বোধমতে না দর্শাইলে আপীল ডিসমিস হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

উলিযম গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৮ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরেং অবাধিতরূপে বানিজ্য হওনের আইন।

যেহেতুক "বৃটনীয় জাহাজ নির্ম্মাণ করণের ও স্থানেং পরিভ্রমণের উৎসাহ দিবার জন্যে চলিত আইন সংশোধন করণার্থ আইননামক" যে আক্ট পার্লিমেণ্ট শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারের ত্রয়োদশ বৎসরে জারী হয় তাহাতে ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরেং বাণিজ্যের বিষয়ে এই হুকুম হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে নিষেধ ও বিধান আবশ্যক বোধ করেন সেই নিষেধ ও বিধানের অধীনে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে বৃটনীয় জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজে মাল কিম্বা গমনশীল লোকেরদিগকে লইয়া যাওনের অনুমতি কি হুকুম দিবার আইন করিতে পারেন অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে মাল ও গমনশীল লোকেরদিগকে বৃটনীয় জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজে লওয়া যাইতে পারে এবং হাসিল কিম্বা অন্যং মাসুল আদায় করণের নিমিত্তে যেং নিষেধ বৃটনীয় জাহাজের প্রতি খাটে কিম্বা উত্তর কালে খাটান যায় তাহাভিন্ন অন্য কোন নিষেধ ঐং জাহাজের প্রতি হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta 1850 – Printed at the Bengal Military Orphan Press by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোকিকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান সেনাপতি সাহেবকে সৈন্যসম্পর্কীয় অপরাধ ক্ষমা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক যে২ অপরাধ কোর্ট মার্স্যালছাড়া অন্য কোন হুকুমের দ্বারা দণ্ডনীয় নহে সেই২ অপরাধের জন্যে যে ব্যক্তিরদিগকে কোর্ট মার্স্যাল দণ্ডের হুকুম করিয়াছেন সেই অপরাধিরদের ক্ষমা করণের ক্ষমতা প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে নিযুক্ত সৈন্যেরদের প্রধান সেনাপতি সাহেবকে অর্পণ হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য সকল গতিকে ঐ ক্ষমতা কেবল সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যুদ্ধবিষয়ক যে আইন কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ সিরিশ্তার এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের শাসনের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই আইন উল্লঙ্ঘন করণের যে অপরাধ কোন স্থানে করা গেলে কোর্ট মার্স্যালের হুকুমছাড়া অন্যমতে দণ্ডনীয় হইতে পারে না এইমত অপরাধ করণের বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যেরদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্স্যালের হুকুমক্রমে দোষীকৃত হয় সেই ব্যক্তিকে প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যেরদের প্রধান সেনাপতি সাহেব ক্ষমা করিতে পারেন অথবা এইমত কোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা না করিয়া উক্ত প্রকার অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহার কোন অংশ রহিত করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এইমত গতিকে প্রধান সেনাপতি সাহেব আপনার দস্তখৎকরা এক ওয়ারণ্ট দিবেন তাহাতে ঐ অপরাধ নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং দণ্ডের হুকুমমতে যে ওয়ারণ্ট অথবা অন্য পরওয়ানাক্রমে অপরাধী কয়েদ থাকে তাহার নকল থাকিবেক এবং ঐ

অপরাধের নিরূপিত দণ্ডের যে ভাগ ক্ষমা করিতে কিম্বা রহিত করিতে শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা ঐ ওয়ারণ্টের দ্বারা ক্ষমা বা রহিত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে জিলাতে কি শহরে ঐ অপরাধী দণ্ড ভোগ করিতেছে সেই জিলার কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ওয়ারণ্টে দস্তখৎ করিবেন অথবা যদি ঐ অপরাধী রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যের কোন জেলখানাতে কয়েদ হয় তবে ঐ কোর্টের এক জন জজ সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন অর্থাৎ যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা ঐ জজ সাহেব বোধ করেন যে ঐ অপরাধ যে কোন স্থানে হইয়াছিল তাহা কোর্ট মার্শ্যলছাড়া অন্য কোন হুকুমক্রমে দণ্ডনীয় নহে তবে তাঁহারা ঐ ওযারণ্টে দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি তাঁহারদের এমত বোধ না হয় তবে দস্তখৎ করিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

যে কোন সরিফ সাহেবের কি জেলরক্ষকের বা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় কোর্ট মার্শ্যলের হুকুমক্রমে কোন অপরাধী কয়েদ থাকে তাঁহারা আপনং নিকটে কয়েদথাকা কোন অপরাধির ক্ষমা করণের ও খালাস করণের বিষয়ে কিম্বা দণ্ডের কোন অংশ রহিত করণের বিষয়ে উক্ত প্রকারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের দস্তখৎকরা প্রধান সেনাপতি সাহেবের কোন ওয়ারণ্ট মানিবেন ও তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কয়েদীরদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানাতে লইয়া যাওনের বিষয়ি আইন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট করিবার আইন।

যেহেতুক চলিত আইনমতে কোনং গতিকে নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের বিশেষ হুকুমক্রমে এবং অন্যং গতিকে রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হুকুমমতে কয়েদীরদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় পাঠান যাইতে পারে এবং যে প্রত্যেক গতিকে আবশ্যক বোধ হয় সেইং গতিকে আদালতের বিশেষ হুকুম না চাহিয়া তাহারদিগকে এমত স্থানান্তর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৪ সালের ৮ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

যখন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টভিন্ন অন্য কোন আদালতের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির কয়েদ হওনের দণ্ড হইয়াছে তখন শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা ঐ রাজধানীর কি স্থানের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোন সাহেব ঐ কয়েদী যে জেলখানায় কিম্বা স্থানে কয়েদ থাকে তাহাকে সেই স্থানহইতে ঐ রাজধানীর কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য কোন সরকারী জেলখানায় কিম্বা কয়েদের স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া পঁহুছিতে যত কাল লাগে অথবা স্থানান্তর করণের হুকুমক্রমে ঐ কয়েদী যত কাল কয়েদ থাকে তাহা তাহার কয়েদ হওনের মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইংঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ আপীলী মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া ডিক্রী বহাল রাখিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে ও প্রধান সদর আমিনদিগকে ক্ষমতা দেওনের আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক কোন২ আপীলী মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর এত্তেলা জারী না করিয়া ডিক্রী বহাল রাখিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা আছে তাহা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিলে আপীলের বিলম্বের ও খরচার লাঘব হইবেক অতএব নীচের লিখিতমত হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পিত সকল আপীলী মোকদ্দমায় তাহারদিগকে দেওয়া গেল ইতি।

২ ধারা।

যে প্রত্যেক জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা না দিয়া উক্ত আইন কিম্বা এই আইনানুসারে কোন ডিক্রী বহাল রাখেন তিনি আপীল অগ্রাহ্য করণের হেতু লিখিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজমতে আদায় করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বৃদ্ধি করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

দ্বিতীয় জর্জের দত্ত "চার্টর অফ জুষ্টিসের" এবং তৃতীয় জর্জের রাজ্য কালের সাইত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের দুই আক্ট পার্লিমেণ্টের ক্ষমতাক্রমে এবং "কোর্ট কমিস্যনর ও রিক্বেষ্ট" স্থাপনার্থে ও তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি নূতন করণ এবং মতান্তর করণ ও শুধরণার্থে সময়ক্রমে যেং আইন ও ঘোষণা হইয়াছে তাহার এবং ১৮৪৮ সালের ১২ আইনের ক্ষমতানুসারে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরে অল্প বর্জ আদায় করণের জন্যে এক্ষণে যে নানা কোর্ট কমিস্যনর ও রিক্বেষ্ট আছে সেই নানা কোর্ট অর্থাৎ ছোট আদালত উক্ত প্রত্যেক শহরে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে আইনের রীত্যনুসারে প্রকাশ ও জারীকরা ঘোষণাক্রমে উক্ত শহরের মধ্যে যেং দিবস নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং দিবসাবধি এবং তাহার পর এই আইনের বিধির অনুসারে স্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব" অথবা "সুপ্রিম কোর্ট" এইং কথা যেখানে ব্যবহার হয় সেইখানে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারদিগকে এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম

কোর্টকে বুঝাইবেক। কিন্তু সেইং রাজধানীতে কেবল এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের সম্পর্কে বুঝাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত কোন ঘোষণাতে যে দিবস নির্দ্দিষ্ট হয় তদবধি ও তাহার পর ঐ ঘোষণাতে উল্লিখিত আদালতের মূল নিয়ম অথবা কার্য্যের রীতির বিষয়ি উক্ত "চার্টর অফ জুষ্টিসের" এবং ঐং আক্ট পার্লিমেণ্টের সকল বিধান ও যে কোন আইন বা ঘোষণা ইহার পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনানুসারে যে নানা আদালত স্থাপন হয় তাহার নাম স্থানের অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত হইবেক এবং ঐ শূন্য স্থানে বিষয়-বিশেষে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই লিখিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল প্রদেশ এক্ষণে কোর্ট রিক্রেষ্টের এলাকার মধ্যে আছে এবং সময়ক্রমে অন্য যে প্রদেশ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঘোষণার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং প্রদেশের মধ্যে এই আইনানুসারের স্থাপিত নানা আদালতের এলাকা থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোন আদালতের এলাকা বিস্তার করণের কোন ঘোষণা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি বিনা করা যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহা "কোর্ট রিকার্ড" হইবেক এবং ১৮৪১ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার অর্থের মধ্যে কোর্ট রিক্রেষ্ট জ্ঞান হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের দ্বারা ঐ আদালতের মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতির মতান্তর হওনের পূর্ব্বে উক্ত কোন আদালতে যে সকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এই আইনানুসারে আরম্ভ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই কার্য্যসম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনবরত চলিবেক ও জারী ও প্রবল হইবেক। এবং যদি সেইং কার্য্য অন-বরত চলন বা জারী কি প্রবল করণের উপযুক্ত নিয়মের বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় তবে ঐং আদালত এই আইন সম্পূর্ণরূপে জারী করণার্থে যেং হুকুম করণের আবশ্যক বোধ করেন সেইং হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঐ আদালতে তিন ব্যক্তির অনধিক যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে জজী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যে এক জন ভারতবর্ষের কোন এক সুপ্রিম কোর্টের অথবা স্কটলণ্ড দেশের সেশন আদালতের বারিষ্টর অথবা আডবোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী সাহেব হইবেন ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনানুসারে নিযুক্ত কোন জজ ঐ জজী পদে থাকন সময়ে রাজকীয় কোন আদালতে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে আডবোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী বা আটর্নি কি উকীলী কর্ম্ম করিবেন না অথবা আপনার উপকারের জন্যে কি অন্য কোন ব্যক্তির উপকারের জন্যে বাণিজ্য বা ব্যবসা করিবেন না কিম্বা ঐ উকীলী কর্ম্মকারির কি বাণিজ্য বা ব্যবসাকারির বখরাদার হইবেন না ইতি।

১০ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলের দরখাস্তক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন জজকে তগীর করিতে পারেন ইতি।

১১ ধারা।

সুপ্রিম কোর্টের যে কোন জজ সাহেব কিম্বা জজ সাহেবেরা এই আইন সফল করণের বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হন তিনি কি তাঁহারা এই আইনমতে নিযুক্ত জজের সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং তিনি কি তাঁহারা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ হইলে যেরূপে এই আইনানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন সেইরূপে সুপ্রিম কোর্টে বসিয়া বিচার করিতে পারিবেন এবং যত কাল হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বোধ করেন যে সুপ্রিম কোর্টের উক্ত প্রকারে কর্ম্ম করিতে সম্মত হওয়া জজ সাহেবদিগের দ্বারা ঐ আদালতের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ্ হইতে পারে তত কাল এই আইনানুসারে কোন জজ নিযুক্ত হইবেন না ইতি।

১২ ধারা।

অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের ও বেইলিফেরদের যে সকল কর্ম্ম করিতে এই আইনে হুকুম আছে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের উক্ত জজ সাহেব সেই২ কর্ম্মের নিমিত্তে সুপ্রিম কোর্টের যে২ আমলাকে সময়ে২ নিযুক্ত করেন সেই আমলারাই ঐ২

কর্ম্ম করিবেন এবং এই আইনের দ্বারা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে ও বেইলিফেরদিগকে যে সকল ক্ষমতা ও নির্ব্বিঘ্নতা দেওয়া যায় তাহা উক্ত প্রকারে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের দ্বারা বিচারহওয়া মোকদ্দমাতে যে রসুম পাওয়া যায় তাহাহইতে ঐ জজ সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা মেহনতানা বলিয়া ঐ আমলার-দিগকে দেওয়া যাইবেক এবং অবশিষ্টরসুম অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের সাধারণ হিসাবের মধ্যে জমা হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে এক জন ক্লার্ক সাহেব থাকিবেন এবং ঐ আদালতের জজ সাহেবেরা তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহাকে তগীর করিতে পারেন কিন্তু ঐ নিয়োগ ও তগীরের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। যদি আবশ্যক হয় তবে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অধিক ক্লার্ক সাহেব নিযুক্ত হইতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমন ও ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা দিবেন এবং আদালতের সকল কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন এবং আদালতের সকল রসুম এবং আদালতের মধ্যে যে সকল জরীমানা দেয় বা দত্ত হয় তাহা এবং যে সকল টাকা আদালতে দাখিল হয় বা আদালতহইতে বাহির করা যায় তাহা ঐ ক্লার্ক সাহেবের জিম্মায় থাকিবেক এবং তিনি তাহার হিসাব রাখিবেন এবং সেই সকল রসুম ও জরীমানা ও টাকার হিসাব আদালতের যে এক বহী তিনি তন্নিমিত্তে রাখেন সেই বহীর মধ্যে তুলিবেন এবং মাসেং অথবা অন্য যেং সময় শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ নিয়ম করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ হিসাব মঞ্জুর অথবা নিষ্পত্তি হওনের জন্যে দরপেশ করিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐরূপ প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সময়ক্রমে যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে আদালতের বেইলিফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত বেইলিফের হুকুম করেন তদপেক্ষা অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক না। এবং ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিফকে সস্পেণ্ড অথবা তগীর করিতে পারেন ইতি।

১৬ ধারা।

ঐ বেইলিফ জজ সাহেবেরা যত কাল নিরূপণ করেন তত কাল আদালতের প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকিবেক এবং আদালতহইতে যে সকল সমন ও হুকুম দেওয়া যায় এবং যে সকল ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ানা বাহির হয় তাহা জারী করিবেক এবং ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করণে আদালতের কার্য্যের রীতির নিয়মের জন্যে সময়ক্রমে যে সকল সাধারণ বিধি হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা অন্য কর্ম্মকারক যদি আপনি অথবা আপনার কোন বখরাদারের দ্বারা স্পষ্টরূপে বা অস্পষ্টরূপে কোন প্রকারে আটর্নি অথবা উকীল কি মোখ্তারের ন্যায় কার্য্য করেন অথবা আপনার নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কোন কারবার কিম্বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন তবে যে কোন ব্যক্তি কর্জের নালিশেতে বা আইন উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে তাঁহার নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে তাহাকে পাঁচ শত টাকা জরীমানা দিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

ঐ ক্লার্ক সাহেব এবং বেইলিফ আপনা২ পদের কার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহের জন্যে এবং এই আইনক্রমে তাঁহারা যে সকল টাকা পান তাহার উপযুক্তমতে হিসাব দেওন ও টাকা দেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে কুক্রিয়ার বিষয়ে তাঁহারদের যে টাকা দিতে হয় সেই টাকা দিবার জন্যে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত টাকা ও যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করেন তত টাকার জামিন তাঁহারা সেই রীতি এবং সেই নিয়মানুসারে দিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের পশ্চাৎ লিখিত তফসীলে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত যত টাকার দাওয়া হয় তাহার টাকাপ্রতি দুই আনা কমিস্যন। এবং যে হিসাব ঐ আদালতের "সাধারণ হিসাব" নামে খ্যাত সেই হিসাবে ঐ রসুমসকল জমা হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

উক্ত নিরিখানুসারে রসুম অথবা কমিস্যন সমন দেওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর দিতে হইবেক। অন্য প্রত্যেক কার্য্যের রসুম কার্য্য হওনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ কার্য্য হয় সেই ব্যক্তি দিবেক।

ফরিয়াদী যত টাকার দাওয়া করিয়াছিল যদি তাহা হইতে কম টাকার ডিক্রী হয় তবে আসামী কোন গতিকে ডিক্রীহওযা টাকার হিসাবে যে রসুম অথবা কমিস্যন দেয় হয় তদপেক্ষা অধিক টাকা ফরিযাদীকে ফিরিযা দিবেক না। মোকদ্দমা শুননি হওনের পূর্ব্বে যদি বাদিপ্রতিবাদিরদের সোলেনামার দ্বারা তাহা মিটান যায় তবে সেই সময়পর্য্যন্ত যে রসুম দাখিল হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক যেং ব্যক্তি তাহা দিল তাহারদিগকে ফিরিযা দেওয়া যাইবেক। দরিদ্র ফরিয়াদীরা রসুম বা কমিস্যন আমানৎ না করিলে কিম্বা তাহার একাংশমাত্র আমানৎ করিলে উক্ত আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে তাহারদিগের পক্ষে সমন দিতে পারেন এবং দরিদ্র ফরিযাদীরদিগকে সমুদয় খরচা কি একাংশ ক্ষমা করিতে পারেন ইতি।

২১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে যেং রসুম লইতে হইবেক তাহার সংখ্যা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কমাইতে পারেন এবং পুনরায় তাহা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু কোন গতিকে এই আইনের নির্দ্ধারিত নিরিখ অপেক্ষা অধিক রসুম লওয়া যাইবেক না ইতি।

২২ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের কোন আমলার হাতে যে বাকী টাকা থাকে বা অন্য যে কোন টাকা থাকে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখনের জন্যে এবং ঐ প্রকার বাকী টাকা এবং অন্যান্য টাকার রীতিমত হিসাব দেওন ও ব্যয করণের বিষযে যেং নিযম উপযুক্ত বোধ করেন সেইং নিযম করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

রবিবার দিন ও ক্রিসমিস ডে অর্থাৎ বড় দিন ও গুড ফ্রাইডে এবং এদেশীয় বা অন্য যে পরবের দিন শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঐ আদালতকে মানিতে হুকুম দেন সেইং দিবসছাড়া ঐ আদালত প্রতিদিন বৈঠক করিবেন। এবং জজ সাহেবেরদের প্রত্যেক জন একি সময়ে অথবা ভিন্নং সময়ে অন্যং জজহইতে পৃথক্ বৈঠক করিতে পারেন অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের সঙ্গে বৈঠক করিতে পারেন। এবং উক্ত জজ সাহেবের এক জন বা দুই জন সেইরূপে পৃথক্ বৈঠক করিলে সমুদয় জজকে ইহার দ্বারা আদালতসম্পর্কীয় যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই সকল ক্ষমতা তাঁহার থাকিবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জন্যে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে এক মোহর করা যাইবেক। এবং ঐ আদালতহইতে যে সকল সমন ও অন্যান্য হুকুম দেওয়া যায় তাহাতে ঐ আদালতের মোহর লাহ দ্বারা বা কালি দিয়া বসান যাইবেক। এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ আদালতের মোহর বা কোন হুকুম কৃত্রিম করে অথবা ঐ হুকুম কৃত্রিম জানিয়া তাহা জারী করে বা চালায় বা যে কোন লিপি মিথ্যারূপে ঐ আদালতের কোন সমন বা অন্য হুকুমের নকল কহা যায় এইমত লিপি কৃত্রিম জানিয়া যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেয় বা দেওয়ায় অথবা যে কেহ উক্ত আদালতের হুকুমের মিথ্যা হেতুতে অথবা সেই হুকুমের ছলে কোন কার্য্য করে বা কার্য্য করিতেছি কহে সেই ব্যক্তি "ফেলোনির" অপরাধের দোষী হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ বা ক্ষতিপূরণের দাওয়া কিম্বা বিরোধি সম্পত্তির মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহা হিসাবের মোকাবিলার বাকীর বা প্রকারান্তরের হউক সেই সকল মোকদ্দমা ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এবং উক্ত আদালতে সেইরূপে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং একুটি পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের বৈঠক হইলে যে প্রত্যেক জওয়াব মাতবর জ্ঞান হইত তাহা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের আইনমত কোন দাওয়ার মাতবর প্রতিবন্ধক জ্ঞান হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের বিষয়ে বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বা ভারতবর্ষের কিম্বা কোন রাজধানীর কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব আপনার সরকারী পদোপলক্ষে কোন ক্রিয়া করেন বা করিবার হুকুম দেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায় তাহার বিষয়ে অথবা কোন জজ সাহেব অথবা আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারক আপনার পদোপলক্ষে যে কর্ম্ম করেন বা করিতে হুকুম দেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে কিম্বা কোন আদালতের কি জজ সাহেবের বা আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকের কোন ডিক্রী বা হুকুম অনুসারে কোন ব্যক্তি যে কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে কিম্বা অপবাদ কি তহমতের নালিশের বিষয়ে ঐ আদালতের কোন এলাকা থাকিবেক না ইতি।

২৬ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন নালিশ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেব আদালতের মোহরকরা এক সমন দিবেন

তাহাতে নম্বর থাকিবেক এবং তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও মোকদ্দমার হেতু এবং যে সকল বেওরা সময়ক্রমে আদালতের বিধানমতে লিখিবার হুকুম হয় তাহা ও যত টাকার দাওয়া হয় তাহার সংখ্যা লেখা থাকিবেক। এবং ঐ আদালতের যে দিবসের বৈঠকে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার পূর্ব্বে যত দিবস আদালতের কার্য্যের রীতির বিধানে নির্দ্দিষ্ট হয় তত দিবসের পূর্ব্বে ঐ সমন আসামীর উপর জারী হইবেক। এবং ঐ সমন আসামীকে দেওয়া গেলে অথবা অন্য যে প্রকার কার্য্যের রীতিতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই প্রকারে দেওয়া গেলে তাহা প্রকৃতরূপে জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ সমনের লিখিত ব্যক্তি বা স্থান যদি এমতে বর্ণনা করা যায় যে তাহা সামান্যতঃ জানা যাইতে পারে তবে সমনে নামের ব্যতিক্রম থাকিলে বা ব্যক্তির কিম্বা স্থানের অনুপযুক্ত বর্ণনা থাকিলে তাহাতে ঐ সমন বাতিল হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এই আইনানুসারে দেওয়া সমনে মোকদ্দমার হেতুর বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম থাকিলেও ঐ সমন বাতিল হইবেক না এবং আদালতের জজ সাহেবেরা ঐ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবামাত্র তাহা আপনারদের বিবেচনামতে শোধন করিতে পারেন এবং তদনুসারে রিকার্ড শুধরাইতে পারেন। এবং ঐ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হওনের সময়ে যদি আসামী কিম্বা আসামীরদের মধ্যে এক জন আদালতে হাজির থাকে তবে এই ব্যতিক্রম না হইলে যেরূপে মোকদ্দমার শুননি হইত সেইরূপে ঐ রিকার্ড শোধিত হওনের পরে মোকদ্দমার শুননি হইবেক। কিন্তু যদি আসামী কিম্বা আসামীরা হাজির না থাকে তবে আসল সমনের একি নম্বরের ও তারিখের এক নূতন সমন জারী হইবেক এবং তাহাতে মোকদ্দমার হেতুর শুধরা বিবরণ লেখা থাকিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে যে সকল ব্যক্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে বাস করিতেছে বা ব্যবসা করিতেছে কি লাভের জন্যে খাটিতেছে অথবা মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হওন সময়ে কিম্বা ছয় মাসের মধ্যে যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রদেশে বাস করিতেছিল বা ব্যবসা করিতেছিল কি লাভের জন্যে খাটিতেছিল সেই সকল ব্যক্তি ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে আছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

উক্ত আদালতের কোন সমন কি অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী করিতে হইলে তাহা কোন আদালতে অথবা কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে

দেখান যাইতে পারে এবং তাহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট অথবা আদালতের জজ সাহেব তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন। এবং এইরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎ হইলে ঐ আদালত কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন হুকুমের ন্যায় তাহা জারী হইতে পারে। এবং এইরূপে জারী হইলে যে আদালতের সমন বা হুকুম হয় সেই আদালতের বেইলিফ ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করিলে যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

ঐ আদালতের যে সমন বা অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী করিতে হয় সেই সমন বা হুকুম নিতান্ত জারী হইয়াছে ইহার প্রমান কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করা স্বীকৃতি বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে। এবং যে প্রত্যেক গতিকে আদালতের সমন বা অন্য হুকুম অজারীকরণিয়া বেইলিফ অগত্যা অবর্ত্তমান হয় সেই গতিকে আদালতের প্রদেশের বাহিরে সমন জারী হওনের যেরূপ প্রমাণ দেওয়া যায় জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে এই সমনের বা অন্য হুকুম জারী হওনের প্রমাণ সেইরূপ দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৩১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে কোন নাবালগের যে মাহিযানা অথবা চুক্তির জন্যে অথবা চাকরের ন্যায় খাটনের জন্যে টাকা পাওনা হয় সেই টাকা পাঁচ শতের অধিক না হইলে সেই নাবালগ বযঃপ্রাপ্ত হইলে যেরূপে নালিশ করিতে পারিত সেইরূপে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৩২ ধারা।

যে দাওয়া হয় তাহা যদি শরীকী হিসাব মোকাবিলা করণে বাকী টাকার সমুদয় বা কিয়দংশ হয় কিম্বা যে ব্যক্তি উইল না করিযা মরে তাহার সম্পত্তি বিভাগে টাকা হয অথবা উইলক্রমে কোন দানের টাকা হয বা টাকার এক অংশ হয তবে এইমত দাওয়া পাঁচ শত টাকার অধিক না হইলে তাহার বাবৎ নালিশ ঐ আদালতে হইতে পারে ইতি।

৩৩ ধারা।

কোন এক্সেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর আপনার হকে যেরূপ নালিশ করিতে পারেন সেইরূপে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে এবং এইরূপ গতিকে সুপ্রিম কোর্টে যেরূপ ডিক্রী হইত ও তাহা যেরূপে রাজী হইত সেইরূপে ডিক্রী হইবেক ও জারী হইবেক।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যাঁহার, এক্সেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর হন তাঁহার মরণের পর ছয় মাস অতীত না হইলে সেই ব্যক্তির এক্সেকিটর কি আডমিনিষ্ট্রেটরস্বরূপ আদালতে তলব হইতে পারেন না ইতি।

৩৪ ধারা।

উক্ত আদালতে দুই বা ততোধিক মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ফরিযাদী আপনার মোকদ্দমার কারণ খণ্ডং করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন ফরিয়াদীর পাঁচ শত টাকার অধিক নালিশের কারণ থাকে তবে সেই ব্যক্তি ঐ অধিক টাকা ত্যাগ করিতে পারে এবং তাহা রিকার্ড বহীতে লেখা যাইবেক ও সমনে লিখিতে হইবেক। এবং তাহাতে ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমা প্রমাণ করিলে পাঁচ শত টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী পাইবেক। কিন্তু আদালতের এই ডিক্রী হইবেক যে মোকদ্দমার সেই কারণ সম্পর্কে যত দাওয়া ছিল সেই সকল এই ডিক্রীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তদনুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং ভারতবর্ষের সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ও অন্তঃপাতি সাহেব এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস এবং জজ সাহেবেরা এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের পরওয়ানাক্রমে গ্রেফ্তার অথবা কয়েদ হইতে পারেন না এবং শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিভিন্ন ১৮৪৪ সালের ১ আইন অথবা ১৮৪৮ সালের ১৮ আইনের দ্বারা যেং ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের বিপরীত উক্ত আদালতহইতে কোন রিট কি পরওয়ানা বাহির করা যাইবেক না ইতি।

৩৬ ধারা।

এই আইনানুসারে চুক্তিক্রমে কিম্বা অন্যায়প্রযুক্ত যে দাওয়া আদায় হইতে পারে যখন কোন ফরিয়াদীর এমত দাওয়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রতিকূলে থাকে এবং তাহারা সাধারণে তদ্বিষয়ে দায়ী তখন ঐ ব্যক্তিরদের কোন এক জনের উপর হুকুম জারী করিলে তাহা প্রচুর হইবেক এবং অন্য যে ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে সাধারণে দায়ী আছে তাহারদের উপর যদ্যপি হুকুম জারী না হইয়া থাকে বা তাহারদের নামে নালিশ না হইয়া থাকে অথবা যদ্যপিও তাহারা আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকে তথাপি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের উপর হুকুম জারী হইয়াছে তাহারদের

প্রতিকূলে ডিক্রী হইতে পারে এবং সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনানুসারে ডিক্রী হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ডিক্রীর মতাচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য যে কোন ব্যক্তি সাধারণে দায়ী ছিল তাহার স্থানে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে ঐ দেনার অংশের দাওয়া করিতে পারে ও পাইতে পারে। এবং যদি ভ্রমক্রমে কোন ব্যক্তিরদিগকে আসামী করা গিয়াছে তবে যে আসামীরদের বিরুদ্ধে নালিশ করণের কারণ দৃষ্ট হয় কেবল তাহারদের প্রতিকূলে মোকদ্দমা চালাইতে জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন এবং কেবল তাহারদের প্রতিকূলে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তিরদিগকে অনুচিতমতে আসামী করা গিয়াছিল সেই ব্যক্তিরদিগকে তাহারদের খরচা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

আদালতের জজ সাহেবেরা যেং মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন সেইং মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বিষয় এবং আইনের ও একুটির বিষয় যেমন সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হয় তেমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি।

৩৮ ধারা।

যে দিবস সমনে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই দিবসে ফরিয়াদী উপস্থিত হইবেক এবং আসামীকে জওয়াব দেওনার্থে উপস্থিত হইবার হুকুম হইবেক। এবং আদালতে উত্তর দেওয়া গেলে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই বিষয়ের বিচার করিবেন এবং আর কোন সওয়ালজওয়াব বিনা এবং বিরোধি বিষয়ে আর কোন তদন্ত না করিয়া ডিক্রী করিবেন ইতি।

৩৯ ধারা।

যদি ফরিয়াদীর নামে আসামীর কোন নালিশের কারণ থাকে তবে তাহা পাঁচ শত টাকার অধিক হউক বা না হউক ফরিয়াদীর দাওয়াহইতে আসামী তাহা বাদ দিতে পারিবেক এবং যদি এইমত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে এই আইনানুসারে তাহার স্থানে যে কর্জ কি খেসারৎ ও খরচা আদায় হয় তাহা বাদ দিয়া আসামী কেবল আসল দাওয়ার বাকীর বাবৎ ফরিয়াদীর নামে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৪০ ধারা।

জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই মোকদ্দমা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে এবং যেরূপে এবং যে নিয়ম যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ করেন

সেই ব্যক্তিকে সেইরূপে এবং সেই নিয়মক্রমে সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন এবং উভয় বিবাদির মধ্যে ঐ আদালতের বিচার্য্য অন্য যে কোন বিষয়ের বিরোধ থাকে তাহা একি সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন বা না পারেন। এবং ঐ অর্পিত মোকদ্দমা জজ সাহেবেরদের অনুমতি বিনা বাদিপ্রতিবাদী সালিসহইতে উঠাইয়া লইতে পারে না। এবং সালিস বা সালিসেরদের কিম্বা মধ্যস্থ ব্যক্তির ফয়সলা ঐ মোকদ্দমার ডিক্রীস্বরূপ লেখা যাইবেক এবং জজ সাহেবের দ্বারা করা গেলে যেরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জজ সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে ঐ ফয়সলা বহীতে লিখনের পর এক সপ্তাহ অতীত হইলে যে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত হইলে সেই ফয়সলা অন্যথা করিতে পারেন অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই অর্পিত মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন কি পূর্ব্বোক্তমতে নূতন সালিসীতে অর্পণ করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৪১ ধারা।

এই আইনানুসারে স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবদিগকে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে আদালতের ব্যবহার ও কার্য্যের রীতির জন্যে যে সকল সাধারণ বিধির আবশ্যক তাহা করেন ও প্রকাশ করেন এবং আদালতের যে প্রত্যেক কার্য্যের বিষয়ে কোন পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেই কার্য্যের জন্যে তাঁহারা পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন এবং আদালতের ক্লার্ক সাহেবের যে সকল বহী ও খাতা ও হিসাব রাখিতে হয় তাহা রাখনের বিষয়ের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন। এবং সময়ক্রমে ঐ বিধি অথবা পাঠ মতান্তর করেন। এবং যে বিধি এইরূপে করা যায় এবং যে পাঠ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ঐ রাজধানীর আদালতে প্রতিপালন ও ব্যবহার হইবেক এবং তাহা মঞ্জুর হওনার্থে সুপ্রিম কোর্টে পাঠান যাইবেক কিন্তু ঐ আদালতে তাহা যাবৎ গরমঞ্জুর না হয় তাবৎ তাহা প্রবল থাকিবেক। এবং যে কোন গতিকে এই আইনের মধ্যে অথবা উক্ত বিধির মধ্যে কোন বিশেষ নিয়ম না থাকে সেই২ গতিকে জজ সাহেবেরা আপন২ বিবেচনাক্রমে আপনারদের আদালতের সকল নালিশের বিষয়ে এবং কার্য্যের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ ব্যবহারের নিয়ম গ্রহণ করিতে ও খাটাইতে পারেন ইতি।

৪২ ধারা।

যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি ফরিয়াদী হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ হইবেক। এবং যদি ফরীয়াদী উপস্থিত হয় কিন্তু আপনার দাওয়ার বিষয়ের

আদালতের হুদ্বোধমতে প্রমাণ দিতে না পারে তবে জজ সাহেবেরা ফরিযাদীকে ননসুট করিতে পারেন অথবা আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং এই উভয় গতিকে যদি আসামী উপস্থিত হয কিন্তু দাওয়া স্বীকার না করে তবে জজ সাহেবেরা আসামীকে তাহার খরচার জন্যে ও তাহার ক্লেশ ও সময হরণের জন্যে যে টাকা তাঁহারদের বিবেচনায ওয়াজিবী বোধ হয় তাহা তাহাকে দেওযাইতে পারেন। এবং যে কর্জের অথবা খেসারতের টাকা দিতে আদালত হুকুম করেন সেই কর্জপ্রভৃতি যেমতে ও যে উপায়ের দ্বারা আদায় হয় সেইমতে ফরিয়াদীর স্থানে ঐ টাকা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিযাদী তলব হইলে হাজির না হয এবং যদি আসামী অথবা তাহার পক্ষে রীতিমতে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি হাজির হয এবং যত টাকারদাওয়া হইযাছিল তাহা সমুদয স্বীকার করে এবং ফরিযাদীর প্রথমতঃ যে রসুম দেয় হয তাহা দেয তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিতে পারেন ইতি।

৪৩ ধারা।

যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওযা গিযাছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি আসামী হাজির না হয় অথবা হাজির না হইবার মাতবর কারণ না জানায কি আদালতে তলব হইলে জওযাব দিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেবেরা সমন জারী হওনের উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে আসামীকে হাজির করাওনার্থে ক্রোকী পরওযানা দিতে পারেন কিম্বা আপনারদের বিবেচনাক্রমে কেবল ফরিয়াদীর নালিশে মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন এবং বাদিপ্রতিবাদী হাজির হইলে জজ সাহেবেরদের ডিক্রী যেরূপ সিদ্ধ হইত তাহা সেই স্থলে সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত কোন মোকদ্দমায় জজ সাহেবেরা আদালতের সেই দিবসের বৈঠকে অথবা তৎপর কোন বৈঠকে আসামীর অনুপস্থানে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিতে পারেন এবং তাহা জারী স্থগিত করিতে পারেন। এবং নূতন মোকদ্দমার মাতবর কারণ তাঁহারদিগকে দশান গেলে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং খরচা দেওনের বিষয়ে এবং কর্জ ও খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে যে২ নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই২ নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৪৪ ধারা।

জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের কি জওয়াব দেওনের জন্যে ফরিয়াদী অথবা আসামীকে অধিক সময় দিতে পারেন এবং সময়ক্রমে যেমত

তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেইমতে আদালতের বৈঠক অথবা কোন মোকদ্দমার শুননি বা পুনশ্চ শুননি অন্য দিবসপর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৪৫ ধারা।

কর্জের টাকা হউক কি খেসারতের টাকা হউক কোন টাকা পাইবার জন্যে এই আইনানুসারে যে নালিশ হয় তাহার আসামী আদালতের রীতির নিয়ম করণার্থ বিধিতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যত টাকা সেই ব্যক্তি ফরিয়াদীর দাওযার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধ করে তাহা এবং ঐ টাকা দেওনের সময়পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে দাখিল করিতে পারে এবং ঐ টাকা ফরিযাদীকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু আসামী যদি মোকদ্দমা চালাইতে স্থির করে এবং যত টাকা আদালতে এইরূপে দাখিল হইযাছিল যদি ফরিয়াদীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী না হয় তবে সেই টাকা দাখিল করণের পর আসামীর ঐ মোকদ্দমায় যত খরচা লাগিযাছে তাহা ফরিযাদী আসামীকে দিবেক এবং সেই খরচার সংখ্যা আদালত নিরূপণ করিবেন এবং তৎপরে সেই খরচা দিতে ফরিযাদীর প্রতি আদালত হুকুম করিবেন ইতি।

৪৬ ধারা।

এই আইনক্রমের কোন নালিশ বা অন্য কার্য্য শুননি অথবা বিচারের সময়ে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয ব্যক্তিরদের এবং তাহারদের স্ত্রীর এবং অন্য সকল ব্যক্তির জোবানবন্দী ফরিয়াদী কি আসামীর পক্ষে লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মান্যা স্ত্রীরদিগকে দেশের ব্যবহারানুসারে আদালতে হাজির করাওণ অনুপযুক্ত হয তাহারদের জোবানবন্দীর বিষযে যে সকল আইন চলন আছে তদৃষ্টে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৪৭ ধারা।

প্রত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক অথবা আইনমতে কোন আদালতে শপথ লওনহইতে মুক্ত হইলে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক। এবং এই আইনক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি জানিয়াশুনিয়া এবং ঘুষ লইযা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

এই আইনানুসারের নালিশ বা অন্য কোন কার্য্যে বাদী বা প্রতিবাদী ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবের দফ্তরে সাক্ষিরদের নামে সমন পাইতে পারে এবং

তাহারদের দখলে বা অধীনে থাকা কেতাব ও দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র ও লিপি আনিবার হুকুম ঐ সমনের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে বা না পারে এবং ঐ সমনে যত ব্যক্তির নাম লিখনের আবশ্যক বোধ হয় তাহা লেখা যাইতে পারে ইতি।

৪৯ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনের দ্বারা জারী হয় অথবা আদালতের সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন প্রকারে জারী হয় সেই ব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনা হাজির হইতে অথবা ঐ সমনে যে কেতাব বা কাগজপত্র কি লিপি আনিবার হুকুম আছে তাহা আনিতে ক্রুটি কিম্বা অস্বীকার করে এবং আদালতে উপস্থিতথাকা যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম হয় সেই ব্যক্তি যদি শপথ করিতে এবং সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেব এক শত টাকার মধ্যে যত টাকা জরীমানা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ব্যক্তি তত টাকা জরীমানা দিবেক। এবং ঐ সমুদয় জরীমানা বা তাহার কোন অংশ খরচাবাদে জজ সাহেবের বিবেচনায় ঐ অস্বীকার অথবা ক্রুটির দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির ক্ষতিপূরণার্থে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৫০ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের জজ সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ অথবা দাওয়া ত্রিশ টাকার অধিক হয় সেই মোকদ্দমায় যে আসামীর নামে সমন বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিষয়ে যদি এইমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি লুকাইয়া আছে অথবা প্রকারান্তরে আদালতের হুকুম এড়াইতেছে কিম্বা ফরিয়াদীর কি আপনার সাধারণ মহাজনেরদের ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আপনার দ্রব্য ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকাহইতে প্রস্থান করিতে কি আপনার জিনিসপত্র উঠাইয়া লইতে উদ্যত আছে তবে জজ সাহেবেরা সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করণার্থে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এবং ঐ সমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী না হওনপর্য্যন্ত সময়েং আদালতে হাজির হইবার বিষয়ে এবং সেই মোকদ্দমায় যে টাকা ও খরচা তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহা দেওনের বিষয়ে জাবৎ জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।

৫১ ধারা।

এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহার টাকা যেরূপ ঐ আদালতে ডিক্রীহওয়া কর্জের টাকা আদায় হয় সেইরূপে জজ

সাহেবেরদের হুকুমক্রমে আদায় হইতে পারে এবং এই আইনের লিখিতমতে তাহার হিসাব দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫২ ধারা।

এই আদালতের কোন নালিশ অথবা কার্য্যের যে সকল খরচার বিষয়ে ইহার মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেই মতে বাদিপ্রতিবাদীর দ্বারা দেওয়া যাইবেক অথবা তাহারা অংশাংশমতে তাহা দিবেক এবং যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম না হয় তবে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহার দ্বারা দেওয়া যাইবেক। এবং উক্ত আদালতে কোন কর্জের ডিক্রী যেরূপে জারী হয় সেইরূপে এইমত কোন খরচা আদায়ের জন্যে হুকুম জারী হইতে পারে ইতি।

৫৩ ধারা।

এই আইনের মধ্যে যে বর্জিত হুকুম আছে তাহাছাড়া এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রী বাদিপ্রতিবাদীরদের মধ্যে চূড়ান্ত নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে প্রত্যেক গতিকে জজ সাহেবেরদের নিকটে এইমত হৃদ্বোধমতে প্রমাণ না হয় যে ফরিযাদীর অথবা আসামীর পক্ষে আদালতের ডিক্রী করা উচিত সেই২ গতিকে ঐ জজ সাহেবেরা ফরিযাদীকে ননসূট করিতে পারেন। এবং যে প্রত্যেক গতিকে তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই২ গতিকে তাঁহারা যে২ নিয়ম ওয়াজিবী বুঝেন সেই২ নিয়মক্রমে নূতন মোকদ্দমা করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ইতিমধ্যে মোকদ্দমার সকল কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৫৪ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হয় সেই মোকদ্দমায় কর্জ বা খেসারতে বা সম্পত্তির মূল্যের দাওয়া এক শত টাকার অধিক না হইলে কোন রিট অথবা হুকুমের দ্বারা ঐ আদালতহইতে খারিজ হইয়া সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইতে পারে না। এবং এক শত টাকার অধিক হইলেও যদি ঐ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের এইমত হৃদ্বোধ প্রমাণ না হয় যে ঐ মোকদ্দমায় এইমত কোন আইনঘটিত কি একুটিঘটিত বিষয় উত্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে যে তাহা কঠিন কি নব্য কিম্বা সাধারণ মতে গুরুত্ব হওয়াপ্রযুক্ত অথবা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই বিষয়ে কোন ভ্রমযুক্ত ডিক্রী হইয়া আসিতেছে এই প্রযুক্ত তাঁহার বোধে সেই মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে অর্পণ হওনের যোগ্য হয় এবং যদি ঐ জজ সাহেব তদনুসারে অনুমতি না দেন তবে সুপ্রিম কোর্টে সেই মোকদ্দমা অর্পণ হইতে পারে না। এবং সুপ্রিম কোর্টে অর্পণ হইলে খরচা

দেওনের বিষয়ে অথবা কর্জ কি খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে ঐ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কার্য্যের নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৫৫ ধারা।

অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা আইনসম্পর্কীয় কি একুটি-সম্পর্কীয় যে কোন বিষয়ে তাঁহারদের সন্দেহ জন্মে অথবা যে বিষয়ে মোকদ্দমার বাদি প্রতিবাদী তাঁহারদিগকে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের মত জিজ্ঞাসা করণার্থে পৃথক্ রাখিতে প্রার্থনা করে সেই বিষয় ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমায় আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে যবেস্থবে রাখিতে পারেন এবং যে বিষয়ে তাঁহারদিগকে এইরূপে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের মতের অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা মোকদ্দমার ডিক্রী করিবেন। যদি কেবল দুই জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বসেন এবং তাঁহারদের মতের ঐক্য না হয় তবে যে বিষয়ে অনৈক্য হয় তাহা উক্ত প্রকারে সুপ্রিম কোর্টে জিজ্ঞাসা করা যাইবেক ইতি।

৫৬ ধারা।

যে কোন কর্জ বা ক্ষতি অথবা খরচার বিষয়ের উক্ত আদালতে ডিক্রী হয় সেই কর্জপ্রভৃতি যে সময়ে বা যে সকল সময়ে এবং যে কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়া যাইবেক তাহার বিষয়ে জজ সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন। এবং জজ সাহেবেরা অন্য প্রকার হুকুম না দিলে সেই সকল টাকা আদালতে দাখিল করা যাইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

যদি বাদিপ্রতিবাদীর মধ্যে পরস্পর বিপরীত ডিক্রী হয় তবে যে ব্যক্তির পক্ষে অধিক টাকার ডিক্রী হইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী জারী হইবেক এবং অল্পসংখ্যক ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়া যত টাকা বাকী থাকে কেবল তাহার জন্যে ডিক্রী জারী হইবেক। এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ হওনের বিষয় এবং অল্প-সংখ্যক টাকার ডিক্রী পরিশোধের বিষয় নিদর্শন বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং যদি উভয় ডিক্রীর টাকা তুল্য হয় তবে উভয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে ইহা লেখা যাইবেক ইতি।

৫৮ ধারা।

আদালত কোন টাকা দেওনের বিষয়ের হুকুম করিলে যদি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা সময়সকলে দেওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তির

প্রতিকূলে সেই হুকুম হইয়াছে অন্য কোন এত্তেলা বা হুকুম বিনা সেই হুকুম জারী করণার্থে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক অথবা তাহার সম্পত্তি কি জিনিসপত্র জব্দ হইবেক। এবং যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইল তাহার দরখাস্তক্রমে উক্ত আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ আদালতের মোহরকরা ডিক্রী জারীর এক রিট ঐ আদালতের কোন এক জন বেইলিফকে দিবেন এবং ঐ রিটের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিবেক অথবা যে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা এবং ডিক্রী জারীর খরচা সেই ব্যক্তির যে কোন জিনিস ও সম্পত্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে পাওয়া যায় সেই জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করিবেক। এবং সকল সারজন ও পোলীসের অন্যান্য আমলা আপনং এলাকার মধ্যে ঐ রিট জারী করণের সাহায্য করিবেক ইতি।

৫৯ ধারা।

*যদি ঐ আদালত কোন টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া দিবার হুকুম করিয়া থাকেন তবে সেই হুকুমক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ত্রুটি না হইলে ঐ হুকুমক্রমে জারীর কার্য্য হইবেক না। এবং তাহা হইলে আর কোন এত্তেলা অথবা হুকুম বিনা উক্ত যত টাকা ও খরচা সেই সময়ে বাকী থাকে সেই সমুদয়ের জন্যে অথবা তাহার যে অংশের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথবা তাহার পর কোন সময়ে আদালতের মোহরক্রমে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার জন্যে একেবারে কিম্বা ক্রমেং জারীর কার্য্য হইতে পারে ইতি।

৬০ ধারা।

যখন এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তখন আদালতের বেইলিফ সেই ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে যে জেলখানা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হুজুর কৌন্সেলে এই আদালতের জেলখানা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই জেলখানায় সেই ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেক এবং ছয় কালেণ্ডর মাসের অনধিক যে মিয়াদের হুকুম ঐ ওয়ারণ্টের মধ্যে থাকে সেই মিয়াদপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সেইখানে থাকিবেক কিন্তু ছয় মাস অতীত হওনের পূর্ব্বে যদি আসামী আদালতের হুকুম প্রতিপালন করে তবে খালাস হইবেক ইতি।

৬১ ধারা

কোন ব্যক্তি একি ডিক্রীর জন্যে দুইবার কয়েদ হইবেক না এবং একি ডিক্রীক্রমে একি সময়ে ডিক্রী জারী করণার্থে আসামীকে কয়েদ করিতে এবং তাহার জিনিস জব্দ করিতে হুকুম হইবেক না ইতি।

৬২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের সময়ে দিনপ্রতি দেড় আনার হিসাবে এক সপ্তাহের খোরাকী আদালতের ক্লার্ক সাহেবের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং ক্লার্ক সাহেব ওয়ারণ্ট জারীর সময়ে ঐ টাকা জেলখানার অধ্যক্ষকে দিবেন ইতি।

৬৩ ধারা।

যে ব্যক্তির নালিশক্রমে ওযারণ্ট দেওয়া গিয়াছে তাহাকে এইরূপ প্রত্যেক ওযারণ্ট জারী হওনের এত্তেলা অগৌণে দেওযা যাইবেক এবং তাহাতে সেই ব্যক্তি যে মাসে ওযারণ্ট জারী হইল সেই মাসের অবশিষ্ট কালের খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখক্রমে জেলখানার অধ্যক্ষের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং তৎপরে সেই-রূপে যে প্রত্যেক মাস খাতক তাহার মোকদ্দমায কারাবদ্ধ থাকিবার যোগ্য হয সেই মাসের জন্যে মাসেং আগাম খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখে আমানৎ করিবেক ইতি।

৬৪ ধারা।

ঐ খোরাকী আসামীর আহারাদিতে ব্যয হইবেক এবং যে মহাজন তাহাকে কযেদ রাখিতেছে সেই মহাজন যদি খোরাকী দিতে ক্রটি করে তবে আসামী আদা-লতের হুকুমক্রমে খালাস হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৬৫ ধারা।

যত খোরাকী টাকা আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হয় তাহা মোকদ্দমার খরচার ন্যায জ্ঞান হইবেক এবং যে সকল খোরাকী টাকা এইরূপে ব্যয় না হয় তাহা ঐ টাকাদেওনিয়া মহাজনকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

যখন কোন আসামী কোন কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা একেবারে অথবা যে কিস্তিবন্দী আদালত ওযাজিবী বোধ করেন সেই কিস্তিবন্দীক্রমে দিবার উত্তম ও উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তাব করে তখন সেই জামিন দেওয়া গেলে আদালত তাহাকে খালাস করিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৬৭ ধারা।

কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে আসামী তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা।

যদি কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা না দেওয়া যায় তবে আসামী কয়েদ হওনপ্রযুক্ত সেই কর্জপ্রভৃতি দেওনের দায়হইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু আসামীর তৎসময়ে যে সম্পত্তি থাকে অথবা তাহার পর যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় সেই সকল তাহার জেলখানাহইতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ অথবা সেই কর্জের যে অংশ পরিশোধ না হইয়াছে তাহা পরিশোধ করণার্থে জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক এবং আসামীর আহারাদিতে যে খোরাকী টাকা নিতান্ত ব্যয় হইয়াছিল তাহাও তাহার দিতে হইবেক ইতি।

৬৯ ধারা।

যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রী জারীর পরওয়ানা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি জারী করে সেই বেইলিফ ঐ পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে (সেই ব্যক্তির বা তাহার পরিবারের আবশ্যক কাপড়চোপড় ও বিছানা ও তাহার ব্যবসায়ের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম ছাড়া) সেই ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে এবং যাহার প্রতিকূলে এইরূপ ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তির কোন নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক নোট এবং কোন চেক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কি খত কি টাকার নিদর্শন কি জামিনীনামা ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে ইতি।

৭০ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন চেক বা হুণ্ডী কি প্রোমিসরি নোট বা খৎ অথবা টাকার কোন প্রকার নিদর্শন বা জামিনীনামা ঐ বেইলিফ সেইরূপ ক্রোক করিয়াছে কিম্বা লইয়াছে তাহা ঐ বেইলিফ ক্লার্ক সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহা লইতে জজ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন তাঁহাকে দিবেক। এবং ঐ ডিক্রী জারীক্রমে যে টাকা আদায় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহা অথবা তাহার যে ভাগ অন্য প্রকারে আদায় বা উসুল না হইয়াছে সেই ভাগের বাবৎ ঐ ব্যক্তি তাহা ফরিয়াদীর উপকারার্থে জামিন বা জামিনসকলস্বরূপ আপন হাতে রাখিবেক। এবং যে টাকা বা টাকাসকল ঐ নিদর্শনপ্রভৃতির দ্বারা ধার্য্য হইল অথবা দেয় হইল সেই টাকা পাইবার সময় উপস্থিত হইলে ঐ ফরিয়াদী আসামীর পরিবর্ত্তে অথবা যে কোন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আসামী নালিশ করিতে পারিত সেই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঐ টাকা পাইবার নালিশ করিতে পারে ইতি।

৭১ ধারা।

যদি কোন সময়ে আদালতের এইমত হৃদ্বোধ হয় যে যে কর্জ অথবা খেসারতের টাকা আসামীর স্থানে উসুল করিতে হইবেক অথবা তাহার যে কিস্তি পূর্ব্বোক্তমতে

দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা সেই আসামী পীড়া বা অন্য কোন মাতবর কারণপ্রযুক্ত দিতে ও পরিশোধ করিতে পারে না তবে ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ঐ মোকদ্দমায় যে কোন ডিক্রী বা হুকুম কি ডিক্রী জারীর হুকুম হইযাছিল তাহা যত কাল ও যে নিযমে তাঁহারা উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই নিযমক্রমে মৌকুফ অথবা স্থগিত করিতে পারেন। এবং সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ সেই প্রকার প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট না হয যে আসামীর টাকা দেওনের ঐ কিছু কালের অক্ষমতার যে কারণ ছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে তাবৎ হুকুম জারী স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৭২ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে ডিক্রী জারীক্রমে জিনিস ক্রোক হইলে যদি সেই জিনিস নাশ্য না হয় অথবা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার লিখিত দরখাস্ত দাখিল না হয় তবে যে দিবসে ঐ জিনিস ক্রোক হইল তাহার পর পাঁচ দিবস অতীত না হইলে তাহা বিক্রয হইবেক না ইতি।

৭৩ ধারা।

নীলাম না হওনপর্য্যন্ত যে বেইলিফের দ্বারা তাহা ক্রোক হইল সেই বেইলিফ তাহা কোন উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত করিবেক অথবা যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে জজ সাহেবেরদের সম্মতি আছে সেই ব্যক্তির জিম্মায ঐ জিনিস বেইলিফ রাখিবেক ইতি।

৭৪ ধারা।

জজ সাহেবেরা সময়ক্রমে যেং ব্যক্তি এবং যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন সেইং ব্যক্তিকে এবং তত ব্যক্তিকে জিনিস রাখিবার জন্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে যে সকল জিনিসপত্র অথবা সম্পত্তি ক্রোক হয তাহা বিক্রয বা যাচাই করণার্থে তাঁহারদের বেইলিফের যত জনের অথবা অন্য উপযুক্ত যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া দালালী এবং যাচনদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ক্ষতি অথবা অত্যাচার না করিয়া তাহারদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে যত টাকার ও যে প্রকার জামিন লওয়া ঐ জজ সাহেবেরদের উচিত বোধ হয় তত টাকার ও সেই প্রকারে প্রত্যেক জনের স্থানে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন। এবং এইরূপে নিযুক্ত কোন দালাল কি যাচনদারকে জজ সাহেবেরা তগীর করিতে পারেন ইতি।

৭৫ ধারা।

এই আইনানুসারে যে জিনিস ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক হয় তাহা কেবল উক্তমতে নিযুক্ত দালাল অথবা যাচনদারের দ্বারা ডিক্রী জারীর হুকুম প্রতিপালনার্থে নীলাম হইবেক ইতি।

৭৬ ধারা।

ঐ যাচাই ও বিক্রয়ের খরচাস্বরূপ বিক্রয়হওয়া জিনিসের উৎপন্নের টাকাপ্রতি এক আনা করিয়া দাওয়া হইবেক ও লওয়া যাইবেক। এবং যেরূপে শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর করেন সেইরূপে জজ সাহেবেরা এইরূপে প্রাপ্ত টাকা লইয়া উক্ত দালাল ও যাচনদারেরদের উপরি খরচ এবং মেহনতানার জন্যে ব্যয় করিতে পারেন ইতি।

৭৭ ধারা।

ঐ নীলামের দ্বারা যে সকল টাকা পাওয়া যায় আদালতের ক্লার্ক সাহেব তাহার এক হিসাব রাখিবেন এবং যাহার পক্ষে ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তিকে যত টাকা দেওয়া যায় এবং খরচা বলিয়া যত টাকা আদায় হয় ও হাতে রাখা যায় এবং নীলাম করণের জন্যে দালাল ও যাচনদারেরদিগকে যত টাকা দেওয়া যায় তাহার স্বতন্ত্রং হিসাব রাখিবেন হাত।

৭৮ ধারা।

যে আসামীর বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে ডিক্রী হয় সেই আসামী যদি তাহা জারী হওনের পূর্ব্বে ঐ আদালতের এলাকার বাহিরে যায় তবে যে জিলা অথবা শহরে ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া যায় তাহার জজ সাহেবকে যদি ফরিয়াদী অথবা তাহার উকীল ঐং বৃত্তান্তজ্ঞাপক এক লিখিত দরখাস্ত দেয় এবং তাহার সঙ্গে আদালতের ডিক্রীর রীতিমত দস্তখৎকরা এক নকল দাখিল করে তবে ঐ জজ সাহেবের আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতে আইনে হুকুম আছে সেইরূপে ঐ ডিক্রী জারী করিবেন। কিন্তু যদি আসামী ঐ ডিক্রী জারী না করণের কোন মাতবর কারণ দর্শায় এবং ঐ জিলা বা শহরের জজ সাহেব যত টাকার জামিন উচিত বোধ করেন তত টাকার জামিন এই মজমুনে দেয় যে ঐ ব্যক্তি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেক নতুবা আপনারদের সাবেক ডিক্রী রহিত করিতে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরদের হুকুমের এক রীতিমত দস্তখৎহওয়া নকল দাখিল করিবেক তবে সেই ডিক্রী জারী হইবেক না ইতি।

৭৯ ধারা।

যদি প্রাপ্ত টাকা এক শত টাকার অধিক না হয় তবে এই আইনের বিধিক্রমের স্থাপিত কোন আদালতে করা কোন ডিক্রী অন্যথা করণার্থে যে কোন "রিট অফ এরর" অথবা "সুপরসিডিয়সের" রিটের দরখাস্ত হয় তৎক্রমে অথবা তাহার দ্বারা কোন ডিক্রী অথবা ডিক্রীজারী স্থগিত বা বিলম্ব কিম্বা অন্যথা করা যাইবেক না। এবং এক শত টাকার অধিক হইলেও যে ব্যক্তি সেই প্রকার রিট অর্থাৎ

পরওয়ানার দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি সাবেক ডিক্রীর দ্বারা যে টাকা দেওনের হুকুম হইয়াছিল তাহার তিনগুণ টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের মঞ্জুরকরা দুই মাতবর জামিন এই মজমুনে না দেয় যে আমি উক্ত রিটক্রমে শেষপর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইব এবং সেই রিটের অনুসারে মোকদ্দমা না হইলে অথবা সাবেক ডিক্রী বহাল হইলে যে কর্জ অথবা খেসারতের টাকা এবং খরচার ডিক্রী হইয়াছিল তাহা পরিশোধ করিব এবং দিব এবং ডিক্রী জারীর বিলম্বের বিষয়ে যে সকল ক্ষতি ও খরচা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা দিব তবে পূর্ব্বোক্ত রিটের দ্বারা কোন ডিক্রীজারী স্থগিত-প্রভৃতি হইবেক না ইতি।

৮০ ধারা।

কোন ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ডিক্রী জারীর ওযারণ্ট হইলে আদালতের ক্লার্ক সাহেব যত টাকা ও খরচার ডিক্রী হইযাছিল তাহা এবং সেই ওয়ারণ্টের খরচা সেই ওযারণ্টে লিখিবেন। এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হয সেই ব্যক্তি যদি দ্রব্য ও সম্পত্তির প্রকৃতপ্রস্তাব নীলাম হওনের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তমত টাকা ও খরচা অথবা তাহার যে অংশ ঐ টাকাপাওনিয়া ব্যক্তি আপন কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধার্থে লইতে স্বীকার করে তাহা ও যে রসুম দিবার হুকুম এই আইনে আছে তাহা ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে অথবা যে বেইলিফের হাতে ডিক্রী জারীর ওযারণ্ট থাকে তাহাকে দেয় অথবা দেওযায কি দিতে প্রস্তাব করে তবে ঐ ডিক্রী জারী নিবৃত্ত হইবেক এবং ঐ ব্যক্তির দ্রব্য ও সম্পত্তি খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি।

৮১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমনের ও সকল হুকুমের ও সকল ডিক্রীর ও ডিক্রী জারীর ও তাহার ওযাপোস ও সকল জরীমানা ও আদালতের অন্য সকল কার্য্যের নিদর্শন সময়ক্রমে আদালতের এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখাইবেন এবং সেই বহি ঐ আদালতের দফ্তরে রাখা যাইবেক। এবং এক কি ততোধিক জন জজ সাহেব তাহাতে রীতিমত দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে যে সকল লিপি থাকে তাহা অথবা আদালতের মোহরকরা তাহার যে এক নকল ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেব যথার্থ নকল বলিযা সহী ও নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা সকল আদালতে ও স্থানে ঐ প্রকার লিপির প্রমাণ এবং ঐ প্রকার লিপি বা লিপিসকলে যে কার্য্যের বিষয় লেখা আছে সেই কার্য্যের প্রমাণ এবং ঐ কার্য্য দাঁড়ামত হওনের প্রমাণ-স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৮২ ধারা।

এইমত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব প্রত্যেক বৎসরের মার্চ মাসে আদালতের ফরীয়াদীরদের যে সকল টাকা আদালতে দাখিল করা গিয়াছে এবং তৎপূর্ব্বের জানুআরি মাসের প্রথম দিবসাবধি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া হয় নাই তাহার এক যথার্থ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবেন এবং যে২ ব্যক্তির জন্যে বা নিমিত্তে ঐ টাকা ঐরূপে আদালতে দাখিল করা গিয়াছিল তাহারদের নাম ঐ ফর্দ্দে বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ ফর্দ্দের এক নকল আদালতের বৈঠকের সময়ে আদালত ঘরের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক ও থাকিবেক এবং সর্ব্বদা ঐ ক্লার্ক সাহেবের দফ্তরখানায লট্‌কান থাকিবেক। এবং যে সকল টাকা কোন ফরিযাদীর বা ফরিযাদীরদের জন্যে ঐ আদালতে দাখিল করা গিয়া থাকে এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ছয় বৎসরপর্য্যন্ত দাওযা না হইয়া রহিয়াছে এবং এক্ষণে এইমত কোন আদালতের কমিস্যনর বা কর্ম্মকারকের হাতে আছে কি প্রকারান্তরে ঐ ফরীযাদীরদের জন্যে ধার্য্য আছে তাহা এবং আর যে সকল টাকা উত্তর কালে কোন ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীরদের উপকারার্থে ঐ প্রকার আদালতে দাখিল করা যায় তাহা যদি আদালতে সেইরূপ দাখিল হওনের পর ছয় বৎসরপর্য্যন্ত দাওযা না হইয়া থাকে তবে তাহা আদালতের জন্যে যে রসুম লওযা যায তাহার ন্যায বোধ হইযা ব্যয় হইবেক এবং সেই হিসাবে জমা করা যাইবেক। এবং যে টাকা এইরূপে ছয় বৎসরপর্য্যন্ত বিনা দাওযায় আদালতে রহিযাছে তাহার দাওযা কোন ব্যক্তি করিতে পারিবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ প্রকার টাকার দাওযা রাখে সেই ব্যক্তি যত কাল নাবালগ ছিল কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী কি উন্মাদ ছিল কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ছিল তত কাল ঐ ছয় বৎসরের হিসাব করণেতে গণ্য হইবেক না ইতি।

৮৩ ধারা।

যে ব্যক্তি সময়ক্রমে আদালতের জজ বা ক্লার্ক সাহেব কি কর্ম্মকারক হন যদি কোন ব্যক্তি আদালতের বৈঠকের সমযে বা তাহাতে উপস্থিত হওনের সময়ে জানিয়া শুনিয়া তাঁহার অপমান করে অথবা জানিয়া শুনিয়া আদালতের কার্য্যের ব্যাঘাত করে কি প্রকারান্তরে আদালতে কুব্যবহার করে তবে ঐ আদালতের কোন বেইলিফ কিম্বা কর্ম্মকারক অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইয়া বা তাহাবিনা জজ সাহেবেরদের হুকুমক্রমে সেই অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিতে পারে এবং আদালতের বৈঠকের শেষ না হওনপর্য্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে। এবং জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে আপনারদের দস্তখৎকরা এবং আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারণ্টের দ্বারা এই আইনক্রমে অপরাধিরদিগকে যে কারাগারে কয়েদ করণের শক্তি আছে সেই কারাগারে ঐ অপরাধিকে সাত দিবসের অনধিক

মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ করিতে পারেন অথবা এইমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে অপরাধির পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধিকে সাত দিনের অনধিক কালপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কারাগারে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু সাত দিবসের পূর্ব্বে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলে সে ব্যক্তি খালাস হইবেক অথবা যদি সেই অপরাধ সুপ্রিম কোর্টে নালিশের যোগ্য হয় তবে এই আইনানুসারে সরাসরী দণ্ড না করিয়া ঐ অপরাধির নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

৮৪ ধারা।

এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের কর্ম্মকারক বা বেইলিফের উপর যদি তাহার নিয়মিত কর্ম্ম করণ সময়ে চড়াউ হয় অথবা ঐ আদালতের হুকুমক্রমে যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে কি যে জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহা উদ্ধার করণার্থে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে যে ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা আদালতের হুকুমক্রমে অথবা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উসুল হইবেক এবং আদালতের বেইলিফ কিম্বা পোলীসের অন্য কোন আমলা (ওয়ারণ্ট পাইয়া বা না পাইয়া) অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে এবং তাহাকে আদালতে অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনিতে পারে ইতি।

৮৫ ধারা।

উক্ত আদালতের যে কোন বেইলিফ ঐ আদালতের কোন ওয়ারণ্ট জারী করণেতে নিযুক্ত হয় সেই বেইলিফ যদি ত্রুটির দ্বারা কি চক্ষু মুদনের দ্বারা কিম্বা কসুরপ্রযুক্ত ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের সুযোগ হারায় তবে ঐ ত্রুটি বা চক্ষু মুদন বা কসুরের কার্য্য আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইলে তাহার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির নালিশক্রমে জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয় তাহা দিতে বেইলিফের প্রতি হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু কোন গতিকে যত টাকার বিষয়েঐ জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহাহইতে অধিক টাকা হইবেক না এবং ঐ বেইলিফ তাহার বিষয়ে দায়ী হইবেক। এবং তাহার প্রতি সেই ক্ষতির টাকার দাওয়া হইলে যদি সেই টাকা দিতে ও পরিশোধ করিতে স্বীকার না করে তবে আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে রীতি ও উপায় এই আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই রীতি ও উপায়ক্রমে ঐ টাকা আদায় করা যাইবেক কিন্তু তাহা হইলেও ঐ আসল ওয়ারণ্ট জারী হওনের কোন বাধা হইবেক না ইতি।

৮৬ ধারা।

যদি আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা বেইলিফ কি কোন কর্ম্মকারকের প্রতি এই অভিযোগ হয় যে ঐ আদালতের হুকুমের ছল বা প্রতারণাক্রমে তিনি

জবরদস্তী করিয়া টাকা লইয়াছেন অথবা কোন কুক্রিয়া করিয়াছেন অথবা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কোন টাকা আদায় করিয়া থাকেন তাহা রীতিমতে দেন নাই অথবা তাহার হিসাব দেন নাই তবে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এবং যেরূপে কোন মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে হাজির করাণ যাইতে পারে সেইরূপে যে সকল ব্যক্তির তন্নিমিত্তে হাজির হইবার আবশ্যক আছে তাহারদিগকে তলব করিতে এবং হাজির করাইতে পারেন এবং যে কোন টাকা জবরদস্তী করিয়া লওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে অথবা যে টাকা সেইরূপে আদায় হইয়াছিল তাহা রীতিমত দেওনের বিষয়ে এবং খেসারতের ও খরচার টাকা দেওনের বিষয়ে যেমত যথার্থ বুঝেন সেইমত হুকুম দিতে পারেন। এবং আরো যদি উপযুক্ত বুঝেন তবে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক যে জরীমানা তাঁহারা প্রচুর বোধ করেন তাহা ঐ ক্লার্ক সাহেব ও বেইলিফ অথবা কর্ম্মকারকের প্রতি দিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং যে টাকা এইরূপে দেওনের হুকুম হয় তাহা যদি না দেওয়া যায় তবে আদালতের ডিক্রী জারী করাওনের যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে তাহা আদায় করাইবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৮৭ ধারা।

এই আইন জারী করণের কার্য্য অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণেতে যে কোন ক্লার্ক সাহেব বা বেইলিফ কি অন্য কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তিনি যদি আপনার নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানাছাড়া এই আইন জারী করণের বিষয়ে এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করা গিয়াছে বা যে কার্য্য করিতে হয় তজ্জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে জানিয়া শুনিয়া এবং রেশ্বৎস্বরূপ কোন রসুম বা পুরস্কারের দাওয়া করেন বা লন কি গ্রহণ করেন তাহা আদালতের সম্মুখে প্রমাণ হইলে সেই ব্যক্তির বিষয়ে এই হুকুম হইবেক যে এই আইনক্রমে কোন লাভ বা প্রাপ্তির পদে আর কখন কর্ম্ম পাইতে বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এবং ইহার মধ্যে নির্দ্দিষ্টমত খেসারতের বিষয়েও দায়ী হইবেন। কিন্তু ক্লার্ক সাহেবের এই অপরাধ হইলে আদালতের হুকুম শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর না করিলে তাঁহার দণ্ড হইবেক না ইতি।

৮৮ ধারা।

এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের হুকুম জারীক্রমে যে জিনিস কি সম্পত্তি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অথবা সেই জিনিসের উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ হুকুম বাহির হইয়াছে সে ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা দাওয়া করা যায় তবে আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ হুকুম জারীর ভারপ্রাপ্ত

কর্ম্মকারকের দরখাস্তক্রমে তাহার নামে নালিশ হওনের পূর্ব্বে বা পরে এক সমন দিতে পারেন এবং ঐ সমনের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ হুকুম বাহির করিল এবং যে ব্যক্তি সেইরূপ দাওয়া করিল উভয়ের আদালতে তলব হইবেক। এবং তাহা হইলে ঐ দাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে কোন নালিশ উত্থিত হইয়া থাকে তাহা রহিত হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের কোন জজ সাহেবের নিকটে যদি এইরূপ প্রমাণ হয় যে ঐ সমন জারী হইয়াছে এবং সেই জিনিস ও সম্পত্তি জারীক্রমে ক্রোক হইয়াছিল তবে যে ব্যক্তি ঐরূপ নালিশ করিল সেই ব্যক্তিকে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতহইতে ঐ সমন বাহির হওনের পর ঐ নালিশক্রমে যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহার খরচা দিবার হুকুম করিবেন। এবং অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা সেই দাওয়ার বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন এবং সেই দাওয়ার বিষয়ে এবং কার্য্যের খরচার বিষয়ে উভয় বিবাদির মধ্যে যে হুকুম উচিত বুঝেন সেই হুকুম করিবেন এবং ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার কোন হুকুম যেরূপে জারী হয় সেইরূপে ঐ হুকুম জারী হইবেক ইতি।

৮৯ ধারা।

শহর কলিকাতায় অল্প ভাড়ার জন্যে ক্রোকের নিয়ম করণের বিষয়ে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে২ ক্ষমতা নির্দিষ্ট আছে তাহা পাঁচ শত টাকার অনধিক ভাড়ার বাকী আদায় করণার্থে খাটান যাইবেক এবং এই আইনক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্যে উক্ত আইনের বিস্তারিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং ঐ আইনের মধ্যে "কলিকাতা এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি" এই কথার পরিবর্ত্তে "ঐ আদালতের এলাকার সীমাসরহদ্দ" পাঠ করা যাইবেক এবং "আদালতের কমিস্যনর" এই কথার পরিবর্ত্তে "এই আইনানুসারের স্থাপিত অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা" এই কথা পাঠ করিতে হইবেক এবং ঐ আইনে যেখানে এক শত টাকা লেখা আছে সেখানে পাঁচ শত টাকা পাঠ হইবেক এবং উক্ত আইনের শেষের লিখিত তফসীলে যে নানা পাঠ আছে তাহা তদনুসারে ফেরফার করা যাইবেক এবং তাহাতে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের পরিবর্ত্তে এই আইন উল্লেখ করিতে হইবেক ইতি।

৯০ ধারা।

উক্ত ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে বাকী টাকার আফিডেবিট অর্থাৎ সুকৃতিপত্র দিবার হুকুম আছে তাহা প্রত্যেক গতিকে যে ব্যক্তি ঐ বাকী টাকা পাইবার অধিকার রাখে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার রীতিমত নিযুক্ত মোখ্তার করিতে পারে এবং এমত আফিডেবিট হইলে ক্রোকের পরওয়ানা জারী হইতে পারে ইতি।

৯১ ধারা।

যে ঘর কি ভূমির কিম্বা বাটীর বার্ষিক মূল্য কিম্বা ভাড়া পাঁচ শত টাকার অধিক হারের না হয় এমত ঘর কি ভূমি কিম্বা বাটী যদি কোন ব্যক্তি মালিকের অনুমতিবিনা দখল করে কিম্বা বাটী ত্যাগ করিবার আইনমত এত্তেলা দিলে যে পাট্টা অথবা একরার শেষ এবং নিবৃত্ত হয় এইমত পাট্টা কি একরারক্রমে দখল করে তবে সেই ভাড়াটিয়া ব্যক্তি অথবা সেই ভাড়াটিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ বাটীতে না থাকিলে অথবা তাহার কেবল কতক ভাগে থাকিলে যে ব্যক্তি সেই সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই বাটী অথবা তাহার কোন ভাগে থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই বাটী কি তাহার সেই ভাগ ত্যাগ করিতে এবং তাহার দখল ছাড়িয়া দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক অথবা তাহার গোমাশ্তা ঐ ভাড়াটিয়া কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির নামে আদালতহইতে এই মজমূনে সমন বাহির করিতে পারে যে দখীলকার যে স্বত্বক্রমে ঐ বাটী কিম্বা তাহার এক ভাগ দখল করিবার দাওয়া করে তাহা দর্শায় ইতি।

৯২ ধারা।

যদি তাহাতে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে ও স্থানে হাজির না হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ কারণ না দর্শায় এবং তথাপি ঐ বাটী অথবা তাহার যে ভাগ তৎসময়ে তাহার দখলে থাকে সেই ভাগের দখল সেই বাটীর মালিক বা তাহার গোমাশ্তাকে দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক বা তাহার গোমাশ্তা সেই বাটী আপনার সম্পত্তি হওনের প্রমাণ এবং যদ্যপি তাহা ভাড়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই ভাড়ার মিয়াদের শেষ হওন অথবা প্রকারান্তরে নিবৃত্ত হওনের প্রমাণ ও যে সময় ও যে প্রকারে তাহার শেষ হইল তাহার এবং যে স্বত্বের দ্বারা সে ব্যক্তি তাহার দখলের দাওয়া করে সেই স্বত্বের প্রমাণ দিতে পারে ইতি।

৯৩ ধারা।

ঐ সমন উপযুক্তমতে জারী হওনের প্রমাণ এবং বিষয়বিশেষে ভাড়াটিয়া অথবা দখীলকারের ত্রুটি কি অস্বীকারের প্রমাণ হইলে জজ সাহেবেরা আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারণ্ট আদালতের কোন বেইলিফকে দিতে পারেন এবং তাহাতে তাহাকে এই হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে ঐ ওয়ারণ্টে লিখিত মিয়াদের মধ্যে অর্থাৎ ঐ ওয়ারণ্টের তারিখের পর সম্পূর্ণ সাত দিবসের কম না হয় ও দশ দিবসের অধিক না হয় ঐ বাটীর দখল ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমাশ্তাকে দেয়। এবং ঐ ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ যত জন আবশ্যক বোধ করে তত জন লইয়া ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং তাহার দখল দেওয়াইতে পারে। কিন্তু

জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারণ্টক্রমে রবিবারে অথবা গুডফ্রাইডে কি ক্রিসমিসডে অর্থাৎ বড় দিনে অথবা অন্য যে কোন দিবস ঐ আদালত পর্ব্বের ন্যায় মানেন সেই দিবসে বাটীর মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না অথবা প্রাতঃকালের ছয় ঘণ্টাবধি অপরাহ্নের ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রবেশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ঐ ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই ব্যক্তির ওয়ারণ্ট পাওন সময়ে যদি সেই বাটীর দখলের বিষয়ে কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে সেইরূপ বাটীর মধ্যে প্রবেশ ও তাহা দখল করণের বিষয়ে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার তাহার নামে যে নালিশ করিতে চাহে সেই নালিশহইতে সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত সমন ভাড়াটিয়া ব্যক্তির উপর জারী হইতে পারে অথবা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকারকে আদলতের এলাকার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে আদালতের অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে বাটী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে সেই ব্যক্তির বাসস্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকে এবং দৃষ্টতঃ তথায় বাস করিতেছে সেই ব্যক্তিকে সমন দিলে তাহা জারী হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বাসস্থান জানা নাই অথবা সেই সমন জারী করণার্থে তাহাতে প্রবেশ হইতে পারে না তবে যে বাটী এইরূপে ত্যাগ করণের অস্বীকার হইয়াছে সেই বাটীর সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সমন লট্‌কাইলে ঐ সমন জারী হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছিল তাহার ঐ বাটীর দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিল না বলিয়া ঐ আদালতের যেং জজ সাহেব অথবা যে ক্লার্ক সাহেবের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের বিরুদ্ধে ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের বাবৎ অথবা যে বেইলিফ কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী হইয়াছিল কিম্বা ঐ সমন লট্‌কান গিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে তাহা জারী করণের বাবৎ কি ঐ সমন লট্‌কাওনের বাবৎ কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

যে গতিকে বাটীর মালিকের পূর্ব্বোক্তমত ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বাটীর অথবা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার যে অংশ ত্যাগ করিতে অস্বীকার হইয়াছিল

সেই অংশের দখলের আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল সেই গতিকে ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমাশ্তা কিম্বা তাহার পক্ষে কর্ম্মকারি অন্য কোন ব্যক্তির এই আইনের ক্ষমতানুসারে দখল পাইবার কার্য্যের রীতির কোন দাঁড়ার বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে কেবল ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি "ত্রেসপাস" অর্থাৎ অন্যায়রূপে প্রবেশকারী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি উচিত বুঝিলে ঐ বেদাঁড়া অথবা অনিয়মের জন্যে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে কই তাহা বিশেষরূপে নালিশপত্রে লিখিতে হইবেক এবং ঐ বিশেষ ক্ষতির জন্যে মোকদ্দমার খরচাসমেত সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে বিশেষ ক্ষতির বিষয়ে দাওয়া হয় তাহার যদি প্রমাণ না করা যায় তবে আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইবেক। এবং যদি ঐ ক্ষতির প্রমাণ হয় এবং সেই ক্ষতি দশ টাকার অধিক টাকাতে ধার্য্য না হয় তবে যে জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচার করিলেন তিনি যদি আপনার এই মত না লেখেন যে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ খরচা পাইবার যোগ্য তবে ঐ ফরিয়াদীকে যত ক্ষতির টাকার ডিক্রী হয় তাহাহইতে অধিক খরচা দেওয়ান যাইবেক না ইতি।

৯৭ ধারা।

যে ব্যক্তির নালিশক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই ব্যক্তির যদি দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বাটীর দখলের বিষয়ি কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে ঐ ওয়ারণ্টের শক্তিক্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ না হইলেও ঐ ওয়ারণ্ট বাহিরকরা ভাড়াটিয়ার কি দখীলকারের বিরুদ্ধে "ত্রেসপাস" অপরাধ বোধ হইবেক। এবং যদি ঐরূপ কোন ভাড়াটিয়া ব্যক্তি কি দখীলকার বাটীর মূল্য এবং ঐ নালিশের আনুমানিক খরচা বিবেচনা করিয়া জজ সাহেবেরা যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের অনুমতিহওয়া দুই মাতবর জামিন দেয় এবং এই অঙ্গীকার করে যে যে ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছিল সেই ব্যক্তির নামে আমি প্রকৃতরূপে এবং অবিলম্বে নালিশ করিব এবং আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইলে কিম্বা ফরিয়াদী আপনার নালিশেতে ক্ষান্ত হইলে কি না চালাইলে অথবা ননসুট হইলে আমি সেই কার্য্যের সকল খরচা দিব তবে ঐ "ত্রেসপাস" অপরাধের নালিশে যাবৎ ডিক্রী না হয় তাবৎ ওয়ারণ্ট জারী স্থগিত হইবেক। যদি ঐ "ত্রেসপাস" অপরাধের নালিশের মোকদ্দমার বিচারেতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে সেই নিষ্পত্তির দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট বাতিল হইবেক ইতি।

৯৮ ধারা।

এমত কোন ঘর কি ভূমি কি বাটীর দখল ফিরিয়া পাওয়া গেলেও তাহাতে ঐ ঘরপ্রভৃতির স্বত্বের বিচারার্থে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বাধা

হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ স্বত্বের বিষয়ি মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারে ইতি।

৯৯ ধারা।

কোন মোকদ্দমা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতহইতে খারিজ হওনেতে অথবা ঐ আদালতের কোন ডিক্রী বা ডিক্রী জারী স্থগিত বা বিলম্ব কিম্বা অন্যথা করণেতে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দখলের ওয়ারণ্ট জারী করণেতে কি নূতন মোকদ্দমার বিষয়ের দরখাস্ত করণেতে অথবা কোন ফয়সলা বা ডিক্রী কি ননসূট অন্যথা করণার্থে যে বণ্ড দেওয়া যায় তাহা ঐ নালিশের অন্য পক্ষ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং জজ সাহেবের তাহা মঞ্জুর করণের এবং তাহাতে আদালতের মোহর থাকনের আবশ্যক হইবেক। এবং যদি ঐরূপ লওয়া বণ্ড খেলাফ হয় কিম্বা যে কার্য্য করণার্থে বণ্ড দেওয়া গিয়াছিল সেই কার্য্য যে জজ সাহেবের সম্মুখে হয় সেই জজ সাহেব যদি আদালতের রোয়দাদের মধ্যে ইহা না লেখেন যে ঐ বণ্ডের নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে তবে যে ব্যক্তিকে ঐ বণ্ড দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি কজের নালিশ করিয়া বণ্ডের লিখিত টাকা পাইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই শেষোক্ত নালিশ যে আদালতে হয় তাহার জজ সাহেব যে ব্যক্তিরা ঐ বণ্ডক্রমে দায়ী আছে সেই ব্যক্তিরদিগকে যে প্রতিকার তাঁহার বোধে উপযুক্ত হয় সেই প্রতিকার আদালতের বিধানক্রমে দিতে পারেন এবং ঐ বিধানের ঐ বণ্ড বাতিল করণের ন্যায় ফল হইবেক ইতি।

১০০ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল নালিশ ও কার্য্য সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিত সেই নালিশেতে যদি অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের কোন কর্ম্মকারক এক পক্ষ হন এবং সেই নালিশে যদি এই আদালতের হুকুম জারীক্রমে লওয়া কোন জিনিস ও সম্পত্তি অথবা তাহার উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে দাওয়া না হয় তবে এই আইন না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে নালিশকারি ব্যক্তি চাহিলে তাহা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করিতে পারে এবং তাহার নিষ্পত্তি তথায় হইতে পারে ইতি।

১০১ ধারা।

যে২ কারণ পূর্ব্বোক্ত ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য যে কোন কারণে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতহইতে সমন বাহির করা যাইতে পারিত সেই কারণে যদি এই আইন জারী হওনের পর সুপ্রিম কোর্টে কোন নালিশ আরম্ভ হয় এবং বন্দোবস্তমূলক মোকদ্দমা হইলে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকার ন্যূনে ডিক্রী হয় অথবা হানিমূলক নালিশ হইলে যদি এক শত টাকার কমের ডিক্রী

হয় তবে ফরিয়াদীর কেবল তত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী হইবেক এবং কোন খরচা দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি ফরিযাদীর পক্ষে ডিক্রী না হয় তবে উকীল ও মওক্কেলের মধ্যে যেরূপ খরচার নিয়ম হইয়া থাকে সেইরূপে আসামী আপনার খরচা পাইতে পারে। কিন্তু উভয গতিকে মোকদ্দমার বিচারকারি জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোযদাদের পৃষ্ঠে ইহা লেখেন যে ঐ মোকদ্দমার কাঠিন্য কি নব্যতা কিম্বা সাধারণ গুরুত্বপ্রযুক্ত অথবা ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষযে কোন ভ্রমযুক্ত রীতি হওনপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক না ইতি।

১০২ ধারা।

এই আইনের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব বা বেইলিফ কি কর্ম্মকারকের উক্ত আদালতের হুকুমের ছলে বা বাহানায কোন অত্যাচার করণের বিষযে তাঁহার নামে যদি কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে এবং সেই মোকদ্দমার বিচারে যদি ফরিযাদীর পক্ষে পাচ শত টাকাহইতে অধিক টাকার ডিক্রী না হয তবে জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোযদাদের পৃষ্ঠে আদালতে ইহা না লেখেন যে ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে সেই নালিশে ফরিয়াদীর পক্ষে কোন খরচার ডিক্রী হইবেক না ইতি।

১০৩ ধারা।

যে সকল দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা এই আইনের দ্বারা নিদ্দিষ্ট হয বা নির্দ্দিষ্ট হওনের হুকুম আছে এবং তাহা আদায করণের ও ব্যয় করণের বিষয়ে এই আইনের মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম না থাকে সেই২ দণ্ডপ্রভৃতির বিষযে অপরাধি ব্যক্তি যে স্থানে বাসকরে বা থাকে অথবা যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছিল সেই স্থানে যে জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা আছে তাঁহার সম্মুখে অপরাধি ব্যক্তির কবুলক্রমে অথবা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ বা প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রমাণ হইলে সেই২ দণ্ডপ্রভৃতি এবং সমনের ও অপরাধ নির্দ্ধার্য্য করণের খরচা ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখৎকরা ওযারণ্টক্রমে অপরাধি ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইবেক এবং ঐ দণ্ড বা গুনাহগারী কি জরীমানা এবং ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ জিনিস ও সম্পত্তির মালিকের দাওযাক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০৪ ধারা।

যদি অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেইরূপে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী এবং জরীমানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে ক্রোকী পরওয়ানার যাবৎ সুগমমতে ওয়াপোস

হইতে না পারে তাবৎ ঐ জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষীকৃত অপরাধিকে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু ক্রোকী পরওয়ানা ওয়াপোস করণের যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে হাজির হইতে যদি ঐ অপরাধী জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে প্রচুর জামিন দেয় তবে সেই ব্যক্তি আটক হইবেক না ঐ দিবস জামিন লওনঅবধি আট দিবসের অধিক হইবেক না এবং ঐ জামিন জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব মুচলকার দ্বারা বা প্রকারান্তরে যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে লইতে পারেন ইতি।

১০৫ ধারা।

সেই পরওয়ানা ওয়াপোস হইলে যদি দৃষ্ট হয় যে তাহার দ্বারা প্রচুরমতে ক্রোক হইতে পারে না অথবা যদি অপরাধির কবুলের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত হৃদ্বোধ হয় যে ঐ জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে যাহাতে ঐ দণ্ড ও গুনাহগারী ও খরচ ও খরচার টাকা দেওয়া যাইতে পারে এইমত সেই ব্যক্তির প্রচুর জিনিস ও সম্পত্তি নাই তবে জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন বিবেচনাক্রমে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির না করিয়া তিন ক্যালেণ্ডর মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে জেলখানায় কি হরিণবাড়িতে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা ও তাহা আদায় করণের সকল ওয়াজিবী খরচা তিন মাসের পূর্ব্বে দেওয়া যায় ও পরিশোধ হয় তবে সেই ব্যক্তি কয়েদহইতে মুক্ত হইবেক ইতি।

১০৬ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা দেওয়া গেলে এবং আদায় হইলে যদি এই আইনের মধ্যে তাহা প্রকারান্তরে ব্যয় করণের কোন হুকুম না থাকে তবে তাহা সময়ক্রমে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ আদালতের রসুম যেরূপে ব্যয় হয় সেইরূপে ব্যয় হইবেক ইতি।

১০৭ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা কোন দণ্ড কি জরীমানা জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হওনের যোগ্য হয় সেই সকল গতিকে তিনি নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে তলব করিতে পারেন এবং ঐ তলবক্রমে ঐ নালিশ শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং তাঁহার নিকটে সেই বিষয়ে কোন লিখিত এজহার না হইলেও অপরাধের প্রমাণ পাইলে অপরাধিকে দোষী করিতে পারেন এবং তাহার দণ্ড কিম্বা জরীমানা দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা আদায় করিতে পারেন এবং তাঁহার সম্মুখে লিখিত এজহার হইলে যেরূপ হইত

সেইরূপে লিখিত এজহারবিনা সমনক্রমে যে সকল কার্য্য হয় তাহা সর্ব্বোতোভাবে সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক ইতি।

১০৮ ধারা।

এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হইলে এবং দোষ সাব্যস্ত হইলে অপরাধ সাব্যস্তের পাঠ পশ্চাৎ লিখিত পাঠ বা তাহার মজমুনে লেখা যাইতে পারে।

"সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ আমার সম্মুখে (অথবা ১৮৫০ সালের ৯ আইনানুসারে নিযুক্ত জজ সাহেবের সম্মুখে) অমুক (এই স্থানে অপরাধ লিখিতে হইবেক) অপরাধের বিষয়ে দোষী হইল। এবং আমি অথবা আমরা মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ সেই ব্যক্তির এত টাকা জরীমানা দিতে অথবা অমুক স্থানে এত কালের জন্যে কয়েদ থাকিতে হুকুম করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত বৎসর ও মাস ও দিবসে আমারদের দস্তখৎকরা ও মোহরকরা এই হুকুম হইল ইতি।"

১০৯ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়ে যে কোন হুকুম বা ফয়সলা কি ডিক্রী বা অন্য কার্য্য হয় তাহা দাঁড়ার ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত অন্যথা অথবা রহিত হইবেক না ইতি।

১১০ ধারা।

যখন এই আইনের শক্তিক্রমে কোন টাকার জন্যে ক্রোক হয় তখন এজহার কি সমন কিম্বা দোষ সাব্যস্ত করণ বা ক্রোকী পরওয়ানা কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইযাছে বা দাঁড়ার অভাব আছে বলিয়া ঐ ক্রোক বেআইনী বোধ হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি "ত্রেসপাসের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। এবং ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি যদি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করে তবে তন্নিমিত্তে সেই ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি আদৌ "ত্রেসপাসের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু ঐ বেদাঁড়ার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সেই ব্যক্তি ঐ বিষয়-সম্পর্কীয় নালিশক্রমে বিশেষ ক্ষতির জন্যে সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে ইতি।

১১১ ধারা।

এই আইনানুসারে করা কোন কার্য্যের বাবৎ যে কোন মোকদ্দমা এবং নালিশ কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে হয় তাহা ঐ কর্ম্ম হওনের পর তিন কালেণ্ডর মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তৎপরে হইবেক না। এবং মোকদ্দমার

এবং তাহার কারণের এক লিখিত এত্তেলা নালিশ আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে অন্যূন এক কালেণ্ডর মাসের পূর্ব্বে ঐ আসামীকে দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ আরম্ভ হওনের পর যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে খরচাসমেত উপযুক্তসংখ্যক টাকা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

রসুমের তফসীল।

যাহার অধিক নহে	প্রত্যেক তলবচিঠী কি সফীনা।	ওয়ারণ্ট
১০ টাকা	৵	৶
২০	।৴	।০
৫০	।৵	॥০
১০০	১	১
২০০	১।০	২
৩০০	১॥০	৩
৪০০	১৸০	৪
৫০০	২	৫

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

এডেন বন্দর নিষ্কর বন্দর নিৰ্দ্ধার্য্য করিবার আইন।

যেহেতুক আরব দেশের এডেন বন্দরে সর্ব্ব দেশের জাহাজের গমনাগমনের উৎসাহ দিলে ভারতবর্ষের পশ্চিম তট এবং সুপ সমুদ্র ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বৃদ্ধি হইবেক অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নিৰ্দ্ধার্য্য ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

আরব দেশস্থ এডেন বন্দর ও বসতি নিষ্কর বন্দর ও বসতি হইবেক এবং উক্ত বন্দর ও বসতিতে যে জাহাজাদি গমনাগমন করে অথবা সমুদ্রপথে বা স্থলপথে আইনমতে যে কোন জিনিস তাহাতে আমদানী বা তাহাহইতে রফ্তানী হয় তাহার উপর সেই স্থানে কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

২ ধারা।

উক্ত এডেন বন্দর ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের বিধির মধ্যে গণ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার আইন।

১৮৪১ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪১ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এতদ্দেশীয় যে রাজার বা রাজ্যের অধীনতাস্বরূপ সম্বন্ধ আছে অথবা সহকারিতার সন্ধি থাকে সেই রাজার অধিকারে বা সেই রাজ্যের মধ্যে নির্ম্মিত কোন প্রকার জাহাজের প্রতি কোনং গতিকে ব্রিটনীয় জাহাজের ক্ষমতা ও উপকার দেওনার্থে ঐ আইনের ২৪ ধারাক্রমে যে পাস অর্থাৎ পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে এই আইন জারী হওনের পর সেইপ্রকার গতিকে এবং সেইপ্রকার নিষেধের অধীনে উক্ত প্রকার এতদ্দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যের কি তাঁহারদের প্রজারদের কোন জাহাজ যে কোন স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ব্রিটনীয় প্রজারদের যে সকল জাহাজ ১৮৪১ সালের ১০ আইনের দ্বারা রেজিস্টরী হইতে পারে অথবা এদেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যের কিম্বা তাঁহারদের প্রজারদের যে সকল জাহাজ এই আইনের দ্বারা সংশোধিত ১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে পাস অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে সেই সকল জাহাজ কেবল সমুদ্র তীরস্থ বন্দরেং অথবা ভারতবর্ষের মহাদ্বীপের কোন বন্দর ও সিংহল দ্বীপের কোন বন্দরের মধ্যে গমনাগমন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহা যত বোঝাইধারী হউক কিম্বা যত মাস্তুলপ্রভৃতিতে সাজান থাকুক তাহা প্রত্যেক রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব কিম্বা হজুর

কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব সময়েং যে বিধান করেন সেই বিধানমতে রেজিষ্টরী হইতে পারে ও পাস অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে ও তাহার বোঝাই নির্ণয় হইতে পারে ইতি।

৪ ধারা।

সমুদ্রের তীরস্থ গমনশীল যেং জাহাজ এই আইনের ৩ ধারানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তাহার মালিকেরা রেজিষ্টরীর প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে নীচের লিখিতমত রসুম দিবেন।

চারি টনের অনধিক বোঝাইধারি জাহাজের নিমিত্তে এক টাকা।

চারি টনের অধিক বিশ টনের অনধিক। পাঁচ টাকা।

বিশ টনের অধিক ও আশী টনের অনধিক। সাত টাকা।

আশী টনের অধিক হইলে টনপ্রতি দুই আনা।

এবং ঐ রসুম যে রাজধানীতে আদায় হয় সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন ১৮৪১ সালের ১০ আইনের অন্তর্গত ও তাহার অংশস্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সরকারী হিসাবীর ত্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন।

সরকারী হিসাবীরদের ত্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপনার পদের বিশ্বাসি কার্য্য যথার্থরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে এবং আপন পদের উপলক্ষে যে সকল টাকা তাঁহার দখলে বা অধীনে আইসে তাহার উপযুক্ত হিসাব দেওনার্থে জামিন দিবেন ইতি।

২ ধারা।

যদি কোন সরকারী হিসাবীর পদের সম্পর্কে কোন বিশেষ আইন না থাকে তবে যাঁহার দ্বারা প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপন পদে নিযুক্ত হন তিনি সময়ক্রমে যে কোন বিধি করিয়াছেন বা উত্তর কালে করেন সেই বিধির অনুসারে যত টাকার ও যে প্রকার স্থাবর অথবা অস্থাবর কি উভয় প্রকারের জামিন নির্দ্দিষ্ট হয় এবং ঐ পদের ভাব দৃষ্টে যেং ব্যক্তিকে জামিন দিবার হুকুম হয় সেইং জামিন ঐ সরকারী হিসাবী দিবেন। কিন্তু তাহার বিষয়ে ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতির আবশ্যক হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে কেহ কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে কোন পদে নিযুক্ত হওনপ্রযুক্ত কোন টাকা বা টাকার নিদর্শন পত্র লইবার বা আপনার জিম্মায় কিম্বা অধীনে রাখিবার ভারপ্রাপ্ত হন অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন ভূমির সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হন অথবা সরকারী আমৈনি কি টুষ্টি কিম্বা সরবরাহকার বা অন্য কোন প্রকার সরকারী

কর্ম্মকারকস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের টাকা অথবা টাকার নিদর্শন পত্র লইবার বা আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার কি কোন ভূমির সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত হন সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী হিসাবী গণ্য হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে সিরিশ্তায় কোন সরকারী হিসাবী থাকেন সেই সিরিশ্তার অধ্যক্ষ কি অধ্যক্ষেরা ঐ সরকারী হিসাবীর হিসাবে কোন ক্ষতি বা তছরুফ হইলে তাঁহার এবং তাঁহার জামিনেরদের নামে সরকারী ভূমির রাজস্বের বাকী হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির সরকারী রাজস্বের বাকী আদায়ের জন্যে এবং সেইরূপ কোন বাকীর বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়াচরণ হইয়াছে সেই ব্যক্তির খেসারতের টাকা পাইবার জন্যে যে সকল আইন এক্ষেণে চলন আছে বা উত্তর কালে হয় সেই২ আইন এই প্রকার মোকদ্দমায় খাটাইবার নিমিত্তে কার্য্যের রীতির বিষয়ে যে২ মতান্তর করা আবশ্যক হয় সেই২ মতান্তর করিয়া এইরূপে সরকারী হিসাবীর প্রতিকূলে করা কার্য্যে এবং তাঁহার দ্বারা করা কার্য্যে খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে এই আইনের অর্থের মধ্যে গণ্য কোন সরকারী হিসাবীরদের জামিনীনামার মতাচরণ করণার্থে যে সকল মহাল সরাসরীমতে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে বিক্রয় হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ তাহা উত্তম ও মাতবর জ্ঞান হইবেক এবং তাহা পুনর্ব্বিচার এবং অন্যথা হওনের যোগ্য হইবেক এবং তদপেক্ষা অধিক বা প্রকারান্তরে মাতবরপ্রভৃতি হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দেওনের আইন।

বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ঐ পদের উপলক্ষে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি টাকার মূল্যবান নিদর্শন পত্র লইবার কি আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার ভার অর্পণ হয় সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করেন অথবা তাঁহার প্রতি অর্পিত বিশ্বাসি কর্ম্মানুসারে সেই সম্পত্তিপ্রভৃতি যে অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিতে হয় তাহাছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা বা তাহার কোন অংশ কোন প্রকারে প্রতারণাক্রমে ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করেন সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছেন বোধ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে সকল ব্যক্তি আপনং পদ কি কর্ম্মের উপলক্ষে পদসম্পর্কীয় টুষ্টি এবং আসৈনি এবং টাকা গ্রহণকারী আছেন তাঁহারা এবং যে সকল জুষ্টিস অফ দি পীস ও করনর এবং অন্যান্য যেং ব্যক্তি আপন পদ অথবা কর্ম্মের উপলক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে কোন জরীমানা বা গুনাহগারী কি দণ্ডের টাকা বা অন্য টাকা প্রাপ্ত হন তাঁহারা এবং সকল সরিফ ও ছোট সরিফ ও বেইলিফ ও কর্ম্মকারক এবং অন্য যে ব্যক্তি আদালতের ডিক্রী বা হুকুম জারীক্রমে টাকা আদায় করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হন কিম্বা কোন রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের কি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের কোন নিয়মক্রমে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনক্রমে যে কোন কর বা অন্য প্রকার টাকা আদায় করণের হুকুম আছে তাহা আদায় করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা এবং পূর্ব্বের লিখিত কোন ব্যক্তিরদের দফ্তরে কি

চাকরীতে যে সকল তাবেদার আমলা ও চাকর নিযুক্ত থাকেন এবং সেই কার্য্যক্রমে তাঁহারদের জিম্মায় টাকা রাখা যায় তাঁহারা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান হইবেন এমত নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অথবা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার ব্যক্তি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করণেতে এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত অন্য প্রকার ব্যক্তিরা এই আইনের বহির্ভূত আছেন ইতি।

৩ ধারা।

ভারতবর্ষে ফৌজদারী বিচার উত্তম করণার্থ আইন এই নামবিশিষ্ট যে আক্ট পার্লিমেণ্ট মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের অধিকারের নবম বৎসরে হইয়াছিল তাহার ৯৯।১০০।১০১।১০২।১০৩।১০৪ প্রকরণ রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করা গিয়াছিল বা যে সকল কর্ম্ম করণে ক্ষান্ত হওয়া গিয়াছিল তৎসম্পর্কে ঐ আক্ট পার্লিমেণ্ট রহিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

যে প্রত্যেক কেরাণি কিম্বা চাকর আপনার মনিবের কি তাঁহার দখলে কিম্বা ক্ষমতার অধীনে থাকা কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র চুরী করে সেই ব্যক্তি এই আইনানুসারে ফেলোনিরূপে চুরী করণের দোষ যাহারদের বিষয়ে সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারদের তুল্য দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে কোন কেরাণি কি চাকর অথবা যে কোন ব্যক্তি কেরাণি অথবা চাকরের ন্যায় কি পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ কর্ম্মে থাকনপ্রযুক্ত আপনার মনিবের নামে কিম্বা তাঁহার জন্যে কোন সম্পত্তি কি টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র গ্রহণ করে বা আপন দখলে লয় সেই ব্যক্তি যদি প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক তাহা কি তাহার কোন অংশ তছরুফ করে তবে সেই ব্যক্তি আপনার মনিবের স্থানে তাহা ফেলোনিপূর্ব্বক চুরী করিয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং সেই সম্পত্তি বা টাকা কি নিদর্শন পত্র ঐ কেরাণি বা চাকর বা সেইরূপে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির প্রকৃতপ্রস্তাব দখলে থাকন বিনা অন্য কোন প্রকারে তাহা তাহার মনিবের দখলে না আইলেও সেই কেরাণিপ্রভৃতি সেইরূপ অপরাধী হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ অথবা কুঠীর প্রত্যেক অংশী ও কর্ম্মকারক ও প্রত্যেক বণিক ও সওদাগর ও গোমাশ্তা ও দালাল ও মোখ্তার বা অন্য প্রকার

এজেণ্ট সেই ব্যক্তি সামান্যতঃ এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে কি কেবল ঐ বিশেষ কর্ম্মের এজেণ্টস্বরূপ নিযুক্ত হইলে এবং সেই ব্যক্তি বেতন বিনা বা প্রকারান্তরে ঐ কর্ম্ম করিলে সেই ব্যক্তি বা এজেণ্টের প্রতি নির্ব্বিঘ্নে থাকন বা অন্য কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত যে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ হয় তাহা বিক্রয় করিতে কি বিক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতে বা বন্ধক দিতে কিম্বা ব্যয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেলে বা না দেওয়া গেলে কিন্তু সেই টাকা বা সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বা তাহার কোন অংশ কি তাহার উৎপন্ন বা উৎপন্নের কোন অংশ কোন বিশেষ অভিপ্রায়মাত্রে ব্যবহার করণের হুকুম থাকিলে সেই ব্যক্তি যদি ঐ টাকাপ্রভৃতি বা তাহার উৎপন্নের কোন অংশ যে অভিপ্রায়ে তাহার জিম্মা করা গিয়াছিল তদ্ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ব্যয় বা ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে জ্ঞান হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এইমত বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত কোন সমাজ অথবা কুঠী কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন বণিক কি সওদাগর বা মোখ্তার কিম্বা দালাল বা অন্য এজেণ্টের নায়েব গোমাশ্তা বা মুহুরীর কি চাকর যে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা কুঠীর বা ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের চাকরীতে নিযুক্ত আছেন সেই চার্টরপ্রাপ্ত সমাজপ্রভৃতির প্রতি যে অভিপ্রায়ে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ হইয়াছিল ইহা জানিয়া যদি সেই নায়েব গোমাশ্তাপ্রভৃতি যে অভিপ্রায়ে তাহা আপনার মনিব বা মনিবেরদের নিকটে অর্পণ হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা প্রতারণাক্রমে ব্যয় বা ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং সেই ব্যক্তি যদ্যপিও স্বয়ং ঐ সম্পত্তিপ্রভৃতির মালিকের দ্বারা তাহা ব্যবহার করণ কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথাপি সেই প্রকার অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের জন্যে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বিশ্বাসপূর্ব্বক দখল করিতেছে অথবা তাহা লইবার বা আপন জিম্মায় বা আপনার অধীনে রাখণের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করে কিম্বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন প্রকারে প্রতারণাক্রমে আপনার নিজ ব্যবহার বা উপকারের জন্যে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে বোধ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির এই আইনানুসারে কোন সম্পত্তি কি টাকা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র ফেলোনিমতে চুরীকরণের দোষ সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে প্রেরিত হইবার দণ্ডের যোগ্য হইবেক অথবা সাত বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রম বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

যে কোন দলীলের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন দেশ বা রাজ্যের সরকারী মূল ধন বা টাকার কিম্বা কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ কি কুঠীর মূল ধনের কোন অংশ বা লাভের অধিকারী হন অথবা তাহার অধিকারিত্ব দৃষ্ট হয় ঐ দলীল কি ঐ প্রকার কোন অংশ বা কোন লাভ হস্তান্তর করণের দলীল কিম্বা ঐরূপ কোন অংশের কোন ডিবিডেণ্ড অথবা সুদ পাইবার দলীল কি যে দলীলের দ্বারা কোন ব্যাঙ্কে আমানৎকরা টাকার অধিকার হয় কি অধিকার দৃষ্ট হয় তাহা এবং কোন নিশ্চিত বা সম্ভাবিত ঘটনার উপলক্ষে কোন টাকা দেওনের ওয়ারণ্ট অথবা হুকুম কি দলীল কিম্বা সেই ঘটনার উপলক্ষে কোন জিনিস বা মাল দাখিল করণের অথবা লইবার ওয়ারণ্টপ্রভৃতি এই আইনের অর্থের মধ্যে মূল্যবান নিদর্শন পত্র বোধ হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি অপরাধী হয় সেই ব্যক্তি ছয় কালেণ্ডর মাসের মধ্যে যত বিশেষ২ তছরুফ করিয়াছে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে প্রতারণাক্রমে যতবার কোন সম্পত্তি ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে সেই নানা অপরাধের বিষয়ে তাহার নামে একি নালিশ হইতে পারে অর্থাৎ প্রথম অপরাধ করণঅবধি শেষ অপরাধ করণপর্য্যন্ত যদি ছয় কালেণ্ডর মাস হইল তবে একি নালিশ হইতে পারে। এবং ঐরূপ কোন ট্রষ্টি অথবা সরকারী কর্ম্মকারকের হিসাবে কোন ভারি কমতির প্রমাণ হইলে যাবৎ তাহা উপযুক্তমতে বুঝান না যায় তাবৎ সেই কমতির প্রমাণ এই অপরাধের প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যদি ঐ অপরাধ কোন টাকা কিম্বা কোন ব্যাঙ্ক নোট কি ব্যাঙ্ক পোষ্ট বিল কি বণিকের চ্যাক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কিম্বা কোম্পানির কাগজ বা সেইরূপে টাকা দেওনের অন্য কোন নিদর্শন পত্রের সম্পর্কীয় হয় তবে নালিশপত্রে কোন বিশেষ প্রকার মুদ্রা অথবা বিশেষ মূল্যবান নিদর্শনপত্র বর্ণনা না করিয়া টাকা তছরুফ করণ অথবা প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার বা ব্যয় করণ কিম্বা হস্তান্তর করণের অপরাধ

তাহাতে লিখিত হইলে প্রচুর হইবেক। এবং যদি অপরাধির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি কোন সংখ্যার টাকা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফ করিয়াছে অথবা প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে যে বিশেষ প্রকার মুদ্রা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফপ্রভৃতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ না হইলেও ঐ সম্পত্তির প্রকারের বিষয়ে ঐ নালিশ সিদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন অপরাধির বিরুদ্ধে নালিশ হইলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি তছরুফ হইয়াছে অথবা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যয় কি হস্তান্তর হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে পশ্চাৎ লিখিত মতব্যতিরেকে অন্য কোন মতে বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না অথবা এই আইনের বিধির অনুসারে তাহার সাধারণ বিবরণের অতিরিক্ত আর কোন প্রকারে তাহার বিশেষ বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না। এবং যে অপরাধ হয় তাহা যদি বাদশাহের বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ পদক্রমে তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কোন সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করণ বা প্রতারণাক্রমে ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ হয় তবে আসামী ঐ চাকরীতে নিযুক্ত ছিল এবং আপনার ঐ পদোপলক্ষে সেই সম্পত্তি পাইল এবং বিষয়বিশেষে তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করিল কিম্বা প্রতারণাপূর্ব্বক তাহা ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিল ইহা নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক। এবং যদি এই নালিশ হয় যে সরকারী কর্ম্মকারকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্তমতে সম্পত্তি অর্পণ হইল এবং সেই ব্যক্তি প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে সেই সম্পত্তির সাধারণ বর্ণনা করিয়া সেই সম্পত্তি সেই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক অর্পণ হইয়াছিল ইহা নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক। সেই বিশ্বাসি কর্ম্মের অভিপ্রায় অতিসংক্ষেপে লিখিলে এবং সেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক প্রতারণাক্রমে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা লিখিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কোন সম্পত্তির অথবা কোন ব্যক্তির বা কোন পদ কি কর্ম্ম বা কার্য্যের বর্ণনার বিষয়ে বা বিশ্বাসি কর্ম্মের অভিপ্রায়ের বিষয়ে বা প্রকারান্তরের বিষয়ে যদি নালিশপত্রের বৃত্তান্ত এবং প্রমাণের বৃত্তান্তের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য হয় তবে এই আইনানুসারে অপরাধি ব্যক্তির যে আদালতে বিচার হয় সেই আদালত যদি এমত বোধ করেন যে নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির ঐ অনির্দ্দিষ্ট কিম্বা অশুদ্ধ এজহারের দ্বারা আপনার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে নাই তবে ঐ আদালত সেই নালিশপত্র সংশোধন করিতে পারেন ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনক্রমে প্রত্যেক অপরাধী যে স্থানে কয়েদ আছে বা যে স্থানে অপরাধ করিল সেই স্থানের যে আদালতে ঐ অপরাধ বিচার্য্য সেই আদালতে তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

এই আইনক্রমে কোন অপরাধি ব্যক্তির দণ্ড হইলে তাহার কুক্রিয়া বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বা কোম্পানি বাহাদুরের বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূর্ণ করণের বিষয়ে তাহার উপর কিম্বা তাহার জামিনেরদের উপর যে ঝুঁকী আছে তাহা লোপ হইবেক না বা তাহার কিছু কমান যাইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

এই প্রকারে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এই আইনানুসারে ফেলোনিক্রমে বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম করণের অভিযোগ হয় সেই ব্যক্তির বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত বিষয় বা টাকা বা সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র নিতান্ত তছরুফ করণ বা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ সাব্যস্ত না হইলে ও যদি তাহার বিরুদ্ধে এই প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি যে টাকা পাইল অথবা ব্যয় করিল কি তাহার প্রতি যে টাকা বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত হইয়াছিল তাহার কিম্বা তাহার নিকটে অর্পিত বা তাহার অধীনে থাকা জিনিস বা টাকার বাকীর মিথ্যা কৈফিয়ৎ অথবা হিসাব জানিয়া শুনিয়া দিয়াছে অথবা দাখিল করিয়াছে তবে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনাক্রমে জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই জরীমানার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রমবিনা এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ফেলোনিপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে আদালতে দোষী হয় সেই ব্যক্তির ঐ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মিথ্যা হিসাব দেওনের বিষয়ে দণ্ড হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১১ ধারার কার্য্য বিস্তার করণের আইন।

যেহেতুক যথার্থ বিচার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে করিবার নিমিত্তে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধান বিস্তার করা এবং মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিত-হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ বিধান খাটান বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত-মতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১১ ধারা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি মুনসেফেরদের আদালতে উপ-স্থিত হওয়া সকল মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

আদালত আপনার রোয়দাদে যে২ বিষয় সাব্যস্ত করণের হুকুম লেখেন সেই২ বিষয়ের কিম্বা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারানুসারে যে২ বিষয়ের প্রমাণের আবশ্যক আছে সেই২ বিষয়ের প্রতি ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধান খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

চোরা সম্পত্তির মূল্য ফিরিয়া দেওনের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক সম্পত্তির বিষয়ে যেং ব্যক্তির কোনং অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেইং ব্যক্তির যে দণ্ড এক্ষণে নিরূপণ আছে তাহার অতিরিক্ত সেইং ব্যক্তির জরীমানার দণ্ড করিতে এবং ঐ অপরাধের দ্বারা যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারার্থে ঐ জরীমানা ব্যয় করিতে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে নানা ফৌজদারী আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

ডাকাইতী বা চুরী বা তছরুফ অথবা জানিয়া শুনিয়া চোরা জিনিস গ্রহণ করণ কি ঠগান বা সম্পত্তি অন্যায়রূপে আপনার জন্যে ব্যবহার করণ অথবা এইমত কোন অপরাধের সাহায্য করণ কি জ্ঞাত হওনের অপরাধ যেং ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় সেইং ব্যক্তিকে উক্ত রাজ্যের মধ্যে সকল ফৌজদারী আদালত যে দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তাহার অতিরিক্ত জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন। কিন্তু ঐ অপরাধের দ্বারা নানা ব্যক্তির যে ক্ষতি হইয়াছিল দৃষ্ট হয় সেই ক্ষতির অতিরিক্ত জরীমানা হইবেক না এবং ঐং আদালত উক্ত জরীমানায় যাহা পাওয়া যায় তাহা অথবা তাহার কোন অংশ আপনং বিবেচনাক্রমে উক্ত নানা ব্যক্তিকে দিতে এবং তাহারদের উপকারার্থে তাহারদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

আদালতের হুকুমক্রমে অপরাধিরদের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের দ্বারা ঐ জরীমানার টাকা উসুল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বিচারকর্ত্তারদের রক্ষা করণের আইন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা বিচারকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারদের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যখন কোন জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বিচারকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তখন আপনার বিচার কার্য্যের ভারানুসারে যে কোন কর্ম্ম করেন কিম্বা করিতে হুকুম দেন সেই কার্য্য তাঁহার এলাকার সীমার মধ্যে হইলে কি না হইলে সেই কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না অর্থাৎ যে কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ হয় সেই কর্ম্ম করিতে বা তাহা করণের হুকুম দিতে যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতপ্রস্তাব বিশ্বাস ছিল তবে তাঁহার নামে ঐরূপ নালিশ হইতে পারে না। এবং কোন জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কেহ বিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহার আইনানুযায়ি ওয়ারণ্ট কি হুকুম কোন আদালতের যে আমলা বা অন্য ব্যক্তির অবশ্য জারী করিতে হয় সেই আমলাপ্রভৃতির যে ওয়ারণ্ট অথবা হুকুম ওয়ারণ্টদেওনিয়া ব্যক্তির এলাকার মধ্যে হইলে তাহা জারী না করিলে নয় সেই প্রকার ওয়ারণ্ট বা হুকুম জারী করণের বিষয়ে ঐ আমলাপ্রভৃতির নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ ইহতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধ করণের বিষয়ি আইন।

বালকবালিকারা এবং বিশেষতঃ যে অনাথ এবং দরিদ্র বালক ধর্ম্মার্থ আলয়েতে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যে শিল্প ও ব্যবসায় ও কর্ম্মের দ্বারা উপজীবিকা পাইতে পারে সেই শিল্পপ্রভৃতি তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শিখাইবার জন্যে পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

দশ বৎসরের অধিক এবং আঠারো বৎসরের অনধিকবয়স্ক কোন বালক-বালিকা কোন শিল্প কি ব্যবসায় বা কর্ম্ম শিখিবার জন্যে তাহার পিতা বা রক্ষক-কর্ত্তৃক আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তপত্রের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা সাত বৎসরের অধিক হইবেক না এবং তাহার বিষয়ে এই নিয়ম থাকিবেক যে বালক হইলে সম্পূর্ণ একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের পর অথবা বালিকা হইলে তাহার বিবাহ হওনের পর ঐ বন্দোবস্ত প্রবল থাকিবেক না ইতি।

২ ধারা।

মনিবের ঐ আপ্রেণ্টিসকে আপনার চাকরীতে রাখনের স্বত্বের বিষয়ে যদি কোন বিবাদ জন্মে তবে বন্দোবস্তপত্রে ঐ বালক বালিকার যে বয়স্ লেখা আছে তাহা বালকবালিকার বয়সের বিষয়ে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কোন অনাথ কিম্বা পিতামাতাকর্ত্তৃক ত্যক্ত বালকবালিকার পক্ষে অথবা তাঁহার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে কোন বালকবালিকার নামে বেটুয়ামী করণের কি কোন ক্ষুদ্র অপরাধ করণের দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে এই আইনানুসারে রক্ষকের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যে অনাথ অথবা দরিদ্র বালকবালিকা ধর্ম্মার্থালয়ে প্রতিপালিত হয় সেই ধর্ম্মার্থালয়ের অধ্যক্ষ কি কর্ত্তা বা সরবরাহকার তাহার রক্ষকস্বরূপ এই নিমিত্তে ঐ বালকবালিকাকে আপ্রেণ্টীসী কর্ম্মে বদ্ধ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে কোন বন্দর ১৮৪১ সালের ১০ আইনানুসারে রেজিষ্টরীকরণের বন্দরের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বন্দরের এবং বাণিজ্যার্থে ঐ বন্দরে গমনাগমনকারি কোন রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের মালিক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা হইলে তাঁহার নিকটে এইমত কোন বালক সমুদ্রীয় কর্ম্মের নিমিত্তে আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে। এবং সেই জাহাজ সেই প্রকার ব্যক্তির সম্পত্তি হইলে এবং কোন ব্রিটনীয় প্রজা তাহার অধ্যক্ষ হইলে ঐ বালক সেই জাহাজে নিযুক্ত হইবেক এবং নিযুক্ত থাকন সময়ে তাহাকে নাবিকের ব্যবসা ও কার্য্য শিক্ষা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এইমত কোন বন্দরসম্পর্কীয় কোম্পানি বাহাদুরের যে কোন জাহাজে ব্রিটনীয় প্রজা অধ্যক্ষ হন সেই জাহাজে ঐরূপ কোন বালক সমুদ্রীয় কর্ম্মে সেই প্রকার আপ্রেণ্টিসস্বরূপ বদ্ধ হইতে পারে। এবং তাহা হইলে ঐ বন্দোবস্ত ঐ বন্দরের মাষ্টর এটেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে অথবা ঐ নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে করা যাইবেক এবং যে জাহাজে ঐ আপ্রেণ্টিস সময়ক্রমে খাটিবেক তাহা ঐ কর্ম্মকারক নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

সমুদ্রীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আপ্রেণ্টিস যে ব্যক্তির নিকটে বদ্ধ হয় সেই ব্যক্তি যে জাহাজে তাহাকে কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ অথবা মালিম এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে সেই ব্যক্তির এজেণ্টের ন্যায় জ্ঞান হইবেন ইতি।

৮ ধারা।

আপ্রেণ্টিসের প্রত্যেক বন্দোবস্ত লিখনের দ্বারা করা যাইবেক এবং তাহা এই আইনের শেষের লিখিত (A) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার অনুযায়ি করা যাইবেক। এবং তাহার মধ্যে বন্দোবস্তের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তাহাতে আপ্রেণ্টিসের বয়স্ এবং যে মিয়াদের নিমিত্তে সেই বালক বদ্ধ হইয়াছে তাহা এবং তাহাকে যাহা২ শিক্ষা করাণ যাইবেক তাহা বিশেষরূপে লিখিত থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে ব্যক্তির নিকটে এবং যে ব্যক্তির দ্বারা আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হয় তাঁহার দ্বার এবং ঐ আপ্রেণ্টিসের বদ্ধ হওনের সময়ে চৌদ্দ বৎসর অথবা ততোধিক বয়স হইলে তাহার দ্বারা এইমত প্রত্যেক বন্দোবস্তপত্রে সহী হইবেক। কিন্তু যখন ঐ আপ্রেণ্টিস কোন ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষ কি কর্ত্তা বা সরবরাহকারের দ্বারা বদ্ধ হয় তখন তাঁহারদের মধ্যে দুই জনের কিম্বা তাঁহারদের সেক্রেটারী অথবা কর্ম্মকারকের সহী হইলে আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধকারি ব্যক্তিরদের পক্ষে তাহা প্রচুর হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এমত কোন আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তপাত্রে যদি উপরের উক্তমতে দস্তখৎ না হয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না এবং যে স্থান অথবা জিলাতে তাহাতে সহী হয় সেই স্থান ব জিলার প্রধান মাজিস্ট্রেট সাহেবের দপ্তরে যাবৎ তাহা দাখিল না হয় তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। অথবা যদি আপ্রেণ্টিস সমুদ্রীয় কার্য্যে নিযুক্ত হয় তবে যে বন্দরে আপ্রেণ্টিস আপনার চাকরী আরম্ভ করিবেক সেই বন্দরের জাহাজের রেজিষ্টরী করণ কর্ম্মে ১৮৪১ সালের ১০ আইনানুসারে নিযুক্তব্যক্তির দফ্তরে যাবৎ তাহা দাখিল না হয় তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। এবং যে ব্যক্তির দফ্তরে এইমত কোন বন্দোবস্তপত্র দাখিল হয় সেই ব্যক্তি ঐ বন্দোবস্তসম্পর্কীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার দস্তখৎকরা এক নকল দিবেন। এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারক সাহেবের হস্তাক্ষরের বিশেষ প্রমাণ না হইলেও ঐ দস্তখৎহওয়া নকল ঐ বন্দোবস্তের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

ঐ বন্দোবস্তসম্পর্কীয় উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের অথবা তাহারদের স্থলাভিষিক্তেরদের সম্মতি হইলে এবং আপ্রেণ্টিস চৌদ্দ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক হইলে তাহার সম্মতি হইলে ঐ খাটনির নিয়ম আপ্রেণ্টিসী মিয়াদের কোন কালে মতান্তর হইতে পারে অথবা ঐ বন্দোবস্ত একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে মতান্তরের বিষয়ে সম্মতি হয় তাহা কিম্বা ঐ বন্দোবস্তের নিবৃত্ত করণ কার্য্য আসল বন্দোবস্তপত্রে লিখিতে হইবেক এবং এই আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরদের সহী তাহাতে থাকিবেক। এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া অন্য কর্ম্মকারক সাহেব আপন দফ্তরে যে নকল থাকে তাহার পৃষ্ঠে সেইরূপ কথা লিখিবেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং সেই নকল তৎসময়ে সেই নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আনান যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এই আইনানুসারে যে আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হয় তাহার মনিব যাঁহারদের দ্বারা সেই বালক বদ্ধ হইল তাঁহারদের সম্মতিক্রমে এবং আপ্রেণ্টিস চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক

হইলে তাহার সম্মতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি আপ্রেণ্টিসের বাকী মিযাদের জন্যে এবং সেই বন্দোবস্তের নিযমক্রমে তাহাকে লইতে চাহেন তাঁহার নিকটে ঐ আপ্রেণ্টিসকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সেই অন্য ব্যক্তি স্বহস্তে বন্দোবস্তপত্রের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বারা ইহা স্বীকার করিবেন যে আমি ঐ আপ্রেণ্টিসকে লইলাম এবং বন্দোবস্তপত্রের মধ্যে মনিবের কর্ত্তব্য যে সকল করার ও নিযম লিখিত আছে তাহার দ্বারা আমি বদ্ধ আছি এবং অন্য ব্যক্তিরদেরও সম্মতি সেইরূপে সেই বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবেক এবং তাহাতে তাঁহারা দস্তখৎ করিবেন। এবং এইরূপ প্রত্যেক অর্পণ সরকারী দফ্তরে বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে তাহাতেও এই আইনের শেষের লিখিত (B) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে লেখা যাইবেক এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিস্টরীকরণিযা কর্ম্মকারক সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে বদ্ধহওয়া কোন আপ্রেণ্টিসের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে যদি ঐ দেশের মধ্যে কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে এইমত নালিশ হয যে তাহার মনিব কি যে এজেণ্টের নিকটে ঐ মনিব ঐ আপ্রেণ্টিসকে নিযুক্ত করিযাছেন তিনি ঐ আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তের অনুসারে তাহাকে আহারাদি দিতে কি শিখাইতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিযাছেন কিম্বা তাহার প্রতি নির্দ্দযাচরণ করিযাছেন বা প্রকারান্তরে কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন তবে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ মনিব অথবা বিসযবিশেষে তাঁহার এজেণ্ট যদি তাঁহার এলাকার মধ্যে বাস করেন তবে তাঁহাকে ঐ নালিশের জওযাব দিবার জন্যে সমনে লিখিত ওয়াজিবী কোন সময়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে তলব করিতে পারেন। এবং সমন জারী হওনের প্রমাণ হইলে মনিব বা এজেণ্ট নির্দ্দিষ্ট সমযে হাজির হইলে বা না হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেব নালিশের বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এবং তাহার প্রমাণ হইলে ঐ আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করিতে পারেন এবং আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হওনের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহার চারিগুণের অনধিক আপ্রেণ্টিসের নিমিত্তে তাহার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের কোন ওযাজিবী টাকার জরীমানা করিতে পারেন অথবা যদি কোন পুরস্কার না দেওয়া গিয়াছিল অথবা যদি সেই পুরস্কার পঞ্চাশ টাকার কম ছিল তবে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন। এবং যদি অপরাধিব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা না দেন তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন এবং যদি অপরাধি ব্যক্তি তাহার মনিব না হন কিন্তু মনিবের এজেণ্ট হন তবে সেই মনিবেরো জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

যদি আপ্রেণ্টিসের কুব্যবহারের জন্যে তাহার মনিব অথবা তাহার মনিবের এজেণ্ট কোন পিতা আপন পুত্রের আইনমত যে শাসন করিতে পারেন সেইমত কোন লঘু শাসন করেন তবে সেই নিমিত্তে কোন আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্ত রহিত হইবেক না এবং মনিব বা মনিবের এজেণ্ট কোন ফৌজদারী নালিশের যোগ্য হইবেন না। এবং যদি মনিব অথবা মনিবের এজেণ্ট আপনার আপ্রেণ্টিসের উপর এইমত কোন চড়াউ অথবা অন্য কোন অত্যাচার করেন যে আপনার পুত্রের বিরুদ্ধে করিলে দণ্ডনীয় হইতেন তবে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করণের বিধির দ্বারা ঐ মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টের প্রতিকূলে কোন ফৌজদারী নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করণের কোন কার্য্য হইলে বা না হইলে সেইরূপ নালিশ হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে আপ্রেণ্টিস কোন মনিবের নিকটে বদ্ধ হয় সেই আপ্রেণ্টিসের কুব্যবহারের বিষয়ে যদি মনিবের দ্বারা কি মনিবের পক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হয় অথবা যদি সেই আপ্রেণ্টিস পলায়ন করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আপ্রেণ্টিসকে গ্রেফ্তার করণার্থে আপনার পরওয়ানা দিতে পারেন এবং সেই নালিশ শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং সেই অপরাধী যদি বালক হয় তবে ফৌজদারী জেলখানা ভিন্ন কোন কর্জ্জদারের কারাগারে অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে রাখিবার হুকুম করিয়া ঐ অপরাধির দণ্ড করিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ এক মাস মিয়াদের মধ্যে এক সপ্তাহপর্য্যন্ত অপরাধিকে একাকিরূপে কয়েদ করিতে পারেন এবং ঐ মিয়াদ-পর্য্যন্ত যে খোরাকীর হুকুম করেন তাহা ঐ মনিব কি মনিবের এজেণ্ট তাহার প্রতি-পালনার্থে দিবেন। এবং ঐ অপরাধী যদি চৌদ্দ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপ্রকাশ স্থানে বেত্রঘাত করিবার হুকুম দিতে পারেন। অথবা যদি অপরাধী বালিকা হয় কিম্বা বালক হইলেও যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকার দণ্ড অনুচিত বোধ করেন তবে তিনি ঐ আপ্রেণ্টিসের মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টকে ঐ অপরাধিকে আপনার বাটিতে অথবা যে জাহাজে নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে এক মাসের অনধিক মিয়াদে অতিকঠিন কয়েদে রাখিতে এবং তাহাকে কেবল জল আর রুটী অথবা অন্য যে কোন প্রকার সামান্য আহার খাইয়া আপ্রেণ্টিসের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন না হয় সেই মত আহার দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৬ ধারা।

যদি আপ্রেণ্টিসের খামখা ও অনবরত কুব্যবহারের বিষয়ে নালিশ হয় তবে সেই নালিশ প্রমাণ হইলে বা না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মনিবের দাওয়াক্রমে আপ্রেণ্টিসের

বন্দোবস্ত রহিত করিবার হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই নালিশের প্রমাণ না হয় তবে আপ্রেণ্টিসের এবং তাহার পিতার কি রক্ষকের সম্মতি না হইলে বন্দোবস্ত রহিত হইবেক না। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া যেমত তাঁহার উচিত বোধ হয় সেইমত ঐ আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধ করণের সময়ে মনিবকে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে সেই পুরস্কার সমুদয় বা তাহার কতক অংশ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক বা না যাইবেক। এবং এই-রূপে যত টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীনে ঐ আপ্রেণ্টিসের উপকারার্থে ব্যয় হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে আপ্রেণ্টিসের পক্ষে যে টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য মনিবের নিকটে তাহাকে বদ্ধ করণেতে অথবা প্রকারান্তরে তাহার উপকারের জন্যে ব্যয় করিবার হুকুম করিতে পারেন কিম্বা সেই ব্যক্তি যখন আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইল তখন যে ব্যক্তি সেই পুরস্কার দিলেন তাঁহাকে তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

নালিশের কারণ হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি নালিশ না হয় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনক্রমে আপ্রেণ্টিসের বিরুদ্ধে তাহার মনিবের নালিশ শুনিতে পারিবেন না। অথবা যদি সেই নালিশের কারণ জাহাজের যাত্রার সময়ে জাহাজে হইয়া থাকে তবে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা কোন স্থানে জাহাজ পঁহুছনের পর এক মাসের মধ্যে তাহার নালিশ না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিবেন না। এবং কোন আপ্রেণ্টিস আপনার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের নামে এই আইনক্রমে নালিশ করিলে যদি সেই নালিশের কারণের পর তিন মাসের মধ্যে নালিশ না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিবেন না অথবা যদি জাহাজের যাত্রার সময়ে সেই নালিশের কারণ জাহাজের উপর হইয়া থাকে তবে ঐ রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা স্থানে জাহাজ পঁহুছনের পর তিন মাসের মধ্যে না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ নালিশ শুনিবেন না ইতি।

১৯ ধারা।

আপ্রেণ্টিসের মিয়াদ সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে যদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন তবে আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্ত তদ্দ্বারা রহিত হইবেক এবং আপ্রেণ্টিসকে ঐ মনিবের নিকটে বদ্ধ করণের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে অংশ মিয়াদের অবশিষ্ট কাল হিসাব করিয়া হয় তাহা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিহইতে একসেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পুরস্কার দিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে ফিরিয়া

দিবেন। কিন্তু যে ব্যবসাতে ঐ আপ্রেণ্টিস নিযুক্ত ছিল যদি মৃত মনিবের এক্সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর সেই ব্যবসা চালাইতে থাকেন এবং যদি মৃত মনিবের মরণের পর তিন মাসের মধ্যে আসল বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে ঐ আপ্রেণ্টিসকে রাখিতে লিখনের দ্বারা প্রস্তাব করেন তবে মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট ঐ পুরস্কারের জন্যে সকল দায়হইতে খালাস হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে যদি ঐ আপ্রেণ্টিসকে রাখনের প্রস্তাব করা যায় তবে তাহা আপ্রেণ্টিসের আসল বন্দোবস্তের মধ্যে এক্সেকিটর এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লেখা যাইবেক এবং থাকিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারকের দ্বারা দফ্তরে ঐ বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে তাহাতে সেই বিষয় লেখা যাইবেক। এবং যে এক্সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর আপ্রেণ্টিসকে এইরূপে রাখেন তাঁহারদের নিকটে ঐ আপ্রেণ্টিসী মিয়াদের অবশিষ্ট কালের জন্যে আপ্রেণ্টিস বদ্ধ থাকিবেক ইতি।

২১ ধারা।

আপ্রেণ্টিসী সময়ের মধ্যে যদি এই আইনের দ্বারা বদ্ধ কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন তবে ঐ মনিব যে সম্পত্তি রাখিয়া মরিলেন তাহাহইতে মনিবের মরণঅবধি তিন মাসপর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিসের ভরণপোষণ পাইবার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ তিন মাসের মধ্যে ঐ আপ্রেণ্টিস ঐ মনিবের এক্সেকিটর বা আডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে অথবা যে ব্যক্তিকে তাঁহারা নিযুক্ত করেন তাঁহার সঙ্গে বাস করিবেক ও তাঁহার নিমিত্তে খাটিবেক ইতি।

২২ ধারা।

আপ্রেণ্টিসী সময়ে যদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিবের প্রতিকূলে দেউলিয়ার কমিস্যন বাহির হয় অথবা যোত্রহীনতা কর্ম্ম করিযাছেন এমত নির্দ্ধার্য্য হয তবে ঐ আপ্রেণ্টিস আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তহইতে মুক্ত হইবেক এবং যদি আপ্রেণ্টিসী কর্ম্মে বদ্ধ করণের সময়ে আপ্রেণ্টিসের পক্ষে কোন পুরস্কার দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ আপ্রেণ্টিস অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা সে বদ্ধ হইয়াছিল সেই ব্যক্তি দেউলিয়া বা যোত্রহীনের সম্পত্তির উপর কর্জের ন্যায় সেই টাকার বিষয়ে দাওয়া করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল ব্রিটনীয় প্রজা যেখানে জন্মিয়া থাকেন বা যাঁহার সন্তান হন তাঁহারা এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শহরের

বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অন্য সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের আদালত ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার অধীন হইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

উক্ত শহরের বাহিরে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপর হুকুমের তারিখের পর যে সেশন আদালতের তাবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব থাকেন সেই আদালতে এক মাসের মধ্যে আপীল হইতে পারে ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "মনিব" এবং "মালিক" এবং "ব্যক্তি" এবং "তিনি" এইং কথা যেমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় তেমনি নানা ব্যক্তিকেও বুঝায় এবং যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রীকেও বুঝায় এবং যেমন বিশেষং ব্যক্তিকে বুঝায় তেমনি চাটরপ্রাপ্ত সমাজকে বুঝায় কিন্তু যদি পূর্ব্বাপর কথা দেখিয়া এইরূপ অর্থ করা অসঙ্গত বোধ হয় তবে বুঝাইবেক না ইতি।

A চিহ্নিত তপসীল।

বন্দোবস্তের পাঠ।

এই বন্দোবস্ত অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের A B এবং অমুক স্থানের C Dর সঙ্গে করা গেল। তাহার নিয়ম এই যে উক্ত A B অদ্য সম্পূর্ণ এতবয়স্ক উক্ত A Bর E F নামক পুত্র কি কন্যাকে (অথবা A B ও E Fর পরস্পর অন্য যে কুটুম্বতা থাকে তাহা এই স্থানে লিখিতে হইবেক) এই তারিখঅবধি এত বৎসর পর্য্যন্ত (কিম্বা কন্যা হইলে যদি ইহার মধ্যে বিবাহ হয় তবে বিবাহের সময়পর্য্যন্ত এই কথাও লিখিতে হইবেক) উক্ত C Dর সঙ্গে বাস করিতে ও তাহার নিকটে আপ্রেণ্টিসস্বরূপ খাটিতে বদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সমুদয় মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিস আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সকল উচিত কার্য্যে রীতিমত ও বিশ্বস্তরূপে ঐ C Dর সেবা করিবেক এবং উক্ত C D ও তাহার পরিবারের প্রতি সকল বিষয়ে অতিসরলতা ও বিহিতমতে ও আজ্ঞাধীনরূপে আচার ব্যবহার করিবেক। এবং উক্ত C Dকে (উক্ত A B এত টাকার যে পুরস্কার দিয়াছে সেই পুরস্কার উক্ত C D পাইয়াছেন এই তফসীলের দ্বারা স্বীকার করেন। সেই পুরস্কারের জন্যে এবং)* উক্ত E F বিশ্বস্তরূপে যে সেবা করিবেক তাহার জন্যে

---

* যদি পুরস্কার না দেওয়া যায় তবে ( ) এই চিহ্নের মধ্যের কথা লিখিতে হইবেক না।

উক্ত C D আপনি ও তাহার একুসেকিটর ও আডমিনিষ্ট্রেটর উক্ত A Bর সঙ্গে ও তাহার একুসেকিটর ও আডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে এই একরার ও বন্দোবস্ত করিতেছেন যে তিনি উক্ত E Fকে ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত অমুক কর্ম্ম ও কার্য্য ও ব্যবসা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে আপনি বা অন্যের দ্বারা তাহাকে শিখাইবেন। এবং আরো ঐ সময়-পর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিসকে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ও প্রচুর আহার ও পোশাক ও বাসস্থান ও শোবার খরচ এবং আপ্রেণ্টিসের জন্যে অন্য যে সকল বিষয় আবশ্যক ও ওয়াজিবী হয় তাহা তাহাকে দিবেন (এবং যদি কোন বিশেষ নিয়ম হয় তাহা এইখানে লিখিতে হইবেক।)

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা ইহার মধ্যে লিখিত বৎসর ও তারিখে এই বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ ও মোহর করিলেন।

A. B. (মোহর)

C D (মোহর)

B চিহ্নিত তফসীল।

অর্পণ করণের হুকুমের পাঠ।

(আসল বন্দোবস্তপত্রের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক।)

সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের C D এবং তাহার আপ্রেণ্টিস E F এবং অমুক স্থানের J K অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট G H সাহেবের নিকটে স্বয়ং হাজির হইয়া ইহা কহিলেন যে আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত E F উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ ছিল সেই বন্দোবস্তপত্র উক্ত J Kর নিকটে অর্পণ হয় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উক্ত E Fকে স্বয়ং জিজ্ঞাসাকরণের দ্বারা এবং অন্য উপযুক্ত প্রকারে ও নিয়মের দ্বারা এই হৃদ্বোধ হইল যে উক্ত অর্পণেতে উক্ত E Fর উপকার হইবেক এবং তাহা

(উক্ত E Fর এবং) [১] আইনমতে অন্য যে সকল ব্যক্তিকে সম্মত করণের আবশ্যক আছে তাঁহারদের সম্মতিক্রমে হইতেছে অতএব উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অর্পণ স্বীকার করেন। এবং যে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত E F অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যবসা বা কর্ম্ম বা কার্য্য শিখিবার জন্যে আপ্রেণ্টিসস্বরূপ উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ হইয়াছিল তাহা উক্ত J K প্রথমে সেই বন্দোবস্তের কর্ত্তা হইলে এবং C Dর স্থানে ও তাহার পরিবর্ত্তে তাহাতে সহী করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ বন্দোবস্ত অদ্যাবধি ঐ মিয়াদের শেষপর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবেক। এবং উক্ত C D যে সকল করার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিতে উক্ত J K এবং তাঁহার একসেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর বদ্ধ হইবেন এবং উক্ত E F যেরূপে উক্ত বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ ছিল সেইরূপে ঐ ব্যক্তি এইঅবধি উক্ত J Kর নিকটে বদ্ধ হইবেক।

C. D. E. F. J. K.

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত C D এবং E F এবং J K পূর্ব্ব লিখিত সন ও তারিখে এই পত্রে আমার সম্মুখে সহী করিয়াছেন।

G. H. মাজিষ্ট্রেট।

---

[১] যদি E F চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক না হয় তবে ( ) এই চিহ্নের মধ্যের কথা লিখিতে হইবেক না।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কটকের পেশকসী মহালের সীমাসরহদ্দ নির্ণয় করণের আইন।

যেহেতুক জিলা কটকের মধ্যে যে কতক জঙ্গল কি পর্ব্বতীয় জমীদারী বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৬ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এবং ঐ জিলাতে ময়ূরভঞ্জের মহাল উক্ত আইনের দ্বারা সরকারী রাজস্বের বন্দোবস্ত ও আদায় করণের বিষয়ি আইনের কার্য্যহইতে কিঞ্চিৎ কাল বহির্ভূত হইয়াছিল এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১৩ আইনের দ্বারা পোলীসের প্রতিপালনের এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের বিষয়ি আইনের কার্য্যহইতে কিঞ্চিৎ কালপর্য্যন্ত বহির্ভূত হইয়াছিল এবং যেহেতুক ঐ২ জমীদারীর সীমাসরহদ্দের বিষয়ি বিবাদ যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন গতিকে উক্ত কোন জমীদারী অথবা বোআদ ও আট মল্লিকের কিল্লা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের অধীন মহালের মধ্যের সীমা লইয়া বিবাদ হয় সেই প্রত্যেক গতিকে সেই বিবাদ জিলা কটকের পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের স্থানে যে উপদেশ পান তদনুসারে প্রথমতঃ তাঁহার দ্বারা শুনা যাইবেক ও বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব তাঁহার নিষ্পত্তি মঞ্জুর করিলে তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তিঅনুসারে ঐ বিরোধি ভূমি যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার থাকে তাহারদিগকে পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দখল দেওয়াইয়া ঐ নিষ্পত্তি জারী করিবেন ইতি।

সমাপ্তং।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে এমত হুকুম হইয়াছিল যে "দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষ ভিন্ন২ মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষ হিন্দু ও অন্য পক্ষ মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল বিধিব্যতিরেকে ঐ২ লোকের যে২ স্বত্ব হইত সেই২ স্বত্বের হানি ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না" এবং যেহেতুক ঐ আইনের মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইলে উপকার হইবেক অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এক্ষণে চলিত যে কোন আইন কি ব্যবহারের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ধর্ম্ম সম্পর্ক হইতে বহির্ভূত হইলে অথবা জাতিভ্রষ্ট হইলে তাহার স্বত্ব কি সম্পত্তি জব্দ হয় অথবা উত্তরাধিকারিত্বের কোন স্বত্বের কোন প্রকারে বিঘ্ন কি অপকার হয় এমত বোধ হইতে পারে সেই আইন কি ব্যবহার কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের মধ্যে এবং উক্ত দেশে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের মধ্যে আইনস্বরূপ আর প্রবল থাকিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থানপর্য্যন্ত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নিদ্ধারণক্রমে তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত যে২ ক্ষমতানুসারে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতাভিন্ন এবং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৮ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য স্থানে ভূমির রাজস্ব যেরূপে নির্ণয় আছে এবং সরাসরীরূপে আদায় হইতেছে কলিকাতার মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা ভূমির রাজস্ব সেইরূপে নির্ণয় ও সরাসরীমতে আদায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

শহর কলিকাতার মধ্যে যে সকল করের যোগ্য ভূমি কোম্পানি বাহাদুরের সম্পত্তি নহে অথচ তাহার করের নিরিখ নিশ্চিত নাই অথবা যে সকল ভূমির উপর ইহার পূর্ব্বে কর ছিল না সেই সকল ভূমির উপর কাটা প্রতি তিন আনা নিরিখে কর বসান যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতার মধ্যে যে সকল লাখেরাজ ভূমির ষাইট বৎসরঅবধি অনবরত নিষ্করুরূপে দখল হইয়া আসিতেছে তাহার সনদ সিদ্ধ হইবেক। এবং কলিকাতার মধ্যে বৃটনীয় গবর্ণমেণ্টের শেষ না হওয়া দানপত্রক্রমে যে কোন লাখেরাজ ভূমির দখল হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহাছাড়া অন্য সকল লাখেরাজ ভূমির সনদ অসিদ্ধ বোধ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

যদি কলিকাতার মধ্যে কোন ভূমির মালিক অথবা কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে প্রাপ্ত পাট্টাক্রমে কলিকাতার মধ্যে ভূমির দখীলকার কোন ব্যক্তি কালেক্টর

সাহেবের লিখিত দাওয়া হইলে সেই ভূমির উপর যে কর ধার্য্য আছে অথবা পাট্টাক্রমে তাহার যে খাজানা দেয় তাহা দিতে অস্বীকার অথবা ত্রুটি করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির মালিক বা পাট্টাদারের দ্রব্য অথবা সম্পত্তি যেখানে পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা সেই টাকা আদায় করিতে পারেন অথবা সেই ভূমির রাইয়ত কি দখীলকারের উপর লিখিত দাওয়া করণের পর যদি সেই ব্যক্তি এইরূপে আইনমতে যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের দ্বারা শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই বিধানানুসারে সেই ভূমির উপর যে কোন দ্রব্য এবং সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলামের দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিতে পারেন। এবং এইমত কোন ক্রোক ও নীলামের নিমিত্তে উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিস্যনর সাহেবের যে সকল ক্ষমতা থাকে কালেক্টর সাহেবেরো সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক এবং উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে উক্ত আদালতের বেইলিফ ও যাচনদার এবং প্রধান ক্লার্কের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কালেক্টর সাহেব আপনার কোন আমলারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের ও তাহারদের আদালতের বিষয়ে উক্ত আইনের সকল বিধান এই আইন জারী করণের কার্য্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার সিরিশ্তার বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যে রাইয়ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তি আপনার ভূমির কর একেবারে কোম্পানি বাহাদুরকে না দেয় সেই রাইয়ত বা দখীলকার যদি সেই করের টাকা দেয় অথবা তাহার সম্পত্তি যদি ক্রোক ও নীলাম হয় তবে সেই ব্যক্তি আপনার ভূম্যাদির মালিককে তৎপরে যে খাজানা দিতে হয় সেই খাজানাহইতে ঐ করের টাকা বা সম্পত্তির মূল্য বাদ দিতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির কর বা খাজানার বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের যে দাওয়া থাকে তাহা সেই ভূমির উপর অন্যং সকল দাওয়াঅপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেক অথবা সেই ভূমিতে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর আর যে কোন দাওয়া হইতে পারে তদপেক্ষা কোম্পানি বাহাদুরের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

যদি বাকি খাজানার জন্যে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া স্বীকার না করা যায় তবে দাবীর টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকটে আমানৎ না হইলে ক্রোক ও নীলামের কার্য্য স্থগিত হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

কলিকাতা শহরের মধ্যে যে বাকী রাজস্ব অথবা কর এই আইন জারী হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা হয় তাহা যে সময়ে দেয় হয় তাহার পর ছয় বৎসরের মধ্যে অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা তাহা দেয় হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোখ্তার তদ্বিষয়ে লিখিত স্বীকারপত্র দিলে তাহার তারিখের পর ছয় বৎসরের মধ্যে আদায় হইতে পারে এবং তাহার পরে আদায় হইতে পারে না ইতি।

৮ ধারা।

যখন এই আইনক্রমে কোন ভূমি লাখেরাজরূপে অথবা নিষ্করমতে দখল করণের দাওয়া হয় তখন কালেক্টর সাহেব সে দাওয়ার বিষয়ের তদারক করিবেন এবং দাওয়াদার যে সকল সাক্ষ্য প্রস্তাব করে অথবা যেং প্রমাণ সরকারী রোয়দাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা লইবেন এবং সেই মোকদ্দমায় আপনার কার্য্যের ও নিষ্পত্তির রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের বিবেচনার জন্যে তথায় পাঠাইবেন। যদি কমিস্যনর সাহেব সেই দাওয়া মাতবর বোধ করেন তবে তিনি তদনুসারে হুকুম করিবেন এবং তাঁহার সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদি ঐ দাওয়ার মাতবরীর বিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধ না হয় তবে কালেক্টর সাহেবকে সেই ভূমির উপর কর বসাইতে হুকুম দিবেন এবং দাওয়াদার তৎপরে পশ্চাৎ লিখিতমতে দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবের ঐ দাওয়ার বিষয়ে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কি তাঁহার তাবে কোন আমলার কর্ত্তব্য কার্য্য করণের সময়ে তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করে অথবা তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করে তবে শহর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং সেই টাকা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত সাধারণ জেলখানায় কয়েদের যোগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের পূর্ব্বে টাকা দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের খোলা কাছারীতে অথবা দফ্তরখানায় যদি তাঁহার সম্মুখে কোন অবজ্ঞা হয় তবে তিনি তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এবং সেই টাকা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু এইমত জরীমানার অথবা কয়েদের প্রত্যেক হুকুমের উপর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে কার্য্য করণেতে কালেক্টর সাহেব রীতিমত উপরিস্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

কলিকাতাস্থ ভূমির উপর কোম্পানি বাহাদুরকে যে ভূমির কর দেয় হয় তাহা তৃতীয় জর্জের ২১ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৭০ অধ্যায়ের অর্থের মধ্যে "রাজস্ব" জ্ঞান করা যাইবেক অতএব ঐ ভূমির করের বিষয়ে কি সেই কর ধার্য্য বা আদায় করণে যে সকল হুকুম বা কার্য্য হয় তাহার বিষযে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিযম রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের কোন দেওযানী এলাকা নাই ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের ছলে রাজস্বের কোন আমলার করা কোন অতিক্রমের অথবা ক্ষতির বিষয়ে কিম্বা এই আইনক্রমে রাজস্বের আমলা যে কোন জিনিস লয অথবা তাহাকে যে কোন টাকা দেওযা যায তাহার কোন দাওয়ার বিষযে অথবা এই আইনক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে কোন কর বা রাজস্বের দাওযার বিষযে যে সকল নালিশ হয় তাহা চব্বিশপরগনার সদর স্থানে নিযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের দেওযানী আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং নালিশের যে কারণের সম্পর্কে ঐ নালিশ হয় তাহা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে উপ্থিত হইলে অথবা আসামী সেই সীমার মধ্যে বাস করিলেও ঐ মোকদ্দমার সেই দেওয়ানী আদালতে বিচার হইবেক। এবং এইরূপ প্রত্যেক নালিশের কারণ হওনের পর ছয মাসের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার পরে করিতে হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "কালেক্টর" সাহেব ও "কমিস্যনর" সাহেব এই দুই কথাতে যে কোন সাহেব আইনমতে কালেক্টরের ও কমিস্যনরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন তাঁহাকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৪ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারাতে এবং ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম হইয়াছিল যে ডিক্রী জারীক্রমে কিম্বা বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমির নীলামে বায়নার টাকা জব্দ হইলে খরীদের টাকা লইয়া যাহা করা যায় ঐ বায়নার টাকা লইয়া তাহা করা যাইবেক এবং পত্তনিদারেরা ও যেহ খাতকের প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে তাহারা ঐ ধারাক্রমে প্রবঞ্চনার কার্য্য করে। অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৯ ধারার যেহ ভাগে হুকুম আছে যে উক্ত আইনানুসারে ভূমির বা তৎসম্পর্কীয় লাভের নীলামেতে যে বায়নার টাকা দেওয়া যায় তাহা জব্দ হইলে নীলামের উৎপন্ন টাকার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অথবা খরীদের টাকা লইয়া যাহা করা যায় ঐ বায়নার টাকা লইয়া তাহা করা যাইবেক সেইহ ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এই প্রকার জব্দহওয়া বায়নার টাকা নীলামের খরচার জন্যে ন্যয় হইবেক এবং অবশিষ্ট টাকা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষষ্ঠবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা শহরছাড়া ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন লোকেরদের গমনাগমনের অথবা নিবাসের কোন স্থান বাসি ব্যক্তিরা সাধারণ স্বাস্থ্য ও উপকার সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিতে পারেন এই নিমিত্তে ১৮৪২ সালের ১০ আইন জারী হইয়াছিল। কিন্তু ঐ আইন সেই অভিপ্রায়ের জন্যে ফলবান হয় নাই এবং তাহার বিধান সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত অন্যান্য রাজধানীর অধীন নগরনিবাসিরদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪২ সালের ১০ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানী বা কোন স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরছাড়া কোন শহর বা শহরতলী নিবাসিরা কোন সরকারী রাস্তা বা পথ বা নরদমা কি পুষ্করিণী করণ কি মেরামৎ করণ কিম্বা পরিষ্কার করণ কি তাহাতে আলো দেওন অথবা তাহাতে চৌকী দেওনের নিমিত্তে বা সকলের অপকারক বিষয় নিবারণের নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ শহর বা শহরতলীর উত্তমতা

করণার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায় করিতে চাহেন তবে ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

যখন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাওনের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকটে কোন দরখাস্ত করা যায় তখন ঐ রাজধানীর বা ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে তাহার এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং ঐ এত্তেলার মধ্যে ঐ দরখাস্তের অভিপ্রায় লেখা যাইবেক এবং ঐ শহর বা শহরতলী নিবাসি যে সকল ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায় বা তাহার কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন চলন করাওন বা না করাওনের বিষয়ে আপনারদের মত জানাইতে চাহেন তাঁহারদিগকে তাহা জানাইতে উপযুক্ত সময় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐ প্রকার সকল এজহার উপযুক্তমতে বিবেচনা করিবেন এবং তাহা লইবার জন্যে যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই মিয়াদ অতীত হইলে এইমত এক চূড়ান্ত হুকুম দিবেন যে ঐ আইনের সকল অভিপ্রায় অথবা তাহার মধ্যের এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ দরখাস্ত ঐ স্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের ইচ্ছার অনুযায়ি বা বিপরীত বোধ হয় এবং শ্রীযুতের ঐ চূড়ান্ত হুকুম গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যাইবেক এবং ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে ঘোষণা করা যাইবেক। এবং যদি সেই সমস্ত অভিপ্রায়ের বা তাহার কোন ভাগের বিষয়ে ঐ স্থাননিবাসি লোকেরদের ইচ্ছা আছে বোধ হয় তবে এই আইন তদবধি ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই হুকুমে যে২ অভিপ্রায় লেখা আছে কেবল সেই২ অভিপ্রায়ের জন্যে চলন হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যখন এইরূপে কোন হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে করা যায় এবং ঘোষণা হয় তখন ঐ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন উক্ত শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন হইবেক। এবং ঐ হুকুম করণ এবং ঘোষণা করণ কার্য্যের দ্বারা এই চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক যে এই আইনের নানা নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে এবং ঐ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই সময়অবধি চলন হইয়াছে ইতি।

৬ ধারা।

যখন এই আইন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন হয় তখন শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব এই আইনের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যে মাজিস্ট্রেট সাহেবকে এবং ঐ শ্রীযুতের বিবেচনায় ঐ শহরনিবাসি যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে কমিস্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন। এবং যে অভিপ্রায়ের জন্যে তাঁহারা নিযুক্ত হন সেই অভিপ্রায় সফলরূপে সিদ্ধ করণার্থে বিধি প্রস্তুত করিতে তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দিবেন। এবং ঐ বিধিতে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব সম্মত হইলে যাবৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহা মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে প্রবল হইবেক। এবং উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কমিস্যনরেরদের মধ্যের কোন ব্যক্তিকে তগীর করিতে এবং অন্য ব্যক্তিরদিগকে তাঁহারদের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং কমিস্যনরেরদের কোন পদ শূন্য হইলে তিনি যেপ্রকার উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

৭ ধারা।

যে বিধি প্রস্তুত করণের ভার ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইল তাহার মধ্যে অন্যান্য বিষয় ব্যতিরেকে এই২ বিষয়ের নিয়ম তাঁহারা করিবেন বিশেষতঃ

১। ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের আবশ্যক সকল আমলা ও চাকরদিগকে নিযুক্ত ও শাসন করিবেন ও তাহারদিগকে যে২ মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন।

২। এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে যে২ টাকার আবশ্যক হয় সেই২ টাকা ঘরের উপর টাক্স বসাওনের অথবা শহরের মাসুল নির্দ্ধার্য্য করণের কিম্বা প্রকারান্তরের দ্বারা আদায় করণার্থে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে যে ব্যক্তি বা যে সম্পত্তির উপর টাক্স বসাইতে হইবেক তাহা ঐ কমিস্যনরেরা নির্ণয় করিবেন এবং যে টাক্স বসাইতে হইবেক তাহার সংখ্যা কিম্বা হার এবং তাহা আদায় ও উসুল করণের রীতি ও তাহা আদায় হইলে নির্ব্বিঘ্নে রাখণ ও উপযুক্তমতে ব্যয় করণের নিয়ম করিবেন।

৩। যে প্রকারে চলিত বিধি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের সম্মতিক্রমে সময়ে২ সংশোধিত অথবা রদ হইবেক এবং নূতন বিধি করা যাইবেক তাহা ঐ কমিস্যনরেরা নিরূপণ করিবেন।

৪। শহর অথবা শহরতলীর মধ্যে অপকারক বিষয় নির্ণয় ও নিবারণ করণের নিয়ম করিবেন।

৫। কমিস্যনরেরা যে কোন বিধি করেন তাহা উল্লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকার অনধিক ওয়াজিবী জরীমানা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন কিম্বা অপকারক বিষয় নিবৃত্ত না হইলে যে প্রত্যেক দিবস ঐ অপকারক বিষয় থাকে তজ্জন্যে পাঁচ২ টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

যে কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে নিযুক্ত হন তাঁহারদের এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে এবং পূর্ব্বোক্তমতে আদায়ি হওয়া টাক্স আবশ্যক কার্য্যে এবং আপনারদের আমলা ও চাকরেরদের মাহিযানা দেওনেতে এবং উক্ত শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন জারী করণার্থে অন্য যেং খরচ পড়ে তাহাতে ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

ঐ শহর বা শহরতলী নিবাসি ব্যক্তিরদের পক্ষে ঐ কমিস্যনরেরা যে কোন বন্দোবস্ত করেন তাহার বিষয়ে কোন এক কমিস্যনর স্বয়ং দায়ী হইবেন না। কিন্তু যে টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ করণের বিষয়ে যে কমিস্যনর জানিয়া শুনিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন বা যে কমিস্যনরের জ্ঞাতসারে তাহা হইল অথবা যে কমিস্যনরের ভারি শৈথিল্যপ্রযুক্ত টাকা সেইরূপে অপব্যয় হইল সেই কমিস্যনর সেই বিষয়ে দায়ী হইবেন এবং তাঁহার স্থানে পাওনা টাকার ন্যায় সেই টাকার বিষয়ে এবং কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

জরীমানা আদায় করণার্থে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই আইনানুসারে সকল বাকী টাক্স এবং জরীমানা আদায়ের জন্যে আমলে আসিবেক। এবং কমিস্যনরেরা অথবা এই আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট বাকী টাক্স আদায় করণের নিমিত্তে তাঁহারদের যেং আমলা নিযুক্ত হয় সেইং আমলার মধ্যে কোন এক ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তন্নিমিত্তে ঐ ১৮৩৯ সালের ২ আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে সম্পত্তির উপর করা কোন টাক্স রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ হইবেক না এবং কোন সম্পত্তির উপর সেইরূপ টাক্স বসাওনেতে কি সেইরূপ টাক্স বসাওনের অভিপ্রায়ে সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করণেতে যে সম্পত্তির টাক্স

বা মূল্য নির্ণয় হয় যদি তাহা এইরূপে বর্ণনা করা যায় যে সাধারণ লোকে তাহা চিনিতে পারে তবে তাহা প্রচুর হইবেক। এবং সেই সম্পত্তির মালিক অথবা দখীলকারের নাম লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন বাটী বা এমারৎ কি ভূমির উপর এই আইনানুসারে টাক্স বসান যায় সেই বাটী বা এমারৎ কি ভূমিতে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা এই আইনানুসারে সেই বাটী বা এমারৎ বা ভূমির উপর বসান টাক্সের বাকী আদায়ের জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইন জারী করণেতে যে সকল কমিস্যনর নিযুক্ত হন তাহারা পূর্ব্ব বৎসরে যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিযাছেন এবং যে সকল টাকা পাইযাছেন ও ব্যয় করিযাছেন তাহার এক হিসাব প্রতিবৎসরের আপ্রিল মাসের শেষ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত গবর্নর সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। এবং যে পাঠ এবং যে বৌচর অর্থাৎ নিদর্শনপত্র শ্রীযুত গবর্নর সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব সময়ক্রমে হুকুম করেন সেই পাঠানুসারে সেই রিপোর্ট হইবেক এবং তাহার সঙ্গে সেই২ নিদর্শনপত্র পাঠান যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব কোন সময়ে কোন শহরে বা শহরতলীর মধ্যে এই আইনের কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন এবং এই আইন জারী করণেতে কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের মধ্যে কোন এক জনের কি তাঁহারদের আমলার ব্যবহারের বিষয়ের তদারক করিতে এবং রিপোর্ট করিতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রত্যেক বন্দরে এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উত্তর কালে অন্য যেং বন্দরে আবশ্যক বোধ করেন সেইং বন্দরে বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের জন্যে এক সাধারণ রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এইমত প্রত্যেক দফ্তরে এক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন এবং যে রাজধানীতে বা স্থানে ঐ দফ্তর স্থাপিত হয় সেই রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়েং যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে ঐ দফ্তরের আসিষ্টাণ্ট ও মুহুরীর ও চাকর নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদের মাহিয়ানা ও বেতন ধার্য্য হইবেক এবং যেং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় সেইং নিয়মের অধীন তাহারা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার আপনার পদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে এবং ঐ রেজিষ্ট্রারস্বরূপ তাঁহার

হাতে যে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাকার যথার্থরূপে ব্যয় করণের ও হিসাব রাখণের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে দুই জন জামিন সমেত কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি সাধারণে ও একেং বণ্ড লিখিয়া দিবেন এবং ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবরনর সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যতসংখ্যক জরীমানার দণ্ড ধার্য্য করেন সেই জরীমানা ঐ বণ্ডে লেখা থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত কোন বন্দরহইতে গমনকারি যে জাহাজ ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে তৎসময়ে পার্লিমেণ্টের যে আইন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের যেং আইন ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে করা গিয়াছে সেইং আইনানুসারে যে জাহাজ ব্রিটনীয় জাহাজস্বরূপ রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই জাহাজের উপর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য যে কোন ব্যক্তি গ্রেটব্রিটন ও ঐরলাণ্ড রাজ্যের কোন বন্দরহইতে রেজিষ্টর টিকিট না পাইয়া খাটিতে মানস করে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে উক্ত কোন রেজিষ্টরী দপ্তরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাওনার্থে হাজির হয় এবং এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে এবং সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যেং জিজ্ঞাসার হুকুম করেন সেইং জিজ্ঞাসার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সত্য করিয়া দেয় এবং যাবৎ সেই ব্যক্তি সেইরূপে রেজিষ্টরী না হয় তাবৎ ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য কোন পদে ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের উপর খাটিতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসী রেজিষ্ট্রারের দফ্তরে রেজিষ্টরী হওনার্থে আইসে এবং আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত ঐ জিজ্ঞাসার সত্য জওয়াব দেয় এইমত প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী না করিলে নয় ইতি।

৬ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী করেন তাহাকে তিনি এক রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে পাঠেতে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে ঐ খালাসীর সাধ্যপর্য্যন্ত যথার্থ চেহারা লেখা থাকিবেক এবং শ্রীযুত গবরনর সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে রসুমের অনুমতি দেন সেই রসুম ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ

টিকিটের জন্যে লইতে পারিবেন কিন্তু তাহা এক টাকার অধিক হইবেক না এবং ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিটের এক নকল আপনার দফ্তরে রাখিবেন। এবং প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওয়া খালাসী সমুদ্রে গমনাগমনকারি ব্যক্তিদের যে সম্প্রদায় অথবা বেতনভোগী হয় তাহা ঐ রেজিষ্ট্রার সাধ্যপর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া রেজিষ্টর টিকিটে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন। এবং ঐ টিকিটে উচ্চস্থ বেতনভোগিস্বরূপ লিখিত হওনের জন্যে টিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে আনিলে সেই সময়ে ঐ ব্যক্তির যে উচ্চস্থ বেতন ভোগী হওনের স্বত্ব থাকে তাহা ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ টিকিটেতে লিখিবেন ইতি।

৭ ধারা।

যখন কোন খালাসী আপনার রেজিষ্টর টিকিট হারায় তখন সেই ব্যক্তি উক্ত রেজিষ্ট্রারেরদের মধ্যে এক জনের নিকটে স্বয়ং দরখাস্ত করিবেক এবং সেই টিকিট যে সময়ে ও যেপ্রকারে খোয়া গেল তাহার বিষয়ে রেজিষ্ট্রার বা তাঁহার কোন এক জন আসিষ্টাণ্ট যে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সত্যরূপে দিতে হইবেক। এবং যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে ইহাতে কোন চাতুরী ছিল না বা চাতুরীর মানস ছিল না তবে রেজিষ্টর টিকিট দেওনার্থে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বের টিকিট হারাইবার সময় ও প্রকার বিবেচনা করিয়া রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে তাঁহাকে যেং হুকুম দেন সেইং হুকুমমতে যে রসুম উচিত বুঝেন এইমত পাঁচ টাকার অনধিক রসুম লইয়া তাহাকে অন্য এক টিকিট দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালাসী কারাগারে বা কোন হরিণবাড়ীতে কয়েদ হয় তখন আদালত অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস তাহার রেজিষ্টর টিকিট ঐ কারাগার বা হরিণবাড়ীর অধ্যক্ষের হাতে দেওয়াইবেন এবং তিনি খালাসীর কয়েদ থাকন সময়ে তাহা আপনার নিকটে রাখিবেন এবং কয়েদের শেষ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। এবং যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালাসীর প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হয় তখন যে ব্যক্তির নিকটে ঐ খালাসী কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টর টিকিট যে রেজিষ্ট্রার তাহা দিয়াছিলেন তাঁহার দফ্তরে পাঠাইবেন ইতি।

৯ ধারা।

যে প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে ফিরিয়া আইসে তাহা তিনি বাতিল করিবেন এবং সময়ক্রমে এক তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার পূর্ব্ব বারো মাস ব্যাপিয়া যে প্রত্যেক টিকিট বাতিল হইয়াছে ও প্রত্যেক টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে তাঁহাকে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি ঐ বারো মাস ব্যাপিয়া অন্য টিকিট দিয়াছেন এমত টিকিটের নম্বর ও নাম ঐ তালিকাতে

নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। এবং ঐ তালিকা ইঙ্গরেজী ভাষাতে ও বন্দরের চলিত ভাষাতে গেজেটে প্রকাশ করাইবেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে যে সকল নগর বা বন্দর নিরূপণ করেন সেই২ নগর বা বন্দরের হাসিলের কালেক্টর সাহেব এবং পোলীসের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা তাহা পরমিট ঘরে এবং পোলীসের দফ্তরের দৃষ্টি-গোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন। এবং ঐ তালিকার নকল এমত প্রত্যেক বন্দরের মাষ্টর আটেণ্ডাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং কোন রেজিষ্টরীহওযা জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ দরখাস্ত করিলে এবং এক টাকা রসুম দিলে তাঁহাকে ঐ তালিকার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এইমত প্রত্যেক জাহাজের মালিম উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে উক্ত রাজ্যের কোন বন্দরে রেজিষ্টরী না হওযা খালাসীর সঙ্গে অথবা যে খালাসীর রেজিষ্টর টিকিট বাতিল হইয়াছে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন না বা তাহাকে কর্ম্ম দিবেন না। এবং উক্ত বন্দরে উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে যে প্রত্যেক খালাসীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন তাহার রেজিষ্টর টিকিট সমুদ্রে গমনের পূর্ব্বে আপন হাতে সমর্পণ করাইবেন এবং (পশ্চাৎ লিখিত গতিকব্যতিরেকে) ঐ খালাসীর চাকরীর শেষ-পর্য্যন্ত ঐ জাহাজের মালিম অতিসাবধান করিয়া তাহা রাখিবেন এবং তৎপরে ঐ টিকিট যে খালাসীর হয় তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবেন। এবং জাহাজের যে প্রত্যেক মালিম জানিয়া শুনিয়া এই আইন উল্লঙ্ঘন করেন তিনি যে প্রত্যেক খালাসীকে এইরূপে আইনবিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন বা চাকরী দেন তাহার জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টর টিকিটের নিমিত্তে দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট যে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সেই জিজ্ঞাসার মিথ্যা উত্তর জানিয়া শুনিয়া দেয় অথবা জানিয়া শুনিয়া রেজিষ্ট্রার অথবা তাহার আসিষ্টাণ্টের সম্মুখে আপনার টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে কোন মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি জানিয়াশুনিয়া কোন রেজিষ্টর টিকিট মতান্তর করে কি বিরূপ করে কি নষ্ট করে অথবা এইমত কোন রেজিষ্টর টিকিট কৃত্রিম করে বা এই আইনানুসারে যে টিকিট দেওয়া গিয়াছে অথবা দেওয়া গিয়াছে কথিত হয় সেই টিকিট হস্তান্তর করে বা ক্রয়বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিএক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

জাহাজের মালিম এবং অন্য যে ব্যক্তিকে এই আইনানুসারে সেই প্রকার টিকিট রাখিবার হুকুম হইয়াছে সেই ব্যক্তিছাড়া যে কোন ব্যক্তি আপনাকে আইনমত দেওয়া টিকিটব্যতিরেকে কোন টিকিট খালাসীর মরণের দ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা যে বন্দরে দেওয়া গিয়াছিল সেই বন্দরের রেজিষ্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেক এবং তাহা না পাঠাইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে কোন খালাসী বাতিলহওয়া রেজিষ্টর টিকিট কিম্বা আইনমত প্রাপ্ত না হওয়া কোন টিকিট কোন জাহাজের মালিম কি অধ্যক্ষকে সমপণ করে সেই খালাসী যে কালপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার সেই কালের সকল মাহিয়ানা মালিকের নিকটে জব্দ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইযাছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে ঐ জরীমানার হুকুম হইতে পারে এবং ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রকারে ঐ জরীমানা খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

রেজিষ্ট্রার সাহেব যে সকল রসুম পান তাহাহইতে এই আইনের খরচ দেওযা যাইবেক। তদ্ভিন্ন সেই খরচা দেওনার্থে দেড় শত টন ও তাহার অধিক বোঝাইধারি যে সকল জাহাজ কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত বন্দরে প্রবেশ করে বা তাহা হইতে গমন করে সেই সকল জাহাজের উপর টন প্রতি এক আনা বার্ষিক মাসুল লওয়া যাইবেক। এবং রেজিষ্টরী এক বন্দরে ঐ টাকা দেওয়া যাওনের সর্টিফিকট দেখান গেলে তদ্দারা সেই সনের মধ্যে অন্য সকল বন্দরে কোন মাসুল দিতে হইবেক না এবং ঐ সনের হিসাব জানুআরি মাসের প্রথম দিবসঅবধি ডিসেম্বর মাসের শেষ দিবসপর্য্যন্ত হইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

১। তোমার নাম ও তোমার পদবী কি।
২। তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার সামান্য বাস কোথায আছে।
৩। ইহার পুর্ব্বে তোমার রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি না।

৪। তোমার জন্মস্থান কোথায়।

৫। তোমার জন্মদিন কোন তারিখ।

৬। তুমি কোন্ সময়ে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা।

৭। তুমি কোন্ পদে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা।

৮। তৎপরে তুমি কোন্ পদের কর্ম্ম করিয়াছ।

৯। তুমি রাজার যুদ্ধজাহাজে বা কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধজাহাজে কি কোম্পানি বাহাদুরের কোন জাহাজে কর্ম্ম করিযাছ কি না।

১০। যদি করিয়াছ তবে কত কালাবধি এবং কোন্২ জাহাজে এবং কোন্২ পদে।

১১। তুমি ভিন্নাধিকারি জাহাজে কর্ম্ম করিয়াছ কি না।

১২। যদি করিযা থাক তবে কত কালাবধি এবং কোন্ পদে এবং কোন পতাকার অধীনে।

১৩। সমুদ্রে থাকিযা তুমি সামান্যতঃ কোন কার্য্য করিযাছ।

১৪। কর্ম্ম না থাকিলে তুমি সামান্যতঃ কোথায বাস কর।

B চিহ্নিত তফসীল।

ভারতবর্ষের অমুক বন্দরহইতে অমুক স্থানে গমনশীল এত টন বোঝাইধারি অমুক বন্দরের অমুকনামক জাহাজে খালাসীরদের ও কর্ম্মশিক্ষাকারিরদের নাম ও রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর।

জাহাজের নম্বর ও রেজিষ্টরের তারিখ	নাম	পদ	রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর

অমুক সালের অমুক তারিখ। জাহাজের মালিম।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sheriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জন্মাওনের আইন।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদিগকে প্রবৃত্তি দেওন এবং রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে সময়ক্রমে পার্লিমেণ্টের যে কোন আইন অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের যে কোন আইন চলন থাকে তাহার অনুসারে ব্রিটনীয় জাহাজ বলিয়া যে কোন জাহাজ রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে বন্দরে ১৮৫০ সালের ২৭ আইনানুসারে খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন কি হইবেন এমত কোন বন্দরহইতে রফ্তু হয় সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যাবৎ উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে যে সকল খালাসীকে জাহাজে লন তাহারদের সঙ্গে নীচের লিখিত বিধানমতে বন্দোবস্ত না করেন তাবৎ আগামি ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পর কোন দিনে ঐ অধ্যক্ষ সমুদ্রপথে জাহাজ লইয়া যাইবেন না। ঐ বন্দোবস্তের মধ্যে এই২ বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক যে প্রত্যেক খালাসী যেং মাহিয়ানা পাইবেক এবং যত ও যেপ্রকার আহারাদি পাইবেক এবং যে পদে নিযুক্ত হইবেক অথবা খাটিবেক এবং ঐ জাহাজ যে স্থানে গমন করিবেক অথবা যে মিয়াদপর্য্যন্ত এ ব্যক্তির খাটিতে হইবেক। কিন্তু ৩০০ টনের অনধিক বোঝাইধারি যেং দেশীয় জাহাজ কেবল সমুদ্রের তীরস্থ দেশে গমনাগমন করিতে নিযুক্ত হয় সেই জাহাজের প্রতি এই বিধান খাটে না ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে এমত প্রত্যেক বন্দোবস্তপত্র লেখা যাইবেক। তাহাতে উপযুক্তমত তারিখ থাকিবেক এবং খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবের অথবা তাঁহার দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত অন্য সাহেবের সাক্ষাতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে সহী করিবেন এবং উক্ত দেশের কোন বন্দরে যে সকল খালাসীকে জাহাজে লওয়া যায় তাহারদের প্রত্যেক শ্রেণীর খালাসীরদের অধিকাংশ লোক অন্য সকল খালাসীর নিমিত্তে তাহাতে দস্তখৎ করিবেক। এবং যে প্রত্যেক খালাসী তাহাতে সহী করিবেক সে ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ বন্দোবস্ত তাহাকে শুনাইবেন ও বুঝাইবেন এবং যদি ঐ খালাসী তাহাতে সম্মত হয় তবে তাহাকে তাহাতে আপনার সহী বা ঢেরা দিতে হুকুম করিবেন এবং তাহাতে আপনি দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ বন্দোবস্তপত্রের এক নকল পূর্ব্বমতে লিখিত ও দস্তখৎ হইলে তাহা আপনার দফ্তরের রোয়দাদে রাখিবেন। এইমত জাহাজে আপ্রেণ্টিসভিন্ন যে প্রত্যেক খালাসী নিযুক্ত হয় সেই খালাসী আপনি ঐ বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে আপনার মাহিয়ানার সংখ্যানুসারে ঐ বন্দোবস্তপত্রের দ্বারা উপকার পাইতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এমত বন্দোবস্তপত্রের যে প্রত্যেক নকল রেজিষ্ট্রার সাহেব যথার্থ নকল হওনের বিষয়ের সর্টিফিকট দেন তাহা ঐ খালাসীর পক্ষে প্রত্যেক গতিকে ঐ বন্দোবস্তপত্রের মর্ম্মের বিষয়ে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং কোন গতিকে কোন খালাসীকে ঐ বন্দোবস্তপত্র অথবা পূর্ব্বোক্তমত প্রস্তুতহওয়া তাহার নকল দেখাইতে কি তাহা দাখিল করণের এত্তেলা দিতে হুকুম করা যাইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ বন্দোবস্তপত্র দাখিল না হয় এবং সাব্যস্ত করা না যায় তবে ঐ খালাসী ঐ বন্দোবস্তের মর্ম্ম অথবা তাহার অভিপ্রায়ের প্রমাণ দিতে পারিবেক অথবা বিষয়বিশেষে অন্য কোন সাক্ষ্যের দ্বারা আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনানুসারে যে খালাসী কোন জাহাজে নিযুক্ত হয় এমত কোন খালাসীর করা কোন বন্দোবস্তক্রমে জাহাজের উপর তাহার যে দাওয়া থাকে তাহা লোপ হইবেক না অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্থানে আপনার মাহিয়ানা পাইবার যে দাওয়া থাকে তাহা কোন বন্দোবস্তের দ্বারা লোপ হইবেক না। এবং এই আইনের বিরুদ্ধ কি তাহার অনৈক্য কোন বন্দোবস্তের দ্বারা কোন খালাসী বদ্ধ হইতে পারে না। এবং যে জাহাজ পরে নষ্ট হয় সেই জাহাজের ভাড়ার সম্পর্কে খালাসীর যে মাহিয়ানার

অধিকার কিম্বা দাওয়া থাকে কিম্বা জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বিষয়ে কি জাহাজ রক্ষা করণের উদ্যোগের বিষয়ে পারিতোষিকের যে কোন স্বত্ব বা দাওয়া থাকে অথবা ডিক্রী কি ফয়সলা বা প্রকারান্তরে জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বা জাহাজ রক্ষা করণের উদ্যোগের পারিতোষিকের যে অংশের স্বত্ব ও দাওয়া থাকে তাহা ত্যাগ করিতে যদি কোন খালাসী কোন নিয়ম বা চুক্তি কিম্বা বন্দোবস্তের দ্বারা অনুমতি কি অঙ্গীকার করে তবে ঐ নিয়মপ্রভৃতির দ্বারা ঐ খালাসী বদ্ধ থাকিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনক্রমে যে খালাসী কোন জাহাজে কর্ম্ম করিতে বন্দোবস্ত করে সেই খালাসীর মাহিয়ানা কালেণ্ডর মানক্রমে গণ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনের বিধানের অনুসারে কর্ম্মকারি কোন খালাসী যদি এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠ মঞ্জুর করেন তদনুসারে এক লিপির দ্বারা উক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেবকে এই ক্ষমতা দেয় যে আমার অনুপস্থিত থাকনসময়ে আমার পরিবারের প্রতিপালনার্থে যে কালের নিমিত্তে আমি আগাম মাহিয়ানা পাই নাই এমত কালের নিমিত্তে আমার মাহিয়ানার তিন ভাগের এক ভাগের অনধিক টাকা উক্ত জাহাজের মালিক অথবা তাহার এজেণ্টের স্থানে মাসে২ লন তবে সেই জাহাজের মালিক অথবা তাহার এজেণ্ট উক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেব দাওয়া করিলে সেই টাকা পূর্ব্বোক্তমতে ব্যয় হওনার্থে তাহাকে দিবেন এবং ঐ খালাসী এক্ষণে উক্ত জাহাজে খাটিতেছে ইহার কোন প্রমাণ ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের স্থানে চাহিবেন না। উক্ত লিপিতে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্টের এবং খালাসী যে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিকের সহী থাকিবেক এবং যে অভিপ্রায়ে ঐ লিপি দেওয়া গেল তাহা ঐ লিপির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

জাহাজের অধ্যক্ষ উক্ত খালাসীর মরণ কি পলায়ন কিম্বা তগীর হওনের অথবা উপযুক্ত প্রমাণমতে জাহাজের মারা পড়নের এক সর্টিফিকট যে সময়ে দাখিল করেন সেই সময়অবধি এবং তাহার পর ঐ জাহাজের মালিক কিম্বা তাহার এজেণ্ট অথবা রেজিষ্ট্রার সাহেবের দ্বারা সেইরূপ আর কোন টাকা দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু ঐ খালাসী যে ব্যক্তিকে টাকা লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রার সাহেব যে টাকা নিতান্ত দিয়াছেন তাহা ঐ খালাসীর মৃত্যু বা পলায়ন অথবা তগীর হওনেতে কিম্বা জাহাজের মারা পড়নেতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া হইতে পারিবেকনা ইতি।

৮ ধারা।

এইরূপ সকল রসীদ ও দেওয়া টাকা এক বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং ঐ বহীর মধ্যে যে কিছু লেখা যায় তাহা প্রমাণ হওনার্থে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট তাহাতে সহী করিবেন এবং সেই বিষয়ে যেং ব্যক্তি লিপ্ত থাকে তাহারদের তদারক করণার্থে সেই বহী নিয়ত প্রস্তুত থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যখন রেজিষ্ট্রার সাহেব খাটনের বন্দোবস্তপত্রে সাক্ষিস্বরূপ আপনার নাম লেখেন তখন ঐ সাহেব যেং নিয়মক্রমে খালাসী খাটনের সময়ে আপনং পরিবারেরদিগকে আপনার মাহিযানার কতক ভাগ অর্পণ করিতে পারে তাহা ঐং খালাসীকে বুঝাইয়া দিবেন এবং রেজিষ্ট্রার সাহেবের কর্ত্তব্য যে বন্দর হইতে যত খালাসী যায় তাহারদিগকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করেন যে তাহারা চাহিলে পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের মাহিযানার এক ভাগ অর্পণ করিতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

ঐরূপ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরীর কোন বন্দরহইতে গমনের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে তিনি আপ্রেণ্টিসসমেত যত খালাসীকে আপন জাহাজে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারদের নামের এবং তাহারদের মাহিযানার এবং তাহারদের রেজিষ্টরী টিকিটের নম্বরের এক ফর্দ্দে সমযক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন তদনুসারে লিখিয়া এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিবেন। এবং ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ যদি ঐ দেশের মধ্যে কোন খালাসীকে নিযুক্ত না করিযা থাকেন তবে তিনি সেই কথা এক সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিবেন। এবং রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ ফর্দ্দ অথবা ঐ সর্টিফিকট পাইলে এবং তাহার সত্যতার বিষযে তাঁহার হৃদ্বোধ হইলে তিনি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে আপনার দস্তখৎ করা এইমত এক সর্টিফিকট দিবেন যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরী দফ্তরের সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন। এইমত কোন জাহাজের যে অধ্যক্ষ উক্ত প্রকার ফর্দ্দ অথবা সর্টিফিকট দাখিল না করিয়া রেজিষ্টরীর বন্দর হইতে প্রস্থান করেন সেই অধ্যক্ষ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

রেজিষ্টরীর বন্দরে কোন জাহাজে কোন খালাসী এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে নিযুক্ত না হয় এ নিমিত্তে ঐ বন্দরের রেজিষ্ট্রার সাহেব স্বয়ং কিম্বা তাঁহার এজেণ্টেরা কোন সময়ে শিষ্টরূপে ঐ প্রকার কোন জাহাজে প্রবেশ করিতে পারেন এবং ঐ

জাহাজে নিযুক্ত নানা খালাসীরদিগকে গণনা করিতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং এইরূপ কর্ম্ম করণেতে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের অথবা তাঁহার এজেণ্টের-দিগের যে কেহ প্রতিবন্ধকতা করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যখন রেজিষ্ট্রার সাহেবের ইহা বোধ করিবার কারণ জন্মে যে সমুদ্রে গমনশীল জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেণ্ট এই আইনের কোন বিধান এড়াইয়াছেন কি তাহা প্রতিপালন করেন নাই তখন ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব আপনার দস্তখৎকরা এক লিপির দ্বারা মাষ্টর আটেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বন্দরহইতে ঐ জাহাজের প্রস্থান করণের অনুমতিপত্র দেওয়া স্থগিত করিতে পারেন। এবং প্রত্যেক মাষ্টর আটেণ্ডেণ্ট সাহেব এই বিষয়ে রেজিষ্ট্রার সাহেবের লিখিত হুকুম প্রতিপালন করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারের নিযুক্ত কোন খালাসী যে জাহাজে খাটিতেছে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যে বন্দরে যাত্রার শেষ হয় সেই বন্দরে ঐ জাহাজের পঁহুছনের পর অথবা খাটনের মিয়াদের পর সাত দিনের মধ্যে এই আইনক্রমে করা বন্দোবস্তের অনুসারে ঐ২ খালাসীর মেহনতের জন্যে যে মাহিয়ানা বাকী থাকে তাহা ঐ খালাসীকে দিবেন বা দেওয়াইবেন। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে তাহার স্থানে আলাহিদারূপে কি সাধারণ ফর্দ্দে এক রসীদ লইবেন এবং ঐ রসীদে জাহাজের প্রথম কি দ্বিতীয় মালিম অথবা বিশ্বাসযোগ্য অন্য সাক্ষী সহী করিবেন নতুবা তাহা বিফল ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা মালিক ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন খালাসীর মাহিয়ানা দিতে ত্রুটি কি অস্বীকার করেন সর্ব্বসুদ্ধ দশ দিনের অনধিক কালপর্য্যন্ত তিনি যত দিন উপযুক্ত হেতু বিনা ঐ মাহিয়ানা দেওনের বিলম্ব করিয়াছেন তাহার দিনপ্রতি দুই দিনের মাহিযানা জরীমানাস্বরূপ ঐ খালাসীকে দিবেন এবং তাহা মাহিযানাস্বরূপ আদায় হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

যে খালাসীর কোন মাহিয়ানা পাওনা থাকে সেই খালাসী যদি ঐ মাহিয়ানা পাইবার পূর্ব্বে মরে তবে তাহার মরণের পর জাহাজ যে প্রথম রেজিষ্টরী বন্দরে পঁহুছে সেই বন্দরের রেজিষ্ট্রার সাহেবের হাতে ঐ মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক এবং

ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব সেই খালাসীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাহা দিবেন এবং তাহার ঐরূপ আইনমত স্থলাভিষিক্ত না থাকিলে যে দিবসে রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ টাকা পাইয়াছিলেন তাহার পর ১ জানুআরি তারিখঅবধি বারো মাস শেষ হইলে ঐ অবশিষ্ট টাকা কোম্পানি বাহাদুরের খাজানাখানায় দাখিল করিবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অন্যূন দুইবার ঐ দাওয়া না হওয়া টাকা তাঁহার স্থানে থাকনের বিষয়ে তিনি গেজেটে ইশ্‌তিহারের দ্বারা উপযুক্ত এত্তেলা দিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

জাহাজের যে অধ্যক্ষের এই অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয় যে পূর্ব্বোক্তমত বন্দরে জাহাজ পঁহুছনের পর তিনি দশ দিনের মধ্যে মৃত খালাসীর পাওনা মাহিযানা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিতে ক্রটি করিয়াছেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যে মাহিযানা দিতে এইরূপ ক্রটি করিযাছিলেন তাহার তিনগুণ জরীমানা দিবেন এবং আরো মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমত উচিত বুঝেন সেইমতে প্রত্যেক ক্রটির বিষযে ঐ অধ্যক্ষের এক শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি।

১৭ ধারা।

১ ধারার লিখিতমতে রক্ষ ও রেজিষ্টরী হওয়া কোন বাণিজ্য জাহাজ মারা না গিযা কিম্বা অকম্মণ্যপ্রযুক্ত ত্যক্ত না হইযা যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে কোন বন্দরে বিক্রয় হয় কি হস্তান্তর করা যায় অথবা যদি এইমত কোন বন্দরে কোন খালাসীর খাটনের মিয়াদ শেষ হয় তবে অধ্যক্ষ প্রত্যেক খালাসীকে কর্ম্মচ্যুত হওনের এক সর্টিফিকট ও তাহার রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এবং উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে গমনশীল অন্য কোন জাহাজে তাহার নিমিত্তে উপযুক্ত কর্ম্ম যোগাইযা দিবেন অথবা যে বন্দরে জাহাজে উঠিয়াছিল সেই বন্দরে কিম্বা অন্য যে কোন বন্দরের বিষযে বন্দোবস্ত হইযাছিল সেই বন্দরে তাহার বিনা খরচে যাইবার উপায় করিয়া দিবেন। অথবা তাহার ভরণপোষণ ও গমনের ভাড়া যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা ঐ বন্দরের ব্রিটনীয় কনসল কিম্বা বৈস কনসল সাহেবের হাতে অথবা এমত কোন কনসল না থাকিলে ঐ বন্দরনিবাসি সেই জাহাজের অসম্পর্কীয় কোন সওদাগরের হাতে অর্পণ করিবেন। ঐ খালাসীর যে মাহিযানা পাওনা থাকে তাহার অতিরিক্ত ঐ টাকা দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

যদি সেই অধ্যক্ষ উক্ত ১৭ ধারার লিখিতমতে আপনার কোন খালাসীর নিমিত্তে কর্ম্ম যোগাইয়া দিতে কিম্বা বন্দরে পঁহুছনের উপায় করিয়া দিতে ক্রটি কি অস্বীকার করেন তবে সেইরূপ কর্ম্ম করণের খরচ দেওয়া গেলে সে খরচ জাহাজের মালিকের দেয় হইবেক। কিন্তু যদি জাহাজের অধ্যক্ষের কি খালাসীরদের

প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত জাহাজের বিঘ্ন হয় কিম্বা জাহাজ মারা পড়ে কি অকর্ম্মণ্য হওয়াপ্রযুক্ত ত্যক্ত হয় তবে জাহাজের মালিকের সেই খরচ দিতে হইবেক না। এবং কনসল সাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ খরচ দিয়াছেন তাঁহার নালিশমতে কি যদি ঐ খরচ কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের নালিশমতে ঐ মালিকের বাবৎ দেওয়া টাকা বলিয়া মোকদ্দমার খরচা সমেত মালিকের স্থানে আদায় হইতে পারিবেক এবং যদি খালাসী আপনি ঐ খরচ দিয়াছে তবে তাহার পাওনা মাহিয়ানাস্বরূপ তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যদি কোন খালাসী ব্রিটনীয় কনসল কি বৈস কনসলের সম্মুখে অথবা যদি সেই বন্দরে কোন ব্রিটনীয় কনসল কি বৈস কনসল না থাকেন তবে ঐ বন্দরনিবাসি জাহাজের সম্পর্কীয় এক কি ততোধিক জন সওদাগরের সম্মুখে সেই স্থানে ও সেই সময়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার বিষয়ে লিখনের দ্বারা সম্মতি জানায় তবে এইমত খালাসীর বিষয়ে উক্ত ১৭ এবং ১৮ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

২০ ধারা।

জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেলে কি মারা পড়িলে যে প্রত্যেক জন খালাসী জাহাজে থাকে সেই খালাসী জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে কিম্বা যে প্রধান মালিম বাঁচিয়া থাকেন তাঁহার স্থানে যদি এইমত এক সর্টিফিকট দেখাইতে পারে যে সে ব্যক্তি সেই জাহাজের ও তাহার মালের ও খাদ্যাদি দ্রব্যের রক্ষার বিষয়ে সাধ্যপর্য্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিল তবে জাহাজের ভাড়ার দ্বারা কিছু উপার্জন হইলে বা না হইলে তাহা ভাঙ্গা কি মারা পড়নপর্য্যন্ত ঐ খালাসী আপনার মাহিয়ানা পাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

প্রত্যেক খালাসীর প্রতিদিনে যত খাদ্য দ্রব্য পাইবার একরার হইয়াছিল তাহা যদি কম করা যায় তবে তাহার প্রতিদিনের মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইবেক অর্থাৎ যদি ঐ একরারকরা দ্রব্যের তিন অংশের এক অংশপর্য্যন্ত কম হয় তবে দিনপ্রতি এক আনা এবং যদি তিন অংশের এক অংশহইতে অধিক কম করা যায় তবে দিনপ্রতি দুই আনা পাইবেক। এবং ঐ অধিক টাকা আপনার অন্য মাহিয়ানার মত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২২ ধারা।

খালাসীরদের মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওনা হইবার পূর্ব্বে যদি ঐ মাহিয়ানাপ্রভৃতি অর্পণ কি বিক্রয় করা যায় কিম্বা কোন খালাসীর মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওনের

বিষয়ে যে ওকালৎনামা দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইতে পারে না কথিত হইলেও ঐ ওকালৎনামা অর্পণ কি বিক্রয় কারক কি ওকালৎনামাকরণিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধ বলবৎ হইবেক না। এবং কোন আদালতহইতে কোন ক্রোকী পরওয়ানা জারী হইলে তাহার দ্বারা কোন খালাসীর মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার দিবার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

সমুদ্রে গমন করণের সময়ে যে সকল পীড়া ও দৈবঘটনার সম্ভাবনা হয় তাহার উপযুক্ত ঔষধ ও অস্ত্রপ্রভৃতি প্রচুরমতে এমত প্রত্যেক জাহাজে সর্ব্বদাই থাকিবেক। এবং যত ঔষধপ্রভৃতি লইতে হইবেক তাহার নিরিখ সময়েং ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের জাহাজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীক্রমে জানাইবেন। এবং তাহা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক। এবং এই বিষয়ে ত্রুটি হইলে জাহাজের মালিক দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং যত কাল তিনি ঐ প্রকার ত্রুটি জানিয়া শুনিয়া করিতে থাকেন তত কাল দিনপ্রতি পাঁচ টাকার জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

যদি এইমত কোন জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা কোন মালিম কি খালাসী জাহাজের কর্ম্ম করণে আঘাতী বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে যাবৎ তাহার স্বাস্থ্য না হয় কিম্বা যে বন্দরে জাহাজে চড়িয়াছিল কি অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে নিয়ম হইয়াছিল সেই বন্দরে যাবৎ তাহাকে ফিরিয়া লওয়া না যায় তাবৎ তাহার আবশ্যক অস্ত্র চিকিৎসা ও চিকিৎসা এবং তাহার সেবার ও ঔষধের ও প্রতিপালনের যত খরচ হয় তাহা এবং সেই বন্দরে তাহাকে লইয়া যাওনের খরচ জাহাজের মালিক দিবেন এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসীর বেতনহইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি সেই অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসী আপনি ঐ খরচ দিয়া থাকেন তবে সেই খরচ আপনার মাহিয়ানার অংশস্বরূপ আদায় হইতে পারিবেক এবং যদি ঐ খরচ কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা কর্জস্বরূপ মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা সমেত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

যে কোন খালাসী এই আইনানুসারে কোন দাদন পাইয়াছে এমত খালাসী যে জাহাজে থাকে সেই জাহাজ যে যাত্রার জন্যে ঐ দাদন দেওয়া গিয়াছে সেই যাত্রায় গমনের পূর্ব্বে যদি বিনষ্ট হয় অথবা অগ্নি কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত তাহার

এইমত ক্ষতি হয় যে কল্পিত যাত্রায় গমন করিতে পারে না অথবা সেই যাত্রার আরম্ভ সময়ে অথবা খাটনের দ্বারা দাদনের পরিশোধ না হইলে যদি তাহা বিফল হয় তবে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক কিম্বা এজেণ্ট ঐ মত খালাসীর উপর এইমত দাওয়া করিতে পারেন যে ঐ ব্যক্তি যে দাদন পাইযাছিল সেই দাদন ফিরিয়া দেয অথবা যত দাদন পাইযাছিল তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যার তুল্য অন্য কোন জাহাজে খাটে। এবং ঐ খালাসী যাবৎ খাটনের দ্বারা ঐ দাদন পরিশোধ না করে তাবৎ ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেণ্টের অনুমতি বিনা যে জাহাজে তাহাকে খাটিবার হুকুম হইযাছিল সেই জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে খাটিতে পারিবেক না। এবং যদি এইমত কোন খালাসী এইমত অন্য কোন জাহাজের উপর খাটনের দ্বারা ঐ দাদন পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে তবে সেই অস্বীকার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরী-মতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কযেদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেব যাহারদিগকে উচিত বোধ করেন এমত ব্যক্তিরদিগকে সময়ক্রমে এই আইনানুসারে যেং জাহাজে খালাসী গ্রহণ হয সেইং জাহাজের জন্যে খালাসী যোটাইবার দালালী কর্ম্ম করিতে পাট্টা দিতে পারেন এবং নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষের ঘরে খালাসীরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিবার অনুমতি দেওনার্থে তাহারদিগকেও পাট্টা দিতে পারেন। এবং ঐ ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে সেই পাট্টা রদ ও বাতিল করিতে পারেন। এবং সময়ক্রমে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব যে মিয়াদ ও যে নিযম এবং যে জামিন নিরূপণ করেন সেই মিয়াদের জন্যে এবং সেই নিয়মক্রমে এবং সেই জামিন লইয়া ঐ পাট্টা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টা না পাইয়া এবং যে জাহাজে খালাসীরা খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিক কি এক অংশের মালিক কিম্বা অধ্যক্ষ অথবা জাহাজ যাঁহার জিম্মায় থাকে এমত ব্যক্তি না হইয়া কোন রেজিষ্টরী বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে নিযুক্ত হওনার্থে কোন খালাসীকে ভাড়া করে কি তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এবং যে বাণিজ্য জাহাজের উপর খালাসীরা খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজ যাঁহার জিম্মায় আছে তিনি কিম্বা সেই জাহাজের মালিক বা এক অংশের মালিক কিম্বা অধ্যক্ষছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি পাট্টাদার হউক বা না হউক কোন বাণিজ্য জাহাজে কোন খালাসীকে নিযুক্ত করণের অভিপ্রায়ে বা তাহার ছলে কোন খালাসীর রেজিষ্টরী টিকিটের দাওয়া করে কিম্বা প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার পাট্টা পাইলে কি না পাইলে

কোন খালাসীকে কোন বাণিজ্য জাহাজে বেতন দিযা নিযুক্ত করিবার কিম্বা তাহার সঙ্গে বন্দোবস্তু করিবার নিমিত্তে অথবা তাহা করণের উদ্যোগ করিবার নিমিত্তে তাহার স্থানে স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে কোন রসুম কি পুরস্কার বা অন্য কোন টাকা চায কি লয সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

যে প্রত্যেক পাট্টাপ্রাপ্ত দালাল নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাট্টাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে কোন খালাসীর সঙ্গে খাটনের বন্দোবস্ত করে কিম্বা এইমত যে কোন দালাল স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাট্টাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে সম্পর্ক রাখে সেই দালালের পাট্টা জব্দ হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধির মতাচরণ না করিতে কোন খালাসীকে পরামর্শ দেয় বা পরামর্শ দিতে উদ্যোগ করে বা আইন প্রতিপালনের প্রতিবন্ধকতা করে অথবা যে কোন ব্যক্তি কোন খালাসীকে পলাযন করিতে পরামর্শ দেয কি যে খালাসী পলাযন করিযাছে তাহাকে আশ্রয় দেয় অথবা আশ্রয় দেওনের বা খোরাক দিবার সাহায্য করে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

যদি এই আইনমতে নিযুক্ত কোন খালাসী যাত্রার পূর্ব্বে বা যাত্রাকালীন কোন সমযে যে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিযাছে সেই জাহাজে যাইতে ত্রুটি কি অস্বীকার করে অথবা সেই জাহাজে সমুদ্রে গমন করিতে স্বীকার না করে কি অনুমতি না পাইয়া জাহাজহইতে গরহাজির হয অথবা পলায়ন করে তবে যে স্থানে বা যে স্থানের নিকটে ঐ জাহাজ থাকে অথবা ঐ খালাসীকে পাওয়া যায সেই স্থানের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা তাঁহার এজেণ্ট শপথপূর্ব্বক নালিশ করিলে ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া ঐ খালাসীকে গ্রেফ্তার করিয়া আপনার নিকটে আনিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার বা মাতবর কারণ বিনা গরহাজির অথবা পলাযনের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতি ঐ খালাসীকে জেলখানায কয়েদ করিতে পারেন অথবা হরিণবাড়ীতে পাঠাইতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি সেখানে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে থাকনের যোগ্য হইবেক। অথবা ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতি উচিত বোধ করিলে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম

কি মালিক কিম্বা তাঁহার এজেন্টের প্রার্থনামতে ঐ খালাসীকে কয়েদ না করিয়া ঐ জাহাজে তাহাকে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন অথবা ঐ জাহাজে লইয়া যাওনার্থে এবং সমুদ্রে গমনার্থে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা এজেন্টের হাতে ঐ খালাসীকে অর্পণ করিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ খালাসীকে গ্রেপ্তার করণের যে খরচা ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব উপযুক্ত বোধ করেন তাহা যদি কুড়ি টাকার অধিক না হয় তবে জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা মালিক অথবা এজেন্টকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা খালাসীর শিরে পড়িবেক এবং তাহার মাহিয়ানাহইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৩১ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসী এই আইনানুসারে নিযুক্ত হয় সেই খালাসী আপন খাটনের সময়ে যদি জানিয়াশুনিয়া এবং অনুমতি বিনা আপনার জাহাজহইতে স্থানান্তর হয় বা প্রকারান্তরে আপনার কর্ম্মহইতে গরহাজির হয় (এবং তাহার অপরাধ পলায়নের অপরাধ না হয় কি আপন মনিব পলায়নের অপরাধের ন্যায় তাহা জ্ঞান না করেন) তবে সেই খালাসীর দুই দিনের মাহিয়ানা জরীমানা হইবেক এবং যে প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টা সেই ব্যক্তি গরহাজির থাকে তাহার জন্যে ছয় দিবসের মাহিয়ানা জরীমানা দিবেক অথবা আপনার মনিবের ইচ্ছাক্রমে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জনকে নিযুক্ত করণেতে যে আবশ্যক খরচ লাগে তাহা সেই খালাসী দিবেক। এবং জাহাজে নিযুক্ত থাকন সময়ে যে প্রত্যেক খালাসী আপন মনিব বা যে ব্যক্তির অধীনে জাহাজ থাকে সেই ব্যক্তি ওয়াজিবীমতে তাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হুকুম দেন তাহা করিতে মাতবর কারণ বিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার উপরের উক্ত জরীমানা হইবেক এবং যে প্রত্যেক চব্বিশ-ঘণ্টাপর্য্যন্ত সেইরূপ অপরাধ করে তাহার জন্যে উপরের উক্তমতে জরীমানা হইবেক। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক খালাসী জাহাজের লক্ষিত বন্দরে পঁহুছিলে পর ও তাহার চাকরীর মিয়াদের মধ্যে খালাস না হইয়া অথবা আপনার মনিবের অনুমতি না পাইয়া জাহাজ ত্যাগ করে সেই ব্যক্তির এক মাসের মাহিয়ানা জরীমানা লাগিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ খালাসীর গরহাজির অথবা ত্রুটি বা অস্বীকার যদি রীতিমতে "লগ বুক" অর্থাৎ জাহাজের বৃত্তান্তের বহীতে লেখা না যায় তবে সেই ব্যক্তির সেইরূপ জরীমানা হইবেক না এবং সেই বিষয়ের বিরোধ হইলে ঐ জাহাজের মালিক বা অধ্যক্ষ কি এজেন্ট মালিমের বা অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের প্রমাণের দ্বারা ঐ বহীর মধ্যে লিখিত কথা সাব্যস্ত করিবেন ইতি।

৩২ ধারা।

এই আইনানুসারের নিযুক্ত যে প্রত্যেক খালাসী আপন জাহাজহইতে পলায়ন করে ঐ জাহাজে সেই ব্যক্তির যে সকল কাপড়চোপড় এবং দ্রব্যাদি থাকে এবং যে

সকল মাহিয়ানা এবং প্রাপ্তি তাহার পাওনা থাকে তাহা জব্দ হইয়া জাহাজের মালিককে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এইরূপ প্রত্যেক পলায়নের বৃত্তান্ত তৎকালেই পূর্ব্বোক্ত "লগ বুকের" মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ ও মালিম কিম্বা ঐ অধ্যক্ষ এবং এক জন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী তাহাতে সহী করিবেন ইতি।

৩৩ ধারা।

যে বন্দরে কোন খালাসী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্য কোন স্থানে যদি কোন খালাসী আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদের মধ্যে পলায়ন করে এবং যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ পলাতক খালাসীকে যে মাহিয়ানা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক মাহিয়ানাতে তাহার এওজে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তবে ঐ জাহাজের মালিক কি এজেণ্ট বা অধ্যক্ষ পলাতক ব্যক্তি আপনার কর্ম্ম রীতিমত করিলে তাহাকে যে টাকা দেয় হইত তদপেক্ষা অধিক যত মাহিয়ানা বা তাহার যে অংশ ঐ জাহাজের মালিক কি অধ্যক্ষ বা এজেণ্ট ঐ এওজী ব্যক্তিকে দিযাছেন তাহা এই আইনের লিখিত জরীমানা যেরূপে আদায় করা যায় সেইরূপে এবং যে পর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে ঐ পলাতক ব্যক্তির স্থানে আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন খালাসী ঐ মাহিয়ানার টাকার আধিক্য না দেওনপ্রযুক্ত তিন কালেণ্ডর মাসের অধিক কাল কয়েদ হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

যদি কোন খালাসী যাত্রার আরম্ভের পূর্ব্বে বা যাত্রার সময়ে কোন বন্দরহইতে জাহাজের গমনের পূর্ব্বে অব্যবহিত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খামখা অথবা জানিয়াশুনিয়া ও বিনানুমতিতে গরহাজির হয তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক। এবং যদি কোন খালাসী কোন সময়ে বা কোন সময়পর্য্যন্ত আপনার জাহাজহইতে খামখা এইরূপে গরহাজির হয় যে সেই জাহাজ ত্যাগ করিতে এবং তাহাতে ফিরিয়া না যাইতে তাহার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি কোন খালাসী বা আপ্রেণ্টিসকে পলাতক জানিয়া অথবা তাহাকে পলাতক বিশ্বাস করণের কারণ জানিয়া ঐ পলাতক খালাসী বা আপ্রেণ্টিসকে জানিয়াশুনিয়া আশ্রয় দেয় অথবা লুকাইয়া রাখে তবে এইরূপ আশ্রিত বা লুক্কায়িত প্রত্যেক খালাসী বা আপ্রেণ্টিসের জন্যে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৬ ধারা।

যে কোন খালাসী এই আইনানুসারে খাটিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার ঐ নিয়মিত চাকরীর শেষ না হওনের পূর্ব্বে তাহার স্থানে তিন টাকার অধিক কোন কর্জ আদায় করা যাইতে পারিবেক না। এবং কোন সবাইয়ের অধ্যক্ষ অথবা নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষ খালাসী তাঁহার যে টাকা ধারে কথিত হয় তাহার বাবৎ ঐ খালাসীর কোন সিন্দুক কি হাতিয়ার বা অন্য সম্পত্তি আটক করিতে পারিবেন না। এবং যদি এমত কোন ব্যক্তি কোন খালাসীর সিন্দুক বা হাতিয়ার কি অন্য সম্পত্তি আটক করে তবে ঐ স্থানের বা তাহার নিকটের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ খালাসী অথবা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি তাহার বিষয়ে শপথপূর্ব্বক নালিশ করিলে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিস্ট্রেট সাহেব সরাসরীমতে শপথ করাইয়া সেই বিষয়ের তজবীজ করিতে পারেন এবং আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা ওয়ারণ্টের দ্বারা সেই সম্পত্তি ক্রোক করণের এবং ঐ খালাসীকে ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তি ঐ জিনিস আটক করিয়াছে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে এইরূপ কোন জাহাজের তিন জন অথবা তাহাহইতে অধিক জন খালাসী নালিশ করিলে ঐ জুষ্টিসপ্রভৃতি ঐ জাহাজী ব্যক্তিরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের জন্যে ঐ জাহাজের উপর যে আহার ও জল ও ঔষধ দেওয়া গিয়াছে কি রাখা গিয়াছে তাহা তজবীজ ও তদারক করিবেন কি তজবীজ ও তদারক করাইবেন। এবং যদি ঐ তজবীজ ও তদারক করিলে দৃষ্ট হয় যে ঐ আহার অথবা জল কি ঔষধ মন্দ অথবা ব্যবহারের অনুপযুক্ত কি যেরূপ আহারাদি দিতে হয় সেইরূপ নহে অথবা যদি তাহা অপ্রচুর বোধ হয় তবে যে কর্ম্মকারক তাহার তদারক করেন তিনি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে এই বিষয় লিখনের দ্বারা জানাইবেন। এবং যদি তাহাতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ যে আহার বা জল কি ঔষধ ঐ তদারককারি কর্ম্মকারক মন্দ বা অনুপযুক্ত জ্ঞাত করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত আহার বা জল কি ঔষধ না দেন অথবা যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে যত আহার ও জল ও ঔষধের আবশ্যক তত আহারাদি না যোগান কিম্বা যে আহার ও জল ও ঔষধ তদারককারি কর্ম্মকারক মন্দ অথবা অনুপযুক্ত কহিয়াছেন তাহা খালাসীরদিগকে দেন তবে ঐ ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনানুসারে যে খালাসীরা নিযুক্ত হয় তাহারদের জন্যে উপযুক্তমতে কালাপাতীকরা এবং মজবুত তুতকের নীচে এক বাসস্থান প্রস্তুত করা যাইবেক এবং

প্রতিজনের জন্যে চতুরস্র চারিং ফুট স্থান নিযুক্ত করা যাইবেক। এবং যে স্থান এইরূপে নিযুক্ত হয় তাহা যদি "টপ গালাণ্ট ফোরকাসলের" নীচে হয় তবে "ফোরকাসল" তুতক ও তাহার নীচের মাজিযার মধ্যে সাড়ে চারি ফুটের কম না হয় এমত ব্যবধান থাকিবেক এবং এই বিষয়ে ত্রুটি হইলে যে প্রত্যেক জনের এইপ্রকার উপযুক্ত বাসস্থান না করা যায় যাবৎ তাহার এইমত বাসস্থান না করা যায় তাবৎ দিন প্রতি চারি আনার হারে ঐ খালাসীর মাহিযানা বৃদ্ধি হইবেক এবং তাহার অন্য মাহিয়ানার মত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষযে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে হুকুম হইতে পারে এবং ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রকারে ঐ জরীমানা খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৪০ ধারা।

এই আইনানুসারে করা সকল বন্দোবস্তক্রমে যে মাহিযানা পাওনা হয অথবা যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হয তাহার বিষযি সকল দাওযা কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা শুননি ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এবং যত টাকা ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম করেন তাহা মায খরচা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুকুম হয তাহার স্থানে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের বিধিক্রমে জরীমানা যেরূপে আদায় হয সেইরূপে আদায হইবেক ইতি।

৪১ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে যে জাহাজ সমুদ্রে গমন করে সেই জাহাজ যাঁহার জিম্মায বা কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সেই জাহাজের "অধ্যক্ষ" জ্ঞান হইবেন। এবং আপ্রেণ্টিসছাড়া যে কোন ব্যক্তি ঐ জাহাজে জাহাজের চিকিৎসকব্যতিরিক্ত কোন পদে খাটিতে নিযুক্ত হয় বা বন্দোবস্ত করে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে "খালাসী" জ্ঞান হইবেক। এবং "মালিক" এই কথা যদি ঐ জাহাজ একের অধিক ব্যক্তির সম্পত্তি হয় তবে সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবেক এবং "এজেণ্ট" এই কথা একের অধিক যত ব্যক্তি মালিকের এজেণ্ট হন সেই সকলকে বুঝাইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

১৮৫০ সালের ২৮ নম্বরী ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের করা আইনানুসারে এই বন্দোবস্ত এত টন বোম্বাইয়ের অমুক বন্দরের অমুক জাহাজের অমুক অধ্যক্ষের এবং যে নানা ব্যক্তির ইহাতে সহী আছে তাঁহারদের মধ্যে আপনারদের নিমিত্তে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে উক্ত জাহাজে অন্য যে ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদের পক্ষে করা গেল।

উক্ত ব্যক্তিরদের দ্বারা এবং উক্ত ব্যক্তিরদের পক্ষে এই বন্দোবস্ত হইল এবং তাহারা একেং উক্ত জাহাজে আপনং নামের নিকটে যেং কর্ম্ম লেখা আছে সেইং কর্ম্মেতে অথবা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত খাটিতে ইহার দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছে (জাহাজের কল্পিত যাত্রা এই স্থানে সাধ্যপর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে হইবেক এবং যেং স্থানে ঐ জাহাজের লাগান করণের কল্প আছে তাহা লিখিতে হইবেক অথবা যদি তাহা না হইতে পারে তবে যেপ্রকার যাত্রায় জাহাজ নিযুক্ত হয় তাহা লিখিতে হইবেক।) এবং উক্ত মল্লারা আরো এই বন্দোবস্ত করিতেছে যে আমরা আজ্ঞাধীনে থাকিয়া বিশ্বস্তরূপে ও সরলতা ও মনোযোগপূর্ব্বক ও বাহোশে কার্য্য করিব এবং আপনং কার্য্য ও পদে নিত্য মনোযোগপূর্ব্বক সেবা করিব এবং উক্ত জাহাজ ও তাহার সরঞ্জাম ও তাহার জিনিস ও তাহার মালের বিষয়ে তাহা জাহাজের উপর থাকুক কি নৌকায় থাকুক বা কিনারায় থাকুক মনিবের যথার্থ হুকুম প্রতিপালন করিব। এবং খালাসী উক্ত কর্ম্ম রীতিমতে ও সরলতা ও মনোযোগ ও বিশ্বাসপূর্ব্বক করিলে উক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ মাহিয়ানাস্বরূপ উক্ত মল্লারদিগকে প্রত্যেক নামের পার্শ্বে যে টাকা লেখা আছে তাহা দিতে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন। এবং ইহার দ্বারা আরো বন্দোবস্ত হইল যে জাহাজের মাল অথবা ন্যস্ত দ্রব্যের কোন ভাগ যদি তছরুফ হয় কি খামখা বা অমনোযোগিতাপূর্ব্বক ক্ষতি বা বিনষ্ট হয় তবে যে খালাসী সেই অপরাধ করিয়াছে তাহার মাহিয়ানাহইতে আপনার মনিবের ক্ষতিপূরণ যেপর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত হইবেক এবং যদি কোন খালাসী আপনাকে কোন কার্য্যের যোগ্য বলিয়া জাহাজে চাকরী লয় এবং তৎপরে দৃষ্ট হয় যে সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্ম করিতে পারে না তবে তাহার অযোগ্যতার অনুসারে এই বন্দোবস্তেতে যে মাহিয়ানার নিরিখ হইল তাহাহইতে কম মাহিয়ানা পাইবার যোগ্য হইবেক। ইহার প্রমাণস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা লিখিত দিবসে ইহাতে দস্তখৎ করিয়াছে।

জাহাজের রেজিষ্টরের নম্বর ও তারিখ	নিযুক্ত হইবার স্থান ও সময়				নাবিকেরদের সম্পূর্ণ নাম	রেজিষ্টরী টিকিটের নম্বর	নাবিক শেষ যে জাহাজে খাটিয়াছিল তাহা	বয়স	যে নগরে কি দেশে জন্ম হইয়াছিল	জাতি কি ব্যবসা	কালেণ্ডর মাসে অংশ বুঝিয়া কি সপ্তাহানুসারে মাহিয়ানা পাইবেক	কর্ম্মে ভর্ত্তি হওন সময়ের অগ্রিম মাহিয়ানা যে তাহাকে দেওয়া গেল	মাসেং যত অর্পণ করিতে হইবেক	প্রতিদিন যত ও যেপ্রকার আহার পাইবেক	দস্তখৎ	সাক্ষিরদের দস্তখৎ
		দিন	মাস	সাল												

অমুক বন্দরে করা এই বন্দোবস্তপত্রে লিখিত সমস্ত বেওরা সত্য ইহা আমি ইহার দ্বারা জানাইতেছি, অমুক মাসের অমুক তারিখ।

অধ্যক্ষ।
মালিম।

B চিহ্নিত তফসীল।

অমুক বন্দরে রেজিষ্টরীহওয়া খালাসীর মাহিয়ানা অর্পণের টিকিট।

আমি অমুক নম্বরে রেজিষ্টরীহওয়া অমুক ব্যক্তি মাসেং এত টাকা মাহিয়ানাতে অমুক জাহাজের উপর অমুক পদে খাটিতেছি এবং আমি অমুক বন্দরে খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবকে ক্ষমতা দিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি যে অমুক জাহাজের এজেণ্টের স্থানে যে মিয়াদের জন্যে আমি আগাম পাইয়াছি সেই মিয়াদপর্য্যন্ত খাটনের পর আমার যে মাহিয়ানা পাওনা হইবেক তাহার তৃতীয়াংশ লন এবং ঐ মিয়াদ আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে সমাপ্ত হইবেক এবং ঐ টাকা অমুক ব্যক্তিকে অথবা যে ব্যক্তির হাতে এই কাগজ থাকে সেই ব্যক্তিকে দিতে আমি ইহার দ্বারা ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবকে ক্ষমতা দিলাম এবং তিনি ইহার পৃষ্ঠে ঐ ব্যক্তির স্থানে মাসেং রসীদ লেখাইয়া লইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৯ ঊনত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিষ খাওয়ান নিবারণের বিষযি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন।

বিষ কি প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাওয়াওনের বিষযি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কোন লোকের চিরস্থায়ি কি অল্প কালীন শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে অথবা আইনবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করণের কি করিবার প্রবৃত্তি দেওনের অভিপ্রায়ে জানিয়া শুনিয়া এবং দ্বেষপূর্ব্বক তাহাকে কোন বিষ কি কোন বেহোঁশজনক কিম্বা মাদক কোন দ্রব্য অথবা অস্বাস্থ্যজনক বস্তু খাওয়ায় কি অন্য লোকের দ্বারা খাওয়ায় সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে ঐ আদালত যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কতক বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্য হইবেক অথবা চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে কোন গতিকে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাওয়াইয়াছে কিম্বা খাওয়াইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে এবং যদি সাব্যস্তহওয়া ঐ অপরাধ

কেবল এই আইনানুসারের অপরাধ হয় তবে এই আইনানুসারে অপরাধের বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইলে যেরূপ দণ্ড হইত তাহার সেইরূপ দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের অন্তর্গত এবং ঐ আইনের অংশস্বরূপ বোধ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৪৬ সালের ১ আইন ও ১৮৫০ সালের ৪ আইনের অর্থ বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৮ ধারা এবং ১৮৫০ সালের ৪ আইনের ১ ধারার কার্য্য ঐ২ আইন জারী হওনের পূর্ব্বের মোকদ্দমায় খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও বিধান হইল।

১ ধারা।

১৮৪৬ সালের ১ আইন জারী হওনের পুর্ব্বে বাদি প্রতিবাদি ও তাহারদের উকীলেরদের মধ্যে আপোসে যে বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল তাহার বিষয়ে ঐ আইনের বিধান খাটে এমত জ্ঞান হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

১৮৫০ সালের ৪ আইনে হুকুম আছে যে সদর আদালতে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার নম্বরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণার্থ উত্তর কালে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ নিরূপণ আছে কিন্তু ঐ আইন জারী হওনের পুর্ব্বে যে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহার উপর নম্বরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ করণের মিয়াদ তিন মাস। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উক্ত প্রকার মোকদ্দমার যে সকল আপীল উক্ত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছিল তাহা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং ১৮৫০ সালের ৪ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল দাঁড়া ও বিধান চলন ছিল সে সকল দাঁড়া ও বিধানমতে ঐ আপীলের বিষয়ে কার্য্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

শেষোক্ত আইনের ২ ধারার হুকুমমতে যে লিখিত এত্তেলা আপেলাণ্টকে দিতে হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের আদালত ঘরে এত্তেলানামা লট্কানের দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে অথবা ঐ সদর আদালত ১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে উত্তর কালে যে বিধান প্রস্তুত করেন সেই বিধানের নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও প্রকারানুসারে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

১৮৫০ সালের ৪ আইন পাপরেরদের আপীলের বিষয়ে খাটে না। ঐ আপীল এইপর্য্যন্ত যে প্রকারে উপস্থিত করা যাইতেছে সেইপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে করা যাইবেক। পরন্তু ইহার পূর্ব্বে হুকুম ছিল যে পাপরস্বরূপ আপীল করণের অনুমতি পাইবার তারিখের পর ডিক্রীর বিষয়ে যে বিশেষ ওজর থাকে তাহা এবং আপীল করণের বিস্তারিত হেতুবাদ ছয় সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এইক্ষণে হুকুম হইল যে তিন মাসের মধ্যে দাখিল করিলে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

যেং হেতুতে সবাতু ও তাহার শামিল অন্যান্য প্রদেশ দেওয়ানী মোকদ্দমার সম্পর্কে তৎকালে আলাহাবাদে স্থাপিত এইক্ষণে আগ্রাতে স্থাপিত সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছিল সেইং হেতু রহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের সময়ে যে সকল মোকদ্দমা ও কার্য্য উক্ত আদালতের বিচারাধীন ছিল এই আইন জারী না হইলে সেই সকল মোকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে নিষ্পত্তি হইবেক এবং তাহার বিষয়ে যেং হুকুম হয় তাহা জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশে পত্তনি তালুকের নীলামের নিমিত্তে যেং দাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব বহাল রাখা গিয়াছে জমীদারেরা জিলার দেওয়ানী আদালতে এক আরজী এবং কালেক্টর সাহেবের নিকটে তদ্রূপ অন্য আরজী দাখিল করিলে সেই প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করণার্থ আরজী করিবার ক্ষমতা পাইতে পারে এবং যেহেতুক এমত অনেক নীলামের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করা যায় নাই এবং পত্তনিদারের রক্ষার নিমিত্তে তাহা আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইয়াছে।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকারের কোন গতিকে জমীদারের দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকটে আরজী করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল না করিয়া পত্তনি তালুকের যে সকল নীলাম হইয়াছে যদি ১৮৫০ সালের আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের পূর্ব্বে ঐ নীলাম অন্যথা করণের মোকদ্দমা উপস্থিত করা না

গিয়া থাকে তবে দেওয়ানী আদালতে আরজী হইলেও ঐ নীলাম যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে প্রত্যেক পত্তনিদারের তালুক উক্ত প্রকার আরজী দেওয়ানী আদালতে দাখিল না হইয়া এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে নীলাম হইয়াছে এবং ঐ নীলাম এই আইনের দ্বারা সিদ্ধ প্রকাশ হইয়াছে যদি কেবল দেওয়ানী আদালতে সেই আরজী দাখিল না হইয়া এমত নীলাম হওয়াপ্রযুক্ত সে পত্তনিদারের প্রকৃতপ্রস্তাব কোন ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়া থাকে তবে সে পত্তনিদার জমীদারের নামে কিম্বা যে ব্যক্তির আরজীমতে নীলাম হইয়াছে তাহার অথবা তাহার স্থলাভিষিক্তেরদের নামে নালিশ করিয়া তাহার যে ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়াছে তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৪ চতুস্ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া রাখিবার আইন।

যেহেতুক শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে কয়েদ হইলে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য স্থানে আইনমতে কয়েদ হইতে পারে কি না এই বিষয়ের সন্দেহ হইয়াছে এবং এমত সন্দেহ ভঞ্জন করা এবং উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চলন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত যে কোন সুপ্রিম কোর্টের জেলখানায় অথবা উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন কিল্লাতে কিম্বা কোন জেলখানায় কি অন্য স্থানে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কয়েদীকে কয়েদ করা বিহিত বোধ হয় সেই সুপ্রিম কোর্টের জেলখানার সরিফ সাহেবের নামে অথবা সে কিল্লার সেনাপতি সাহেবের কিম্বা সে জেলরক্ষকের নামে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে কয়েদ করণের পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল

বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে পরওয়ানার মধ্যের লিখিত কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য স্থানে কয়েদ করণার্থে ঐ পরওয়ানা বিশিষ্ট ক্ষমতা হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করা ও বিস্তারিত হওয়া উক্ত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে যে প্রত্যেক সরিফ সাহেবের কি সেনাপতি সাহেবের কিম্বা জেলরক্ষকের জিম্মায় শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কয়েদহওয়া কোন ব্যক্তি থাকে তাহার প্রতি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইন বিস্তারিত হইবেক ও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের পরওয়ানাক্রমে যে কোন ব্যক্তি ঐ পরওয়ানাঅনুসারে উক্ত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ ষড়ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সৰ্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

এদেশীয় সিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১১৩ ধারা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইউরোপীয় সৈন্যেরা কয়েদ হইলে তাহারদের খোরাকপোশাকের বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার হয় এদেশীয় সিপাহীরা কয়েদ হইলে তাহারদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় সিরিশ্তার এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের শাসনের নিমিত্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১১৩ ধারার যে অংশে কোর্ট মার্শ্যলের কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদকরা উক্ত হুদ্দাদারেরদের ও সিপাহীরদের বেতন বন্দ করণের ও তাহারদের খোরাক দেওনের বিষয়ে হুকুম আছে সেই অংশ ১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় সিরিশ্তায় এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহী কি ছাউনির সঙ্গে গমনশীল ব্যক্তি কোর্ট মার্শ্যলের হুকুমক্রমে কিম্বা অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে অথবা কোন ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হইলে সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকন কালে কোন

বেতন কি তনখা পাইবেক না কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং যে হার অথবা যে নিয়মের হুকুম করেন সেই হার কি সেই নিয়মে তাহারদের খোরাকপোশাক দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সরকারী কর্ম্মকারকেরদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক সরকারী যেং কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা তগীর হইতে পারেন না সেইং কর্ম্মকারকের আচরণের তদারকের নিয়ম করণের বিষয়ি আইন সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশের মধ্যে তাহা একি প্রকার করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৮ সালের ৬ আইন এবং ১৮৩৯ সালের ২৬ আইন এবং ১৮৪৩ সালের ১৩ আইন রদ হইল কিন্তু ঐং আইনের দ্বারা যে কোন আইন বা যে কোন আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা পুনরায় বহাল হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্টের এমত বোধ হয় যে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি সেই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইতে পারেন না এমত ব্যক্তির কদাচরণের অপবাদের সত্যাসত্যতার বিষয়ে রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক করণের মাতবর কারণ আছে তখন গবর্ণমেণ্ট ঐ অপবাদের মর্ম্ম নালিশের বিশেষং দফা করিয়া লিখিতে হুকুম দিবেন এবং তাহার সত্যাসত্যতার বিষয়ের রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যে আদালত অথবা বোর্ড কি অন্য কর্ম্মকারকের অধীন অপবাদিত ব্যক্তি থাকেন ঐ আদালতপ্রভৃতির প্রতি অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তন্নিমিত্তে

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কমিস্যনরস্বরূপ বিশেষমতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি ঐ তদারক করণের ভার অর্পণ হইতে পারে। এবং ঐ কমিস্যন নিযুক্ত হওনের সম্বাদ তদারক করণের আরম্ভের পূর্ব্বে অতি কমে দশ দিন থাকিতে অপবাদিত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্ট ঐ নালিশ আপনি নির্ব্বাহ করিতে উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেণ্ট আপনার তরফে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে কোন কাহাকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

যখন কোন অপবাদকারি ব্যক্তি ঐ নালিশ করে তখন গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিবেন যে অপবাদের কথা লেখা যায় এবং সেই লিখন অপবাদকারি শপথ বা সুকৃতিক্রমে সাব্যস্ত করে এবং যে কোন ব্যক্তি এমত শপথ কিম্বা সুকৃতিপূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া ও দ্বেষপূর্ব্বক এই আইনানুসারে কোন মিথ্যা অপবাদ করে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করণের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এই আইনের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্তমতে শপথ কিম্বা সুকৃতিক্রমে অপবাদ বিনা যে কোন তদারক করণ উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন না ইতি।

৬ ধারা।

যখন কোন অপবাদকারি ঐ অপবাদ করিয়াছেন এবং মোকদ্দমা চালাইবার ভার তাঁহার হাতে থাকা গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেণ্ট কমিস্যন নিযুক্ত করণের পূর্ব্বে ঐ অপবাদকারির স্থানে এই মজমুনে মাতবর জামিন চাহিবেন যে ঐ ব্যক্তি হাজির হইয়া ঐ নালিশ সম্পূর্ণরূপে ও শেষপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিবেন এবং বিষয়বিশেষে দ্বেষপূর্ব্বক নালিশ করণের অথবা মিথ্যা শপথ করণ কিম্বা করাওনের বিষয়ে তাঁহার প্রতি তৎপরে যে কোন বিপরীত নালিশ অথবা মোকদ্দমা হয় তাহার জওয়াব দিবার জন্যে সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন ইতি।

৭ ধারা।

তৎপর মোকদ্দমা রুবকারের কোন সময়ে গবর্ণমেণ্ট উচিত বুঝিলে মোকদ্দমা ত্যাগ করিতে পারেন এবং ত্যাগ করিলে পর যদি নালিশকারি দরখাস্ত করে এবং সেই ব্যক্তি মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন তবে পূর্ব্বোক্তমতে জামিন দিলে গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

অবজ্ঞা এবং কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতার দণ্ড করিবার যে ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ৩০

আইনানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতকে দেওয়া গিয়াছিল কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ অপরাধের বিষয়ে সেইরূপ দণ্ড করিবার ক্ষমতা হইবেক এবং সাক্ষিরদিগকে তলব করণের ও দলীলদস্তাবেজ দাখিল করাওনের ও কমিস্যনঅনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা ঐ কমিস্যনর সাহেবের থাকিবেক এবং ঐ জজ সাহেবেরদের যেরূপ নির্ব্বিঘ্নতা আছে কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ নির্ব্বিঘ্নতা থাকিবেক। কিন্তু সাক্ষিরদিগকে হাজির করাওনের হুকুম এবং অন্য সকল জোরাবরী হুকুম যে সাক্ষী অথবা অন্য ব্যক্তির উপর জারী করিতে হয় সেই সাক্ষী বা অন্য ব্যক্তি যে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে বাস করে সেই জজ সাহেবের দ্বারা জারী হইবেক। এবং যদি সেই ব্যক্তি কলিকাতা বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের মধ্যে বাস করে তবে তথাকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাহা জারী হইবেক। যে আদালত বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আপনারদের সামান্য ক্ষমতাক্রমে সেইরূপ হুকুম জারী করিবার শক্তি রাখেন এইমত আদালত বা ব্যক্তিরদের প্রতি যদি ঐ কমিস্যন দেওয়া যায় তবে তাঁহারা ঐ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

ঐ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে পূর্ব্বোক্তমতে যে সকল আইনসিদ্ধ হুকুম দেওয়া যায় তাহা যে সকল ব্যক্তি প্রতিপালন না করে ঐ হুকুম যে আদালত বা অন্য কর্ম্মকারকের দ্বারা জারী হয় সেই আদালতপ্রভৃতিকর্ত্তৃক আদৌ দেওয়া গেলে তাহার যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

নালিশপত্রের নানা দফার এক নকল এবং যে দলীলদস্তাবেজ ও সাক্ষির দ্বারা প্রত্যেক দফা সাব্যস্ত করা যাইবেক তাহার এক তালিকা তদারকের আরম্ভের পূর্ব্বে অন্যূন তিন দিন আসামীকে দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ তাহা দেওনের দিবস এবং তদারকের প্রথম দিবসছাড়া তিন দিন ইতি।

১১ ধারা।

তদারক আরম্ভ হইলে নালিশনির্ব্বাহক নালিশের নানা দফা কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এবং তাহা সকল লোকের সম্মুখে পাঠ করা যাইবেক এবং তৎপরে আসামীর প্রতি হুকুম হইবেক যে প্রত্যেক দফার বিষয়ে "আমি দোষী" কি "আমি নির্দ্দোষী" ইহা জ্ঞাত করেন এবং তাঁহার সেই উত্তর নালিশের নানা দফার সঙ্গে অবিলম্বে রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক। যদি অপবাদিত ব্যক্তি ঐ অপবাদের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়ং উপস্থিত হইতে স্বীকার না করেন অথবা

মাতবর হেতু বিনা ত্রুটি করেন অথবা তন্নিমিত্ত উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত না করেন তবে সেই ব্যক্তি নালিশপত্রের লিখিত সকল দফার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

নালিশনির্ব্বাহক তৎপরে নালিশের নানা দফা এবং যে সাক্ষ্যের দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিতে স্থির হইয়াছে তাহা কমিস্যনর সাহেবদিগকে বুঝাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ঐ উক্তি রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

তৎপরে নালিশের পক্ষে লিখিত ও জোবানী সকল সাক্ষ্য দরপেশ হইবেক এবং নালিশনির্ব্বাহকের দ্বারা অথবা তাঁহার পক্ষে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এবং আসামীর দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে তৎপরে ঐ সাক্ষিরদের বিপরীত জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক। এবং যে কোন বিষয়ে সাক্ষিরদের বিপরীত জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে সেইং বিষয়ে নালিশনির্ব্বাহক ঐ সাক্ষিরদের পুনর্ব্বার জোবানবন্দী লইতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতি বিনা কোন নূতন বিষয়ে তাহারদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন না। এবং ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা যে জিজ্ঞাসা উচিত বুঝেন তাহা করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

নালিশের পক্ষে মোকদ্দমার শেষ হওনের পূর্ব্বে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে আসামীকে যে ফর্দ্দ দেওয়া গিয়াছিল সেই ফর্দ্দের মধ্যে লেখা না থাকা সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে কমিস্যনর সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে নালিশনির্ব্বাহককে অনুমতি দিতে পারেন অথবা আপনারাই নূতন সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন। এবং তাহা হইলে যদি আসামী দাওয়া করেন তবে ঐ নূতন সাক্ষ্য উপস্থিত করণের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ তিন দিবস মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করাইতে পারেন অর্থাৎ যে দিবস আদালত স্থগিত হয় এবং যে দিবসে পুনর্ব্বার আদালতের কর্ম্ম আরম্ভ হয় তাহাছাড়া তিন দিন ইতি।

১৫ ধারা।

যখন নালিশের পক্ষে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইয়াছে তখন আসামীকে জোবানী অথবা লিখনের দ্বারা যেমত উচিত বুঝেন জওয়াব দিতে হুকুম করা যাইবেক। যদি ঐ জওয়াব জোবানীরূপে দেওয়া যায় তবে তাহা রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক না কিন্তু যদি তাহা লিখনের দ্বারা দেওয়া যায় তবে তাহা সকলের সম্মুখে পাঠ হইয়া রোয়দাদে অপণ হইবেক এবং তাহার এক নকল তৎসময়ে নালিশনির্ব্বাহককে দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

তৎপরে জওয়াবের পক্ষের সাক্ষ্য উপস্থিত করা যাইবেক এবং সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এবং নালিশের পক্ষে সাক্ষিরদের বিষয়ে যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে ঐ সাক্ষিরা বিপরীত জোবানবন্দী দিবার এবং পুনরায় জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেক এবং কমিস্যনর সাহেব তাহারদিগকে সেইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন ইতি।

১৭ ধারা।

নালিশের পক্ষে কি জওযাবের পক্ষে সকল সাক্ষী শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক। কিন্তু যদি তাহারা আদালতে শপথ করণহইতে মুক্ত আছে তবে সুকৃতি-পূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক এবং ঐ শপথ বা সুকৃতি কমিস্যনর সাহেবেরদের এক জনের দ্বারা করাণ যাইবেক। এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী সেইরূপ জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি যদি কোন আবশ্যক বিষয়েতে জানিয়া শুনিযা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইয়া ঐ দোষের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। যখন নালিশ গবর্ণ-মেণ্টের তরফে নির্ব্বাহ না হয় তখন নালিশনির্ব্বাহক ব্যক্তি নালিশের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন এবং আসামী তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা তাঁহারদের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি সকল জোবানী সাক্ষ্যের সার ইঙ্গরেজী ভাষায সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী তাহা দেয তাহার নিকটে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যাইবেক এবং যদি আবশ্যক হয় তবে যে ভাষাতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় সেই ভাষায় সাক্ষ্যের কথা তাঁহাকে বুঝান যাইবেক এবং রোয়দাদের সঙ্গে রাখা যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যদি আসামী কেবল জোবানী জওয়াব দেন এবং কোন সাক্ষী উপস্থিত না করেন তবে তাঁহার ঐ জওয়াবে তদারকের শেষ হইবেক। যদি সেই ব্যক্তি লিখিত জওয়াব দেন অথবা সাক্ষী উপস্থিত করেন তবে নালিশনির্ব্বাহক সমস্ত মোকদ্দমার বিষযে সাধারণ জোবানী উত্তর দিতে পারিবেন এবং জওয়াবের পক্ষে যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছিল তাহা খণ্ডন করিতে অন্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে পারেন। এবং তাহা হইলে ঐ নূতন সাক্ষী যদ্যপি আসামীকে দেওয়া ফর্দ্দের মধ্যে লিখিত ছিল না তথাপি ঐ ব্যক্তি মোকদ্দমা স্থগিত করিতে দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি।

২০ ধারা।

যখন কমিস্যনর সাহেবেরা বোধ করেন যে নালিশের নানা দফা অথবা তাহার

কোন এক দফা যথোচিত স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে লেখা যায় নাই তখন তাঁহারা আপনারদের বিবেচনামতে তাহা সংশোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং তাহা হইলে আসামীর দরখাস্তক্রমে ঐ তদারক ওয়াজিবী সময়পর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন। এবং কোন সাক্ষির পীড়ার হেতুতে অথবা অগত্যা গরহাজির হওনপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে নালিশনির্ব্বাহক অথবা আসামীর দরখাস্তক্রমে সময়ে২ ঐ তদারক স্থগিত করিতে পারেন। যখন ঐরূপ স্থগিতের দরখাস্ত করা যায় এবং তাহা গ্রাহ্য না হয় তখন কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ দরখাস্ত এবং তাহা নামঞ্জুর করণের কারণ রোয়দাদে লিখিবেন ইতি।

২১ ধারা।

তদারক সমাপ্ত হইলে কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ কমিস্যনক্রমে আপনারদের কার্য্যের এক রিপোর্ট অগৌণে গবর্ণমেণ্টকে দিবেন এবং ঐ রোযদাদের সঙ্গে২ নালিশের প্রত্যেক দফার বিষয়ে আপনারদের মত স্বতন্ত্র করিয়া লিখিবেন। এবং সমস্ত মোকদ্দমা দৃষ্টে তাঁহারা যাহা লিখিতে উচিত বোধ করেন তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

২২ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট বিবেচনা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে নূতন সাক্ষ্য লইতে অথবা তাঁহারদের মত আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং গবর্ণমেণ্ট অপবাদের অতিরিক্ত দফাও প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে পারেন যদি তাহা করেন তবে প্রথম নানা দফার বিষয়ে যে প্রকারে তদারক করিবার হুকুম এই আইনেতে আছে সেই প্রকারে ঐ অতিরিক্ত দফার সত্যতার বিষয়ে তদারক করা যাইবেক। যখন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়া থাকেন তখন গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট যে আদালতের বা কর্ম্মকারকের অধীন আসামী থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠাইতে পারেন এবং তাহার বিষয়ে তাঁহারদের মত চাহিতে পারেন। এবং পরিশেষে যে হুকুম যথার্থ বোধ হয় এবং এইমত গতিকে গবর্ণমেণ্টের দিবার শক্তি থাকে সেইমত হুকুম দিবেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "গবর্ণমেণ্ট" এই কথা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এবং বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব এবং উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব অর্থাৎ অপবাদিত ব্যক্তিকে তগীর করণের জন্যে যাঁহার অনুমতির আবশ্যক তাঁহাকে বুঝায় ইতি।

২৪ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে প্রধান এবং অন্য সদর আমীনেরদের অথবা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরদের কিম্বা ডেপুটী কালেকটরেরদের সস্পেণ্ড কি তগীর করণের বিষয়ে যে কোন আক্ট কিম্বা আইন চলন আছে তাহা রদ হইয়াছে। কিন্তু যে কোন গতিকে গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করেন সেই গতিকে উক্ত কোন কার্য্যকারকেরদের নামে যে কোন অপবাদ হয় তাহার বিচার করিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে কমিস্যন নিযুক্ত হইতে পারিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে এই আইনানুসারে তদারক করণ বিনা কোন হেতুতে কোন সরকারী কার্য্যকারককে সস্পেণ্ড কিম্বা কর্ম্মহইতে অবসর করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতা আছে তাহা খর্ব্ব হইয়াছে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1851.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৮ অষ্টত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধের নিমিত্তে যাহারদের বিচার হইতেছে এইমত সকল ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেওনের আইন।

যেহেতুক যাহারদের নামে ফেলোনি অপরাধের নালিশ হইয়াছে তাহারদিগকে উকীলের কিম্বা আটর্নি অর্থাৎ মোক্তারের দ্বারা জওয়াব দিবার ক্ষমতা দেওনার্থে মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের অধিকারের সপ্তম বৎসরের এক আক্ট পার্লিমেণ্ট হইয়াছিল এবং ঐ আক্টের বিধান ১৮৩৯ সালের ২২ আইনের দ্বারা বিস্তারিত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে খাটান গিয়াছিল এবং যেহেতুক আইন উল্লঙ্ঘনের অপরাধের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ হয় তাহারদিগকে সেই প্রকার অনুমতি দেওয়া যথার্থ ও উপযুক্ত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

সকল আদালতে এবং সকল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের হুকুমক্রমে মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণিয়া ব্যক্তিরদের সম্মুখে যে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন অপরাধের নিমিত্তে বিচার হয় সেই ব্যক্তি আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোক্তার জওয়াব দিবার অনুমতি পাইবেক এবং ফরিয়াদীর পক্ষে মোকদ্দমা সম্পন্ন হইলে পর সেই ব্যক্তি আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোক্তার তাহার সম্পূর্ণ উত্তর ও জওয়াব দিতে অনুমতি পাইবেক ইতি।

২ ধারা।

উক্ত সকল আদালত ও মাজিষ্ট্রেট ও অন্য ব্যক্তিরদের উপদেশের নিমিত্তে নিজামৎ

কিম্বা ফৌজদারী আদালত সময়েং যেং বিধান করেন সেইং বিধানমতে তাঁহারা নিযুক্ত মোখ্তারের দ্বারা কোন নালিশ নির্ব্বাহ করণের অনুমতি দিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল আদালতে এইক্ষণে যে কোন ব্যক্তির আইনমত স্বত্ব আছে যে যাঁহাকে কৌন্সেল কিম্বা উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিতে চাহেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন সেইং আদালতে এই আইনের কোন কথাতে তাঁহার ঐ স্বত্ব লাঘব হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক না। অন্যান্য সকল গতিকে যাঁহারা রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টের আডবোকেট হন কিম্বা যাঁহারা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল হন অথবা আদালতের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির সম্মুখে আসামীর বিচার হয় তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি ফরিয়াদীর কিম্বা আসামীর দ্বারা আপন মোখ্তারস্বরূপ নিযুক্ত হন কেবল তাঁহারা এই আইনের অর্থের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলস্বরূপ জ্ঞান হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে স্থলে আইনানুসারে কোন ফরিয়াদীর কিম্বা কোন অপরাধ করণের নিমিত্তে বিচার্য্য কোন ব্যক্তির এইক্ষণে স্বয়ং উপস্থিত হইবার হুকুম আছে সেই স্থলে এমত ফরিযাদীর কিম্বা অপবাদিত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হওয়া এই আইনমতে মৌকুফ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৯ উনচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ *জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।*

১৮৪৭ সালের ১৬ আইন শুধরণার্থে এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষায় কলিকাতা নগর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে আপনং পদে স্থিরতর রাখিবার আইন।

যেহেতুক কলিকাতা নগর উত্তম করণের নিমিত্তে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করণার্থে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন ক্লেশদায়ক এবং ঐ আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে নিস্ফল দৃষ্ট হইয়াছে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের নিযুক্ত করণের নিয়ম সংশোধন করা বিহিত হইয়াছে এবং তাহা না করণপর্য্যন্ত উক্ত আইনানুসারে কমিস্যনরদিগকে পুনরায় মনোনীত না করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের যে ভাগে কলিকাতা নগর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে মনোনীত করণের ও তাঁহারদের কর্ম্মে থাকনের মিয়াদের বিষয় লেখা আছে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতা নগর উত্তম করণার্থে যেং কমিস্যনর এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা এবং তদতিরিক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকর্ত্তৃক মনোনীত কোন কমিস্যনরের পদ শূন্য হইলে সে পদে যাঁহারা সময়েং নিযুক্ত হন তাঁহারা ১৮৫১ সালের ১ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেপর্য্যন্ত সেই বিষয়ে অন্য বিধান না করেন সেইপর্য্যন্ত ঐ কমিস্যনরা পদে থাকিবেন এবং তাঁহারদের প্রতি সেই আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন আইনের দ্বারা যে সকল ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাঁহারদের সে সকল ক্ষমতা থাকিবেক ও সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কর্ম্ম করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 —Printed at the Bengal Military Orphan Press by W. Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সরকারী কার্য্য নির্ম্মাণ করণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুগম করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন সরকারী কার্য্যের জন্যে যে কোন ভূমির আবশ্যক হয় তাহা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের দ্বারা সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মক্রমে লইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীতে যে লৌহের রাস্তা অল্প কালের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক সেই রাস্তা নির্ম্মাণ করণেতে এবং অন্য কোন সরকারী কর্ম্ম করণেতে নিরর্থক বিলম্ব নিবারণের জন্যে ঐ সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় তাহার অবিলম্বে দখল করিতে কোন২ গতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সরাসরী ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে। অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে কোন লৌহের রাস্তা করা যায় তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী কার্য্য জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে এবং কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে তাহার কল্পিত শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যে সরকারী কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এবং তাঁহারদের চাকর ও কারিগর সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন। এবং কোন কল্পিত রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে নরদমা কাটনের দ্বারা

অথবা রেখার বরাবর চিহ্নং স্থাপনের দ্বারা ঐ কল্পিত রেখা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন এবং যদি জরিপ সম্পূর্ণ করিবার জন্যে এবং ঐ রেখাতে চিহ্ন দিবার জন্যে আবশ্যক হয় তবে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকের অনুমতিক্রমে ঐ কল্পিত রেখার শ্রেণীতে কোন জঙ্গল বা গাছের ঝোপ কাটিতে ও উঠাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি এই আইনের ছলে সূর্য্য উদয়অবধি অস্তপর্য্যন্ত সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে বাটীর দখীলকারের অনুমতিভিন্ন এবং তাহাকে উপযুক্ত এত্তেলা না দিয়া কোন ঘরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি।

৩ ধারা।

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে কর্ম্মকারক সেইরূপে নিযুক্ত হন তাঁহার এই উচিত হইবেক যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে যে সকল আবশ্যক ক্ষতি হয় তাহার এক হিসাব এই জন্যে রাখেন যে ভূমির মালিক অথবা দখীলকারেরদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট করণের সময়ে তাহা ধরিয়া দেওয়া যায় ইতি।

৪ ধারা।

কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তার শ্রেণী আইনমতে নির্দ্দিষ্ট করণের কার্য্য যাঁহার দ্বারা হইতেছে যদি কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করে অথবা ঐ রকম কোন চিহ্ন জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কি উঠাইয়া ফেলে অথবা সেইরূপ কোন নরদমা লুপ্ত করে অথবা ভরাট করে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং তাহার অতিরিক্ত দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যখন উক্ত কর্ম্মকারক আপনার এই মত লিখিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মের জন্যে ঐ বিরোধি ভূমির অবিলম্বে আবশ্যক আছে তখন সরকারের পক্ষে ঐ ভূমির তৎক্ষণাৎ দখল করিতে ঐ কর্ম্মকারকের ক্ষমতা হইবেক এবং ক্ষতি পূরণের জন্যে যে টাকা দিতে হইবেক তাহার মোট ও তাহা যেরূপে বিতরণ হইবেক তাহা যদি আপোসে বন্দোবস্তের দ্বারা স্থির না হয় তবে তৎপরে উক্ত আইনানুসারে নির্ণয় করা যাইবেক। এবং সেইরূপ লওয়া ভূমি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে বলপূর্ব্বক ঐ ভূমির দখল লওয়া যাইতে পারে এবং তাহার প্রতিবন্ধকের সেইরূপ দণ্ড হইতে পারে এবং সেইরূপ কোন ডিক্রী শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে জারী করিবার নিমিত্তে সকল কালেকটর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মকারক-দিগকে যেরূপ সাহায্য করণের হুকুম আছে সেইরূপ এই গতিকে আবশ্যক হইলে তাঁহারা সাহায্য করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

উক্ত কর্ম্মকারকের যে ভূমির আবশ্যক বোধ হয় সেই ভূমির তৎক্ষণাৎ দখল করণে যদি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক হয় তবে ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবেন এবং তিনি বলপূর্ব্বক ঐ ভূমির দখল দেওয়াইবেন ইতি।

৭ ধারা।

কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা করিতে হইলে ঐ রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা করণ বা মেরামৎ করণের জন্যে কোন মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম লইবার নিমিত্তে অথবা অতিরিক্ত মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম তাহার উপর রাখিবার নিমিত্তে অথবা তাহার উপর কিছু কালের জন্যে এমারৎ এবং কারখানা স্থাপনের নিমিত্তে ঐ রাস্তা বা খাল কিম্বা লৌহের রাস্তা যেরূপে ভূমির উপর চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে সেইরূপে তাহার মধ্য স্থানহইতে দুই শত হাতের অধিক না হয় এমত ভূমির অথবা সরকারী কোন রাস্তাঅবধি কল্পিত লৌহের রাস্তাপর্য্যন্ত ক্ষণেক কালের জন্যে পথ করণের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় সেই ভূমির ক্ষণেক কালের দখল করা যাইতে পারে। উক্ত আইন এবং এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ ভূমির ক্ষণেক কাল দখলের জন্যে এবং ঐ ভূমির দখল ও ব্যবহারের দ্বারা যে চিরস্থায়ি যে ক্ষতি হইয়া থাকে তজ্জন্যে এবং যে সকল মৃত্তিকা ও পাতর ও কাঁকর ও বালি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সেখানহইতে লওয়া যায় তাহার সম্পূর্ণ মূল্যের জন্যে যে সকল ব্যক্তির তাহাতে স্বত্ব থাকে তাহারদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যাইবেক ও তাহারদের মধ্যে বণ্টন হইবেক। এবং যদি তাহাতে কোন বিবাদ হয় তবে চিরকালের জন্যে লওয়া ভূমির নিমিত্তে যেরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় সেইরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে ঐ কর্ম্মকারককে ঐ আইনক্রমে করা কোন ফয়সলা জারী করিতে এবং উক্ত ভূমি লওন ও তাহার মূল্য দেওনের এবং তাহার বিষয়ে সকল বিরোধ মিটানের কার্য্য সমাপ্ত করণার্থে যে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয় তাহা করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন এবং ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার কোন রিপোর্ট পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

উক্ত আইনের নিয়মভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কোন সরকারী কর্ম্মের জন্যে যে কোন ভূমি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা লওয়া গিয়া থাকে বা উত্তর কালে লওয়া যায় সেই ভমিতে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে অথবা উক্ত ১৮২৪ সালের ১

আইনানুসারে কিম্বা এই আইনানুসারে যদি তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে কোন দাওয়া না হয় তবে সেই পাঁচ বৎসর অতীত হইলে সেই ভূমিতে কোম্পানি বাহাদুরের সম্পূর্ণরূপে স্বত্ব হইবেক এবং তাহা অন্য সকল দাওয়াহইতে খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

ইহার পূর্ব্বে যে ভূমি লওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে উক্ত পাঁচ বৎসরের মিয়াদ এই আইনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এবং ইহার পর যে ভূমি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে ঐ মিয়াদ ভূমির দখল করণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

যদি উক্ত পাঁচ বৎসর মিয়াদের মধ্যে কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং তাহার চূড়ান্ত ডিক্রীর দ্বারা সেই ভূমিতে ফরিয়াদীর লাভের সত্ব সাব্যস্ত হয় তবে যে ব্যক্তির পক্ষে সেই ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে সেই ভূমি দেওয়া যাইবেক না কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূমির দখল করণের সময়ে তাহার স্বত্বের যে মূল্য ছিল তাহা এবং তাহার উপর রীতিমত আইনসিদ্ধ হারানুসারে সুদ দেওয়া যাইবেক। এবং তাহার বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় তবে উক্ত আইনের দ্বারা বিরোধি দাওয়া সালিসের দ্বারা যেরূপ নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

রেজিষ্টরীহওয়া জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি অর্থাৎ যে কোম্পানি সাধারণ মূল ধন লইয়া ব্যবসায় করেন সেই মূল ধনের কোম্পানির নিয়ম নির্দ্ধারণের আইন।

যে সকল জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি এই আইনানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

চার্টরপ্রাপ্ত না হওয়া যে প্রত্যেক কোম্পানির অংশিরা এক অংশিপত্রক্রমে সংযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই অংশিপত্রেতে এই বিধান আছে যে উক্ত কোম্পানির মূল ধনের অথবা ব্যবসায়ের শ্যার অর্থাৎ অংশ সকল অংশিরদের অনুমতিবিনা হস্তান্তর করা যাইতে পারে সেই প্রকার কোম্পানি এবং নানাপ্রকার বিদ্যাসম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায়ে অথবা সাধারণের উপকারার্থ স্থাপিত যে প্রত্যেক কোম্পানি তাহার কোন শরীকেরদের কিম্বা অংশিরদের ধনবৃদ্ধির নিমিত্তে কারবার করেন না সেই প্রকার কোম্পানি এই আইনানুসারে রেজিষ্টরী হওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

২ ধারা

কোম্পানির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিরা আপনারদের ঐ প্রকার কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে চাহিলে এবং নীচের লিখিত প্রকারের দরখাস্ত দাখিল করিলে কলিকাতার কিম্বা মান্দ্রাজের কিম্বা বোম্বাইয়ের সুপ্রিম কোর্ট ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করিতে হুকুম দিতেপারেন। এবং তাহাতে ঐ কোম্পানি উক্ত আদালতে রীতিমতে রেজিষ্টরী করা যাইবেক এবং এই আইনের অর্থের মধ্যে রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানি জ্ঞান হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী করণের বিষয়ের প্রত্যেক দরখাস্ত যে আদালতে দেওয়া যায় সেই আদালতের সিরিশ্তায় দাখিল করা যাইবেক এবং দরখাস্তের সঙ্গে কোম্পানির অংশিপত্র কিম্বা অংশিপত্রের এক নকল এবং কোম্পানির ডৈরেক্টর্স অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের ও অংশিরদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যাইবেক এবং কোম্পানির সেক্রেটারী কিম্বা কার্য্যনির্ব্বাহক কিম্বা প্রধান অথবা অন্য যে কোন চাকর যে রাজধানীতে দরখাস্তকারিরা রেজিষ্টরীর দরখাস্ত করেন সেই রাজধানীর মধ্যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হওয়া কার্য্যকারক হইবার কল্প আছে সেই কার্য্যকারক ঐ অংশিপত্রের ও নামের ফর্দ্দের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি করিবেন। এবং ঐ দরখাস্তের মধ্যে নীচের লিখিত বেওরা থাকিবেক বিশেষতঃ।

প্রথম। যাঁহারা তৎসময়ে কোম্পানির অংশী তাঁহাদের নাম ও পদবী এবং তাঁহারদের সামান্য বাসস্থান। এবং যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন এমত কোন কোম্পানিকে যখন এই আইনের উপকার দিবার অনুমতি হয় তখন দরখাস্ত দেওনের পূর্ব্বে তিন বৎসরাবধি যে সকল ব্যক্তি ঐ কোম্পানির অংশী ছিলেন তাঁহারদের নামের ও পদবীর ও শেষ যে বাসস্থান জানা আছে তাহার এক স্বতন্ত্র ফর্দ্দ দাখিল করা যাইবেক।

দ্বিতীয়। যে নামানুসারে ঐ কোম্পানি আপনার ব্যবসা চালাইবেন তাহা।

তৃতীয়। যে রাজধানিতে তাঁহারা রেজিষ্টরী হওনের চেষ্টা করেন সেই রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যে প্রধান স্থানসকলের ঐ ব্যবসা চালান যাইবেক তাহার নাম।

চতুর্থ। তাহার মূল ধনের সংখ্যা এবং যেপর্য্যন্ত তাহা বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব হয় তাহা এবং যদি সেই মূল ধন টাকা হয় তবে তাহার যত দাখিল হইয়াছে তাহা ও যদি টাকাভিন্ন অন্য দ্রব্য হয় তবে ঐ মূল ধন কিপ্রকার এবং টাকা হউক কি অন্য দ্রব্য হউক তাহা যে প্রকারে অর্পণ আছে তাহা এবং যদি ব্যবসা চালাইবার সংস্থানের বিষয়ে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে তবে সেই সংস্থানের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে যত টাকা দাখিল হইয়াছে তাহা।

পঞ্চম। ঐ মূলধন যত অংশেতে বিভক্ত হইয়াছে বা হইবার কল্প আছে তাহা ইতি।

৪ ধারা।

যে কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন

এবং তাহার অংশিপত্রের মধ্যে এই আইনানুসারে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের বিষয়ে কোন বিধান নাই সেই প্রকার কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে তাহার অধ্যক্ষেরদের আবশ্যক যে এই আইনানুসারে তাহার রেজিষ্টরী হওনের নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা অংশিরদের এক বিশেষ বৈঠকের এত্তেলা দেন এবং যে স্থানে ও যে সময়ে বৈঠক হইবেক তাহা ঐ এত্তেলার মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ প্রকার বিশেষ বৈঠকের এত্তেলা দেওন বিষয়ে অংশিপত্রে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে অংশিদিগকে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ এত্তেলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক এবং রাজধানীর মধ্যে চলিত অতিন্যূন অন্য এক সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক। এবং ঐ বৈঠক করণের সময় উক্ত এত্তেলা প্রথমবার প্রকাশ করিবার পর তিন মাসের ন্যূন ও চারি মাসের অধিক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এইমত বৈঠকে যে সকল অংশিরা স্বয়ং উপস্থিত হন অথবা আইনমতে মোখ্তার তথায় পাঠান্ তাঁহারদের অর্দ্ধাংশ ব্যক্তি যদি সেই বৈঠকে উপস্থিতহওয়া সকল অংশির যত শ্যার আছে তাহার অন্যূন অর্দ্ধাংশ শ্যারের মালিক হন তবে তাঁহারা এই আইনানুসারে কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে স্থির করিতে পারেন এবং এই প্রকারে তাঁহারদের সিদ্ধহওয়া নির্দ্ধারণ কোম্পানির সমুদয় ব্যক্তির প্রতি প্রবল হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এইমত গতিকে রেজিষ্টরের বিষয়ের দরখাস্তে এই আইনের মধ্যের লিখিত অন্যান্য বৃত্তান্তের অতিরিক্ত এই২ বিষয় থাকিবেক বিশেষতঃ ঐ বৈঠকের এত্তেলা এবং তাহার ঘোষণা এবং ঐ বৈঠক হওন এবং ঐ বৈঠকে কত অংশী উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ নির্দ্ধারণের পক্ষে আপনার সম্মতি জানাইলেন এবং তাঁহারদের সমুদয়ে কত অংশ আছে এই সকলের কৈফিয়ৎ এবং ঐ দরখাস্তে আরো ইহা লেখা থাকিবেক যে ঐ দরখাস্ত ঐ বৈঠকের নির্দ্ধারণের অনুযায়ি দরপেশ হইয়াছে ইতি।

৭ ধারা।

যদি কোন অধ্যক্ষ ঐ কোম্পানির টাকা ধারেন অথবা যদি কোন অধ্যক্ষ জামিন থাকেন অথবা অধ্যক্ষের উপর কোম্পানির অন্য কোন টাকার দাওয়া থাকে তবে তৎপ্রযুক্ত কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের অযোগ্য হইবেন না। কিন্তু যে কোন অধ্যক্ষ এমত কর্জ করিয়াছেন অথবা এইরূপে জামিন হইয়াছেন কিম্বা তাঁহার উপর এইরূপ কোন দাওয়া থাকে সেই অধ্যক্ষ কোম্পানির রেজিষ্টরী হওয়াতে অধ্যক্ষতা পদহইতে রহিত হইবেন। কিন্তু যদি সেই কর্জ অথবা অন্য দাওয়া এই

আইনের দ্বারা মঞ্জুরহওয়া কর্জ বা দাওয়া হয় তবে ঐ অধ্যক্ষ পদরহিত হইবেন না ইতি।

৮ ধারা।

প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির অংশিপত্রে পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের বিপরীত কোন বিধান থাকিলেও ঐ কোম্পানি পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের অধীন হইবেন এবং যে সুপ্রিম কোর্টে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন অংশির দরখাস্তক্রমে সেইং নিয়ম প্রবল করিতে পারেন এবং সেইং নিয়মের উল্লঙ্ঘন বা শৈথিল্য হইলে ঐ কোর্টের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে সময়ক্রমে কোন হুকুম বা হুকুমসকল করিতে পারেন।

প্রথম। প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির অংশিপত্রে যেং সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং সময়ে ও স্থানে প্রতিবৎসরে ঐ কোম্পানির এক বা ততোধিক নিয়মিত সাধারণ বৈঠক হইবেক অথবা যদি সেইরূপ নিয়ম অংশিপত্রে না থাকে তবে যে সুপ্রিম কোর্টে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই কোর্ট রেজিষ্টরী করণের হুকুম দেওন কালে যেং সময় ও স্থান নিরূপণ করেন সেইং সময়ে ও স্থানে ঐরূপ বৈঠক হইবেক কিন্তু ঐ কোর্ট তৎপরে কোন এক বা ততোধিক হুকুমের দ্বারা ঐ নিয়ম মতান্তর করিতে পারেন।

দ্বিতীয়। যখন সাত জন অথবা তদপেক্ষা অধিক অংশী এক উপরি সাধারণ বৈঠক করিতে চাহেন এবং আপনারদের দস্তখৎকরা সেই বিষয়ের এক লিখিত এত্তেলা ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া কোন আমলাকে দেন অথবা তাঁহাকে না পাওয়া গেলে ঐ কোম্পানির কোন এক সামান্য দপ্তরখানায় তাঁহার অন্য কোন আমলাকে দেন তখন রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক কোম্পানি সেইরূপ এক উপরি সাধারণ বৈঠক করিবেন।

তৃতীয়। রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানি আপনার অংশ খরীদ করিবেন না অথবা সেই অংশিত্ব কি ব্যবসার এক বা ততোধিক অংশের বন্ধক লইয়া কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে কোন টাকা বা টাকার নিদর্শনের কর্জ দিবেন না। এবং এইরূপ প্রত্যেক খরীদ কি কর্জ বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম জ্ঞান হইবেক এবং এজেণ্ট অথবা ট্রুষ্টির টাকা কিম্বা সম্পত্তি লইয়া অনুচিত ব্যবহার করণের দ্বারা যে বিশ্বাস-ঘাতকতা কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হয় সেই আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই অপরাধ গণ্য হইবেক।

চতুর্থ। রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানি ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা

রেজিষ্টরীহওয়া কর্ম্মকারককে কিম্বা তাহার কোন কুঠী কি এজেন্সীর স্থানবিশেষের কমিটির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিকে কোন নগদ টাকা কিম্বা টাকার নিদর্শনের কর্জ দিবেন না। কিন্তু ব্যাঙ্কের কোম্পানি হইলে অংশিপত্রের মধ্যে অথবা ঐ ব্যাঙ্কের কোম্পানির অংশিরদের সাধারণ বৈঠকে সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত ও নির্দ্দিষ্ট বন্ধক লইয়া ঐং কোম্পানির অধ্যক্ষপ্রভৃতিরদিগকে কর্জ দিতে পারেন। এবং উপরের উক্তমত কর্জব্যতিরেকে অন্য প্রকার সকল কর্জ বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ কোম্পানির কোন অধ্যক্ষ অথবা রেজিষ্টরীহওয়া আমলাকে যে প্রত্যেক কর্জ দেওয়া যায় তাহার বৃত্তান্ত এবং যে নানা টাকার নিদর্শনের বন্ধকক্রমে ঐং কর্জ দেওয়া গিয়াছে তাহার এক কৈফিয়ৎ ও তাহার বিবরণের তৎপরে অংশিরদের যে সাধারণ বৈঠক হয় সেই বৈঠককে রিপোর্ট হইবেক।

পঞ্চম। কোন কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা তাহার কোন কুঠী বা এজেন্সীতে স্থান বিশেষের কমিটির অন্তঃপাতী কিম্বা রেজিষ্টরীহওয়া কোন আমলা ঐ কোম্পানির স্থানে যে কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ করেন বা অন্য প্রকার লেনাদেনা করেন সেই ব্যক্তির জামিন অথবা প্রতিভূ হইবেন না। এবং অংশিপত্রে যে বন্ধকের বিষয়ের অনুমতি আছে সেই বন্ধক না রাখিয়া ঐ অধ্যক্ষপ্রভৃতি ঐ কোম্পানির নিকটে কোন বিষয়ে দায়ী হইবেন না।

ষষ্ঠ। রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক কোম্পানির হিসাব ছয়ং মাসান্তরে কিম্বা তদপেক্ষা অল্প মিয়াদের মধ্যে দুই বা ততোধিক আডিটর সাহেব অর্থাৎ পরিক্ষক সাহেবের দ্বারা মোকাবিলা হইবেক এবং ঐ দুই বা ততোধিক আডিটর অংশিদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীত হইবেন এবং তাঁহারদের কোন এক ব্যক্তি তৎসময়ে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ কিম্বা রেজিষ্টরীহওয়া আমলা হইবেন না।

সপ্তম। ঐ আডিটর সাহেব রিপোর্ট করিলে তাহার এক নকল ও জমাওয়াসিল বাকীর এক ফর্দ্দ এবং লাভনোকসানের এক স্বতন্ত্র হিসাব ও মূল ধনের হিসাবের বিষয়ে (তাহাতে মূল ধনের সংখ্যা ও তাহা কিরূপে অর্পণ হইয়াছে ও তাহার আনুমানিক মূল্য কি) ঐ আডিটর সাহেবেরা এই সুকৃতি করিবেন যে আমারদের বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত ও আমারদের বিশ্বাসপর্য্যন্ত এই সকল যথার্থ এবং ঐ হিসাব যতবার সেইরূপে মোকাবিলা হয় ততবার যে আদালতে কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছেন সেই আদালতে ঐ রিপোর্ট ফর্দ্দ হিসাবপ্রভৃতির নকল দাখিল হইবেক। এবং যে প্রত্যেক অংশী উক্ত রিপোর্ট এবং জমাওয়াসিল বাকীর ফর্দ্দ এবং হিসাবের বিষয়ের দাওয়া করেন তাঁহাকে তাহার এক লিখিত অথবা ছাপাহওয়া নকল দেওয়া যাইবেক অথবা তিনি যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে ডাকযোগে সময়ক্রমে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনানুসারে অথবা অংশিপত্রের অনুসারে অধ্যক্ষেরদের যেং কার্য্য করিতে হয় তাহা সরাসরীমতে তাঁহারদিগকে করিবার হুকুম দিতে উচিত বোধ হয় তবে যে আদালতে কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই আদালত কোন অংশির দরখাস্ত-ক্রমে ঐ অধ্যক্ষেরদিগকে রীতিমত এত্তেলা দিলে পর তাঁহাকে সেইং কার্য্য করিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং এই বিষযে ঐ কোর্ট যে কোন হুকুম দেন তাহা প্রতিপালন না হইলে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তদনুসারে তাহার দণ্ড হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

উক্ত কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের পর প্রতিবৎসরে ১ জানুআরি ও ১ জুলাই তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে বা পরে এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোর্টে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই কোর্টে এক নিদর্শনপত্র দাখিল হইবেক এবং ঐ নিদর্শনপত্রে কখআদিক্রমে সকল অংশির নাম ও তাঁহারদের নানা পদবী ও বাসস্থান ও প্রত্যেক জনের কত অংশ আছে তাহা এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের নাম এবং ঐ কোম্পানির যেং আমলা ঐ কোর্ট যে রাজধানীর মধ্যে আছে সেই রাজধানীতে রেজিষ্টরীহওয়া আমলারদের ন্যায জ্ঞান হইবেন সেই আমলারদের নাম লেখা থাকিবেক এবং যতবার মৃত্যু অথবা ইসতাফা দেওন অথবা অযোগ্যতা হওনপ্রযুক্ত কি কারণান্তরে অধ্যক্ষতা পদের অথবা রেজিষ্টরীহওযা কোন আমলার পরিবর্ত্তে হয় ততবার সেই পরিবর্ত্তনের নিদর্শনপত্র তৎক্ষণাৎ সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

যখন কোন অংশ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির হয তখন ঐ প্রকার প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও পদবী ও বাসস্থান ঐরূপ প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে স্বতন্ত্র করিয়া লেখা থাকিবেক এবং ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ অংশের বাবৎ কোম্পানির বন্দোবস্তের বিষয়ে সাধারণে ও একেং দায়ী জ্ঞান হইবেন। কিন্তু যখন ঐ অংশ রেজিষ্টরীহওয়া অন্য কোন কোম্পানির হয় তখন ঐ কোম্পানির অংশির আলাহিদা নাম নিদর্শনপত্রে না লিখিয়া ঐ কোম্পানির নাম তাহাতে লেখা থাকিবেক ইতি।

১২ ধারা।

কোম্পানির দুই বা ততোধিক অধ্যক্ষ ঐ নানা নিদর্শনপত্রে সহী করিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যের কোন এক জন সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর সাহেবের অথবা ঐ কোর্ট যে কমিসানরকে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে তাহার সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া ঐরূপ কোন অংশিপত্র অথবা পূর্ব্বোক্তমতে দাখিলকরা তাহার নকল কি নিদর্শনপত্রের অথবা তাহার কোন ভাগের যে নকলে ঐ আদালতের মোহর দেওয়া যায় তাহা ঐ অংশিপত্রপ্রভৃতির মর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ সকল আদালতে গ্রাহ্য হইবেক। এবং যে২ ব্যক্তির দ্বারা নিদর্শনপত্রের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি হইয়াছিল কথিত হয় সেই২ ব্যক্তি নিতান্ত ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ ছিলেন এই বিষয়ে আর কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

যে সাহেবের জিম্মায় সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ড আছে তিনি উপযুক্ত সময়ে সকল ব্যক্তিকে ঐ অংশিপত্র কিম্বা তাহার নকল বা নিদশনপত্র দেখিতে দিবেন এবং ঐরূপ অংশিপত্র কিম্বা তাহার নকল অথবা নিদর্শনপত্র অথবা তাহার কোন ভাগের তাহার দফ্তরখানায় প্রস্তুতকরা নকল আদালতের মোহরযুক্তক্রমে যত ব্যক্তি তাহার বিষয়ের দরখাস্ত করেন তাঁহারদিগকে দিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐরূপ অংশিপত্র এবং নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করণের এবং তাহা দেখনের অনুমতি দেওনের এবং তাহার বা তাহার কোন ভাগের নকল দেওনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ সাহেবেরা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়ে২ যে রসুম নির্দ্দিষ্ট করেন সেই রসুম দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

ঐ অংশিপত্রের বিধানবিধায় রেজিষ্টরীহওয়া ঐরূপ কোন কোম্পানির প্রত্যেক অংশি এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলে যে পাঠ আছে তাহার অনুযায়ি এক দলীল অথবা তাহার সদৃশ এক দলীলের দ্বারা আপনার সকল অংশ বা কোন অংশ বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন। এবং ঐ দলীলে রীতিমতে দস্তখৎ হইলে তাহা ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া কোন এক আমলাকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি হস্তান্তরের রেজিষ্টর এই নামে খ্যাত এক বহীতে তাহা লিখিবেন এবং তাহা ঐ বহীতে লিখিত হওনের কথা হস্তান্তরের দলীলের পৃষ্ঠে লিখিবেন এবং ঐ অংশের খরীদারকে ঐ প্রকার দলীল পাওনের এক রসীদ দিবেন। এবং ঐ বহীর মধ্যে তাহা লিখন এবং দলীলের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের নিমিত্তে ঐ কোম্পানি এক টাকার অনধিক রসুম পাইতে পারিবেন। এবং যাবৎ ঐ হস্তান্তরের কর্ম্ম সেইরূপ বহীর মধ্যে এবং দলীলের পৃষ্ঠে না লেখা যায় তাবৎ ঐ অংশের খরীদার ঐ ব্যবসায়ের লাভের কোন অংশ পাইতে পারিবেন না অথবা ঐ অংশের বাবৎ আপনার বোট দিতে পারিবেন না ইতি।

১৭ ধারা।

কোন অংশের উপর তৎসময়ে যে সকল টাকার কিস্তির তলব হইয়াছিল সেই সকল কিস্তির টাকা যাবৎ কোন অংশী না দেন তাবৎ তিনি ঐ অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না ইতি।

১৮ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির অংশের হস্তান্তরের কর্ম্ম ঐ কোম্পানির অংশিপত্র এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সম্পন্ন হইলে এবং তাহার বিষয়ের এত্তেলা দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর করিয়াছেন বা যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তরকরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি এমত দাওয়া করিতে পারেন যে ঐ হস্তান্তরের এক নিদর্শনপত্র তৎক্ষণাৎ করা যায় এবং কোম্পানির অংশিরদের নামের নিদর্শনপত্রের সঙ্গে রাখা যায়। এবং ঐ দাওয়া হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি ঐ নিদর্শনপত্র না করা যায় এবং দাখিল না করা যায় তবে হস্তান্তরকরনিযা ও লওনিযা অন্যতরের দরখাস্ত সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া গেলে এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষকে তাহার এত্তেলা দেওযা গেলে ঐ সুপ্রিম কোর্ট ঐ হস্তান্তরের মাতবরীর বিষয়ে হৃদ্বোধ হইলে সেইরূপ নিদর্শনপত্র করিতে এবং তাহা দাখিল করিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং ঐরূপ হস্তান্তরের প্রত্যেক নিদর্শনপত্র তাহার পূর্ব্বে দাখিলহওয়া শেষ সাধারণ নিদর্শনপত্রের ভাগের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

ঐ হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র যাবৎ পূর্ব্বোক্তমতে দাখিল না করা যায় অথবা যাবৎ ছয়২ মাসের সাধারণ কোন এক নিদর্শনপত্রে ঐ অংশের খরীদারকে সেইরূপ হস্তান্তর করা এক বা ততোধিক শ্যারের বিষয়ে অংশিস্বরূপ বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত না করা যায় তাবৎ কোন হস্তান্তরের কর্ম্ম সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না এবং কোন অংশী আপনার অংশ হস্তান্তর করণের দ্বারা কোন দায়হইতে মুক্ত হইবেন না। এবং যাবৎ ঐ হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র দাখিল না করা যায় অথবা যাবৎ কোন খরিদারের নাম কোন এক ছয় মাসের সাধারণ নিদর্শনপত্রে অংশীস্বরূপ না লেখা যায় তাবৎ কোন ব্যক্তি ঐ অংশের হস্তান্তর স্বীকারমাত্র করণপ্রযুক্ত অংশিস্বরূপ দায়ী হইবেন না ইতি।

২০ ধারা।

যে সুপ্রিম কোর্টে কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই কোর্ট দরখাস্ত পাইলে এবং অধ্যক্ষেরদিগকে অথবা অন্য যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ কোর্টের বিবেচনায় এত্তেলা দেওয়া উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তিকে এত্তেলা দিলে পর এই আইনানুসারের দাখিলহওয়া কোন নিদর্শনপত্রে অংশিরদের নামের ফর্দ্দের বিষয়ে অথবা বিষয়ান্তরে

যদি কোন ভারি ত্রুটি কি চুক হইয়া থাকে তবে তাহা সংশোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

২১ ধারা।

ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষেরা কোন ডিবিডেণ্ড দেওনের পূর্ব্বে অনধিক চৌদ্দ দিনপর্য্যন্ত ঐ হস্তান্তরের রেজিষ্টর বন্দ করিতে পারেন এবং তাহা বন্দ করণার্থে এক দিন নিরূপণ করিতে পারেন এবং সেই বন্দের বিষয়ের এস্তেলা সাত দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দিতে হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

যদি কোন অংশের বিষয়ে কোন দায় থাকে তবে সেই দায় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কিম্বা অনুভব বা অর্থক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইলে সেই দায় নিষ্পত্তি করিতে ঐ কোম্পানি বদ্ধ হইবেন না এবং ঐ কোম্পানি সেই দায়ের বিষয়ে এস্তেলা পাইয়া থাকুন কি না থাকুন ঐ কোম্পানির বহীতে কোন অংশ যে ব্যক্তির নামে লেখা থাকে সেই ব্যক্তির রসীদ অথবা নাবালগ কি উন্মাদ কিম্বা বাতুল হইলে তাহার সংসারা- ধ্যক্ষ কিম্বা কমিটির রসীদ অথবা ঐ অংশ একের অধিক ব্যক্তিরদের নামে থাকিলে যে ব্যক্তির নাম প্রথম লেখা থাকে তাঁহার রসীদ ঐ অংশের বাবৎ কোন ডিবিডেণ্ড অথবা অন্য যে কোন টাকা দেয় হয় তাহার বিষয়ে ঐ কোম্পানির সম্পূর্ণ ফারখত্তের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ রসীদক্রমে যে কোন টাকা দেওয়া যায় তাহা ব্যয় করণের বিষয়ে ঐ কোম্পানির হাত দেওনের কোন আবশ্যক হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক কোম্পানি চার্টরপ্রাপ্ত কোম্পানি হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে আপনার রেজিষ্টরীর নাম ধরিয়া নালিশ করিতে পারেন এবং সেই নামে তাঁহারদের উপর নালিশ হইতে পারে এবং অন্য প্রকারে উভয় পক্ষে নালিশ হইতে পারে না। এবং ঐ কোম্পানির সামান্য এক ব্যবসার কুঠীতে উক্ত কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া কোন আমলার উপর কোন রিট বা হুকুম কি পরওয়ানা বা এস্তেলা জারী হইলে অথবা সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে যে সুপ্রিম কোর্টে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছেন সেই কোর্ট যেরূপ হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট করেন সেইরূপে ঐ রিটপ্রভৃতি জারী হইলে তাহা কোম্পানির উপর রীতিমত জারী হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

উক্ত রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির কোন টাকা কি কোন জিনিস-চুরী কি তসরুফের বাবৎ অথবা তাঁহারদের কি তাঁহারদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন

অপরাধের বাবৎ কি তাঁহারদিগের বিষয় অপহরণে বা ক্ষতি করণে যে অপরাধ হয় তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইলে তাহাতে এবং যে কোন কার্য্যে ঐ কোম্পানির নাম লিখিতে হয় সেই কার্য্যে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া নাম ধরিয়া তাঁহারদের বর্ণনা করিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির নামে কোন নালিশ হইলে বা নালিশ নির্ব্বাহ হইলে যদি ফরিযাদিরা এমত প্রমাণ না করিতে পারেন যে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত এক বা ততোধিক অংশির হুকুমক্রমে অথবা ঐ কোম্পানির পক্ষে নালিশ করিতে এক বা ততোধিক যে ব্যক্তি অধ্যক্ষেরদের স্থানে ক্ষমতা পাইযাছেন এমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হুকুমক্রমে ঐ নালিশ হইযাছে অথবা তাহার নির্ব্বাহ হইযাছে তবে ফরিযাদীরা ননসূট হওনের যোগ্য হইবেন। এবং ঐ হুকুমের প্রমাণ ঐ অধ্যক্ষ অথবা ঐ ব্যক্তির দস্তখৎকরা এবং সুকৃতিকরা নালিশের ওয়ারণ্ট দাখিল করণের দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে অথবা অন্য যে কোন প্রকার ঐ আদালতের ব্যবহারের অনুযায়ী হয সেই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

২৬ ধারা।

ঐ অংশিত্ব অথবা অধ্যক্ষেরদের কিম্বা সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বদলী হইলে ঐ প্রকার কোন নালিশ বা মোকদ্দমা বা এজহার কি অন্য কার্য্য রহিত হই-বেক না অথবা তাহার কোন ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

কোম্পানির পক্ষে বা কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন নালিশ হইলে সেই নালিশের আসামী বা ফরিয়াদী ঐ কোম্পানির অংশী আছেন বা ছিলেন বলিযা ঐ নালিসের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না। কিন্তু ঐরূপ কোন অংশী একলা অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সংযোগে কোম্পানির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহিলে অথবা কোম্পানি ঐরূপ কোন অংশির নামে একলা বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সংযোগে নালিশ করিতে চাহিলে কোম্পানির অসম্পর্কীয় ব্যক্তির উপর দাওয়া হইলে ঐ অংশী অথবা কোম্পানির যেরূপ হইত সেইরূপে কোন প্রকার দাওযার জন্যে সেই প্রকার নালিশ করণের ও প্রতিকার পাওনের ও ডিক্রীজারীর স্বত্ব থাকিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

কোম্পানির যে সকল মূল ধন দাখিল হয় নাই তাহা অথবা কোম্পানির মূল ধনের বাবৎ যেং টাকা পাওনা আছে তাহা কোম্পানির পাওনা টাকার ন্যায় জ্ঞান

হইবেক এবং কোম্পানির ব্যবসায়ের অংশের বাবৎ আসামীর স্থানে পাওনা টাকা বলিয়া তাঁহার স্থানে তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

যে কর্ম্ম এই আইনের মধ্যে জব্দের কর্ম্ম জ্ঞান হয় সেই কর্ম্ম যখন রেজিষ্টরী-হওয়া কোন কোম্পানি করেন তখন সেই কোম্পানি দেউলিয়াবদের উপকারার্থ আদালতের এলাকাহওনের যোগ্য হইবেন। এবং দেউলিয়ারদের বিষয়ে ঐ আদালতে দরখাস্ত হইলে যেরূপ কার্য্য হইত ঐ কোম্পানির বিষয়ে ঐ আদালতে দরখাস্ত দেওয়া গেলে তাহার বিষয়েও সেইরূপ কার্য্য হইবেক। এবং যদি এই মত নিরূপণ হয় যে ঐ কোম্পানি জব্দের কর্ম্ম করিয়াছেন তবে কোন দেউলিয়ার বিষয়ে ঐ দেউলিয়ামি ধার্য্য হইলে যেরূপ কার্য্য হইত সেইরূপে ঐ আদালতের চলিত আইন ও ব্যবহার সময়ক্রমে ঐ আদালত যেরূপ মতান্তর করা আবশ্যক বোধ করেন সেই-রূপে মতান্তর হইয়া ঐ কোম্পানির বিষয়ে খাটান যাইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

উক্ত কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে তাহার দ্বারা এমত বোধ হই-বেক না যে ঐ কোম্পানির একং জন অংশী দেউলিয়া হইয়াছেন ইতি।

৩১ ধারা।

ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে তাহার দ্বারা ঐ কোম্পানির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং সকল কর্জ ও মোকদ্দমার কারণ ও সুদের সম্ভাবনা যে আসৈনি বা আসৈনিরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইবেক। এবং দেউ-লিয়ারদের সম্পর্কে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হয় সেইং আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া নিদ্ধার্য্য হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ জব্দ ধার্য্য হওয়াতে ঐ আসৈনির প্রতি আইনানুসারে বা একুটির পক্ষে নালিশ করিতে সম্পূর্ণ ও ফলজনক ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

যখন কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে এইরূপ জব্দ ধার্য্য হইয়াছে তখন ঐ আসৈনি বা আসৈনিরা সময়ক্রমে ঐ কোম্পানির যে কর্জ বা দাওয়া পাওনা থাকে তাহা রফা করিতে পারেন এবং যাঁহারদের সঙ্গে সেইরূপ রফা হয় তাঁহারদিগকে ফারখৎ দিতে পারেন ইতি।

৩৩ ধারা।

যখন রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির অধ্যক্ষেরা কোম্পানির দেনা টাকা দিতে

অপারগ হন তখন তাঁহারা সেই বিষয়ে অধ্যক্ষেরদের এক বিশেষ বৈঠক করিবেন এবং ঐ প্রকার বৈঠকে যে সংখ্যা এবং যে অধিকাংশ ব্যক্তিরদের দ্বারা ঐ কোম্পানির সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত সেই সংখ্যা এবং সেই অধিকাংশ ব্যক্তি এই নিদ্ধারণ করিবেন যে ঐ কোম্পানি দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম এবং অধ্যক্ষেরদের মধ্যে যাঁহারদের সম্মতিক্রমে ঐ নিদ্ধারণ ধার্য্য হইয়াছিল তাঁহারা তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা তৎক্ষণাৎ ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক। এবং নির্দ্ধারণ প্রকাশ হইলে পর দুই মাসপর্য্যন্ত কিন্তু তাহার পর নহে ঐ নির্দ্ধারণ ঐ কোম্পানির প্রাপ্ত বিশেষঃ ক্ষমতা জব্দ হওন কার্য্য জ্ঞান হইবেক। কিন্তু সেই জব্দের এই মাত্র অভিপ্রায় যে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ নির্দ্ধারণ প্রকাশ হওনের তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে দরখাস্তের পোষকতা করা যায় কিন্তু তাহার পর নহে ইতি।

৩৪ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া যে কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী এবং তাহা জারীর পরওয়ানা বাহির হওনের পর যদি দুই মাসের মধ্যে ঐ কোম্পানি ঐ ডিক্রীর টাকা না দেন তবে ঐ কোম্পানি জব্দের কর্ম্ম করিয়াছেন এইমত বোধ হইবেক। এবং তাহা হইলে যে কোন মহাজন ডিক্রী জারীর পরওয়ানা পাইযাছিলেন সেই মহাজন অথবা যে কোন মহাজনের ঐ কোম্পানি পাচ শত টাকা ধারেন তিনি অথবা যে কোন দুই জন মহাজনের ঐ কোম্পানি সাত শত টাকা ধারেন তাঁহারা অথবা যে কোন তিন বা ততোধিক জন মহাজনের ঐ কোম্পানি এক হাজার টাকা ধারেন তাঁহারা যে রাজধানীর মধ্যে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইযাছেন সেই রাজধানীর মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে এক দরখাস্ত দিতে পারেন এবং তাহার মধ্যে ঐ মহাজন বা মহাজনেরদের যত টাকা ঐ কোম্পানি ধারেন তাহা এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী হওন এবং জব্দহওন লেখা থাকিবেক। এবং দরখাস্তে এই প্রার্থনা হইবেক যে ঐ কোম্পানি অথবা তাঁহার অংশিরা দেউলিযারদের উপকারার্থে যে আইন চলন আছে সেই আইনানুসারে ঐ আদালতের উপকার প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ করিতেন সেইরূপ কর্ম্ম করেন। এবং তাহাতে ঐ আদালত দরখাস্তের সত্যতার বিষয়ে তহকীক করিবেন এবং যদি ঐ সত্যতার বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ হয় তবে ঐ আদালত ইহা ধার্য্য করিবেন যে ঐ দরখাস্ত সত্য এবং ঐ কোম্পানি জব্দের কর্ম্ম করিয়াছেন এবং তৎপরে ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আইনের এবং এই আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির অংশী অথবা মহাজন দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে কোন দরখাস্ত দাখিল করিলে ঐ আদালত কোন এক জন

দেউলিয়ার মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম করিতে পারেন সেইরূপে ঐ কোম্পানির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকারী আসৈনি সাহেবের হাতে অর্পণ করণের বিষয়ে হুকুম দিবেন এবং সেই হুকুমসম্পর্কীয় অন্য যেং হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা দিবেন। এবং উক্ত আদালতের সকল শক্তি ও ক্ষমতা এবং দেউলিয়ারদের সম্পর্কীয় সকল আইন বিষয় বিশেষে যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত ঐ প্রকার রেজিষ্টরীহওয়া সকল কোম্পানির বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৩৬ ধারা।

যখন রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির জব্দহওয়া ধার্য্য হয় তখন দরখাস্ত দাখিল করণের সময়ে যাঁহারা ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ থাকেন তাঁহারা দেউলিযারদের উপকারার্থ আদালতের হুকুমের অধীন হইবেন এবং তাঁহারদের উচিত হইবেক যে তাঁহারা একেং অথবা সাধারণে যে জমাওযাসিল বাকীর ফর্দ্দ এবং অন্য হিসাব ঐ আদালত আবশ্যক বোধ করেন তাহা প্রস্তুত করেন এবং ঐ কোম্পানির সকল ব্যাপারের তহকীক করণেতে এবং নিষ্পত্তি করণেতে সরকারী আসৈনি সাহেবের সাহায্য করেন। এবং প্রত্যেক জন অধ্যক্ষ এবং যে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেন এবং আরো আদালত যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে জোবানীতে কিম্বা লিখিত জিজ্ঞাসাক্রমে ঐ কোম্পানির ইহার পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ও জায়দাদ ছিল ও এক্ষণে যে জায়দাদ আছে তাহা এবং কোম্পানির ব্যাপার ও কার্য্য ও লাভনোকসানের সম্পূর্ণ ও সত্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করণের যোগ্য হইবেন ইতি।

৩৭ ধারা।

রেজিষ্টরীহওযা কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে তাহার অংশির বিরুদ্ধে ঐ কোম্পানির মহাজনের যে দাওয়া থাকে তাহার বিষয়ে এই আইনের রীতিভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে কার্য্য হইবেক না কিন্তু যদি কোন বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে অথবা যদি কোন অংশী কোম্পানির ব্যবসায়েতে অংশ লওনের দ্বারা ভিন্ন আপনার নিজের লাভের নিমিত্তে কোন কর্জ করিয়াছিলেন বা কোন প্রকারে দায়ী হইয়াছিলেন তবে তাহার বিষয়ে এই আইনছাড়া অন্য প্রকারে কার্য্য হইতে পারে ইতি।

৩৮ ধারা।

কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে পর সরকারী আসৈনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে যে সকল কর্জ বা অন্য দাওয়া থাকে তাহার সংখ্যা অথবা তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ভাগের সংখ্যার সাধ্যপর্য্যন্ত অনুমান করিলে পর ঐ আদালত সরকারী আসৈনির দরখাস্তক্রমে ঐ কর্জ ও দেনা পরিশোধার্থে যে টাকা ঐ আদালত আবশ্যক বোধ করেন সেই টাকা অংশিরদের স্থানে অংশমতে আদায় করিবার হুকুম দিবেন

এবং সময়ক্রমে আর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা উক্তমতে আদায় করিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং সরকারী আসৈনি সেই হুকুম পাইলে পর অংশিরদের একং জনের যে অংশ ছিল সেই অংশের সংখ্যার অনুসারে ঐ টাকা তাঁহারদের দিতে ধার্য্য করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারদের স্থানে সেই টাকা আদায় করিবেন এবং যাঁহারা ঐ টাকা না দেন এমত বাকীদারেরদের নাম এবং যে টাকা তাঁহারদের দিবার ধার্য্য হইয়াছিল তাহার সংখ্যার মাসেং বা তাহাহইতে অল্প মিয়াদের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন। এবং তাহাতে যদি ঐ আদালতের এমত হৃদ্বোধ হয় যে ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা যথার্থরূপে হইয়াছে তবে ঐ আদালত যে সময় উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এবং ইশতিহার বা প্রকারান্তরে দেওয়া যে এত্তেলা বা দাওযা উচিত বোধ হয তৎক্রমে ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা দিবার হুকুম করিবেন। এবং আদালতের হুকুমকরা মিযাদের মধ্যে যদি ঐ টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহা না দেওয়াতে ঐ বাকীদার অংশী দেউলিযা জ্ঞান হইবেন। এবং ঐ আসৈনি অথবা যে কোন এক মহাজনের ঐ কোম্পানি পাঁচ শত টাকা ধারেন তিনি অথবা যে কোন দুই জন মহাজনের ঐ কোম্পানি সাত শত টাকা ধারেন তাঁহারা অথবা যে কোন তিন বা ততোধিক মাহাজনের ঐ কোম্পানি এক হাজার টাকা ধারেন তাঁহারা যে রাজধানির মধ্যে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছিলেন সেই রাজধানীর দেউলিযারদের উপকারার্থ আদালতে এই দরখাস্ত দিতে পারেন যে ঐ ব্যক্তি দেউলিযার কর্ম্ম করিযাছেন। এবং দরখাস্তে এই প্রার্থনা থাকিবেক যেঐ বাকীদার অংশী দেউলিয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন ইহা আদালতে ধার্য্য হয়। এবং ঐ দরখাস্তের সত্যতার নির্ণয় হইলে ঐ আদালতের ইহা ধার্য্য করণের ক্ষমতা হইবেক যে বাকীদার অংশী দেউলিয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে রাজধানীর মধ্যে ঐ বাকীদার বাস করেন সেই রাজধানীর দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালত ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপাকারার্থ আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৩৯ ধারা।

খারিজ দাখিল না হওয়া অংশের যে অংশিরদের নাম শেষ সাধারণ নিদর্শনপত্রের মধ্যে লেখা ছিল তাঁহারা এবং তৎপরে যদি অন্য কোন ব্যক্তিরদের নাম কোম্পানির অংশিস্বরূপ দাখিল হইয়াছিল তাঁহারা কোম্পানির দেনা পরিশোধ করণার্থে প্রথমে দায়ী হইবেন এবং সেই টাকা দিতে তাঁহারদের প্রতি প্রথমতঃ হুকুম হইবেক। কিন্তু যদি ঐ আদালতের এইমত বোধ হয় যে ঐ আদালত যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ করেন সেই মিয়াদের মধ্যে এইরূপে ঐ কোম্পানির দেনার সম্পূর্ণ পরিশোধ হইতে পারে না তবে অন্য যেং ব্যক্তিরা কোম্পানি জব্দ ধার্য্য হওনের পুর্ব্বে তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কোম্পানির অংশী বলিয়া কোন নিদশনপত্রে লেখা গিয়াছিল তাঁহারা সমুদয়ে আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা দিবার দায়ী হইবেন। এবং সাবেক অংশিরদের টাকা দিবার হুকুম হইলে বর্ত্তমান

অংশিরদের বিষয়ে যেরূপ উপরে নির্দ্দিষ্ট আছে সরকারী আসৈনি সেইরূপ কার্য্য করিবেন ইতি।

৪০ ধারা।

অংশিরদের স্থানে যেং টাকা সময়ক্রমে আদায় হইবেক তাহার সংখ্যা নির্ণয় করণেতে ঐ আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের যেমত যথার্থ বোধ হয় সেইমত ঐ কোম্পানির যে টাকা পাওনা আছে সেই টাকা বুঝিয়া হুকুম করেন ইতি।

৪১ ধারা।

যদি উক্ত কোম্পানির কোন মহাজনের পাওনা টাকা দিবার জন্যে ঐরূপ ধার্য্যহওয়া টাকার আবশ্যক হয় তবে তাহা কেবল এই বিষয়ে অযথার্থ বোধ হইবেক না অথবা অন্যথা হইবেক না যে অংশাংশমতে বিবেচনা করিয়া তাহা ধার্য্যহওয়া অন্য অংশিরদের টাকাঅপেক্ষা অধিকআছে। এবং ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা কমকরা উপযুক্ত বোধ হইলে ঐ আদালতের হুকুমক্রমে তাহা কমান যাইতে পারে ইতি।

৪২ ধারা।

ঐ কোম্পানির পাওনা টাকা উসুল হইলে যদি তাহা লইয়া ঐ কোম্পানির দেনা বা তাহার উপর অন্য দাওয়া পরিশোধ করণের পর কিছু বাঁচে তবে সেই অবশিষ্ট টাকাহইতে যে অংশিরা কোম্পানির কর্জ্জ পরিশোধ করিতে প্রথমতঃ দায়ী ছিলেন না এইমত কোন অংশী যেং টাকা দিয়াছিলেন তাহা বা তাহার অংশাংশমত কোন ভাগ ফিরিয়া দিতে ঐ আদালত হুকুম করিতে পারেন। এবং দ্বিতীয়তঃ অন্য অংশিরদের মধ্যে যাঁহারা আপনারদের অংশের সংখ্যানুসারে আপনারদের অংশাংশের দায়ের অধিক যে টাকা দিয়াছিলেন সেই টাকা বা তাহার অংশাংশ ভাগ দিবেন কিন্তু যে অন্যান্য অংশিরদের টাকা দেওয়া ধার্য্য হইয়াছিল তাঁহারদের সংখ্যা বুঝিয়া ঐ আদালত হুকুম করিবেন এবং পরিশেষে যদি অবশিষ্ট টাকা তাহাতে না ফুরায় তবে যে এক পাণ্ডুলেখ্য বা নিয়ম ঐ আদালতে দরপেশ হয় এবং ঐ আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হয় সেই পাণ্ডুলেখ্যানুসারে অবশিষ্ট টাকা অংশিরদের মধ্যে বিতরণ করিতে ঐ আদালত সরকারী আসৈনিকে হুকুম করিতে পারেন। অথবা ঐ আদালত আপনার আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের হাতে সেই টাকা দিতে হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা উক্ত কোম্পানির নামে জমা হইবেক এবং সেই টাকার বিষয়ে যে ব্যক্তিরদের লাভালাভ আছে তাঁহারা আইনানুসারে অথবা একুটি পক্ষে যে সকল কার্য্য করেন সেই কার্য্যের অপেক্ষায় ঐ টাকা ন্যস্ত থাকিবেক। এবং ঐ টাকা বিতরণ করিতে উক্ত আদালত যে হুকুম করেন সেই হুকুমের দ্বারা ঐ সরকারী আসৈনিকে সমপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক এবং ঐ বিতরণের বিষয়ে কোন

অংশি বা মহাজম কোন দাওয়া করিলে সেই দাওয়াহইতে ঐ আসৈনি রক্ষা পাইবেন ইতি।

৪৩ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে ব্যবসা করিতেছিলেন এমত কোন কোম্পানি যদি রেজিষ্টরী হওনের পর তিন বৎসর অতীত না হইতেং জব্দ ধার্য্য হয় তবে যেং ব্যক্তিরা তাহার রেজিষ্টরীহওয়া অংশী নহেন কিন্তু কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করণের পূর্ব্বে তিন বৎসরের মধ্যে শরীক অথবা অংশী ছিলেন তাঁহারদের নাম ঐ কোম্পানির অংশির প্রথম নিদর্শনপত্রে থাকিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহারা ঐ কোম্পানির দেনা পরিশোধার্থ টাকা দিবার দায়ী হইবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

যখন দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতের এমত বোধ হয় যে রেজিষ্টরী-হওয়া যে কোন কোম্পানির প্রতিকূলে জব্দহওনের হুকুম হইয়াছে সেই কোম্পানির ব্যাপার শেষ করণার্থে কোন একুটি আদালতের সাহার্য্যের আবশ্যক হইবেক তখন ঐ দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত সরকারী আসৈনি বা অন্য আসৈনিরদিগকে বিলের দ্বারা অথবা বিলের দ্বারা যেরূপ উপকার হয় সেইরূপ উপকারের দরখাস্তের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং ঐ সুপ্রিম কোর্ট সেইরূপ দরখাস্ত পাইলে বিল ফাইল হইলে যে আদৌ এবং তৎপরে হুকুম দিয়া থাকেন সেইরূপ হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর যে ফল হয় এবং তাহা যেরূপে জারী হয় সেইং হুকুমের সেইরূপ ফল হইবেক এবং তাহা সেইং রূপে জারী হইবেক ইতি।

৪৫ ধারা।

ঐ কোম্পানির ব্যাপারের সম্পর্কে যে কোন অংশির অন্য কোন অংশির প্রতি দাওয়া থাকে সেই অংশী সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিলে ঐ কোর্ট ঐ অংশিরদের মধ্যে সেই দাওয়া নিষ্পত্তি করণের জন্যে যে হুকুম উচিত বোধ করেন সেই হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৪৬ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া যে কোম্পানির প্রতি এইরূপ জব্দ হওনের হুকুম হইয়াছে সেই কোম্পানির কোন অংশী যখন আপনার দরখাস্তক্রমে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বা প্রকারান্তরে দেউলিয়ারূপে ধার্য্য হইয়াছেন তখন ঐ রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির

আসৈনি বা আসৈনিরা দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত সময়ক্রমে ঐ দেউলিয়া অংশির অংশাংশমত যে টাকা দিবার হুকুম করেন সেই টাকা পাইবার জন্যে ঐ দেউলিয়ার ইষ্টেটের মহাজনের ন্যায় গণ্য হইতে পারেন ইতি।

৪৭ ধারা।

এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া যে কোম্পানির প্রতি জব্দহওনের হুকুম হইয়াছে সেই কোম্পানির ব্যাপার এই আইনানুসারে সম্পন্ন হইলে ঐ কোম্পানি এই আইনানুসারে যে২ ক্ষমতা পাইয়াছিলেন তাহা নিবৃত্ত হইবেক এবং তাহার অংশিত্ব রহিত হইবেক ইতি।

তফসীল।

আমি অমুক স্থানের অমুক অমুক স্থানের অমুক ব্যক্তির নিকটে এত টাকা পাইয়া ইহার দ্বারা অমুক নামে বিখ্যাত ব্যবসার অমুক২ নম্বরী অংশ অমুক ব্যক্তিকে অথবা তাঁহার টর্নি বা আডমিনিষ্ট্রেটর কি আসৈনকে অমুক স্থানে সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরীহওয়া অমুক কোম্পানির অংশিপত্রের নিয়মানুসারে এবং অন্যান্য যে নিয়মক্রমে আমি ঐ অংশ ধার্য্য করি তদনুসারে অর্পণ করিয়াছি। এবং আমি অমুক সেই২ নিয়মানুসারে উক্ত অংশ বা অংশসকল লইতে অঙ্গীকার করিলাম। অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমরা এই পত্রে দস্তখৎ ও মোহর করিলাম।

সাক্ষী

অমুক (মোহর)

অমুক (মোহর)

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৪ চতুঃচত্তারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ড এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর বোর্ড রেবিনিউ এক শামিল করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশে হাসিল ও নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেণ্টে রাজস্বের এক বোর্ড সংস্থাপন হইয়াছিল এবং হাসিলের ও নগরীয় মামুলের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তাহা এবং নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেণ্টে বোর্ড ত্রেডের যে সকল ক্ষমতা সেই কালপর্য্যন্ত ছিল তাহা উক্ত বোর্ডে অর্পণ করা গিয়াছিল। এবং যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউহইতে ঐ বোর্ড পৃথক্‌থাকা আর আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইন রদ হইল কিন্তু উক্ত আইনের দ্বারা যে কোন বিধান কিম্বা আইন রদ ও বাতিল হইয়াছিল তাহার কোন অংশ ঐ আইন রদ হওনেতে পুনর্ব্বার চলন হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

হাসিল ও নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেণ্টে রাজস্বের বোর্ডের এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে কিম্বা এক্ষণে অর্পিত আছে তাহা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ১ আইনানুসারে উক্ত বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সংস্থাপিত সদর বোর্ড রেবিনিউর প্রতি ও তাহার কর্ম্মকারকেরদের প্রতি অর্পণ

হইবেক। এবং উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের রাজস্বের বোর্ডের এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের বিষয়ে যে সকল আক্‌ট ও আইন এক্ষণে চলন আছে সেই২ আক্‌টে ও আইনে উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডে এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের পরিবর্ত্তে উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর ও তাহার কর্ম্মকারকেরদের নাম লেখা থাকিলে যেরূপ বুঝা যাইত সেইরূপে উত্তর কালে বুঝা যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউ অদ্যাবধি বাঙ্গলা দেশে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ নামে খ্যাত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1851 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি আইন নির্দ্ধার্য্য করণের আইন।

করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম ও বিধান হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানের নিমিত্তে নিযুক্ত কোন করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে মরা লোকের শবের বিষয়ে যে সকল গতিকে তহকীক করা উচিত সেই২ গতিকে যে করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ শব থাকে সেই করণর সাহেব ঐ প্রকার তহকীক করিতে পারেন এবং করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর হেতু ঐ করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে হইলে বা না হইলে তাঁহার সম্মুখে এইমত যে প্রত্যেক তহকীক হয় তাহা মাতবর হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1851.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ৭ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুসারে যে জরীমানার টাকা আদায় হয় তাহা ব্যয় করণের বিষযি আইন।

১৮৪৫ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারানুসারে যে সকল জরীমানার টাকা উসুল হয় তাহা ঐ আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের বৈঠক করণের খরচের নিমিত্তে ব্যয় করা ওযাজিবী ও যথার্থ হয অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুসারে যে সকল জরীমানার হুকুম হয ও আদায হয তাহা গবর্ণমেণ্টের ত্রেজরীতে দাখিল হইয়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মারিন ডিপার্টমেণ্টের খাতায জমা হইবেক এবং উক্ত আইনানুসারের স্থাপিত আদালত সংগ্রহ ও তাহার বৈঠক করণের ও অন্যান্য কার্য্যের সম্পর্কীয যে সকল খরচ হয় তাহার জন্যে ব্যয হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1851 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১০ সালের ১৩ আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সদর দেওয়ানী আদালত সংস্থাপনের বর্ত্তমান নিয়মক্রমে ঐ আদালতে কেবল তিন জন জজ সাহেব আছেন এবং উক্ত জজ সাহেবেরদের মধ্যে এক জন যে ডিক্রী পূর্ব্বে করিয়াছিলেন সেই ডিক্রীর উপর যদি আপীল হয় তবে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১০ সালের ১৩ আইন ও ১৮৪৩ সালের ২ আইন অনুসারে সেই আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং তৎপ্রযুক্ত উক্ত আইন সংশোধন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের কোন জজ সাহেব যদি অধস্থ আদালতে বৈঠক করণ সময়ে কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন ও তাহার উপর আপীল হয় তবে সেই নিষ্পত্তি করাপ্রযুক্ত তিনি আপীলের সময়ে ঐ মোকদ্দমার শুননি ও নিষ্পত্তি করণার্থে বৈঠক-কারি তিন জন জজ সাহেবের মধ্যে এক জন হইবার অযোগ্য হইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851.—Printed at the Bengal Military Orphan Press by W. Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বেআইনীমতে নিমক পোখ্তানীর ও রফ্তানীর নিবারণার্থে ১৮১৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২৯ আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে বেআইনীমতে নিমক পোখ্তানীর ও রফ্তানীর নিবারণার্থে যে আইন চলন আছে তাহার তাদৃশ ফল হয় নাই অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

নিমকের যে কোন এজেণ্ট কিম্বা নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এবং নিমকের এজেণ্ট কিম্বা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে কিম্বা কোন নিমকচৌকীর কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান কর্ম্মকারককে এমত সম্বাদ দেওয়া যায় যে তাঁহার এলাকার মধ্যগত কোন গোলায় কিম্বা বসতবাটীতে কি অন্য কোন আবৃত স্থানে বেআইনীমতে নিমক পোখ্তানী হইতেছে সেই সাহেব কিম্বা সেই কর্ম্মকারক এক মোনের অধিক লবণ কোন ঘরে কিম্বা গোলায় কিম্বা অন্য কোন স্থানে ন্যস্ত থাকনের সম্বাদ পাইলে ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনমতে যেরূপ কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন উপরের উক্ত সম্বাদ পাইলে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন। এবং নূতন পোখ্তানীহওয়া যে সকল বিনানুমতির লবণ উক্ত কোন কর্ম্মকারক পান তাহা এবং পোখ্তানীর সকল সরঞ্জাম ক্রোক হইবার যোগ্য হইবেক। এবং সম্বাদ পাওনের ও খানাতালাশীর ও ক্রোক করণের প্রকারের বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাঅবধি ১০ ধারাপর্য্যন্তে যে বিধান আছে সেই বিধান এবং মিথ্যা ও দ্বেষপূর্ব্বক সম্বাদ দেওনের দণ্ড বিষয়ে ঐ আইনের ২৩ ধারায় যে বিধান আছে তাহা এই আইনানুসারে দেওয়া সম্বাদ ও খানাতালাশী ও ক্রোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ১৪ ধারা মতান্তর হইয়াছে এবং বাঙ্গলা কিম্বা উড়িষ্যা দেশের যে কোন স্থানে ছাড়চিঠীবিনা নিমক রফ্তানীর নিষেধ আছে সেই স্থানের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ৮০ তোলা শেরের পাঁচ শেরের অধিক লবণ ছাড়-চিঠীবিনা লইয়া যাইতে ধরা পড়ে সেই ব্যক্তি এবং যে সকল ব্যক্তি দলং হইয়া এমত ছাড়চিঠীবিনা দশ শেরের অধিক লবণ লইয়া যাওন কালে ধরা পড়ে সেই সকল ব্যক্তি বেআইনমতে লবণ আপনারদের নিকটে রাখণের ও রফ্তু করণের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত ২৮১৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ৬ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শ্রীযুত সর তামস টর্টন বারোণেট সাহেবের দেউলিয়া হওয়াতে যে কএক জনের ক্ষতি হইয়াছে তাঁহারদের উপকারের আইন।

যেহেতুক "ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য শাসনের জন্যে এবং তাহাতে যথার্থ বিচারের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করণের জন্যে আরো নিয়ম করণার্থ আইন" এই নামেতে বিখ্যাত মৃত তৃতীয় জর্জ রাজার রাজ্যের চল্লিশ বৎসরে যে এক আক্‌ট পার্লিমেণ্ট হইয়াছিল তাহার অনুসারে সর তামস এড্‌বার্ড মিচেল টর্টন বারোণেট সাহেব বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের ইক্লিসিআষ্টিকেল আদালতের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সেই পদের উপলক্ষে তাঁহাকে এই ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে সকল ব্রিটনীয় প্রজা উইল না করিয়া মরেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তির কোন কুটুম্ব বা মহাজনের পক্ষে কোন দাওয়া না করা যায় এবং সাব্যস্ত না হয় সেই ২ ব্রিটনীয় প্রজার ইষ্টেটের সরবরাহ করেন। এবং যেহেতুক উক্ত সর তামস সাহেব ১৮৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে বা তাহার পূর্ব্বাপর কোন দিনে ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল আদালতের রেজিষ্ট্রারের পদে ইস্তাফা দিলেন এবং সেই সময়ে যোত্রহীন ছিলেন এবং উক্ত আইনের দ্বারা তাঁহার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতাক্রমে যে কতক ইষ্টেটের সরবরাহ করিয়াছিলেন অথবা সরবরাহের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ২ ইষ্টেটের মালিকেরদের যে ভারি ২ টাকা পাওনা ছিল তাহা দিতে অক্ষম ছিলেন এবং অন্যান্য যে ইষ্টেটের ভার রেজিষ্ট্রারস্বরূপ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ ২ ইষ্টেটের অল্প মূল্যপ্রযুক্ত বা কারণান্তরে তাহার বিষয়ে তাঁহাকে কোন লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেল না সেই ২ ইষ্টেটের মালিকের যে ২ টাকা পাওনা ছিল তাহা দিতে পারিলেন না এবং ঐ সর তামস সাহেব উক্ত

ক

আদালতের ইক্লিসিআষ্টিকেল ও একুটি ও আডমিরাল্টির পক্ষে রেজিষ্ট্রারের পদ ধারণ করণপ্রযুক্ত অথবা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে সম্পত্তিরক্ষক হওনপ্রযুক্ত অথবা ১৮৪৩ সালের ১৭ আইনানুসারে আপন পদোপলক্ষে ট্রুষ্টি হওয়াপ্রযুক্ত বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টসম্পর্কীয় ফরিয়াদী বা অন্যান্য ব্যক্তিরদের উপকারার্থে ঐ সর তামস সাহেবকে ট্রুষ্টি করা গিয়াছিল ঐ ফরিয়াদীপ্রভৃতিরদের যে২ টাকা তাঁহার হাতে ছিল তিনি তাহা দিতে অক্ষম ছিলেন।

এবং যেহেতুক উক্ত নানা বিষয়ে উক্ত সর তামস সাহেবের নিকটে কত টাকা কমী হইয়াছে তাহা নিশ্চয় জানিবার জন্যে সেই বিষয় তহকীক করিয়া ঐ আদালতে রিপোর্ট করিতে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের মোহরক্রমে ১৮৪৮ সালের ৮ মার্চ তারিখে কএক জন কমিস্যনর সাহেবকে নিযুক্ত করিবার হুকুম হইল।

এবং যেহেতুক উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ আদালতে ১৮৪৯ সালের ২৫ জানুআরি তারিখে আপনারদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন এবং তাহা এক্ষণে ঐ আদালতের রোযদাদে গাঁথা আছে এবং পূর্ব্বোক্তমতে যে নানা বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইয়াছিল তাঁহারা সেই ২ বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিলেন এবং উক্ত রিপোর্টের মধ্যে এবং তাহার শেষে (A) (B) (C) (D) (E) (F) চিহ্নিত নানা তফসীলের মধ্যে উক্ত সর তামস টর্টন সাহেবের স্থানে যে নানা ইষ্টেট ও ফরিয়াদী ও অন্য ব্যক্তিরদের টাকা বা টাকার নিদর্শন তাঁহারদের হিসাবানুসারে পাওনা দৃষ্ট হইল সেই নানা ইষ্টেটপ্রভৃতির নাম ও সংজ্ঞা লিখিত ছিল।

এবং যেহেতুক উক্ত সর তামস এড্বার্ড মিচেল টর্টন সাহেবের দেউলিয়া হওয়াপ্রযুক্ত যে২ ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের জিম্মায় এবং অধীনে যে কতক দাওয়া না হওযা ইষ্টেটের টাকা জমিয়াছে তাহাহইতে তাঁহারদের নানা ক্ষতি পূর্ণকরা উচিত বোধ হইয়াছে এবং ঐ টাকার যথার্থ দাওয়াদারেরা উত্তর কালে উপস্থিত হইলে তাঁহারদিগকে ঐ টাকা ফিরিয়া দেওনার্থ উপযুক্ত নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্ট অনুসারে ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল আদালতের রেজিষ্ট্রার সাহেব যে পদ ধারণ করিলেন সেই পদের শক্তি অথবা ছলক্রমে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব যে সকল ইষ্টেটের সরবরাহ করিলেন এবং উক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেবের সিরিশ্তার বহী ও খাতাবহীর দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে তাহা ১৮৩৬ সালের ১ জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের জিম্মায় অথবা

কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বণ্টন হইবার জন্যে প্রস্তুত ছিল এবং তদবধি তাহার বিষয়ে কোন দাওয়া হয় নাই এবং ১৮৪৯ সালের ৭ আইনানুসারে বাঙ্গলা দেশে যে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত হইলেন সেই আডমিনিষ্ট্রেটর সাহেবের জিম্মায় অথবা কর্ত্তৃত্বাধীনে সেই পদোপলক্ষে এক্ষণে আছে এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া নাই সেই সকল ইষ্টেটের টাকা এবং সময়ক্রমে যে সকল ইষ্টেটের সরবরাহ কর্ম্ম ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব অথবা ১৮৪৯ সালের ৭ আইনানুসারে নিযুক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব সরবরাহ করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সরবরাহ করেন এবং উক্ত প্রকারে দৃষ্ট হয় যে পনের বৎসরপর্য্যন্ত তাহার বিষয়ে দাওয়া হয় নাই এবং ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের জিম্মায় অথবা কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে সেই সকল ইষ্টেটের টাকা যেমন জমে তেমনি বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের কোম্পানি বাহাদুরের সব-ত্রেজুরর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক ও তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি সরকারের সাধারণ অভি-প্রায়ের জন্যে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের হিসাবের খাতায় জমা করিবেন এবং উক্ত সব-ত্রেজুরর সাহেবের রসীদ উক্ত প্রকার দেওয়া কোন টাকার বিষয়ে উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের পক্ষে সম্পূর্ণ নিশা ও ফারখত হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এইরূপে যে কোন ইষ্টেটের টাকা কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি অর্পণ হইয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারদের হিসাবের খাতায় জমা হইয়াছে সেই প্রকার ইষ্টেটের টাকার কোন ভাগের যদি ইহার পর দাওয়া হয় এবং যদি সেই দাওয়া তৎকালের আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের বিবেচনায় সাব্যস্ত হয় তবে উক্ত আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেব সব-ত্রেজুরর সাহেবকে সেই টাকা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিবেন এবং সব-ত্রেজুরর সাহেব সেই হুকুম পাইলে যে আসল টাকা এইরূপে দেওয়া গিয়াছিল অথবা টাকার যে নিদর্শন ঐরূপে অর্পণ হইয়াছিল অথবা তাহার যে ভাগ দাওয়াদারের যথার্থ পাওনা দৃষ্ট হয় সেই ভাগ আপনার জিম্মায় থাকা কোম্পানি বাহাদুরের টাকাহইতে ঐ দাওয়াদারকে দিবেন। যদি ঐ দাওয়া উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের ও আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের হৃদ্বোধমতে সাব্যস্ত না হয় তবে ঐ দাওয়াদার কোম্পানি বাহাদুরের নামে এবং যিনি সেই সময়ে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল হন তাঁহার নামে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন এবং উক্ত আদালত যেপ্রকার উচিত বিবেচনা করেন সেই প্রকারে সরাসরীমতে জোবানী কি আফিডেবিটক্রমে সাক্ষ্য লওনের পর যথার্থ বিচারেতে যেরূপে আবশ্যক হয় সেইরূপে সেই দরখাস্তের বিষয়ে হুকুম করিবেন ঐ হুকুমেতে ঐ মোকদ্দমার লিপ্ত সকল ব্যক্তি হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত রিপোর্টের শেষের লিখিত (A) (B) (C) (D) চিহ্নিত তফসীলের

নির্দ্দিষ্ট উইল না করিয়া যেং ব্যক্তি মরিয়াছেন সেইং ব্যক্তির এবং অন্যেরদের ন্যায্য প্রতিনিধিস্বরূপ যাঁহারদের টাকা পাইবার স্বত্ব দৃষ্ট হয় সেইং ব্যক্তিকে এবং উক্ত রিপোর্টের শেষের লিখিত (E) ও (F) চিহ্নিত তফসীলের লিখিত মোকদ্দমার এবং ট্রুষ্টক্রমে যেং ফরিয়াদী এবং অন্যান্য ব্যক্তির একুটির পক্ষে আমানৎহওয়া এবং ট্রুষ্টস্বরূপ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে সেইং ফরিয়াদীপ্রভৃতিকে এবং যদি সুপ্রিম কোর্টের হুকুমক্রমে উক্ত সর তামস সাহেবকে অন্য টাকা আমানৎ ও ট্রুষ্টস্বরূপ দেওয়া গিয়াছিল বা অর্পণ হইয়াছিল সেই টাকা পাইবার যাঁহারদের স্বত্ব আছে তাঁহারদিগকে এবং রামনারায়ণ কুণ্ডুর যে ইষ্টেটের বিষয়ে উক্ত সর তামস সাহেব ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে সম্পত্তিরক্ষক ছিলেন সেই ইষ্টেটের টাকা পাইবার যাঁহারদের স্বত্ব আছে তাঁহারদিগকে যে নানা আসল টাকা তাঁহারদের নানা দাওয়া ও হিসাবের চূড়ান্ত মোকাবিলার সময়ে ১৮৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে সর তামস সাহেবের স্থানে তাঁহারদের পাওনা ছিল দৃষ্ট হয় এবং অদ্যপর্য্যন্ত পাওনা আছে ও তাঁহারা পান নাই সেই সকল আসল টাকা তাঁহারদিগকে দিতে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেব সব-ত্রেজুরর সাহেবকে সময়ক্রমে হুকুম করিতে পারেন এবং তিনি সেইপ্রকার হুকুম দিবেন এবং সেই হুকুম পাইলে ঐ সব-ত্রেজুরর সাহেবের জিম্মায় কোম্পানি বাহাদুরের যে টাকা থাকে তাহাহইতে তিনি সেই সকল টাকা দিবেন। এবং উক্ত সর তামস সাহেব উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রারস্বরূপ যে সকল রসুম পাইয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে দেন নাই সেই রসুমের বাবৎ উক্ত সর তামস সাহেবের স্থানে যে সকল টাকা পাওনা আছে তাহা দিতে উক্ত আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেব উক্ত সব-ত্রেজুরর সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ৪ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সরকারী রাস্তা ও সাঁকোর উপর মাসুল বসাইতে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক রাস্তা ও সাঁকোর উপর মাসুল বসাইতে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৭ সালের ২ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ৮ আইন রদ হইল। কিন্তু সেই দুই আইনের দ্বারা যে কোন আইন কি আক্‌ট রদ হইয়াছিল তাহা পুনরায় চলন হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব এবং উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ও মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে এবং বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে যে কোন রাস্তা বা সাঁকো সরকারের খরচে বাঁধা গিয়াছে কি যাইবেক অথবা মেরামৎ হইয়াছে কি হইবেক এমত রাস্তা ও সাঁকোর উপর এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারের অধিক না হয় এমত যে মাসুল তাঁহারা একে২ উচিত বোধ করেন তাহা বসাইতে পারেন। এবং যে২ ব্যক্তিকে তাঁহারা উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহারদের প্রতি ঐ মাসুল আদায় করণের ভার অর্পণ করিতে পারেন। এবং ঐ মাসুল আদায় ও সরবরাহ করণের কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হন তাঁহারা ভূমির রাজস্ব আদায় করণের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহারদের উপর যে ঝুঁকী থাকিত সেই ঝুঁকী থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এমত কোন মামুলের দাওয়া হইলে যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে যে আমলারা ঐ মামুল আদায় করণের কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহারা যে কোন গাড়ি কি পশুর বিষয়ে ঐ মামুল দেয় হয় তাহা ক্রোক করিতে পারেন অথবা সেই গাড়িপ্রভৃতির বোঝাই-হওয়া যত জিনিসের মূল্য ঐ মামুলের তুল্য হয় তাহা ক্রোক করিতে পারেন। এবং যদি কোন মামুল এবং তাহা ক্রোক করণের খরচা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে না দেওয়া যায় তবে যে কর্ম্মকারক ঐ মামুল আদায়ের কর্তৃত্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাকে ঐ বিষয় জানান যাইবেক এবং তিনি ঐ মামুলের নিমিত্তে এবং মামুল না দেওনেতে ও ক্রোক ও নীলাম করণেতে যে সকল খরচা হইয়াছে তাহার নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন এবং তাহাতে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা সম্পত্তির মালিক দাওয়া করিলে তাহাকে ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং উক্ত কর্ম্মকারক ঐ সম্পত্তি পাইলে পর তৎক্ষণাৎ এই এস্তেলানামা দিবেন যে রবিবার অথবা কোন পর্ব্বপ্রযুক্ত বন্দের দিবসছাড়া তৎপর দিবস দুই প্রহরের সময়ে আমি সেই সম্পত্তি নীলাম করিব। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নীলাম নিতান্ত আরম্ভের পূর্ব্বে যে ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি সমস্ত খরচা এবং তাহার দেয় মামুলের দ্বিগুণ টাকা দিতে স্বীকার করে তবে ঐ কর্ম্মকারক তৎক্ষণাৎ ঐ ক্রোকহওয়া সম্পত্তি খালাস করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

গমনশীল সৈন্য এবং সৈন্যের সরঞ্জাম ও গাড়িপ্রভৃতির অথবা পোলীসের যে আমলা সরকারী কার্য্যে প্রেরিত হন তাঁহারা অথবা তাঁহারদের জিম্মায় থাকা কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে কোন মামুল দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু এই আইনানু-সারের দেয় মামুল আর কোন গতিকে ক্ষমা হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

পোলীসের সকল আমলার প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারা এই আইন জারী করণের কার্য্যে মামুল আদায়করণিয়ারা সাহায্য চাহিলে তাহা করেন এবং তন্নিমিত্তে পোলীসের সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহে তাঁহারদের যে ক্ষমতা আছে উক্ত কার্য্যের বিষয়ে তাঁহারদের সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনানুসারে যে২ ব্যক্তি মামুল আদায় করণের কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহারদের ব্যতিরেকে অন্য যে কোন ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তা বা সাঁকোর উপর অথবা তাহার উপরিস্থিত কোন বাজার দিয়া গমনের জন্যে কোন মামুল আদায় করণের কি দাওয়া করেন তিনি এবং যে কোন ব্যক্তি নিয়মিত মামুলঅপেক্ষা অন্য বা

অধিক মাসুল বেআইনীমতে বা জবরদস্তী করিয়া লন্ অথবা এই আইনের ছলে কোন সম্পত্তি ক্রোক অথবা বিক্রয় করা বেআইনী জানিয়াও সেই সম্পত্তি ক্রোক অথবা বিক্রয় করেন অথবা এই আইনের ছলে কোন ব্যক্তির স্থানে টাকা বা কোন মূল্যবান দ্রব্য কোনপ্রকারে বেআইনীমতে জবরদস্তী করিয়া লন্ সেই ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই জরীমানার কোন অংশ দেওয়াইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ প্রতিকার হইলেও ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশের দ্বারা প্রতিকার পাইবার যে স্বত্ব আছে তাহা নিবারণ অথবা লোপ হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

কোন মামুলের ফটকে বা আড্ডাতে যেং মামুল লইবার হুকুম আছে তাহার এক তফসীল ঐ ফটকে অথবা আড্ডার নিকটস্থ কোন স্থানে লট্কান যাইবেক এবং তাহা ইঙ্গরেজী কথা ও অক্ষরে এবং সেই জিলার চলন ভাষায় অতি স্পষ্টাক্ষরে লেখা অথবা ছাপা হইবেক এবং তাহার সঙ্গে মামুল না দেওনের এবং বেআইনী মামুল লওনের দণ্ডের এক তফসীল সেইরূপে লেখা কিম্বা ছাপা থাকিবেক ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনানুসারে যেং মামুল আদায় হয় তাহা সরকারী রাজস্ব জ্ঞান হইবেক কিন্তু এই মামুলে যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহা যে রাজধানীর দেশের মধ্যে আদায় হয় সেই রাজধানীস্থিত রাস্তা ও সাঁকো নির্ম্মাণ ও মেরামৎ ও বজায় রাখন-ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় হইবেক না ইতি।

তফসীল।

স্প্রিঙ্গের উপর প্রত্যেক চারি চাকার গাড়ি	২৲ টাকা।
এদেশীয় ছকড়া ব্যতিরেকে স্প্রিঙ্গের উপর প্রত্যেক দুই চাকার গাড়ি	১৲
স্প্রিঙ্গের উপর প্রত্যেক এদেশী ছকড়া	৶০
স্প্রিঙ্গ নাই যাহার এমত প্রত্যেক চারি চাকার গাড়ি	।৶০
স্প্রিঙ্গ নাই যাহার এমত প্রত্যেক দুই চাকার গাড়ি	।০
স্প্রিঙ্গের উপর না থাকা যে প্রত্যেক গরুর গাড়ি ও ছকড়ার চাকার ব্যাস অর্থাৎ উর্দ্ধ সাড়ে তিন ফুটের কম হয় এবং চাকার লৌহের পাত তিন বুরুলহইতে কম চৌড়া হয় ..	॥০
স্প্রিঙ্গের উপর না থাকা যে প্রত্যেক গরুর গাড়ি ও ছকড়ার চাকার ব্যাস সাড়ে তিন ফুট কম নহে এবং চাকার লৌহের পাত তিন বুরুলের কম চৌড়া নহে	৶০

মহিষ অথবা বলদ এক২	..	..	..	৬ পাই।
প্রত্যেক হস্তী	..	.	..	.. ১৲ টাকা।
প্রত্যেক উট	.	..	..	. ।৹
প্রত্যেক ঘোড়া	..	..	..	.. ৴৹
প্রত্যেক টাটু	..	..	..	.. ৬ পাই।
প্রত্যেক কুড়ি ভেড়া বা ছাগল		..	..	.. ৶৹
প্রত্যেক শত শূকর ..		..	.	.. ।৹
প্রত্যেক খচর	.	..	..	.. ৩ তিন পাই।
প্রত্যেক গাধা	..	..	..	.. ২ দুই পাই।
বেহারাসুদ্ধ প্রত্যেক পালকি বা তঞ্জাম			..	.. ১৲ টাকা।
বেহারাসুদ্ধ প্রত্যেক পালনা অথবা এদেশীয় ছোট পালকি				.. ।৹
বেহারাসুদ্ধ এদেশীয় প্রত্যেক ডুলি		..	...	. ৶৹
ভাড়ার জন্যে যে ব্যক্তি মোট বহে		..	.	.. ২ দুই পাই।

মন্তব্য কথা।

যে কোন গাড়ির জন্যে মাসুলের দাওয়া হইতে পারে সেই গাড়িতে যোতা পশুর জন্যে অন্য মাসুল লওয়া যাইবেক না।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ১৮ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ করণার্থ ১৮৪১ সালের যে ২০ আইন আছে তাহা সংশোধনের আইন।

১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সম্পত্তির সরবরা-হের নিমিত্তে সর্টিফিকট দেওনের ক্ষমতার নিয়ম শুধরিবার ও তাহা বিস্তারিত করিবার জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোন মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হওনপ্রযুক্ত যেং ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের প্রমিসরি নোটের মালিক হইতে এজমালির স্বত্বের বিষয়ের দাওয়া করে এমত ব্যক্তিরদের মধ্যে বিরোধ হইলে যদি জিলার জজ সাহেবকে উপযুক্ত কারণ দর্শান যায় এবং তাঁহার নিকটে দাওয়াদার দরখাস্ত করে তবে যে ব্যক্তিকে ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে টুষ্টি হওনের জন্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব এবং মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকে ঐ জজ সাহেব ঐ কোম্পানির কাগজের সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির সরবরাহের সর্টিফিকট ঐ ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে দিতে পারেন। এবং যে নানা ব্যক্তি ঐ জজ সাহেবের বিবেচনায় ঐ কোম্পানির কাগজের মালিক বোধ হয় তাহারদের নাম ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিবেন। এবং ঐ টুষ্টি ঐ সর্টিফিকটের ক্ষমতানুসারে ঐ কোম্পানির কাগজের উপরে যে সুদ জমে তাহা লইতে এবং তাহার ফারখৎ দিতে পারিবেন এবং যেং ব্যক্তির সেই সুদ পাওনের বিষয় ঐ সর্টিফিকটে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই নানা ব্যক্তিকে ঐ টুষ্টি সেই টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া ঐ সর্টিফিকটের মধ্যের লিখিত অংশাংশানুসারে তাহার টাকা দিবেন এবং উক্ত কোম্পানির কাগজের বিষয়ে অন্য সকল প্রকারে ঐং ব্যক্তির জন্যে এজেণ্ট অর্থাৎ

মোখ্তারের ন্যায় কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। এবং সময়ক্রমে যিনি গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হন তাঁহাকে সরকারের মহাজনের এজেণ্টস্বরূপ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সময়েং নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মের দ্বারা সেই প্রকার কার্য্যে যে কমিস্যন দেওয়া যায় ঐ টুষ্টি সেই প্রকার সকল কার্য্যের উপর সেই নিরিখমতে কমিস্যন পাইতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল ব্যক্তি বা যে কোন ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহারদের স্থানে সেইরূপ দেওয়া সমস্ত অথবা তাহার কিয়দংশ টাকা নম্বরী মোকদ্দমাক্রমে ফিরিয়া পাইতে অন্য যে কোন ব্যক্তির স্বত্ব থাকে এই আইনের দ্বারা তাহার সেই স্বত্ব হানি হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

যেং ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের কোন প্রমিসরি নোট অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের মালিক হওনের বিষয়ের দাওয়া করে তাহারদের মধ্যে ঐরূপ কোন বিরোধ যদি কোন প্রদেশ অথবা জিলার জজ সাহেবের দেওয়া সরবরাহের সর্টিফিকটের তারিখঅবধি দুই বৎসরের মধ্যে শেষ না হয় তবে উক্ত টুষ্টি ঐ কোম্পানির কাগজের আসল টাকা উক্ত সর্টিফিকটের দ্বারা যাহারা তাহার মালিক দৃষ্ট হয় তাহারদের মধ্যে অংশাংশ করিয়া বণ্টন করিতে পারেন এবং কোম্পানির নূতন কাগজ দিবার ভার যে কর্ম্মকারকের প্রতি আছে তাঁহার নিকটে যে নানা ব্যক্তির সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা পাইবার স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারদের একং জনের নামে কোম্পানির নূতন কাগজের বিষয়ের দরখাস্ত করিতে পারেন ও তাহা লইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোম্পানির ঐ কাগজ দেওনের বিষয়ে যেং বিধান চলন আছে কেবল সেইং বিধানানুসারে কোম্পানির ঐ নূতন কাগজ দেওয়া যাইবেক। এবং উক্ত টুষ্টি কোম্পানির পুরাণ কাগজের পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে ঐ নূতন কাগজের বিষয়ে যে রসীদ দেন তাহা কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি আইনসিদ্ধ ফারখত্তের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং যে নানা সংখ্যার টাকার জন্যে ঐ কোম্পানির কাগজ দেওয়া যায় তাহা পাইবার বিষয়ে যে বিরোধি ব্যক্তিরা দাওয়া রাখে তাহারা কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি তদ্বিষয়ের আর দাওয়া করিতে পারিবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে কোম্পানির কাগজের বিষয়ে বিরোধ আছে তাহার বা তাহার কোন অংশের সংখ্যা যদি এইমত ক্ষুদ্র হয় যে ঐ কাগজ দেওনের বিষয়ে যেং বিধি খাটে সেইং বিধির অনুসারে তাহার অংশাংশমতে বণ্টন করণের জন্যে প্রচুর নহে তবে ঐ টুষ্টি ঐ বিরোধি কাগজ অথবা এই বিধানানুসারে তাহার যে অংশের আবশ্যক হয় তাহা বিক্রয় করিতে পারেন এবং যাহারা তাহা পাইবার স্বত্ব রাখে তাহারদের মধ্যে ঐ কাগজের টাকা বণ্টন করিয়া দিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত কোম্পানির কাগজের সম্পর্কে উক্ত অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ অথবা অন্য

কোন অংশের জন্যে পূর্ব্বে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল তাহা এই আইনানুসারে নিযুক্ত টুষ্টিকে দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ব্রিটনীয় আদালতের এলাকার বাহিরে ভিন্নং রাজার অধিকারের রেসিডেণ্ট সাহেবের বিষয়ে হুকুম হইল যে ঐ রাজদরবারে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ যিনি নিযুক্ত থাকেন তিনি অস্থাবর সম্পত্তির সরবরাহের যে সর্টিফিকট দেন তাহার ফল অথবা ১৮৪১ সালের ২০ আইন যে জিলাতে চলন নাই সেই জিলানিবাসি ব্যক্তিরদের বিষয়ে ঐ জিলার মধ্যে যে ব্রিটনীয় কার্য্যকারক সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ রাজসম্পর্কীয় ক্ষমতা রাখেন তিনি যে সর্টিফিকট দেন তাহার ফল কোম্পানি বাহাদুরের কাগজের সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা সংশোধিত ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এদেশীয় প্রজাকে দেওয়া সর্টিফিকটের তুল্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

১৮৪১ সালের ২০ আইনের সঙ্গেং এই আইনের অর্থ করিতে হইবেক এবং ইহা ঐ আইনের এক অংশের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী বহী রক্ষণের আইন।

যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনে দেওয়ানী মোকামনিবাসি যে কোন কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টরী কর্ম্মের নিমিত্তে মনোনীত করেন সেই কর্য্যকারকের অধীনে কোন দেওয়ানী মোকামে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরীর দফ্তর স্থাপনের বিষয়ে নিয়ম হইয়াছিল এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনে এবং পুর্ব্বোক্ত ৩০ আইনের মধ্যের লিখিত অন্যং আইনে হুকুম হইয়াছিল যে ঐং রেজিষ্টরী বহী দেওয়ানী আদালতের কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা যাইবেক এবং সেইরূপ করাতে ক্লেশ জন্মিয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৮ সালের ৩০ আইনক্রমে স্থাপিত দফ্তরের রেজিষ্টরী বহী ঐং দফ্তর যে মোকামে স্থাপন হইয়াছে অথবা উত্তর কালে হয় সেই মোকামের বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এবং উক্ত রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ঐং মোকামের কালেক্টর সাহেবেরদের কাছারীর কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1851 —Printed at the Bengal Military Orphan Press by F. Carbery

ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ২১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৫১ সালের ৫ আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ১৮৫১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার দ্বারা যেমন অন্যং বিষয়ে হুকুম হইযাছিল তেমনি এই বিষয়ে হুকুম হইয়াছিল যে উক্ত রিপোর্টের শেষের লিখিত (A) (B) (C) (D) চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট উইল না করিয়া যেং ব্যক্তি মরিয়াছেন সেইং ব্যক্তির এবং অন্যেরদের ন্যায্য প্রতিনিধিস্বরূপ যাঁহারদের টাকা পাইবার স্বত্ব দৃষ্ট হয় সেইং ব্যক্তিকে যে নানা আসল টাকা তাঁহারদের নানা দাওয়া ও ইষ্টেটের হিসাবের চূড়ান্ত মোকাবিলার সময়ে ১৮৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে সর তামস টর্টন সাহেবের স্থানে তাঁহারদের পাওনা ছিল দৃষ্ট হয় এবং তৎসময়ে পাওনা ছিল ও তাঁহারা পান নাই সেই সকল আসল টাকা তাঁহারদিগকে দিতে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেব সব-ত্রেজুরর সাহেবকে সময়-ক্রমে হুকুম করিতে পারেন এবং তিনি সেইপ্রকার হুকুম দিবেন এবং সেই হুকুম পাইলে ঐ সব-ত্রেজুরর সাহেবের জিম্মায় কোম্পানি বাহাদুরের যে টাকা থাকে তাহাহইতে তিনি সেই সকল টাকা দিবেন ও পরিশোধ করিবেন। এবং যেহেতুক "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করণার্থে এবং ১৮৫৪ সালের আপ্রিল মাসের "৩০ দিন পর্য্যন্ত শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের ভারতবর্ষের অধিকারের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম "রাজ শাসন করিবার জন্যে আইন" এই নামবিশিষ্ট মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের রাজ্য কালের চতুর্থ বৎসরে করা আক্ট পার্লিমেণ্টের ৪৪ ধারায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নির কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগকে যে শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল ও অর্পণ হইয়াছিল সেই শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে ঐ কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা কার্য্য করিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে ইহা জ্ঞাত করিয়াছেন যে উক্ত আইনের মধ্যের নির্দ্দিষ্ট B ও D চিহ্নিত তফসীলে উইল না করিয়া যাঁহারা মরিলেন তাঁহারদের ও অন্যেরদের আইনানুযায়ি স্থলাভিষিক্তেরদিগকে

ক

নানা আসল টাকা দিবার ও পরিশোধ করিবার বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ১৮৫১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারায় যাহা লেখা আছে তাহাতে ঐ কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা নারাজ আছেন অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৫১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে হুকুম আছে যে উক্ত B ও D চিহ্নিত তফসীলে উইল না করিয়া মরা ব্যক্তি ও অন্যেরদের আইনানুযায়ি স্থলাভিষিক্তেরদিগকে তাহার মধ্যে লেখা নানা আসল টাকা দেওয়া যাইবেক ও পরিশোধ করা যাইবেক সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৬ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুতের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

মজুরেরদের দেশান্তর গমনের বিষয়ি এবং মজুরেরা যে জাহাজে যাত্রা করে তাহার বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৪ সালের ২৯ আইনের ৮ ধারায় যেমন অন্যান্য বিষয়ের হুকুম হইয়াছিল তেমনি এই বিষয়েরও হুকুম হইল যে যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি বৃটিস গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধি তৎপর মার্চ মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত যে সময় তাহা ছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ কিম্বা বোম্বাইহইতে গমন করিবেক না। এবং যেহেতুক উক্ত বিধি যেপর্য্যন্ত মান্দ্রাজহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত ১৮৪৫ সালের ২৫ আইনের দ্বারা রদ হইল এবং কলিকাতাহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজের বিষয়ে ক্লেশজনক বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগের জাহাজে উভয় তালার মধ্যে যত ব্যবধান থাকিতে হয় তাহার বিষয়ি আইন সংশোধন করা উচিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ২১ আইনের ১ ধারাতে এই হুকুম হইয়াছিল যে ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধিক্রমে কেবল কলিকাতা বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে আইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে পাঠান যাইতে পারে। এবং যেহেতুক ১৮৪৭ সালের ৮ আইনের দ্বারা মান্দ্রাজ বন্দরহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে আইনমতে লইয়া যাইতে অনুমতি হইল এবং এক্ষণে ১৮৪৩ সালের ২১ আইনের ১ ধারা রদ করিতে এবং বোম্বাই বন্দরহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৪ সালের ২১ আইনের যে ভাগ পূর্ব্বে উক্ত হইল তাহা যেপর্য্যন্ত কলিকাতাহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজ বা জাহাজসকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

যে জাহাজ বা জাহাজসকল দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে জামেকা কি ব্রিটিস গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখঅবধি তৎপর মার্চ মাসের তারিখপর্য্যন্ত যে সময় হয় তাহা ছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাতাহইতে গমন করিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যে জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে পাঁচ ফুট ছয় বুরুলের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজিয়া করিতে হইবেক এবং ঐ মেজিয়াঅবধি তালাপর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজিয়া এমত তৈয়ার করিতে হইবেক যে তাহার তালার নীচের কাষ্ঠ তাহার উপর না বাহিরায়। এবং জাহাজের যত বোঝাইয়ের শক্তি হউক উভয় তালার মধ্যবর্ত্তি অথবা তালা ও মেজিয়ার মধ্যবর্ত্তি বিদেশ গমনকারি একং জন মজুরের জন্যে বাহাত্তর কুবসংখ্যক ফুটের পরিমাণ নিযুক্ত হইবেক এবং সেই হিসাবে জাহাজে যত মজুর ধরে তদপেক্ষা অধিক মজুর লইতে হইবেক না এবং ঐ স্থানের মধ্যে ঐ গমনকারি মজুরদিগের লওয়াজিমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল বা দ্রব্যাদি থাকিবেক না। এবং ইহার বিরুদ্ধ ১৮৪২ সালের ১৫ আইনে এবং তন্মধ্যের লিখিত তফসীলে কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

১৮৪৩ সালের ২১ আইনের ১ ধারা ইহার দ্বারা রদ হইল এবং এই আইন জারী হওনঅবধি ও তাহার পর যেমন মান্দ্রাজ ও কলিকাতা বন্দরহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরা যাইতেছে তেমনি ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধিক্রমে তাহারা বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে মরিচে গমন করিতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঐ বোম্বাই বন্দরে দেশান্তর

গমনকারি ব্যক্তিরদের এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারেন এবং দেশান্তর গমনকারি যে কোন ব্যক্তির নিকটে মরিচের গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত এজেণ্ট সাহেবের লিখিত এবং ঐ রক্ষক সাহেবের দ্বারা দস্তখৎকরা এই মজমুনের এক সর্টিফিকট না থাকে যে ঐ ব্যক্তি মরিচে গমনার্থে উক্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ এজেণ্ট সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি জাহাজে গমন করিতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৬ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

"ভারতবর্ষে বিবাহের বিষযি আইন" এই নামবিশিষ্ট শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পঞ্চদশ বৎসরে যে আক্‌ট পার্লিমেণ্ট জারী হয় তাহার বিধি সফল করণের আইন।

যেহেতুক "ভারতবর্ষে বিবাহের বিষযি আইন" এই নামবিশিষ্ট শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বৎসরে পার্লিমেণ্টের যে বৈঠক হয তাহাতে জারীহওযা আকট পার্লিমেণ্টেরদ্বারা যেমন অন্যান্য বিষয নির্দ্দিষ্ট হইল তেমনি ইহাও নিরূপণ হইয়াছিল যে যে প্রকারে এবং আইনের যে বিধি বিধায শ্রীযুত বগর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আইন করিবার হুকুম আছে সেই প্রকারে এবং সেই বিধি বিধায যেং আইন উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের বিধির বিরুদ্ধ না হয় এমত আইনের দ্বারা ভারতবর্ষের ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে এইং বিষয নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন বিশেষতঃ আক্‌ট পার্লিমেণ্টক্রমে বিবাহের এত্তেলা দেখিবার ও প্রকাশ করিবার বিষয ও বিবাহের রেজিষ্টরী বহী রাখণের এবং ক্ষতি না হইবার বিষয় এবং উক্ত আকট পার্লিমেণ্টক্রমে যে বিবাহের নিষেধ হয বা নিষেধপত্র দাখিল হয় সেই বিবাহের বিষয়ে সন্দেহ হইলে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবের হুকুমের উপর যে আপীল হয় ও তাহার দ্বারা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার বিষয় এবং উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টক্রমে যেং ঘণ্টার মধ্যে বিবাহ সাধন হইতে পারে সেইং ঘণ্টা নিরূপণ করণের বিষয় এবং যে কর্ম্মকারকের নিকটে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব সর্টিফিকট পাঠাইবেন সেইং কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করণের বিষয় এবং সামান্যতঃ এই আইনের বিধি সফল করণের বিষয়। অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

[যে প্রকার এত্তেলার ও যত কাল বাস করণের আবশ্যক হইবেক তাহা।]

১ ধারা।

আগামি প্রথম ফেব্রুআরি তারিখের পর যে প্রত্যেক গতিকে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের বিধির অধীনে বিবাহ সাধন করণের কল্প হয় সেই২ গতিকে বিবাহ-সম্পর্কীয় উভয় ব্যক্তি যে এলাকার মধ্যে এত্তেলা দেওনের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঁচ দিবসের কম না হয় বাস করিয়াছেন সেই এলাকার বিবাহের কোন এক জন রেজিষ্ট্রার সাহেবকে তাঁহারদের মধ্যে এক জন এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে কিম্বা সেই প্রকারে লিখনের দ্বারা এত্তেলা দিবেন অথবা যদি উভয়ে ভিন্ন২ এলাকার মধ্যে বাস করিয়া থাকেন তবে প্রত্যেক এলাকার বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবকে সেইরূপ এত্তেলা দিবেন এবং সেই২ এত্তেলার মধ্যে বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তিরদের প্রত্যেক জন আপনার নাম ও বংশের নাম ও ব্যবসায় ও অবস্থা ও বাসস্থান ও পাঁচ দিবসের অন্যূন যত কাল প্রত্যেক জন সেই এলাকার মধ্যে বাস করিয়াছেন এবং যে গিরিজাঘর অথবা অন্য এমারতে বিবাহ সাধন হইবেক তাহা লিখিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন এক জন যদি এত্তেলা-নামার লিখিত স্থানে সম্পূর্ণ এক মাসের অধিক কাল বাস করিয়া থাকেন তবে সেই এত্তেলানামার মধ্যে ইহা লেখা যাইতে পারে যে সেই পুরুষ বা স্ত্রী সেই এলাকার মধ্যে এক মাস ও তদধিক কাল বাস করিয়াছেন।

[এত্তেলা দেখনের বিষয়।]

২ ধারা।

বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ সকল এত্তেলা নথীতে গাঁথিবেন এবং আপনার দফ্তরের রোয়দাদের মধ্যে রাখিবেন এবং "বিবাহের এত্তেলা বহী" এই নামবিশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তন্নিমিত্তে যে বহী দেন সেই বহীর মধ্যে ঐরূপ সকল এত্তেলার যথার্থ নকল স্পষ্টাক্ষরে তৎক্ষণাৎ লিখিবেন এবং ঐ বিবাহের এত্তেলার বহী যত ব্যক্তি দেখিতে চাহেন সেই সকল ব্যক্তির বিনারসুমে উপযুক্ত সকল সময়ে দেখিবার জন্যে খোলা থাকিবেক ইতি।

[এত্তেলা ঘোষণা করণের বিষয়।]

৩ ধারা।

ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে সকল জিলার বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব বা সাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্যে ঐ প্রকার সকল বিবাহের এত্তেলা এইরূপে ঘোষণা করিবেন অর্থাৎ আপন২ দফ্তরের সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে

ঐ২ এত্তেলার এক নকল লট্‌কাইবেন অথবা যদি ঐ রেজিষ্ট্রার খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মোপদেশক হন এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের উপদেশকতা কর্ম্মে নিরূপণ অথবা প্রকারান্তরে নিযুক্ত হন তবে যে গিরিজা ঘরে অথবা ঈশ্বরের আরাধনার অন্য কোন স্থানে ঐ২ ধর্ম্মোপদেশক একে২ ধর্ম্মকর্ম্ম করেন সেই২ গিরিজাঘরপ্রভৃতির সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ২ এত্তেলা লট্‌কাইবেন। বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন এক জন (বিধবা বা মৃতস্ত্রীক না হইয়া) যদি একুশ বৎসরের কমবয়স্ক হন তবে প্রত্যেক বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ বিবাহের এত্তেলা পাইবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই জিলার মধ্যে অন্য কোন বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব থাকিলে সেই সকল রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকটে ঐ এত্তেলার এক নকল ডাকযোগে বা প্রকারান্তরে পাঠাইবেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বোক্তমতে আপন২ দপ্তরে কিম্বা গিরিজা ঘরে সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ এত্তেলা লট্‌কাইবেন ইতি।

[নাবালগের সম্পর্কে সার্টিফিকট স্থগিত রাখণের বিষয়।]

৪ ধারা।

উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ষষ্ঠ ধারায় যে শপথ অথবা সুকৃতির বিষয়ের হুকুম আছে সেই প্রকার শপথ অথবা সুকৃতির দ্বারা যখন দৃষ্ট হয় যে বিবাহ করিতে উদ্যত ব্যক্তিরদের মধ্যে এক জন (মৃতস্ত্রীক কি বিধবা না হইয়া) একুশ বৎসরের কমবয়স্ক হন তখন ঐ বিবাহের এত্তেলা দাখিল করণের পর যাবৎ চৌদ্দ দিবস অতীত না হয় তাবৎ উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধিক্রমে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব আপনার সর্টিফিকট দিবেন না ইতি।

[সুপ্রিম কোর্ট চৌদ্দ দিবসঅপেক্ষা কম দিবসে রেজিষ্ট্রারকে সর্টিফিকট দিতে হুকুম করিতে পারেন।]

৫ ধারা।

যে ব্যক্তিরা বিবাহ করিতে উদ্যত আছেন তাঁহারদিগের মধ্যে এক জন (বিধবা অথবা মৃতস্ত্রীক না হইয়া) যদি একুশ বৎসর বয়সের কমবয়স্ক হন এবং বিবাহ করিতে উদ্যত উভয় ব্যক্তি যদি তৎসময়ে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই শহরে বাস করেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে এত্তেলা দেওনের পর চৌদ্দ দিবসঅপেক্ষা কম দিবসে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন তবে বিবাহ করিতে উদ্যত উভয় ব্যক্তি ঐ শহরের সুপ্রিম কোর্টে অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেবকে এমত এক দরখাস্ত দিতে পারেন যে বিবাহের যে রেজিষ্ট্রার সাহেবকে বিবাহের এত্তেলা দেওয়া গিয়াছে তাঁহার প্রতি এই হুকুম হয় যে এই আইনের ৪ ধারায় যে চৌদ্দ দিন নিরূপণ আছে তাহা সমাপ্ত না হইতে২ তিনি আপনার সর্টিফিকট দেন। এবং ঐ সুপ্রিম কোর্ট অথবা

তাহার এক জন জজ সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে তাঁহারা বা তিনি আপনার বিবেচনাক্রমে ঐ বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবকে এই হুকুম দেন যে ৪ ধারার নিরূপিত চৌদ্দ দিন শেষ না হইতেং ঐ হুকুমে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সময়ে সর্টিফিকট দেন এবং বিবাহের ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব উক্ত হুকুম পাইলে পর তদনুযায়ি আপনার সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

[সর্টিফিকটের পাঠের বিষয়।]

৬ ধারা।

উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের দ্বিতীয় ধারার বিধিক্রমে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব যে সর্টিফিকট দেন তাহা এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার অনুযায়ি দেওয়া যাইতে পারে। এবং প্রত্যেক রাজধানী অথবা স্থানের গবর্ণমেণ্ট যত কেতা সর্টিফিকটের পাঠের আবশ্যক হয় তত পাঠ প্রত্যেক বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবকে যোগাইয়া দিবেন ইতি।

[এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের এত্তেলা ও সর্টিফিকট তরজমা করিতে হইবেক।]

৭ ধারা।

যখন এদেশীয় কোন খ্রীষ্টীয়ান বিবাহ করিতে উদ্যত হন এবং বিবাহের এত্তেলার বিষয়ের দরখাস্ত করেন অথবা তাহা দাখিল করেন কি বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকটে এক সর্টিফিকটের দরখাস্ত করেন তখন বিবাহের ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব এই নিশ্চয় করিবেন যে এদেশীয় ঐ খ্রীষ্টীয়ান ইঙ্গরেজী অবগত আছেন কি না এবং যদি তিনি তাহা না জানেন তবে বিবাহের ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ এত্তেলা বা সর্টিফিকট কিম্বা বিষয় বিশেষে উভয় দলীল ঐ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানের ভাষায় তাঁহাকে তরজমা করিয়া দিবেন অথবা ঐ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানকে তাহা তরজমা করাইবেন অথবা বিবাহের ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব অন্য প্রকারে এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান উক্ত এত্তেলা এবং সর্টিফিকটের অভিপ্রায় ও ফল সুজ্ঞাত আছেন কি না ইতি।

[সর্টিফিকট দেওয়া যেরূপে নিষেধ হইতে পারে তাহা।]

৮ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির তদ্বিষয়ে ক্ষমতা থাকে সেই ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকট দেওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে বিবাহের এত্তেলা বহীতে ঐ কল্পিত বিবাহের এত্তেলার নিদর্শনের পার্শ্বে "নিষেধ হইল" এই কথা লিখনের দ্বারা এবং (স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন)

তাঁহার নাম ও বাসস্থান ও বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তি অন্যতরের সঙ্গে তাঁহার যে সম্পর্কক্রমে ঐ বিবাহ নিষেধ করণের ক্ষমতা থাকে তাহা লিখনের দ্বারা বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবের ঐ সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করিতে পারেন। এবং "নিষেধ হইল" উক্ত এই কথা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিত হইলে ও তাহাতে দস্তখৎ হইলে উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের সপ্তম দফার অর্থের মধ্যে নিষেধপত্র বোধ হইবেক ইতি।

[রেজিষ্ট্রার সাহেবেরদের সন্দেহ হইলে যেরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার বিষয়।]

৯ ধারা।

যে সকল গতিকে উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের চতুর্থ দফার বিধির অনুসারে বিবাহের কোন রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ম্ম করণেতে যখন তাঁহার এইমত হৃদ্বোধ না হয় যে যে ব্যক্তি সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির আইনক্রমে সেইরূপ নিষেধ করণের ক্ষমতা আছে তখন বিবাহের ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ দরখাস্ত নিয়ত ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা যাইতে পারে বিশেষতঃ যদি ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের এলাকা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শহরে হয় তবে যে রাজধানী বা স্থানের মধ্যে ঐ এলাকা থাকে সেই রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিবেন। অথবা যদি ঐ এলাকা উক্ত কোন শহরের মধ্যে না থাকে তবে যে জিলা অথবা প্রদেশের মধ্যে তাহা থাকে সেই জিলা কি প্রদেশের জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং সেই দরখাস্তের মধ্যে সেই বিষয়ের সকল বৃত্তান্ত লেখা থাকিবেক এবং তৎসম্পর্কে ঐ আদালতের হুকুম ও বিজ্ঞাপনের প্রার্থনা করা যাইবেক। এবং উক্ত সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব কিম্বা সেই জিলা কি প্রদেশের জজ সাহেব সরাসরীমতে সেই দরখাস্তের এজহার এবং বিষয়ের সকল বৃত্তান্তের তজবীজ করিতে পারেন এবং সেই তজবীজক্রমে যদি এইমত দৃষ্ট হয় যে ঐ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির সেইরূপ করিতে আইনক্রমে কোন ক্ষমতা নাই তবে সেই সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা সেই জিলা কি প্রদেশের জজ সাহেব ইহা জ্ঞাপন করিবেন যে ঐ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তির তাহা নিষেধ করিতে কোন ক্ষমতা নাই এবং তাহাতে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক এবং সেই ব্যক্তির দ্বারা সেইরূপ সর্টিফিকট নিষেধ না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ বিবাহের বিষয়ে উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের অনুসারে সেইরূপ সকল কর্ম্ম হইতে পারে। এবং কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীয় যে রাজা কি রাজ্যের সন্ধি থাকে সেই রাজা বা রাজ্যের দেশের মধ্যে নিযুক্ত হওয়া বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ষষ্ঠ ধারার বিধির অনুসারে কর্ম্ম করণেতে যদি তাঁহার এইমত হৃদ্বোধ না হয় যে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির

তাহা নিষেধ করিতে আইনের দ্বারা কোন ক্ষমতা আছে তবে বিবাহের ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব সেই বিষয়ের সকল বৃত্তান্তের এক কৈফিয়ৎ এবং তৎসম্পর্কীয় সকল দলীল-দস্তাবেজ ও কাগজপত্র ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন এবং যদি উক্ত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের এইমত বোধ হয় যে ঐ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির তাহা নিষেধ করিতে আইনের দ্বারা কোন ক্ষমতা নাই তবে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইহা জ্ঞাপন করিবেন যে ঐ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত-মতে কোন ক্ষমতা নাই এবং সেই গতিকে ঐ ব্যক্তির দ্বারা ঐ সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক এবং ঐ বিবাহের সম্পর্কে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টক্রমে সেইরূপ কার্য্য হইতে পারে ইতি।

[সন্ধিক্রমে বদ্ধ এদেশীয় রাজ্যে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেব সর্টিফিকট দিতে স্বীকার না করিলে যেরূপে আপীল হইবেক তাহা।]

১০ ধারা।

এদেশীয় যে কোন রাজা বা রাজ্যের সঙ্গে কোম্পানি বাহাদুরের সন্ধি থাকে সেই রাজা বা রাজ্যের দেশস্থিত বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব যে সকল গতিকে সর্টিফিকট দিতে অস্বীকার করিয়াছেন সেই সকল গতিকে বিবাহ করিতে উদ্যত ব্যক্তির অন্যতর ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরখাস্ত করিতে পারেন এবং উক্ত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সেই দরখাস্তের এজহার সরাসরীমতে তজবীজ করিতে পারেন এবং তাহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সেই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং বিবাহের যে রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকটে দরখাস্ত প্রথমে করা গিয়াছিল তিনি শ্রীযুক্তের তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

[বিবাহের সময়।]

১১ ধারা।

উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের বিধির অনুসারে যে সকল বিবাহ সাধন হয় তাহা প্রাতঃকালে ইঙ্গরেজী ছয় ঘণ্টাঅবধি বৈকালের সাত ঘণ্টাপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে সাধন হইবেক ইতি।

[বিবাহের সময়ের এজহার এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানকে তরজমা করিয়া দিতে হইবেক।]

১২ ধারা।

যখন উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের অনুসারে এদেশীয় কোন খ্রীষ্টীয়ানের বিবাহ হয় তখন যে ব্যক্তি বিবাহ সাধন করেন তিনি ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ইঙ্গরেজী ভাষা অবগত আছেন কি না এবং যদি তিনি তাহা না জানেন তবে যে ব্যক্তি বিবাহ সাধন করেন তিনি বিবাহ সাধন করণের সময়ে উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৯ ধারার অনুযায়ি উক্ত বিবাহে যে দুই এজহার করিতে হয় তাহা ঐ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানের ভাষায় ঐ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানকে তরজমা করিয়া দিবেন বা তরজমা করাইবেন ইতি।

[বিবাহ সাব্যস্ত করণার্থে এত্তেলা বা সর্টিফিকট কি বিবাহের ঘণ্টার বিষয়ের প্রমাণ অনাবশ্যক।]

১৩ ধারা।

উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টক্রমে কোন বিবাহ সাধন হইলে ঐ বিবাহ সাব্যস্ত করণার্থে ঐ বিবাহের এত্তেলা কি সর্টিফিকট দেওনের বিষয়ে কি তাহার তরজমা হওনের বিষয়ে অথবা যে ঘণ্টার মধ্যে ঐ বিবাহ সাধন হইয়াছিল তাহার বিষয়ে কিম্বা উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৯ ধারার উক্ত এজহারের উক্ত তরজমা হওনের বিষয়ে কোন প্রমাণ দিবার আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ বিবাহের সিদ্ধতার বিষয়ের কোন মোকদ্দমা হইলে তাহার বিপরীত প্রমাণ করিবার জন্যে কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবেক না ইতি।

[দণ্ড।]

১৪ ধারা।

বিবাহের প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহার নিকটে এত্তেলা দাখিল হওনের পর সম্পূর্ণ তিন মাস অতীত হওনানন্তর যদি জানিয়া শুনিয়া এবং খামখা কোন বিবাহের সর্টিফিকট দেন অথবা বিবাহ করণ উদ্যত ব্যক্তিদের কোন এক ব্যক্তি (মৃতস্ত্রীক অথবা বিধবা না হইয়া) একুশ বৎসরের কমবয়স্ক হইলে ঐ এত্তেলা দাখিল হওনের পর চৌদ্দ দিন অতীত হওনের পূর্ব্বে অথবা সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করিতে যে কোন ব্যক্তির ক্ষমতা আছে এমত কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে নিষেধ করিলে পর যদি বিবাহের কোন রেজিষ্ট্রার সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের হুকুম না পাইয়া জানিয়া শুনিয়া এবং খামখা কোন বিবাহের সর্টিফিকট দেন তবে সেই রেজিষ্ট্রার ফেলোনি অপরাধের দোষী হইবেন। এবং যে কোন

ব্যক্তি যে এলাকার মধ্যে বিবাহ সাধন হয় সেই এলাকার রেজিষ্ট্রার সাহেবের অবর্ত্তমানে জানিয়া শুনিয়া এবং খামখা উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের বিধির অনুসারে কোন বিবাহ সাধন করেন অথবা বিবাহ করণ উদ্যত ব্যক্তিরদের কোন এক জন (মৃতস্ত্রীক অথবা বিধবা না হইয়া) একুশ বৎসরের কমবয়স্ক হইলে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা চৌদ্দ দিবসের ন্যূন কালে সর্টিফিকট দিবার হুকুম না হইলে যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিবাহের এত্তেলা দেওনানন্তর চৌদ্দ দিবসের মধ্যে জানিয়া শুনিয়া এবং খামখা বিবাহ সাধন করেন তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনি অপরাধের দোষী হইবেন ইতি।

[এতদ্দেশীয় যে রাজ্যের সঙ্গে কোম্পানি বাহাদুরের সন্ধি থাকে সেই রাজ্যের দেশে বিবাহের সর্টিফিকট সেক্রেটারী সাহেবপ্রভৃতির নিকটে পাঠাইবার বিষয়।]

১৫ ধারা।

যে রাজা বা রাজ্যের সঙ্গে কোম্পানি বাহাদুরের সন্ধি থাকে সেই রাজা বা রাজ্যের দেশের মধ্যে নিযুক্ত বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবেরা উক্ত আক্‌ট পালিমেণ্টের দ্বাদশ ধারার নির্দ্দিষ্ট সর্টিফিকট ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

[মিথ্যা শপথ বা সুকৃতি করণের দণ্ড।]

১৬ ধারা।

কোন বিবাহকরাওণের জন্যে আক্‌ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা অথবা এই আইনের দ্বারা যে শপথ বা সুকৃতি করিতে হয় অথবা যে এত্তেলা কি সর্টিফিকট দিতে হয় যদি কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ও খামখা সেইরূপ কোন মিথ্যা শপথ বা সুকৃতি করেণ বা সেইরূপে কোন এত্তেলা বা সর্টিফিকটে মিথ্যা দস্তখৎ করেন এবং বিবাহেতে আইনমতে যে ব্যক্তির সম্মতির আবশ্যক আছে সেই ব্যক্তি যদি আপনার নাম ভাঁড়াইয়া আমি অমুক ব্যক্তি বা অমুক স্ত্রী এমত কহিয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের বিবাহের সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করেন এবং সেই এজহার মিথ্যা জানেন তবে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইলে মিথ্যা শপথের দণ্ড হইবেক ইতি।

[নালিশের মিয়াদ।]

১৭ ধারা।

এই আইনক্রমে যত নালিশ হয় তাহা অপরাধ করণের পর দুই বৎসরের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক ইতি।

[কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীয় যে রাজ্যের সন্ধি আছে তাঁহার দেশে রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করণের বিষয় এবং তাঁহারদের রসুমের বিষয়।]

১৮ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীয় যে কোন রাজার বা রাজ্যের সন্ধি থাকে সেই রাজার বা রাজ্যের দেশের মধ্যে কোন স্থানে কোম্পানি বাহাদুরের খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মী কোন চিহ্নিত বা অচিহ্নিত কার্য্যকারককে অথবা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের কোন ধর্ম্মোপদেশক যে মতাবলম্বী হন সেই মতের ব্যবহারানুসারে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের উপদেশকর্ত্তা কর্ম্মে নিরূপণ অথবা প্রকারান্তরে নিযুক্তহওয়া ধর্ম্মোপদেশককে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন এলাকার বিবাহের রেজিষ্টর হওনার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং উক্ত বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবের পশ্চাৎ লিখিত রসুম পাইবার স্বত্ব হইবেক বিশেষতঃ বিবাহের প্রত্যেক এত্তেলা লইবার জন্যে এক টাকা। বিবাহের প্রত্যেক এত্তেলা ঘোষণা করণার্থে দুই টাকা। প্রত্যেক সর্টিফিকট দেওনার্থে পাঁচ টাকা। যে প্রত্যেক বিবাহ নিষেধ হইল বা যাহার বিষয়ে নিষেধপত্র দাখিল হইল তাহার জন্যে দশ টাকা। প্রত্যেক বিবাহ রেজিষ্টরীকরণার্থে তিন টাকা। এবং উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মতানুসারে ঐ বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ সকল রসুমের হিসাব গবর্ণমেণ্টের খাজানাখানায় দিবেন এবং তাহার টাকা সেই খানে পাঠাইবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন গতিকে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবের এইমত হৃদ্বোধ হয় যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের বিধির অনুসারে যাঁহারা বিবাহ করিতে উদ্যত আছেন অথবা বিবাহ করিয়াছেন তাঁহারা অতিদরিদ্র তবে উক্ত বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে উক্ত রসুমের কোন ভাগ ক্ষমা করিতে পারিবেন কিন্তু তাহা ঐ প্রত্যেক গতিকে ঐ রসুমের চারি ভাগের তিন ভাগের অধিক হইবেক না। এবং যে প্রত্যেক গতিকে রসুম এইরূপে ক্ষমা হয় সেই প্রত্যেক গতিকে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব তাহার সকল বৃত্তান্ত এবং যে হেতুতে তিনি ক্ষমা করিলেন তাহার এক রিপোর্ট ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিজ্ঞাপনের জন্যে করিবেন ইতি।

[রেজিষ্ট্রার সাহেবেরদের মাহিয়ানা।]

১৯ ধারা।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অথবা অন্য যে প্রদেশের মধ্যে যাঁহারদিগের এই আইনানুসারে বিবাহ করিবার সম্ভাবনা এমত অনেক লোক থাকেন সেই প্রদেশের বিবাহের কোন এক রেজিষ্ট্রার সাহেবকে প্রত্যেক রাজধানী অথবা স্থানের গবর্ণমেণ্ট যত মাহিয়ানা উচিত বোধ করেন তত মাহিয়ানা দিতে পারেন। কিন্তু তাহা মাসে ৫০) টাকার অধিক হইবেক না ইতি।

[বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবের পীড়াপ্রভৃতি হইলে যাহা কর্ত্তব্য।]

২০ ধারা।

যখন কোন জিলায় কেবল এক জন বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব থাকেন এবং ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ জিলাতে বর্ত্তমান না থাকেন অথবা পীড়িত হন কি কোন জিলার একাকী রেজিষ্ট্রার সাহেব মরিলে অথবা ঐরূপ পদ ক্ষণেক কালের জন্যে শূন্য হইলে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্ট্রারের অবর্ত্তমানে বা পীড়িত সময়ে বা পদ ক্ষণেক কাল শূন্য হওনের সময়ে বিবাহের রেজিষ্ট্রারস্বরূপ কার্য্য করিবেন এবং সেই জিলার বিবাহের রেজিষ্ট্রার হইবেন ইতি।

[বহীর মধ্যে অন্বেষণ করা যাইতে পারে এবং সর্টিফিকট দেওয়া যাইতে পারে।]

২১ ধারা।

প্রত্যেক বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায সময়ক্রমে এই আইনানুসারে বিবাহের রেজিষ্টরী বহী থাকে তিনি উপযুক্ত সকল সময়ে আপনার জিম্মায় থাকা কোন রেজিষ্টরী বহীতে অন্বেষণ করিতে দিবেন এবং তাহার মধ্যে কোন এক বা ততোধিক নিদর্শনের নকল আপনার দস্তখৎক্রমে দিবেন এবং তজ্জন্যে তাঁহাকে পশ্চাৎ লিখিত রসুম দেওয়া যাইবেক বিশেষতঃ এক বৎসরের অনধিক কালের রেজিষ্টরী বহী অন্বেষণ করণের জন্যে এক টাকা। এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক বৎসরের জন্যে অতিরিক্ত চারি আনা। এবং যে প্রত্যেক সর্টিফিকট দেন তজ্জন্যে এক টাকা। এবং এই সকল রসুমের হিসাব ঐ বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব সরকারী খাজানাখানায় দিবেন ও তাহার টাকা তথায় দাখিল করিবেন ইতি।

[রেজিষ্টরী বহীপ্রভৃতি নষ্ট করণ অথবা তাহাতে মিথ্যা লিখনের দণ্ড।]

২২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি এমত কোন রেজিষ্টরী বহী অথবা তাহার পার্শ্বস্থ সর্টিফিকট কিম্বা তাহার কোন ভাগ অথবা তাহার সর্টিফিকটহওয়া নকল জানিয়া শুনিয়া নষ্ট অথবা ক্ষতি করেন অথবা বিনষ্ট বা ক্ষতি করান অথবা যে কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন রেজিষ্টরী বহী বা তাহার পার্শ্বস্থ সর্টিফিকট কিম্বা তাহার সর্টিফিকটহওয়া নকল মিথ্যা করেন অথবা কৃত্রিম করেন অথবা করান বা কৃত্রিম করান অথবা যে কোন ব্যক্তি কোন রেজিষ্টরী বহী অথবা তাহার পার্শ্বস্থ নকল কিম্বা তাহার সর্টিফিকটহওয়া নকলের মধ্যে জানিয়া শুনিয়া কোন বিবাহের মিথ্যা নিদর্শন লেখেন অথবা জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা সর্টিফিকট দেন কিম্বা যে রেজিষ্টরী বহীর বা তাহার

পার্শ্বস্থ নকলের কোন ভাগ মিথ্যা জানিয়া কোন লিপির বিষয় এমত জ্ঞাত করেন যে তাহা সেই রেজিষ্টরী বহীর বা তাহার পার্শ্বস্থ নকলের নকল বা চুম্বক সেই ব্যক্তি ফেলোনি অপরাধের দোষী হইবেন ইতি।

[দৈবাযস্ত ভুল হইলে তাহার সংশোধন হইতে পারে।]

২৩ ধারা।

বিবাহের রেজিষ্টরী করণের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি দৃষ্ট হয় যে ঐ নিদর্শনের পাঠে অথবা তাহার কথায় কোন ভুল হইয়াছে তবে ঐ ভুল দৃষ্ট হওনের পর এক মাসের মধ্যে বিবাহহওয়া ব্যক্তিরদের সম্মুখে অথবা তাঁহারা মরিলে বা অবর্ত্তমান থাকিলে অন্য দুই জন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির সাক্ষাৎ সেই বিষয়ের সত্যতানুসারে এইরূপে ঐ ভুলহওয়া নিদর্শন সংশোধন করিতে পারেন অর্থাৎ আসল নিদর্শনেতে কিছু কাটকুট না করিয়া তাহার পার্শ্বে ঐ ভুল শুধরাইবেন এবং ঐ দুই জন সাক্ষী তাহাতে দস্তখৎ করিবেক এবং ঐ বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব পার্শ্বস্থ নিদর্শনে দস্তখৎ করিবেন এবং যে বৎসরে ও মাসের যে দিবসে তাহা সংশোধন হইল তাহা লিখিবেন এবং তাহার পার্শ্বস্থ যে সর্টিফিকট পূর্ব্বোক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টক্রমে করিতে হয় তাহাতে সেইরূপ পার্শ্বস্থ নিদর্শন করিবেন এবং তাহাতে সেইরূপ দস্তখৎ হইবেক এবং যদি ঐ পার্শ্বস্থ সর্টিফিকট যে রাজধানী বা স্থানে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব বাস করেন সেই রাজধানীর বা স্থানের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে পাঠান গিয়া থাকে তবে আসল ভুলবিশিষ্ট নিদর্শন ও তাহার পার্শ্বে যে সংশোধন হইয়াছিল তাহার এক আলাহিদা পার্শ্বস্থ সর্টিফিকট সেইরূপে করিবেন ও পাঠাইবেন ইতি।

[বিবাহের কোন২ রেজিষ্টর পূর্ব্ববৎ স্বতন্ত্র রাখা যাইতে পারে।]

২৪ ধারা।

এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এই অর্থ করিতে হইবেক না যে শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেবকর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা ভারতবর্ষে যে বিবাহ সাধন হয় অথবা তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৮ বৎসরীয় আইনের ৮৪ অধ্যায়ের বিধির অনুসারে যে বিবাহ হয় অথবা যে কোন য়িহুদীয় মতাবলম্বী দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ সাধন হয় সেই২ বিবাহের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে এই আইনের লিখিত কোন কথা খাটে। এবং কোন বিবাহ করণের ও তাহা রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে এক্ষণে সামান্যতঃ যে২ রসুম দেওয়া গিয়া থাকে তাহা লইতে যে কোন ধর্ম্মোপদেশকের স্বত্ব থাকে সেই স্বত্বের এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা হানি হইবেক না ইতি।

[দরখাস্ত শাদা কাগজে দেওয়া যাইবেক।]

২৫ ধারা।

উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ৫ ধারানুযায়ি যে সকল দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

[আইন চলনের আরম্ভ।]

২৬ ধারা।

এই আইন ১৮৫২ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি ও তাহার পর আরম্ভ হইবেক ও চলন হইবেক ইতি

A চিহ্নিত তফসীল।

বিবাহের এত্তেলা।

বাঙ্গলা দেশস্থ কলিকাতা এলাকার রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত জান কক্স সাহেব বরাবরেষু।

আমি তোমাকে ইহার দ্বারা এত্তেলা দিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত যে ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা আছে তাঁহার সঙ্গে এই তারিখঅবধি সম্পূর্ণ তিন মাসের মধ্যে আমার বিবাহ হওনের কল্প আছে।

নাম	অবস্থা	পদবি বা ব্যবসায়	বয়স্	বাসস্থান	যত দিন বাস করিয়াছেন	যে চর্চ্চ কি চাপেল কি ভজনালয়ে বা ঘরে বিবাহ হইবেক তাহা।	উভয় ব্যক্তি ভিন্ন২ এলাকায় বাস করিলে অন্য ব্যক্তি যে এলাকায় বাস করেন তাহা।
জেমস্ স্মিথ	মৃতস্ত্রীক	ছুতার	সম্পূর্ণ বয়স্	১৬ নম্বর কাইব ষ্ট্রিট	২৩ দিন	ইউনিয়ন চাপেল ধর্ম্মতলা	
মার্থা ষ্টীল	অবিবাহিতা	০	অবয়ঃপ্রাপ্তা	১০নম্বর হে-ষ্টিংস ষ্ট্রিট	এক মাসের অধিক কাল		

আঠার শত বাওয়ান্ন সালের ছঞ্ছ ই মে তারিখে আমার দ্বারা দস্তখৎ হইল।

জেমস্ স্মিথ।

(উক্ত তফসীলে ইঙ্গরেজী ইটালিক অক্ষরে যে২ কথা আছে তাহা বিষয় বিশেষ অনুসারে লিখিতে হইবেক এবং তফসীলের যে ঘর খালী আছে তাহাতে কেবল উভয় পক্ষের এক জন অন্য এলাকায় বাস করিলে তাহা লিখিতে হইবেক।)

B চিহ্নিত তফসীল।

রেজিষ্ট্রার সাহেবের সর্টিফিকট।

আমি জান কক্‌স বাঙ্গলা দেশেস্থ কলিকাতা এলাকার এক জন রেজিষ্ট্রার সাহেব এই সর্টিফিকট দিতেছি যে এস্তেলানামার মধ্যে যাঁহারদের নাম ও বর্ণনা আছে সেই দুই ব্যক্তির সঙ্গে সম্ভাবিত বিবাহের এস্তেলা উক্ত এলাকার বিবাহের এস্তেলার বহীর মধ্যে রীতিমত লেখা গিয়াছিল এবং ঐ উভয় ব্যক্তির এক জন জেম্‌স স্মিথ সাহেব ঐ এস্তেলানামা দাখিল করিলেন। বিশেষতঃ

নাম	অবস্থা	পদবি বা ব্যবসায়	বয়স্	বাসস্থান	যত দিন বাস করিয়াছেন	যে চর্চ্চ কি চাপেল কি ভজনালয়ে বা ঘরে বিবাহ হইবেক তাহা।	উভয় ব্যক্তি ভিন্ন২ এলাকায় বাস করিলে অন্য ব্যক্তি যে এলাকায় বাস করেন তাহা।
জেম্‌স স্মিথ	মতস্ত্রীক	ছুতার	সম্পূর্ণ বয়স্	১৬ নম্বর কীড স্ট্রিট	২৩ দিন	ইউনিয়ন চাপেল ধর্ম্মতলা।	
মার্থা টীম	অবিবাহিতা	০	অবয়ঃ-প্রাপ্তা	১০ নম্বর কে-ডিংস স্ট্রিট	এক মাসের অধিক কাল		

এস্তেলানামার তারিখ ১৮৫২ সাল ৬ মে।
সর্টিফিকটের তারিখ ১৮৫২ সাল ২০ মে।

যে কোন ব্যক্তির সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করিবার ক্ষমতা আছে এমত কোন ব্যক্তির দ্বারা এই সর্টিফিকট নিষেধ হয় নাই।

আমার দ্বারা আঠার শত বাওয়ান্ন সালের বিশে মে তারিখে দস্তখৎ হইল।

জান কক্‌স।

রেজিষ্ট্রার।

যদি এই বিবাহ ১৮৫২ সালের ৬ আগষ্ট তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে সাধন না হয় তবে এই সর্টিফিকট মিথ্যা হইবেক।

(উক্ত তফসীলে ইঙ্গরেজী ইটালিক অক্ষরে যেং কথা আছে তাহা বিষয় বিশেষ অনুসারে লিখিতে হইবেক এবং তফসীলের যে ঘর খালী আছে তাহাতে কেবল উভয় পক্ষের এক জন অন্য এলাকায় বাস করিলে তাহা লিখিতে হইবেক।)

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ৬ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে মফঃসলের পরওয়ানা জারী করণার্থে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সরিফ সাহেবকে মেহনতানা দেওনের বিষয়ি আইন।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরের বাহিরের আদালতহইতে যে সকল আদালতী পরওয়ানা বাহির হয় তাহা জারী করিবার নিমিত্তে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সরিফ সাহেবের মেহনতানার বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরের কোন আদালত কি জজ সাহেব অথবা মাজিস্ট্রেট সাহেব যে কোন আদালতী পরওয়ানা দেন তাহা ঐ রাজধানীর সরিফ সাহেব জারী করিলে তাহার নিমিত্তে যে ওয়াজিবী রসুম লওয়া যাইবেক তাহার এবং ইশতিহারের খরচার জন্যে অথবা সম্পত্তি নীলামের অন্য এক্তেলার জন্যে ঐ নীলামের দ্বারা যেং ডিক্রী জারী করিতে হইবেক সেইং ডিক্রীর সংখ্যানুসারে যত টাকা দেওয়া যাইবেক তাহার এক ফিরিস্তি ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী আদালত এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর সদর আদালত নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সময়ক্রমে তাহা শুধরাইবেন। এবং যে ব্যক্তি হুকুমের জন্যে দরখাস্ত করেন সেই ব্যক্তি ঐ রসুম এবং টাকা সরিফ সাহেবের নিকটে হুকুম জারী হওনার্থে পাঠাওনের পূর্ব্বে দিবেন এবং তাহা ঐ মোকদ্দমার খরচার মধ্যে গণ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

উক্ত রসুমের এবং টাকার ফিরিস্তি উক্ত প্রকারে করা গেলে কিম্বা শুধরাণ গেলে পর তাহা মঞ্জুর করণার্থে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর আদালত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে এবং উক্ত

রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালত উক্ত প্রদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের নিকটে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সদর আদালত ঐ আদালতের ক্রমশঃ যে রাজধানীতে এলাকা থাকে সেই রাজধানীর হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিবেন এবং স্থান বিশেষের উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ঐ রসুমের ও টাকার ফিরিস্তি মঞ্জুর করণের পরঅবধি তাহা সম্পূর্ণ বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক এবং ফিরিস্তির লিখিত রসুম ও টাকা আইনমতে দাওয়া হইতে পারিবেক ও লওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা জারীকরণিযা এইমত প্রত্যেক আদালত এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে দেওয়া সকল রসুমের ও টাকার এক সতন্ত্র হিসাব রাখিবার হুকুম দিবেন এবং সময়েং গবর্ণমেণ্টে যেমত নির্দ্দিষ্ট করেন সেইমত সেই টাকা স্থানবিশেষের খাজনাখানায় দাখিল করাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

ঐ রসুম ও টাকা লওনের ও তাহার হিসাব রাখণের তালার অবশিষ্ট স্থানবিশেষে কলিকাতা বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইতে পাঠাওনের সকল আবশ্যক খরচখরচা বাদ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক রাজধানীর ও প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বৎসরের মধ্যে দুইবার যিনি সময়ক্রমে সরিফ হন সেই সাহেবকে ঐ সকল রসুম ও টাকার হিসাব বুঝাইবেন ও তাহা দিবেন। অথবা যদি একের অধিক সরিফ সাহেবের আমলে ঐ রসুম ও টাকা জমা হইয়াছে তবে সেই সময়ে যিনি সরিফ হন এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যিনি সরিফ ছিলেন এই উভয় সাহেবের মধ্যে টাকা ভাগ করিয়া দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

উক্ত গবর্ণমেণ্ট এইমত রসুমের ও টাকার পরিবর্ত্তে সরিফ সাহেবকে মাসিক বেতন দিতে তাঁহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন এবং সেই বন্দোবস্ত যত কাল থাকে তত কাল উক্ত রসুম ও টাকা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন ইতি।

৬ ধারা।

উক্ত রসুম ও টাকার অতিরিক্ত অথবা উক্ত রসুম ও টাকার পরিবর্ত্তে যে মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার অতিরিক্ত সরিফ সাহেব উক্ত সুপ্রিম কোর্টের স্থানীয় এলাকার বাহিরের যে কোন আদালত কিম্বা জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেওয়া কোন পরওয়ানা জারী করণেতে যে কোন মাল কি সম্পত্তি জব্দ ও নীলাম

করেন তাহার মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকার হারে রসুম পাইবার স্বত্ব রাখিবেন এবং ইশ্‌তিহারের খরচছাড়া মাল ক্রোক ও বিক্রয় করণসম্পর্কীয় যে সকল খরচ লাগে তাহা ঐ অতিরিক্ত রসুমহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

উক্ত সুপ্রিম কোর্টের স্থানীয় এলাকার বাহিরের কোন আদালত বা জজ কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের দেওয়া কোন পরওয়ানা জারীক্রমে কোন ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইলে যে টাকার জন্যে এমত কোন ব্যক্তি গ্রেফ্তার হয় সেই টাকার আনুমানিক সংখ্যার উপর কোন রসুম কলিকাতা কি মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ের কোন সরিফ সাহেবকে অথবা তাঁহার কোন বেইলিফকে গ্রেফ্তারের বাবতে দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে উপরের উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উক্ত প্রকার পরওয়ানা জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে সময়ে২ যেং রসুম ধার্য্য করেন তাহা উক্ত সরিফ সাহেবকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

উক্ত প্রকার কোন পরওয়ানা জারীক্রমে যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করা যায় সেই ব্যক্তি যদি সরিফ সাহেবের জিম্মায় আইনমত কয়েদ থাকনসময়ে পলায়ন করে তবে তাহার সেই প্রকার পলায়নপ্রযুক্ত সরিফ সাহেব দেনার নালিশে দায়ী হইবেন না। কিন্তু যাহার বা যাহারদের দরখাস্তমতে কয়েদী ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়াছিল সেই ব্যক্তির অথবা ব্যক্তিরদের ঐ কয়েদীর পলায়নপ্রযুক্ত যে ক্ষতি হইয়াছে কেবল সেই ক্ষতি পূরণের নালিশে দায়ী হইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ৬ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইন রদ করণের আইন।

যেহেতুক কানপুর জিলার বিথুর নগরের নিকটবর্ত্তি এক খণ্ড ভূমি গবর্ণমেণ্ট মহারাজ বাজীরাও বাহাদুরকে এই নিয়মে জায়গীরস্বরূপ দিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা থাকনপর্য্যন্ত তিনি তাহা ভোগ করিবেন এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইনের দ্বারা যেমন অন্যান্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তেমনি ইহারো হুকুম হইয়াছিল যে ঐ আইন জারী হওনঅবধি ও তাহার পর উক্ত খণ্ড ভূমির মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাকা থাকিবেক না এবং তাহাতে সাধারণ আইন খাটিবেক না এবং ঐ আইনের মধ্যের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃত্ব বিধায় উক্ত মহারাজ ঐ জায়গীরের সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারীর কার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করিবেন। এবং যেহেতুক উক্ত মহারাজ বাজীরাও ১৮৫১ সালের ২৮ জানুআরি তারিখে মরিলেন এবং এক্ষণে উক্ত ১৮৩২ সালের ১ আইন রদ করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইন ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

উক্ত খণ্ড ভূমি জিলা কানপুরের অন্তর্গত অতএব ঐ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে তাহা উক্ত খণ্ড ভূমির বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার কারণ অথবা যে সকল ফৌজদারী অপরাধ এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উক্ত খণ্ড ভূমির মধ্যে হইয়াছিল সেই সকল মোকদ্দমা ও অপরাধের উক্ত কানপুর জিলার আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এবং ঐ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে সাধারণ আইন চলন আছে তাহা ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে খাটান যাইবেক। কিন্তু যদি কোন গতিকে এইমত দৃষ্ট হয় যে

ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে ঐ আইন খাটান গেলে তাহা অযথার্থ হইবেক তবে ঐ মোকদ্দমার ন্যায় ও যাথার্থক্রমে বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত খণ্ড ভূমির মধ্যে যে কোন আদালত অথবা ব্যক্তির চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে আইনানুসারে পরাক্রম ও ক্ষমতা ছিল এমত আদালত অথবা ব্যক্তির দ্বারা ১৮৫১ সালের ২৮ জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে যে কোন চূড়ান্ত ডিক্রী হইয়াছিল সেই ডিক্রীসম্পর্কীয় মোকদ্দমা দেওয়ানী হউক অথবা ফৌজদারী হউক কোন আদালত তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ৬ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে ১৮৪৭ সালের যে ১৬ আইন হইয়াছিল তাহা অনুপযুক্ত এবং যে অভিপ্রায়ের জন্যে হইয়াছিল তাহাতে তাহা নিস্ফল বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৭ সালের ১৬ আইন রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে সেই আইনক্রমে যে কোন কর্ম্ম হইয়াছিল বা যে কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হওয়া গিয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক কিন্তু ১৮৪০ সালের ২৪ আইন পুনর্ব্বার বহাল হইবেক না। পরন্তু ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে গাড়ি ও বলদগাড়ি ও ঘোড়ার মালিকেরদের বা ব্যবহারকারিরদের উপর যে২ টাক্স বসাইবার হুকুম হইযাছিল তাহা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে শেষ তিন মাস অথবা তিন মাসের কতক ভাগের জন্যে ঐ মালিক বা ব্যবহারকারিরদের উপর ধার্য্য হইতে এবং বসান যাইতে পারে। এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে গাড়ি ও বলদগাড়ি ও ঘোড়ার মালিকেরদের বা ব্যবহারকারিরদের উপর যে সকল টাক্স বসান গিয়াছে এবং ধার্য্য হইয়াছে তাহা এবং ঐ টাক্সের যত বাকী থাকে এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে আদায় না হইয়াছে তাহা উক্ত ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন রদ না হইলে যেরূপ বসান যাইত ও আদায় হইত সেইরূপে বসান যাইবেক ও আদায় হইবেক ইতি।

২ ধারা।

উক্ত আইনের বিধানমতে শহরের প্রত্যেক পল্লীতে করদায়ী বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক ও দখীলকার ব্যক্তিরদের দ্বারা স্বীকৃত মননের কার্য্যের যে নিয়মেতে এবং কমিস্যনরেরদের করা যে২ বিধিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব এবং ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব সম্মত হইয়াছিলেন সেই২ নিয়ম ও বিধি সকল রদ ও বাতিল হইল। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন এবং এই আইনের ১ ধারানুসারে

গাড়ি ও বলদগাড়ি ও ঘোড়ার মালিকেরদের বা ব্যবহারকারিরদের উপর যে সকল টাক্স বসান গিয়াছে ও ধার্য্য হইয়াছে তাহা এবং ঐ টাক্সের যত বাকী ছিল এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে আদায় না হইয়াছে তাহা উক্ত বিধি রদ না হইলে যেরূপে বসান যাইত ও আদায় হইত সেইরূপে বসান যাইবেক ও আদায় হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে কলিকাতা শহর দুই পল্লীতে বিভক্ত হইবেক অর্থাৎ উত্তর পল্লী ও দক্ষিণ পল্লী এবং যে শ্রেণী পুরাণ কিল্লার ঘাটে নদীঅবধি ক্লাইব ষ্ট্রিটে ফের্লি প্লেনের মধ্যে দিয়া এবং লালদীঘির উত্তর দিগের রাস্তা ও লালবাজার ও বহুবাজার ও বৈঠকখানার রাস্তা দিয়া গমন করে তাহা উভয় পল্লীর সীমা ধার্য্য হইবেক। অথবা অন্য যে দুই পল্লী সময়ক্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব নিরূপণ করিবেন তাহা শহরের দুই পল্লী হইবেক। এবং যখন এইরূপ কোন নূতন বিভাগ হয় তখন এই আইনের নিরূপিত পল্লীর বিষয়ে এই আইনে যেং বিধি আছে তাহা তৎপরে ঐ নূতন পল্লীর বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনের দত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণার্থে চারি জন কমিস্যনর নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা কলিকাতা শহর উত্তম করনার্থ কমিস্যনর এই নামে বিখ্যাত হইবেন। তাঁহারদের মধ্যে দুই জন বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং অন্য দুই জন এই আইনের পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে মনোনীত হইবেন অর্থাৎ উক্ত শহরের প্রত্যেক পল্লীর বিষয়ে একং জন ইতি।

৫ ধারা।

ঐ কমিস্যনরেরা প্রতিবৎসরের জানুআরি মাসের ১ তারিখে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন এবং তাঁহারা অনবরত এক বৎসরপর্য্যন্ত অথবা তাঁহারদের পর সেই পদে অন্য ব্যক্তি রীতীমতে যাবৎ নিযুক্ত না হন তাবৎ সেইং পদ ধারণ করিবেন। এবং এই আইনানুসারে কমিস্যনর প্রথমবার নিযুক্ত না হওয়াপর্য্যন্ত উক্ত ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে যেং কমিস্যনর এক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা এই আইনের শক্তির অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারা এই আইনানুসারে কমিস্যনর জ্ঞান হইবেন ইতি।

৬ ধারা।

যে প্রত্যেক জন উক্ত শহরের কোন এক পল্লীর মধ্যে কোন ঘরের কি এমারতের

কি ভূমির মালিক হন এবং তাঁহার উপর সেই ঘরের কি এমারতের কি ভূমির বাবৎ বৎসরের তিন মাসের নিমিত্তে সর্ব্বসুদ্ধ অন্যূন দশ টাকা টাক্স ধার্য্য হয় এবং প্রতিবৎসরে জুলাই মাসের শেষ দিবসপর্য্যন্ত তাঁহার যে টাক্স দেয় হয় তাহা ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে দিয়াছেন এমত প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুসারে কমিস্যনরের মনোনীত হওনের সময়ে এক বোট দিবার স্বত্ব রাখিবেন ইতি।

৭ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত শহরের অন্যতর পল্লীর মধ্যে কোন ঘরের কি এমারতের কি ভূমির বাশেন্দা হন এবং সেই ঘরের কি এমারতের বা ভূমির বাবৎ মাষিক অন্যূন সত্তরি টাকা ভাড়া দেন এই আইনানুসারে কমিস্যনরের মনোনীত হওন কালে সেই ব্যক্তির এক বোট দিবার স্বত্ব থাকিবেক ইতি।

৮ ধারা।

বোটদেওনিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যে পল্লীতে আপনার যোগ্যতার তুল্যসংখ্যক টাক্স দেন কেবল সেই পল্লীতে বোট দিতে পারেন। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি উভয় পল্লীতে যোগ্যতার তুল্যসংখ্যক টাকার টাক্স দেন কিম্বা ভাড়া দেন তিনি উভয় পল্লীতে বোট দিতে পারিবেন। যদি কোন ব্যক্তি একি পল্লীতে আপনার যোগ্যতার তুল্যসংখ্যক টাকাপর্য্যন্তের মালিক হন এবং দখীলকারও হন তবে তিনি তৎপ্রযুক্ত ঐ পল্লীতে দুই বোট দিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনানুসারে মনোনীত করণের সকল কার্য্য কলিকাতা সরিফ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে হইবেক এবং সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহের সাহার্য্য করিতে যত ডেপুটীর আবশ্যক হয় তত ডেপুটীকে তিনি নিযুক্ত করিবেন। এবং সরিফ সাহেবের এওজে প্রত্যেক জন ডেপুটী এইরূপ কর্ম্ম করণ সময়ে যে পল্লীর নিমিত্তে কার্য্য করিতেছেন তাহার বিষয়ে সরিফ সাহেবের যে কর্ত্তব্য কার্য্য ও ক্ষমতা তাঁহারও সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য ও ক্ষমতা হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

মনোনীতের দ্বারা নিযুক্ত কমিস্যনরেরা প্রত্যেক বৎসরে প্রথম ও বিশা ডিসেম্বর এই দুই দিনের মধ্যে কলিকাতার সরিফ সাহেব প্রতিবৎসরে যে দিবস নিরূপণ করেন সেই দিবসে মনোনীত হইবেন। এবং মনোনীত করণের ঐ দিবস ও স্থানের বিষয়ে সরিফ সাহেব ঐ মনোনীতের দিবসের অন্যূন পনের দিন থাকিতে কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহারের সম্বাদ দিবেন ইতি।

১১ ধারা।

কলিকাতার টৌনহালেতে অথবা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতিক্রমে সময়েং অন্য যে স্থান সরিফ সাহেব নিরূপণ করেন সেই স্থানে শহরের প্রত্যেক পল্লীর জন্যে মনোনীতের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

বোটের কার্য্য নিরূপিত দিবসের প্রাতঃকালের আট ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হই-বেক এবং অপরাহ্নের পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সমাপ্ত হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি মনোনীতের কার্য্যে বোট দিবার যোগ্য হন এমত ব্যক্তি কমি-স্যনরের জন্যে মনোনীত হওনার্থে পদাকাঙ্খী হইতে পারেন এবং অন্য কোন ব্যক্তি হইতে পারেন না ইতি।

১৪ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি পদাকাঙ্খী হন তিনি মনোনীতের দিবসের অন্যূন দশ দিন থাকিতে লিখনের দ্বারা সরিফ সাহেবকে তাহার বিষয়ের এত্তেলা দিবেন এবং যে পল্লীর জন্যে তিনি পদাকাঙ্খী সেই পল্লীর নাম সরিফ সাহেবকে দিবেন। এবং সেই সময়ে তিনি পদাকাঙ্খী হওনের যোগ্য এমত এক সর্টিফিকট কমিস্যনরেরদের সেক্রে-টারী সাহেবের স্থানহইতে আনাইয়া সরিফ সাহেবকে দিবেন এবং তাঁহার নিকটে রাখিবেন এবং উপযুক্তমতে যোগ্য যে কোন ব্যক্তি আপনি দরখাস্ত করেন তাঁহাকে এক সর্টিফিকট সেক্রেটারী সাহেবের বিনা রসুমে ও খরচে দিতে হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

কমিস্যনরেরদের মনোনীতের সকল খরচ এবং মনোনীতের সময় ও স্থানের ইশ্‌তিহার দেওনের খরচ পদাকাঙ্খিরদের শিরে পড়িবেক। এবং প্রত্যেক পদা-কাঙ্খী আপনার যোগ্যতার সর্টিফিকট সরিফ সাহেবের নিকটে দাখিল করণের সময়ে মনোনীতের কর্ম্মের খরচের বাবৎ দুই শত টাকা সরিফ সাহেবের নিকটে আমানৎ করিবেন এবং ঐ টাকা আমানৎ না করিলে মনোনীত হওনের যোগ্য বোধ হইবেন না ইতি।

১৬ ধারা।

এইরূপ আমানৎকরা সকল টাকা যদি সরিফ সাহেব ঐ মনোনীতের কার্য্যে ব্যয় না করেন তবে তিনি অবশিষ্ট টাকা সমান অংশ করিয়া পদাকাঙ্খিরদিগকে

ফিরিয়া দিবেন। যদি সেইরূপ আমানৎকরা সমুদায় টাকা ঐ মনোনীতের কার্য্যের জন্যে কুলায় না তবে প্রত্যেক পদাকাঙ্খির স্থানে সরিফ সাহেব অধিক খরচ অংশাংশমতে পাইতে পাইবার স্বত্ব রাখিবেন এবং যদি সেই টাকা না দেওয়া যায় তবে ঐ পদাকাঙ্খির জন্যে ব্যয়হওয়া টাঁকার ন্যায় ঐ টাকার বাবৎ তাঁহার নামে নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারেন ইতি।

১৭ ধারা।

শহরের উভয় পল্লীতে ঘরপ্রভৃতির যেং মালিক বোট দেওনের যোগ্য এবং উক্ত উভয় পল্লীতে যে সকল দখীলকার বোট দিবার যোগ্য হন এবং প্রতিবৎসরের ১ নবেম্বর তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে আপনারদের নাম ফর্দ্দেতে লিখিবার বিষয়ে কমিস্যনবেরদের নিকটে দরখাস্ত করেন তাঁহারদের নামের এক ফর্দ্দ কমিস্যনরেরা প্রতিবৎসরে যথার্থরূপে অকারাদিক্রমে প্রস্তুত কারাইবেন এবং ঐ নামের ফর্দ্দ প্রতিবৎসরের ১ ডিসেম্বর তারিখে বা তাহার পূর্ব্বঅবধি মনোনীতের দিবসপর্য্যন্ত দিনের সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের দফ্তরখানায় খোলা থাকিবেক। মনোনীতের দিবসে ঐ নামের ফর্দ্দ অথবা তাহার নকল সরিফ সাহেব এবং তাঁহার ডেপুটীরদের কার্য্যের জন্যে মনোনীতের স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি উক্তমতে বোট দেওনের যোগ্য হন তিনি এক লিখিত দরখাস্ত দিবেন ও তাহাতে আপনি দস্তখৎ করিবেন এবং যে ঘরের কি এমারতের কিম্বা জমীর বাবৎ তিনি সেই দাওয়া করেন সেই ঘর যে পল্লী ও রাস্তায় আছে তাহা ও তাহার নম্বর বা অন্য প্রকার বর্ণনা তাহাতে লেখা থাকিবেক এবং নবেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি ৩০ তারিখপর্য্যন্ত (ঐ দুই দিবসসমেত) কোন এক দিবসে সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেন। এবং সেই ব্যক্তি যদি মালিক হন তবে যে টাক্সের রসীদহওয়া বিলের দ্বারা দৃষ্ট হয় যে এই আইনানুসারে বোট দেওনের যোগ্য হওনের জন্যে যে টাক্স দিতে হয় তাহা দরখাস্তকারী দিয়াছেন এমত বিল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেন অথবা যদি দরখাস্তকারী দখীলকার হন তবে যে ভাড়ার রসীদহওয়া বিলের দ্বারা দৃষ্ট হয় যে এই আইনানুসারে বোট দেওনের যোগ্য হইবার জন্যে যে ভাড়া দিতে হয় তাহা দরখাস্তকারী দিয়াছেন এমত বিল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেন এবং কমিস্যনরেরদের সেক্রেটারী সাহেব সেই দরখাস্ত ও সেই বিল পাইলে ঐ ব্যক্তিকে আপনার যোগ্যতানুসারে বোটের এক টিকিট দিবেন। কমিস্যনরেরদের সেক্রেটারী সাহেব ঐ বোটের টিকিটে নম্বর দিবেন ও দস্তখৎ করিবেন এবং এই আইনের শেষের লিখিত প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন এক পাঠানুসারে ঐ টিকিট লেখা যাইবেক অথবা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের

সম্মতিক্রমে কমিস্যনরেরা সময়ে২ অন্য যে কোন পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠানুসারে লেখা যাইবেক। কমিস্যনরেরদের সেক্রেটারী সাহেব ঐ বোটের টিকিটের এক রেজিষ্টর রাখিবেন তাহাতে প্রত্যেক বোটের টিকিটের নম্বর ও বোটদেওনিয়ার নাম এবং যে বাটীপ্রভৃতিপ্রযুক্ত তাঁহাকে ঐ বোটের টিকিট দেওয়া গেল তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবেক। এবং মনোনীত করণের দিবসে উক্ত সেক্রেটারী সাহেব সরিফ সাহেবের ও তাঁহার ডেপুটীরদের কার্য্যের নিমিত্তে মনোনীত করণের স্থানে ঐ রেজিষ্টর লইয়া যাইবেন ইতি।

১৯ ধারা।

ঐ টিকিটের দ্বারা ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক যে তাহার মধ্যে যে ব্যক্তির নাম লেখা আছে সেই ব্যক্তি টিকিটের ভাবানুসারে যে পল্লীর জন্যে টিকিট দেওয়া গিয়াছে সেই পল্লীতে কমিস্যনরের জন্যে আগামি মনোনীতের কার্য্যে বোট দিবার ক্ষমতা রাখেন ইতি।

২০ ধারা।

মনোনীতের কার্য্যের জন্যে যে সময় ও স্থান নিরূপণ হয় সেই সময়ে ও স্থানে সরিফ সাহেব অথবা তাঁহার ডেপুটী উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহারদের সঙ্গে দুই বন্ধ বাক্স থাকিবেক এবং বোটের টিকিট তাহাতে রাখিবার জন্যে প্রত্যেক বাক্সের এক ভাগে ছিদ্র থাকিবেক এবং এক বাক্সের উপর ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা অতি স্পষ্ট অক্ষরে "উত্তর" এই কথা এবং অন্য বাক্সের উপর "দক্ষিণ" এই কথা লেখা থাকিবেক বা রঙ্গ দেওয়া থাকিবেক ইতি।

২১ ধারা।

বোটদেওনিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির যে পল্লীর জন্যে বোট দেওনের যোগ্য সেই পল্লীর সম্পর্কে বোটের এক টিকিট পাইলে যে পদাকাঙ্ক্ষির জন্যে তিনি বোট দিতে চাহেন তাঁহার নাম সেই টিকিটের উপরে লিখিবেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং মনোনীতের স্থানে স্বয়ং হাজির হইয়া আপনার ঐ বোটের টিকিট সরিফ সাহেবকে অথবা সেই পল্লীর মনোনীতের কার্য্যের অধ্যক্ষ তাঁহার এক জন ডেপুটীকে দিবেন। এবং ঐ সরিফ সাহেব বা ডেপুটী যে ব্যক্তির সহী ঐ বোটের টিকিটে আছে সেই ব্যক্তি ঐ টিকিট দাখিল করিতেছেন ইহা তাঁহারদের হৃদ্বোধ হইলে সেই পল্লীর বাক্সের মধ্যে ঐ বোটের টিকিট রাখিবেন ইতি।

২২ ধারা।

যেং ব্যক্তি বোটের টিকিট এইরূপে দাখিল করেন তাঁহারদিগকে চিনিবার জন্যে সেক্রেটারী সাহেব ও আসেসরেরা অর্থাৎ সহকারিরা এবং কালেক্টর সাহেবেরা ও

কমিস্যনরেরদের টাকা আদায়ের সরকার এবং কোন পদাকাঙ্খী ইচ্ছা করিলে তাঁহার পক্ষে তাঁহার দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা নিযুক্ত এক জন মোখ্তার মনোনীতের কার্য্যের সময়ে মনোনীতের স্থানে উপস্থিত হইবেন ইতি।

২৩ ধারা।

মনোনীতের কর্ম্মে যে বোটের প্রস্তাব হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন বিরোধ জন্মে তবে তাহা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যের বিষয়ে সরিফ সাহেব বা তাঁহার ডেপুটী যে নিষ্পত্তি করেন তাহা ঐ বোট গ্রাহ্য করণের বিষয়ে চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

কোন পল্লীর মনোনীতের কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে সরিফ সাহেব অথবা তাঁহার ডেপুটীরা পদাকাঙ্খিরদের অথবা তাঁহারদের মধ্যে যত ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হন তাঁহারদের সম্মুখে অথবা তাঁহারদের এক২ জনের দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা নিযুক্ত পরীক্ষকের সম্মুখে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক পদাকাঙ্খির জন্যে যত বোট দেওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবেন। এবং তাহার পর সরিফ সাহেব ঐ পল্লীতে যে পদাকাঙ্খির পক্ষে অধিক বোট দেওয়া গিয়াছে তাঁহার নাম প্রকাশ করিবেন এবং কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরের কর্ম্মে ঐ পদাকাঙ্খী রীতিমত মনোনীত হইয়াছেন ইহা প্রকাশ করিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

শহরের এক পল্লীতে দুই বা ততোধিক পদাকাঙ্খির পক্ষে যদি তুল্যসংখ্যক বোট দেওয়া গিয়া থাকে তবে যে পদাকাঙ্খিরদের এইরূপ তুল্যসংখ্যক বোট হয় তাঁহারদের মধ্যের এক জনকে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব মনোনীত করিয়া কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ মনোনীতহওয়া এক জন কমিস্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

প্রত্যেক মনোনীতের কার্য্যে যে ফল হয় তাহা সরিফ সাহেব বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে জ্ঞাত করিবেন এবং তিনি কলিকাতা গেজেটে তাহার সম্বাদ দিতে হুকুম করিবেন ইতি।

২৭ ধারা।

যদি কোন কারণপ্রযুক্ত কোন বৎসরে ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে কোন কমিস্যনরের পদ শূন্য হয় তবে যে ব্যক্তি মনোনীত হওনের যোগ্য এমত কোন ব্যক্তিকে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সেই শূন্য পদে

নিযুক্ত করিবেন। এবং যে কমিস্যনর ঐ শূন্য পদে নিযুক্ত হন তিনি তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কমিস্যনরেরদের সাধারণ মনোনীতের সময়ে মনোনীত হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ এক জন কমিস্যনর হইবেন ইতি।

২৮ ধারা।

মৃত তৃতীয় জর্জ বাদশাহের রাজ্যকালের তেত্রিশ বৎসরের আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ১৫৮ ধারায় যে আইন বাওয়ান্ন সংখ্যার নম্বরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা রদ হইযাছে এবং উক্ত আইনের দ্বারা বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক অথবা দখীল-কারের উপর যে কর বসাইবার হুকুম হইয়াছিল সেই কর সংগ্রহ ও আদায় ও ব্যয় করণের বিষয়ি উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে ও তজ্জন্যে নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীসেরদিগকে যে ক্ষমতা ও কার্য্য অর্পণ হইয়াছিল ও দেওয়াগিয়াছিল সেই ক্ষমতা ও কার্য্য উক্ত জুষ্টিস অফ দি পীসের না হইয়া উক্ত কমিস্যনরেরদের হইবেক এবং তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিবেন। এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারের নিযুক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি এবং তাঁহারদের আমলার প্রতি ১৮৪৭ সালের ১২ আইন অথবা অন্য যে কোন আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা ও কার্য্য অর্পণ হইয়াছিল তাহা এই আইনানুসারের নিযুক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের আমলারদের হইবেক এবং তাঁহারদেরি সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

উক্ত কলিকাতা শহরের মধ্যে এবং ঐ শহরের জন্যে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরা উক্ত শহরের মধ্যে সকল বাটী ও এমারৎ ও জমীর মোট মাসিক ভাড়া অনুসারে অথবা উক্ত জুষ্টিসেরদের বিবেচনায় মোট যত টাকা তাহার মাসিক ভাড়া যথার্থ হয় তদনুসারে ঐ বাটীর ও এমারতের ও জমীর মালিকের উপর শতকরা সওয়া ছয় টাকা অর্থাৎ টাকা প্রতি এক আনার ত্রৈমাসিক কর বসাইবেন ইতি।

৩০ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেব প্রতিবৎসরে যে দুই কমিস্যনর নিযুক্ত করেন তাঁহারদের মধ্যে এক জন কমিস্যনরেরদের সভা-পতি হইবেন। ঐ সভাপতি উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিতহওয়া কমিস্যনরেরা অন্য যে কোন কমিস্যনরকে মনোনীত করেন তিনি ঐ বৈঠকের সভাপতি হইবেন। যে সকল বিষয়ে উপস্থিত কমিস্যনরেরদের মধ্যে অর্দ্ধেকের এক মত হয় অপর অর্দ্ধেকের অন্য মত হয় সেই২ বিষয়ে সভাপতি যে পক্ষ হন সেই পক্ষ প্রবল হইবেক সকল কমিস্যনরকে চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে সম্বাদ না দিলে কমিস্যনরেরদের কোন বৈঠক

হইবেক না এবং দুই জন কমিস্যনর উপস্থিত না থাকিলে বৈঠক হইতে পারিবেক না ইতি।

৩১ ধারা।

দুই শত পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত যেং মাহিয়ানা বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে সময়েং নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং মাহিয়ানা ঐ কমিস্যনরেরা একেং পাইবেন এবং তাহা উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টক্রমে এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন এবং এই আইনক্রমে আদায়হওয়া টাক্সহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

ঐ কমিস্যনরেরা এক জন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন কিন্তু বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের তাহাতে সম্মতির অপেক্ষা থাকিবেক। এবং উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের এবং এই আইনের শক্তিক্রমে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক কিম্বা দখীলকারেরদের উপর যে টাক্স বসান যায় তাহা এবং এই আইনের লিখিত টাক্স ও জরীমানা নিরূপণ ও আদায় ও ধার্য্য করিবার জন্যে ঐ কমিস্যনরেরা উপযুক্ত সংখ্যক আসেসর ও কালেক্টর ও সরবেয়র ও ইনস্পেক্টর ও যাচনদার ও বেইলিফ ও অন্যান্য যে আমলার তাঁহারদের উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং একি ব্যক্তিকে আসেসর ও কালেক্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ সেক্রেটারী সাহেব ও আমলারদের প্রতি অর্পিত কার্য্যের উপযুক্তমতে নির্ব্বাহের জন্যে যেং বিধি ও যে জামিন উচিত বোধ করেন সেইং বিধি নিরূপণ করিতে পারেন ও সেই জামিন লইবার হুকুম করিতে পারেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা যেং মাহিয়ানা সময়ক্রমে নিরূপণ করেন তাহাই ঐ কমিস্যনরেরদের ঐ সেক্রেটারী এবং আমলারা উক্ত টাক্সহইতে পাইবেন কিন্তু তাহাতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত উক্ত গবর্নর্ সাহেবের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। ঐ সেক্রেটারী এবং অন্য প্রত্যেক আমলা কমিস্যনরেরদের বিবেচনামতে তগীর হইতে পারেন কিন্তু উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতি না হইলে সেক্রেটারী সাহেব তগীর হইতে পারেন না ইতি।

৩৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্ট এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের ক্ষমতা অথবা শক্তিক্রমে যে সকল কর ও টাক্স কোন বাটীর ও এমারতের এবং জমীর মালিকেরদের উপর ধার্য্য হইয়াছিল তাহার এবং যে সকল জরীমানার হুকুম হইয়াছিল তাহার বিষয়ে দাওয়া হইতে পারে এবং যদি তাহা

রীতিমত না দেওয়া যায় তবে এই আইনের হুকুমানুসারে ঐ কর ও জরীমানার দাওয়া হইলে যেরূপে ও যে নিয়মানুসারে আদায় হইত সেইরূপে ও সেই নিয়ম অথবা তাহার সদৃশ নিয়মানুসারে এই আইনমতে যে কমিস্যনরেরা কার্য্য করেন তাঁহারদের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৩৪ ধারা।

শতকরা সওয়া ছয় টাকার অর্থাৎ টাকা প্রতি এক আনার নিরিখ অনুসারে উক্ত জুষ্টিস সাহেবেরা উক্ত শহরের বাটী ও এমারৎ ও ভূমির উপর যে টাক্স বসান সেই টাক্সের টাকা ঐ বাটীপ্রভৃতির মালিক দিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

যদি কোন ভূমির সমুদায়ে বা এক অংশের উপর বাটী কি এমারৎ থাকে কিন্তু সেই বাটী কি এমারৎ ভূমির মালিকের না হয় কিম্বা অন্য ওয়ারিস না থাকিলে অথবা মরিলে পর কেবল সেই গতিকে ঐ ভূমি মালিকের হইতে পারে এবং যদি উক্ত বাটী কি এমারতের মূল্যের সমুদায় কি একাংশছাড়া জমীর মালিককে তাহার খাজানা দিবার বন্দোবস্ত থাকে তবে উক্ত জুষ্টিসেরা ভূমির বাবৎ ভূমির মালিকের উপর টাক্স বসাইতে পারেন এবং ভূমির যে মূল্যের বাবৎ ভূমির মালিকের উপর স্বতন্ত্র টাক্স বসান যায় সেই মূল্য বাদ দিয়া বাটির ও এমারতের মূল্যানুসারে তাহার মালিকেরদের উপর টাক্স স্বতন্ত্র বসাইতে পারেন ইতি।

৩৬ ধারা।

অত্যল্প মূল্যের কোন বাটী উক্ত জুষ্টিসেরা আপনারদের বিবেচনামতে মূল্য ও টাক্স নিরূপণের ফর্দ্দহইতে ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু যদি এমত অনেক বাটী এক মালিকের হয় এবং মোটে তাহার মূল্য ও টাক্স নিরূপণ করা যাইতে পারে তবে তাহা ক্ষমা করিবেন না ইতি।

৩৭ ধারা।

যদি বৎসরের কোন তিন মাসের মধ্যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাটী কি এমারৎ বা ভূমি বাইট দিন পর্য্যন্ত খালী থাকে তবে ঐ তিন মাসের টাক্স ক্ষমা হইবেক। কিন্তু সেই ঘর কি এমারৎ বা ভূমি খালী হইবার দিনের পর সাত দিবসের মধ্যে ঐ বাটীপ্রভৃতির মালিকের তাহা খালী হওনের সম্বাদ লিখিয়া কমিস্যনরের-দের সেক্রেটারীর নিকটে দিতে হইবেক। যদি উক্ত সাত দিবসের মধ্যে ঐ প্রকার খালী হওনের সম্বাদ না দেওয়া যায় তবে যে দিনে সেই সম্বাদ সেক্রেটারী সাহেবকে দেওয়া যায় সেই দিনঅবধি ঐ টাক্স ক্ষমা হইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনানুসারে ১৮৫২ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১২ তারিখে কি তাহার পরে প্রথমবার টাক্স ধার্য্য হইবেক এবং তাহা ১৮৫২ সালের ফেব্রুআরি ও মার্চ ও আপ্রিল মাসের নিমিত্তে হইবেক। এবং ঐ টাক্স ধার্য্য হইলে সেই তিন মাসের কিম্বা তাহার কোন অংশের নিমিত্তে জুষ্টিস সাহেবেরা পূর্ব্বে যে টাক্স ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তাহার দ্বারা রদ ও বাতিল হইবেক। এবং তাহার পর যতবার টাক্স ধার্য্য হয় তাহাও বৎসরের যে তিন মাসের নিমিত্তে ধার্য্য হয় সেই তিন মাসের আরম্ভঅবধি সেই প্রকারে করা যাইবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

এই আইনে যে টাক্স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত জুষ্টিসেরদের দ্বারা অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের দ্বারা বসান যাইবেক। কিন্তু প্রত্যেক গতিকে তাহার পর জুষ্টিসেরদের বৈঠকে তাহা মঞ্জুর করণের আবশ্যক হইবেক। এবং ঐ টাক্স বসান গেলে ও মঞ্জুর হইলে ঐ জুষ্টিসেরা আপনারদের দফ্তরে যে বহী রাখিতে হইবেক সেই বহীতে তাহা লিখিতে হুকুম দিবেন। এবং উক্ত বহীর মধ্যে সেই টাক্স লেখা গেলে এবং জুষ্টিসেরদের অথবা তাঁহারদের মধ্যের কোন দুই জনের দস্তখতের দ্বারা তাহা সাব্যস্ত হইলে তাহা তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট নানা টাক্সের চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক ইতি।

৪০ ধারা।

জুষ্টিসেরা উক্ত টাক্সের সংশোধন ও মঞ্জুর করণের জন্যে যে দিনে ও যে ঘণ্টায় আপনারদের দফ্তরে বৈঠক করিবেন তাহার এস্তেলা অন্যূন চৌদ্দ দিন থাকিতে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। এবং উক্ত টাক্সের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি আপনাকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করেন এবং তাহার বিষয়ে আপীল করিতে চাহেন তিনি সেই বৈঠকে হাজির হইবেন। এবং আবশ্যক হইলে জুষ্টিসেরা ঐ বৈঠক দিন ২ মৌকুফ করিয়া পর দিনে করিতে পারেন এবং ঐ টাক্সের বিষয়ে যাহার যে আপত্তি থাকে তাহা শুনিয়া ও নিষ্পত্তি করিয়া তাঁহারা যে প্রকারে তাহা সংশোধন করণ যথার্থ বোধ করেন সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারেন এবং ঐ শোধিত টাক্স চূড়ান্তরূপে মঞ্জুর করিবেন ইতি।

৪১ ধারা।

যে বহীতে প্রস্তাবিত টাক্স লেখা থাকে তাহা উক্ত চৌদ্দ দিবস কি তাহার অধিক কালপর্য্যন্ত জুষ্টিসেরদের দফ্তরখানায় থাকিবেক এবং তাহাতে যে সকল ব্যক্তির টাক্স লেখা থাকে তাঁহারা উপযুক্ত ঘণ্টায় তাহা দেখিতে পারিবেন ইতি।

৪২ ধারা।

এই আইনেতে যেং টাক্স নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বৎসরের যে তিন মাস অথবা অন্য কোন সময়ের জন্যে করা যায় তাহার শেষ হওনঅবধি ও তাহার পর দেয় হইবেক ইতি।

৪৩ ধারা।

এই আইনেতে যেং টাক্স নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যখন দেয় হয় তখন বা তাহার পর যত শীঘ্র সুবিদা হয় ঐং টাক্স যেং ব্যক্তির স্থানে পাওনা হয় তাঁহারদের জনাজাতের নিকটে উক্ত কমিস্যনরেরা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসী-লের (A) চিহ্নিত পাঠানুসারে অথবা সেই মর্ম্মের পাঠানুসারে ঐং টাক্সের বাবৎ ঐং ব্যক্তির স্থানে যে সকল টাকা পাওনা আছে তাহার এক কৈফিয়ৎ অথবা বিল পাঠাইবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

এই আইনের নির্দ্দিষ্ট টাক্স যখন কোন ব্যক্তির বাকী পড়িযাছে তখন উক্ত কমিস্যনরেরা অথবা তাঁহারদের মধ্যের কোন এক জন অথবা তাঁহারদের দ্বারা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের (B) চিহ্নিত পাঠানুসারে অথবা সেই মর্ম্মের পাঠানুসারে সেই ব্যক্তির উপর এক দাওয়ার এত্তেলা বাহির করিতে বা বাহির করাইতে পারেন এবং তাহার উপর জারী করাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তির উপর দাওয়ার এত্তেলা জারী হওনের পর যদি ঐ ব্যক্তি পাঁচ দিনের মধ্যে তাহার স্থানে ঐ দাওয়ার এত্তেলা অনুসারে বাকী টাকা না দেয তবে ঐ কমিস্যনরেরা বা তাঁহারদের কোন এক জন অথবা তাঁহারদের দ্বারা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহারদের আমলা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের (C) চিহ্নিত পাঠানুসারে অথবা সেই মর্ম্মের পাঠানুসারে এক সমন বাহির করিতে ও জারী করিতে অথবা বাহির করাইতে এবং সেই ব্যক্তির উপর জারী করাইতে পারেন এবং তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে ঐ ব্যক্তি ঐ সমনের নির্দ্দিষ্ট দিবস ও ঘণ্টা ও স্থানে ঐ কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের কোন এক বা ততোধিক জনের সম্মুখে হাজির হইবেক ইতি।

৪৫ ধারা।

তলবহওয়া ব্যক্তি হাজির হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা কিম্বা তাঁহারদের এক কি ততোধিক জন তাঁহার কি তাঁহারদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে সেই বিষয়ের আরো তহকীক করিতে পারেন এবং তাঁহার কি তাঁহারদের যেমত যথার্থ বোধ হয় সেইমত ঐ দাওয়ার সমুদয় টাকা বা তাহার কতক অংশ দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং তলবহওয়া ব্যক্তি যদি হাজির না হন তবে ঐ কমিস্যনরেরা

অথবা তাঁহারদের এক কি ততোধিক জন ঐ সমন জারী হওনের প্রমাণ পাইলে এবং তাঁহার বা তাঁহারদের যেমত যথার্থ বোধ হয় সেইমতে তাহার বিষয়ে আরো তহকীক করিয়া ঐ ব্যক্তি হাজির হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ দাওয়ার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং ঐ দাওয়ার টাকা এবং তাঁহার বা তাঁহারদের বিবেচনায় যত খরচ ওয়াজীবী বোধ হয় তাহা দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৪৬ ধারা।

কোন বাটী কি এমারৎ কি ভূমির মূল্য বিষয়ে অথবা এই আইনানুসারে তাঁহারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তাহার নির্ব্বাহ করণসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে ঐ জুষ্টিসেরদের এবং কমিস্যনরেরদের অধিক অবগত হওনের নিমিত্তে উক্ত জুষ্টিসেরা কিম্বা কমিস্যনরেরা অথবা তাঁহারদের কোন এক জন অথবা তাঁহারদের দ্বারা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহারদের আমলা যে কোন ব্যক্তির জোবানবন্দী লইতে চাহেন তাহার নামে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের (D) চিহ্নিত পাঠানুসারে এক তলবচিঠী পাঠাইতে পারেন। এবং ঐ জুষ্টিসেরদের কিম্বা কমিস্যনরেরদের এক বা ততোধিক জন ঐ বাটী বা এমারৎ কি ভূমির মূল্যের বিষয়ে অথবা করসম্পর্কীয় অন্য বিষয়ে ঐরূপ তলবহওয়া ব্যক্তির জোবানবন্দী লইতে পারেন। এবং জুষ্টিসেরা কিম্বা কমিস্যনরেরা যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে ঐ জোবানবন্দী লেখা যাইবেক। এবং যাহার জোবানবন্দী সেইরূপে লওয়া যায় তাহার উত্তর উক্ত জুষ্টিসেরদের কিম্বা কমিস্যনরেরদের বোধে যদি প্রবঞ্চক অথবা মিথ্যা হয় অথবা সেইরূপ তলবহওয়া ব্যক্তি ঐ জুষ্টিসেরদের কিম্বা কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের মধ্যের কোন এক জনের ন্যায্য জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে স্বীকার না করে অথবা যদি সেই ব্যক্তির বিষয়ে এইমত প্রমাণ হয় যে ঐ ব্যক্তির উক্ত কোন টাক্সের সম্পূর্ণ মূল্য তাহার উপর আইনমতে ধার্য্য না হইবার জন্যে অথবা ঐ টাক্স না দেওনের কিম্বা তাহা দেওনে বিলম্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাহার উপর জারীহওয়া কোন বিল অথবা সমন কি দাওয়ার চিঠী লইতে অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহা খামখা বিনষ্ট বা বিরূপ করিয়াছে অথবা বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিয়াছে অথবা যদি তাহার বিষয়ে এই প্রমাণ হয় যে ঐ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া অথবা ঘোর শৈথিল্যক্রমে জোবানীতে অথবা লিখনের দ্বারা উক্ত জুষ্টিসেরদিগকে কিম্বা কমিস্যনরদিগকে বা তাঁহারদের কোন এক জনকে অথবা তাঁহারদের আসেসর বা আমলারদের কোন ব্যক্তিকে এইমত মিথ্যা সম্বাদ দিয়াছে যে ঐ কমিস্যনরেরা অথবা কোন আসেসর বা তাঁহারদের দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তি টাক্স ধার্য্য করণে ভ্রম করেন অথবা যদি তলবহওয়া ব্যক্তি সমন পাইয়া সেই সমনক্রমে উক্ত জুষ্টিসেরদের কিম্বা কমিস্যনরেরদের সম্মুখে হাজির হইতে স্বীকার না করে অথবা মাতবর কারণ বিনা হাজির হইতে ত্রুটি করে তবে ঐ ব্যক্তি উপরের উক্ত কোন অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অধিক না হয় এমত যে জরীমানা ঐ জুষ্টিসেরা

কিম্বা কমিস্যনরেরা কিম্বা তাঁহারদের কোন এক জন ধার্য্য করেন সেই ব্যক্তি তাহা দিবার দায়ী হইবেক এবং ঐ জরীমানা আদায় করিবার নিমিত্তে উক্ত জুষ্টিস সাহেবেরা কিম্বা কমিস্যনর সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদের কোন এক জন এক ওয়ারণ্ট জারী করিবেন এবং তৎক্রমে ঐ জরীমানার টাকা যে ব্যক্তির দিতে হয় তাহার কোন দ্রব্য কি লওয়াজিমা ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা উসুল হইবেক। এবং এইমত ক্রোকী সকল পরওয়ানা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের (G) চিহ্নিত পাঠানুসারে কি তাহার মর্ম্মানুসারে হইতে পারে ইতি।

৪৭ ধারা।

উক্ত তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় আইন এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন এবং এই আইনানুসারে দেয় সকল টাক্স ও জরীমানার বাকী টাকা ও তাহা আদায় করণের সকল খরচখরচা ঐ বাকী দিবার দায়ী ব্যক্তিকে এই আইনের ৪৪ ধারার বিধানমতে উক্ত কোন এক জন কমিস্যনরের দস্তখৎ ও মোহরকরা ও তন্নিমিত্তে বাহিরহওয়া ওয়ারণ্টক্রমে যে দিবসে কমিস্যনরেরদের নিকটে কিম্বা তাঁহারদের এক কি ততোধিক জনের নিকটে হাজির হইতে তলব হইয়াছে সেই দিবসের পর কোন সময়ে তাহা সেই টাক্স দিবার দায়ি ব্যক্তির কলিকাতা শহরের মধ্যে যে কোন মাল ও জিনিস থাকে অথবা যে ঘর কি এমারৎ কি জমীর বাবৎ ঐ টাক্স ধার্য্য হয় সেই বাটীতে কিম্বা এমারতে বা ভূমিতে যে কোন মাল কি জিনিস কোন সময়ে থাকে তাহা ক্রোক ও নীলামের দ্বারা আদায় হইতে পারে। এবং ঐরূপ প্রত্যেক ক্রোকী পরওয়ানা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের (E) চিহ্নিত পাঠানুসারে কিম্বা ঐ পাঠের মর্ম্মানুসারে হইতে পারে ইতি।

৪৮ ধারা।

ঐ ওয়ারণ্টক্রমে যে মাল ও জিনিস ক্রোক হয় তাহার এক তালিকা বেইলিফ প্রস্তুত করিবেন এবং ক্রোক করণের সময়ে ঐ মাল যে ব্যক্তির দখলে আছে সেই ব্যক্তিকে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের (F) চিহ্নিত পাঠানুসারে কিম্বা ঐ পাঠের মর্ম্মানুসারে এই মজমুনের এক লিখিত এত্তেলা দিবেন যে ঐ মাল ও জিনিস তাহার মধ্যের লিখিত প্রকারে যাচাই ও নীলাম হইবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

যদি ইতিমধ্যে ঐ ওয়ারণ্ট এক বা ততোধিক কমিস্যনরের দ্বারা রহিত কিম্বা স্থগিত না হয় তবে ক্রোকহওয়া মাল ও জিনিস যাচাই ও নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন লইয়া ঐ বাকী টাক্স অথবা জরীমানা এবং খরচা পরিশোধ করা যাইবেক এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ক্রোক হওনের সময়ে মাল ও জিনিস যে ব্যক্তির দখলে ছিল সেই ব্যক্তির দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া

যাইবেক। এবং এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের রসুম এই আইনের শেষের লিখিত তৃতীয় তফসীলে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট ও লেখা আছে সেইরূপ হইবেক ইতি।

৫০ ধারা।

কমিস্যনরেরা অথবা তাঁহারদের এক কিংতভোধিক জন উচিত বোধ করিলে তৃতীয় জর্জ রাজার উক্ত ৩৩ বৎসরীয় আইন কিম্বা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন কিম্বা এই আইনানুসারে কর কি টাক্স বা জরীমানার সমুদয় কি তাহার কোন অংশ ক্রোক ও নীলামের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ না করিয়া অথবা ক্রোক করণের দ্বারা আদায না হইলে যে ব্যক্তি কোন কর বা টাক্স কিম্বা জরীমানা দেওনের যোগ্য হয সেই ব্যক্তির নামে ঐ কর বা টাক্স কি জরীমানার বাকীর জন্যে কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে নালিশ করিতে কোন কালেক্টর বা অন্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারেন এবং ঐ কালেক্টর অথবা অন্য ব্যক্তি কমিস্যনরেরদের নামে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। এবং এমত কোন মোকদ্দমায় যে কোন খরচা লাগে তাহা যদি মোকদ্দমাতে উসুল না হয় তবে এই আইনানুসারে আদায়হওয়া টাক্সহইতে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৫১ ধারা।

যখন তৃতীয় জর্জ বাদশাহের উক্ত আইন কিম্বা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন কিম্বা এই আইনানুসারে কোন টাক্সের বাবৎ কোন বিল কিম্বা দাওয়ার এস্তেলা কি সমন কিম্বা অন্য কোন প্রকার পরওয়ানা কোন বাটীর মালিকের নামে জারী করিতে হয় এবং ঐ মালিকের নাম নিশ্চয়রূপে না জানা যায় তখন যে বাটীপ্রভৃতির বিষযে সেই পরওয়ানা জারী হয় সেই বাটীপ্রভৃতির নাম বা বর্ণনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার "মালিক" এই শিরনামা পরওয়ানায় দিলে প্রচুর হইবেক এবং তাহাতে ঐ মালিকের আর কোন নাম কি বর্ণনা নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যক হইবেক না এবং সেই পরওয়ানা এই আইনের মধ্যে পরে নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে জারী হইতে পারে। এবং প্রত্যেক বিল অথবা এস্তেলা কি সমন কি দাওয়ার এস্তেলা যে ব্যক্তির প্রতি দেওয়া যায় সেই ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইতে পারে অথবা তাহার দরওয়ানকে বা তাহার বাস স্থানের কোন নিবাসিকে দেওয়া যাইতে পারে। এবং যখন কোন ব্যক্তি আপনার নিবাসের কি ব্যবসায়ের স্থান বন্ধ রাখণের দ্বারা বা পলায়নের দ্বারা কিম্বা বলপূর্ব্বক কি তর্জনগর্জন করিয়া উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন আমলা অথবা চাকরের এই আইনের নিরূপিতমত কোন বিল বা এস্তেলা কি সমন কিম্বা দাওয়ার এস্তেলা জারী করণের প্রতিবন্ধকতা করে তখন ঐ বিলপ্রভৃতি ঐ বাটীর অথবা ব্যবসায়ের স্থানের অথবা তাহা যে জায়গার মধ্যে থাকে সেই জায়গার বাহিরের দেওয়ালে বা দরওয়াজায় কি ফটকে লট্কান গেলে ঐ বিল বা এস্তেলা কি তফসীল বা সমন বা দাওয়ার এস্তেলা রীতিমত জারী হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক। যদি ঐ

মালিকের বাসস্থান উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে না থাকে তবে কমিস্যনরেরা তাহার নাম শিরনামায় দিয়া ডাকদ্বারা কোন বিল কি এত্তেলা বা সমন কিম্বা দাওয়ার এত্তেলা পাঠাইলে প্রচুর হইবেক অথবা যে বাটী কি ভূমিতে টাক্স বসান যায় তাহার দখীলকারের নামে কিম্বা ঐ মালিকের মোখ্তার থাকিলে সেই মোখ্তারের নামে ঐ বিলপ্রভৃতির জারী করিতে পারেন ইতি।

৫২ ধারা।

কোন এত্তেলা বা বিল বা সমন অথবা দাওয়ার এত্তেলা কিম্বা ক্রোকের পরওয়ানা কি তালিকা বা তৎসম্পর্কে অন্য কোন লিপিতে কোন ভুল বা বেদাঁড়া হওযাপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে যে কোন ক্রোক হয় তাহা বেআইনী বোধ হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি তৎপ্রযুক্ত অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। এবং সেই ব্যক্তি পরিশেষে যদি কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করেন তবে তজ্জন্যে তিনি প্রথমঅবধি অপরাধি জ্ঞান হইবেন না।

৫৩ ধারা।

উক্ত কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে এই আইনানুসারে আপনারদের কার্য্যের নিয়মের জন্যে এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট টাক্স দাওয়া করণের ও আদায় করণের সময় ও প্রকারের নিরূপণের জন্যে এবং এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন পাঠ মতান্তর করণের জন্যে বিধান করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে বাঙ্গলা দেসস্থ ফোর্ট উলিযম রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেবের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। এবং উক্ত জুষ্টিসেরা সময়েং এই আইনক্রমে আপনারদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যে এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কর বসাওনের সময় ও নিয়ম নিরূপনের জন্যে বিধান করিবেন তাহাতেও উক্ত শ্রীযুতের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক ইতি।

৫৪ ধারা।

মৃত তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় উক্ত আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারাক্রমে এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনক্রমে অথবা এই আইনক্রমে বাটী বা এমারৎ বা ভূমির উপর যে টাক্স বসান যায় সেই টাক্স না দেওয়া গেলে সেই বাটীপ্রভৃতির মালিকের মাল ও জিনিস যে কোন স্থানে থাকে ক্রোক হইবার যোগ্য হইবেক (কেবল পশ্চাৎ লিখিতমতে লুক্কায়িত মাল ও জিনিস বর্জ্জিত থাকিবেক)। এবং উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের অথবা এই আইনের অনুসারে যে কোন বাটীর উপর টাক্স বা কর বসান যায় বা ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হয় তাহার মধ্যে বাটী বা এমারৎ কি ভূমির মালিকের নাম লিখিবার আবশ্যক হইবেক না। কিন্তু যে বাটী কি এমারৎ কিম্বা ভূমির উপর টাক্স বা কর বসান যায় তাহা যদি চেনা যাইতে পারে তবে তাহা প্রচুর হইবেক এবং কোন

রাস্তায় নম্বরকরা বাটীর বিষয়ে হইলে যদি ঐ রাস্তার নাম এবং ঐ বাটীর নম্বর বিশেষ করিয়া লেখা থাকে তবে তাহাতে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৫৫ ধারা।

যে বাটীপ্রভৃতির টাক্স নিরূপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সকল মাল ও জিনিস পাওয়া যায় তাহা ঐ বাটীপ্রভৃতির উপর বসান কোন টাক্স কিম্বা করের বাকীর জন্যে ক্রোক হওনের যোগ্য হইবেক। এবং যদি ঐ মাল ও জিনিস ঐ বাটীর দখীলকারের হয় তবে ঐ দখীলকার ব্যক্তির যে মাল ও জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার মূল্য অথবা ঐ ক্রোক না হইবার নিমিত্তে যে কোন টাকা দিয়া থাকে তাহা তৎপরে আপনার দেয় ভাড়াহইতে বাদ দিতে পারে। যদি ঐ জিনিস বাটীপ্রভৃতির দখীলকারভিন্ন অন্য ব্যক্তির হয় অথবা যদি ঐ দখীলকারের স্থানে আর ভাড়া পাওনা না থাকে তবে সে ব্যক্তি কলিকাতায় অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে মোকদ্দমা করিবা বাটীপ্রভৃতির মালিকের নিমিত্তে দেওয়া টাকাস্বরূপ ঐ প্রকারে দেওয়া কিম্বা উসুলহওয়া টাকা মালিকের স্থানে ফিরিয়া পাইতে পারে ইতি।

৫৬ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কমিস্যনরেরদের দফ্তরখানায় দরখাস্ত করে ও চারি আনা রসুম দেয় সেই ব্যক্তি শেষ যে তিন মাসের বাবৎ কোন বাটী কি এমারৎ কি ভূমির টাক্স দিয়াছিল তাহার এক সর্টিফিকট কমিস্যনরেরদের সেক্রেটারীর স্থানে পাইতে পারে ইতি।

৫৭ ধারা।

যখন ইহা বোধ করণের কারণ থাকে যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্ট এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন অথবা এই আইন অনুসারে যে মাল ও জিনিস ক্রোক হওনের যোগ্য তাহা কোন জনানা মহলে লুক্কায়িত আছে তখন ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানাদেওনিয়া কমিস্যনরের নিকটে তাহার বিষয়ের এক বিশেষ রিপোর্ট করিবেন। এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে সেই প্রকার গতিকে মাল ও জিনিস ক্রোক করণার্থে যে২ নিয়ম চলন আছে সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ কমিস্যনর সেই২ নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৫৮ ধারা।

উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্ট অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন কিম্বা এই আইন অনুসারে উক্ত কমিস্যনর অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের কিম্বা তাঁহারদের সেক্রেটারী সাহেবের কি তাঁহারদের কোন আমলা বা চাকরেরদের কার্য্য করণ

সময়ে যে কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাঁহারদের ব্যাঘাত বা তাঁহারদিগকে উক্ত্যক্ত করে সেই ব্যক্তির অপরাধ আপনার কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক সাক্ষির শপথক্রমে কোন জষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে সরাসরীরূপে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫৯ ধারা।

ঐ কমিস্যনরেরা অথবা তাঁহারদের মধ্যের কোন এক জন যে ব্যক্তি সময়ক্রমে তাঁহারদের সেক্রেটারী হন তাঁহার নাম লইয়া আইন পক্ষে এবং একুটি পক্ষে নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহারদিগের বিরুদ্ধে নালিশ হইতে পারে। এবং উক্তমতে ঐ সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে যে কোন নালিশ কি মোকদ্দমা করা যায় কি আরম্ভ হয় তাহা ঐ সেক্রেটারীর মরণ বা ইস্তাফা দেওন বা তগীর হওনপ্রযুক্ত ক্ষান্ত কিম্বা নিবৃত্ত হইবেক না। এবং এইরূপ নালিশ কি মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হওনের পর যাবৎ ছয় মাসের এত্তেলা না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ সেক্রেটারী সাহেবের বিরুদ্ধে ঐ নালিশ বা মোকদ্দমার কোন ডিক্রী জারী হইবেক না। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক সেক্রেটারীর নাম লইয়া অথবা যে প্রত্যেক সেক্রেটারীর দ্বারা বা তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ কোন নালিশ বা মোকদ্দমা করা যায় অথবা আরম্ভ হয় ঐ সেক্রেটারী সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে ফরিয়াদী বা আসামী হওনপ্রযুক্ত অথবা পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহার নাম লওনপ্রযুক্ত কোন নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্য্যক্রমে তাঁহার যে সকল খরচ ও খরচা ও খেসারৎ ও ব্যয় হয় এমত সকল খরচাপ্রভৃতির সম্পূর্ণ টাকা কমিস্যনরেরদের অধীন টাকাহইতে তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কমিস্যনরেরদের কোন দাওয়া অথবা দাবী থাকে সেই ব্যক্তি যদি যোত্রহীন খাতকেরদের উপকারার্থ আইনের উপকার লন অথবা দেউলিয়া হওয়াপ্রযুক্ত সেই আইনের কার্য্যের অধীন হন তবে কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী সাহেব ঐ দেউলিয়ামীর সকল কার্য্যে কমিস্যনরদিগের প্রতিনিধি হইবেন এবং ঐ দাওয়া কি দাবী কমিস্যনরদিগের না হইয়া ঐ সেক্রেটারীর দাওয়া অথবা দাবী হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ সেক্রেটারী সাহেব সর্ব্বতোভাবে কমিস্যনরদিগের পক্ষে কার্য্য করিবেন ইতি।

৬০ ধারা।

কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী সাহেব যদি পূর্ব্বোক্তমতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্য্যে ফরিয়াদী বা বাদী কি আসামী হন অথবা প্রকারান্তরে কর্ম্ম করেন তবে ঐরূপ কোন নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্য্যে ফরিয়াদী বা আসামীস্বরূপ কি প্রকারান্তরে তাঁহার নামের ব্যবহার না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তিনি ঐ মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে সাক্ষী হইতে পারেন ইতি।

৬১ ধারা।

নালিশ হইলে কোন কমিস্যনর অথবা কোন সেক্রেটারী সাহেব কি সরবেয়র কিম্বা অন্য আমলা কি কমিস্যনরদিগের হুকুমের অধীন কর্ম্মকারক ব্যক্তিকে লিখনের দ্বারা এক এত্তেলানামা দিতে হইবেক অথবা তাঁহার দফ্তরে কি বাসস্থানে এত্তেলা-নামা দাখিল করিতে হইবেক এবং ঐ এত্তেলানামার মধ্যে মোকদ্দমার কারণ এবং কল্পিত ফরিয়াদীর ও সেই মোকদ্দমায় তাহার উকীলের অথবা মোখ্তারের নাম এবং বাসস্থান অতি স্পষ্ট লেখা থাকিবেক এবং ঐ লিখিত এত্তেলা দেওনের পর যাবৎ এক মাস অতীত না হয় তাবৎ এই আইনের ক্ষমতানুসারে যে কোন কর্ম্মকরা যায় বা করিবার মানস হয় সেই কর্ম্মের জন্যে ঐ কমিস্যনর কি সেক্রেটারীপ্রভৃতির নামে কোন পরওয়ানা কিম্বা হুকুম বাহির হইতে পারিবেক না অথবা জারী হইতে পারিবেক না। এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে সেইরূপ দাখিলহওয়া এত্তেলানামাতে মোকদ্দমার যে কারণ নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাছাড়া অন্য কোন মোক-দ্দমার কারণের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে ফরিয়াদীর প্রতি অনুমতি হইবেক না। এবং যদি ঐ এত্তেলানামা জারী হওনের প্রমাণ না হয় তবে আদালত আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিবেন। এবং মোকদ্দমার কারণ হওনের পর সম্পূর্ণ তিন মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা করিতে হইবেক কিম্বা আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তৎপরে করিতে হইবেক না। এবং যদি কোন ব্যক্তি এই আইন জারী করণেতে অথবা এই আই-নের দ্বারা দেওয়া কোন ক্ষমতা বা পরাক্রমক্রমে কোন বেদাঁড়া বা চড়াউ করিয়াছে অথবা অন্য কোন অনুপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছে এবং তাহার বিষয়ের নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের প্রচুর টাকা দিবার প্রস্তাব করে তবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলেও কিছু পাইবেক না। এবং যদি ঐরূপ কোন টাকার প্রস্তাব না করা গিয়া থাকে তথাপি যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে সেই মোকদ্দমার আসামী মোকদ্দমা রুবকার হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ক্ষতিপূরণের যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা আদালতে দাখিল করিতে পারেন এবং তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসামী-দিগের আদালতে টাকা দাখিল করণের অনুমতি আছে সেই গতিকে যেরূপ কার্য্য হয় এই মোকদ্দমায় সেইরূপ কার্য্য হইবেক ইতি।

৬২ ধারা।

কমিস্যনরদিগের অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের কি কোন সেক্রেটারী সাহেব বা সরবেয়র কি কমিস্যনরদিগের হুকুমানুসারে যে কোন আমলা বা ব্যক্তি কর্ম্ম করেন তাঁহার দ্বারা যে কোন কর্ম্ম বা কার্য্য বা চুক্তি হয় যদি সেই কর্ম্ম বা চুক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে এই আইন জারী করণের অভিপ্রায়ে করা গিয়া থাকে তবে তজ্জন্যে তাঁহারদের বা তাঁহারদের কোন এক জন নিজে কোন নালিশ বা ঝুঁকী কি দাওয়া

অথবা দাবীর যোগ্য হইবেন না। এবং এইরূপ কোন কমিস্যনর বা সেক্রেটারী কি সরবেয়র কি পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্মকরণিয়া কোন আমলা বা ব্যক্তির যে কোন খরচ লাগিয়াছে তাহা কমিস্যনরদিগের অধীন টাকাহইতে দেওয়া যাইবেক এবং পরিশোধ হইবেক ইতি।

৬৩ ধারা।

এমত কোন মোকদ্দমায় আসামী মোকদ্দমার বিষয়ে সাধারণ জওয়াব করিতে পারে এবং বিচারের সময়ে এই আইন ও অন্য বিশেষ বিষয় সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করিতে পারে ইতি।

৬৪ ধারা।

যদি এমত কোন মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয় অথবা যদি ফরিয়াদীকে ননসুট করা যায় কিম্বা ফরিয়াদী যদি মোকদ্দমা উঠাইয়া লয় তবে উকীল মওক্কেলের মধ্যে যে প্রকারে খরচার নিয়ম আছে সেই প্রকারে আসামীও আপনার খরচা পাইতে পারে এবং অন্যান্য মোকদ্দমায় আসামী আইনক্রমে যে প্রকারে আপন খরচা আদায় করিয়া থাকে সেইপ্রকারে আসামী ঐ খরচা ফিরিয়া পাইতে পারে ইতি।

৬৫ ধারা।

উক্ত টাক্সের উৎপন্ন সকল টাকা লইয়া প্রথমে ঐ কমিস্যনরেরদের সকল মাহিয়ানা ও সিরিশ্তার খরচ এবং বাজেখরচ দেওয়া যাইবেক এবং তৎপর সেই টাক্সের টাকা এবং বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে যেং টাকা ঐং কমিস্যনরকে অর্পণ করিতে হুকুম দেন তাহা পশ্চাৎ লিখিত কার্য্যে ব্যয় হইবেক বিশেষতঃ।

প্রথম। পথ ও রাস্তা পরিস্কার করণ ও মেরামৎ করণ ও তাহাতে আলো দেওন ও জল দেওন।

দ্বিতীয়। নূতন নরদমা ও মহুরি প্রস্তুত করণ এবং পুরাণ নরদমা ও মহুরি পরিস্কার করণ এবং মেরামৎ করণ অথবা পূর্ণ করণ এবং রহিত করণ।

তৃতীয়। অপ্রবাহ জলাশয় ও মৃত্তিকার মধ্যের সকল ডোবা ও ময়লা ও জঞ্জালের আধার পূর্ণ করণ এবং রাস্তার মধ্যে বা রাস্তার উপর বায়ুর স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের বাধা উঠাইয়া দেওন।

চতুর্থ। শহরের সকল স্থানে জল দেওনার্থে পুষ্করিণী ও জলপথ খনন করণ।

পঞ্চম। শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্থানে রাস্তা ও চক প্রস্তুত করণ।

ষষ্ঠ। এবং সামান্যতঃ শহরের উত্তমতা করণ ও শোভা করণ ইতি।

৬৬ ধারা।

এই আইনের অর্থ করণের সময়ে যে সকল কথা এক বচনে লেখা আছে তাহা নানা ব্যক্তি ও নানা বিষয়ও বুঝাইবেক এবং বহু বচনের কথা এক বচনেও বুঝাইবেক এবং পুংলিঙ্গেতে যে সকল কথা আছে তাহা যেমন পুরুষকে বুঝায় তেমনি স্ত্রীকেও বুঝাইবেক এমত বোধ করিতে হইবেক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাপর কথা দেখিয়া যদি এইরূপ অর্থকরা অসঙ্গত বোধ হয় তবে এইমত অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

প্রথম তফসীল।

প্রথম পাঠ।

বোটের টিকিটের পাঠ।

নং

পল্লী।	টাক্স দেওনিয়া ব্যক্তির নাম।	যে বাটী বা এমারৎ কি ভূমির কর দিতে হয় তাহার জুমলা মূল্য।	ক্রমাঙ্ক।

তিনি এত বোট দেওনের যোগ্য।

শ্রীঅমুক সেক্রেটারী।

তাহার পৃষ্ঠে।

আমি নীচের লিখিত এই টিকিটের মধ্যের নির্দ্দিষ্ট টাক্সদেওনিয়া অমুক ( ) পল্লীর জন্যে কমিস্যনর হওনার্থে অমুক ব্যক্তির পক্ষে ইহার দ্বারা আমার বোট দিতেছি।

শ্রীঅমুক।

কলিকাতা।

সন মাস তারিখ।

দ্বিতীয় পাঠ ।

নং

পল্লী ।	রাস্তা ।	বাটীর নম্বর ।	দখীলকারের নাম ।

তিনি এত বোট দেওনের যোগ্য ।

শ্রীঅমুক সেক্রেটারী ।

তাহার পৃষ্ঠে ।

আমি নীচের লিখিত এই টিকিটের মধ্যের নির্দ্দিষ্ট ঘরের দখীলকার অমুক (   ) পল্লীর জন্যে কমিস্যনর হওনার্থে অমুক ব্যক্তির পক্ষে ইহার দ্বারা আমার বোট দিতেছি ।

শ্রীঅমুক ।

কলিকাতা ।
সন মাস তারিখ ।

দ্বিতীয় তফসীল ।

(A)

ঘরের টাক্সের বিল ।

পল্লীর নম্বর	অমুক নম্বরের বাটী কি ভূমি শ্রীঅমুক ———————— দাযী ।
রাস্তার নম্বর	অমুক তিন মাসের নিমিত্তে উপরোক্ত বাটী কি ভূমির উপর টাক্স । মাসিক ০০০ টাকা ভাড়া ধরা গেল
পাঠাও	ত্রৈমাসিক টাক্স ০০০

বুঝিয়া পাইলাম ।

অমুক কালেক্টর ।

কলিকাতা ।
সন মাস তারিখ ।

(B)

দাওয়ার এত্তেলা।

তোমাকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে আমি টাক্সের কালেক্-
নম্বর টরের পক্ষে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে অমুক সনের
পল্লী অমুক তিন মাসের জন্যে অর্থাৎ অমুক২ মাসের জন্যে পার্শ্বের নির্দ্দিষ্ট
রাস্তা ঘরের মালিক মালিকস্বরূপ তোমার উপর যে টাক্স ধার্য্য হইয়াছে
বাটী তাহার বাকী এত টাকা তোমার স্থানে দাওয়া করিয়াছি এবং দাওয়া
করিতেছি। এবং এই দাওয়া হওনের পর যদি পাঁচ দিনের মধ্যে ঐ টাকা কালেক্টরের খাজানাখানায় দাখিল না হয় তবে তোমার নামে কমিস্যনরেরদের নিকটে রিপোর্ট হইবেক এবং অন্য যে কোন কার্য্য করিতে হয় তাহার খরচার বিষয়ে তুমি দায়ী হইবা ইতি।

কালেক্টরের জন্যে

শ্রী অমুক টাকা আদায়ের সরকার।

কলিকাতা।
সন মাস তারিখ।

(C)

টাকা দেওনের সমন।

নম্বর।
শ্রী অমুক প্রতি আগে।

কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের সম্মুখে কিম্বা
নম্বর তাঁহারদের এক কি ততোধিক যে জন তাঁহারদের দফ্তরখানায় উপস্থিত
পল্লী থাকেন তাঁহার কি তাঁহারদের সম্মুখে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক
রাস্তা দিবসের অমুক ঘণ্টার সময়ে স্বয়ং হাজির হইতে এবং অমুক তিন মাসের
ঘর জন্যে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে পার্শ্বের লিখিত ঘরের
তিন মাস মালিকস্বরূপ তোমার উপর যে টাক্স ধার্য্য হইয়াছে তাহা না দেওনের
বিষয়ে ঐ টাক্স আদায়ের কালেক্টর তোমার নামে যে নালিশ করিয়াছেন তাহার জওয়াব দিতে ইহার দ্বারা তোমার উপর সমন দেওয়া গেল বিশেষতঃ অমুক২ মাসের জন্যে এত টাকা

কমিস্যনরের দফ্তরখানা।
নং।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার দ্বারা এই সমনে দস্তখৎ হইল।

শ্রী অমুক।

(D)

সাক্ষ্য দেওনের সমন।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

১৮৫২ সালের ১০ আইনের ক্ষমতাক্রমে কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের সম্মুখে কিম্বা তাঁহারদের এক কি ততোধিক যে জন তাঁহারদের দফ্তরখানায় উপস্থিত থাকেন তাঁহার সম্মুখে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক ঘণ্টার সময়ে স্বয়ং হাজির হইতে ইহার দ্বারা তোমাকে সমন দেওয়া গেল।

(এই স্থানে সমনের কারণ লিখিতে হইবেক।)

কমিস্যনরের দফ্তরখানা।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার দ্বারা এই সমনে দস্তখৎ হইল।

শ্রী অমুক।

(E)

ক্রোকী পরওযানা।

শহর কলি-কাতা।	কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের তরফে এক জন বেইলিফ শ্রীঅমুক প্রতি আগে।
নম্বর পল্লীর নম্বর রাস্তা ঘর	যেহেতুক উক্ত শহরের অমুক স্থাননিবাসি অমুক ব্যক্তির বিসয়ে কলিকাতা শহর উত্তম করনার্থ কমিস্যনরেরদের জনের সম্মুখে অদ্য এই সাব্যস্ত হইয়াছে যে ঐ অমুক ব্যক্তির ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে পার্শ্বের লিখিত বাটী ও এমারৎ ও ভূমির বাবৎ তাহার ( ) তিন মাসের অর্থাৎ (অমুক২ তিন মাসের) এত টাকার টাক্স ধার্য্য হইয়াছিল সেই টাকা তাহার স্থানে দাওয়া হইয়াছিল এবং দাওয়ার পর পাঁচ দিন গত হইয়াছে কিন্তু অমুক ব্যক্তি সেই টাক্স দিতে অস্বীকার কিম্বা ক্রটি করিয়াছে এবং এইপর্য্যন্ত সেই টাক্স দেয় নাই। অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে এত টাকা-পর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে উক্ত অমুক ব্যক্তির মাল ও জিনিস ক্রোক কর অথবা যে বাটী কি ভূমির বাবৎ ঐ টাক্স পাওনা আছে তাহাতে যে কোন বস্তু ও লওয়াজিমা পাও তাহা ক্রোক কর এবং এই ক্রোক করণের খরচার জন্যে আর যত টাকার আবশ্যক হয় সেই টাকাপর্য্যন্ত জিনিস ক্রোক কর। এবং ঐ ক্রোক করণের পর যদি পাঁচ দিবসের মধ্যে উক্ত এত টাকা না দেওয়া যায় এবং ঐ ক্রোককরা দ্রব্য লওন ও রক্ষা করণের খরচ পোষাইতে অধিক যত টাকা প্রচুর হয় তাহা না দেওয়া যায় তবে উক্ত মাল ও জিনিস নীলাম কর। এবং ঐ নীলামে

যত টাকা পাওয়া যায় তাহাহইতে উক্ত কমিস্যনরেরদের টাক্স আদায়-করণিয়া কালেক্টরকে এত টাকা দিবা এবং উক্ত ক্রোকী জিনিস লইবার ও রাখিবার ও নীলাম করণের আবশ্যক খরচ বাদ দিয়া যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা যাহার দখলে ঐ বস্তু ও লওয়া-জিমা পাইয়াছিলা তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দিবা।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার দ্বারা এই পরওয়ানায় দস্তখৎ হইল।

(মোহর)

শ্রী অমুক।
কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ
এক জন কমিস্যনর।

(F)

তালিকা।

তিন মাস নম্বর পল্লীর নম্বর রাস্তা ঘর	১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে অমুক দিবসপর্য্যন্ত ঘরের টাক্সের বাকীর বাবৎ (অথবা উক্ত কমিস্যনরেরদের কিম্বা বিষয় বিশেষে জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের এক বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা অমুকের উপর যে জরীমানা হইয়াছিল তাহার সংখ্যার বাবৎ) এবং তাহা আদায় করণের খরচখরচার বাবৎ অমুক স্থানের অমুক নম্বরী বাটীতে কোম্পানির এত টাকা এত আনা এত পাইয়ের জন্যে আমার অর্থাৎ অমুক বেইলিফের দ্বারা যে নানা মাল ও জিনিস ক্রোক হইয়া-ছিল তাহার তালিকা।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে আমি টাক্সের বাবৎ (অথবা উক্ত জরীমানার টাকার বাবৎ) তালিকার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট নানা মাল ও জিনিস ক্রোক করিয়াছি এবং এই তারিখের পর পাঁচ দিবসের মধ্যে যদি তুমি ঐ টাকা এবং

ক্রোকের খরচ টাক্স আদায়করণীয়া কালেক্টরের খাজানাখানায় দাখিল না কর তবে ঐ মাল ও জিনিস আইনমতে নীলাম হইবেক।

বাকী টাক্স। .... ০০০ টাকা		অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে
খরচা। ০০০		আমার দ্বারা ইহাতে দস্তখৎ হইল।
জুমলা কোং টাকা।		শ্রীঅমুক। বেইলিফ।

(G)

ক্রোকী পরওয়ানা।

শহর কলিকাতা। কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের তরফে এক জন বেইলিফ শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের (এক বা ততোধিক জনের অথবা বিষয় বিশেষে জুষ্টিস অফ দি পীসের) সম্মুখে অদ্য উক্ত শহরের অমুক স্থাননিবাসি অমুকের নামে অমুক অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের দাঁড়ার বিরুদ্ধে ঐ অপরাধ হইয়াছে (এই স্থলে অপরাধ লিখিতে হইবেক) এবং শ্রীঅমুক ডিক্রী করিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত অমুক অপরাধপ্রযুক্ত উক্ত অমুকের এত (এই স্থলে সংখ্যা লিখিতে হইবেক) টাকা জরীমানা হইবেক। এবং যেহতুক উক্ত অমুকের এত (এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত টাকার সংখ্যা লিখিতে হইবেক) টাকা দিবার হুকুম হইল কিন্তু সেই ব্যক্তি তাহা দেয় নাই এবং সেই বিষয়ে ক্রটি করিয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে উক্ত এত টাকাপর্য্যন্ত এবং এই ক্রোক করণের খরচার জন্যে আর যত টাকার আবশ্যক হয় তত টাকাপর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে উক্ত অমুকের মাল ও জিনিস ক্রোক কর। এবং ঐ ক্রোক করণের পর পাঁচ দিনের মধ্যে যদি এত (এই স্থলে টাকার সংখ্যা লিখিতে হইবেক) টাকা এবং ঐ ক্রোককরা দ্রব্য লওনের ও রক্ষা করণের ওয়াজিবী খরচ না দেওয়া যায় তবে উক্ত মাল ও জিনিস নিলাম কর এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে উক্ত এত (এই স্থলে টাকার সংখ্যা লিখিতে হইবেক) টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের টাক্সের কালেক্টরকে দেওনের পর এবং উক্ত ক্রোক করা দ্রব্য লওনের ও রক্ষা করণের ও বিক্রয় করণের আবশ্যক খরচ বাদ দেওনের পর যদি কিছু অবশিষ্ট

থাকে তবে তাহার দাওয়া হইলে তুমি সেই অবশিষ্ট টাকা যাহার দখলে ঐ মাল ও জিনিস পাইয়াছিলা তাহাকে ফিরিয়া দেও ইতি।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার দ্বারা এই পরওয়ানায় দস্তখৎ ও মোহর, হইল।

মোহর

কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের এক (বা তভোধিক) জন (কিম্বা বিষয় বিশেষে জুষ্টিস অফ দি পীস)।

তৃতীয় তফসীল।

এই আইনানুসারে কার্য্যের জন্যে যে রসুম লওয়া যাইবেক তাহার ফিরিস্তি।

টাকা দেওনের প্রত্যেক সমনের জন্যে .. .. ১ টাকা

ক্রোকের জন্যে।

যত টাকার জন্যে ক্রোক হয়	রসুম। কো° টাকা।
পাঁচ টাকার কম হইলে	১।০
পাঁচঅবধি এব° ১০ টাকার কম	২
১০ .. ১৫	২৷৷০
১৫ .. ২০	৩৷৷০
২০ .. ২৫	৪।০
২৫ .. ৩০	৫
৩০ .. ৩৫	৫৷৷০
৩৫ .. ৪০	৬৷৷০
৪০ .. ৪৫	৭৸০
৪৫ .. ৫০	৮৷৷০
৫০ .. ৬০	১০
৬০ .. ৮০	১১৷৷০
৮০ .. ১০০	১৩
১০০ টাকার উৰ্দ্ধ	১৫

যে পেয়াদারদের জিম্মায় ক্রোকহওয়া সম্পত্তি থাকে তাহারদের খরচছাড়া সকল খরচা উক্ত ফিরিস্তির মধ্যে ধরা গিয়াছে সেই পেয়াদা নিযুক্ত হইলে প্রতি-জনকে দিনপ্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবেক।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ২০ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪৮ সালের ২ আইন রদ করিবার এবং শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে কোন২ ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক ১৮৫২ সালের ১০ আইনের ৬৫ ধারার দ্বারা যেমন অন্যান্য বিষয়ের হুকুম হইয়াছিল তেমনি এই বিষয়ের হুকুম হইয়াছিল যে তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট কতক২ টাকা শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ শহর পরিষ্কার করণ ও উত্তম ও শোভা করণার্থে ব্যয় করিবেন। এবং যেহেতুক উক্ত অভিপ্রায় সফলরূপে সিদ্ধ করণার্থে ঐ কমিস্যনর সাহেবদিগকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৮ সালের ২ আইন এবং তাহার অনুক্রমে যে সকল বিধান হইয়াছিল তাহা এবং বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের বসতির উত্তম রীতি ও সুশাসন করণার্থে যে আইন ১৮১৪ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে হুজুর কৌন্সেলে জারী হইয়াছিল তাহা ইহার দ্বারা রদ হইল। ১৮৫২ সালের ১০ আইনের দ্বারা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন রদ হইযাছে কিন্তু তাহার এই অর্থ করিতে হইবেক না যে তদ্দ্বারা ১৮৪০ সালের ২৪ আইন পুনরায় বহাল হইল ইতি।

[কমিস্যনরেরা সরবেয়র ও অন্য কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।]

২ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি ইহার দ্বারা যে কার্য্যের ক্ষমতা অর্পণ হইল সেই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যে যে২ সরবেয়র ও ইনস্পেক্টর ও অন্যান্য আবশ্যক আমলা ও চাকরের প্রয়োজন অথবা উচিত বোধ হয় তাঁহারদিগকে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে ও খাটাইতে পারেন। কিন্তু তাহার বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করণের অপেক্ষা থাকিবেক। এবং যে২ মাহিয়ানা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব উচিত

বোধ করেন তাহা ঐ সরবেয়র ও ইনস্পেক্টর ও আমলা ও চাকরেরা পাই-বেন ইতি।

[রাস্তা ও নরদমাপ্রভৃতি সরবরাহের ভার ও কর্ত্তৃত্ব কমিস্যনরদিগের প্রতি অর্পণ করণের কথা।]

৩ ধারা।

এই আইন জারী হইবার সময়ে উক্ত শহর কলিকাতায় যে সকল রাস্তা থাকে তাহার এবং উত্তর কালে ঐ শহরের যে সকল ভাগে রাস্তা করা যায় সেই ভাগের এবং তাহার উপর যে সকল শান পাতর ও অন্য সরঞ্জাম থাকে তাহার এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের অথবা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের-দের কি উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের দ্বারা কি তাঁহারদের ক্ষমতাক্রমে ঐ রাস্তার জন্যে যে সকল গাঁথনি ও এমারৎ ও সরঞ্জাম ও হেতিয়ার অথবা অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহার সরবরাহের ভার ও কর্ত্তৃত্ব এবং যে সকল সরকারী পুষ্করিণী ও জলপথ ও খাল এবং সরকারের বা সাধারণ ব্যক্তির যে সকল নরদমা ও মোরী ঐ শহরের মধ্যে এক্ষণে প্রস্তুত আছে বা উত্তর কালে প্রস্তুত হয় সেই সকলের সরবরাহের ভার ও কর্ত্তৃত্ব এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল ইতি।

[কমিস্যনরেরা রাস্তা চৌড়া করিতে বা বুজাইতে পারিবার কথা।]

৪ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের অনুমতিক্রমে উক্ত শহরের মধ্যে রাস্তা তৈয়ার ও প্রস্তুত ও নির্ম্মাণ করিতে পারেন এবং রাস্তার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন এবং অপ্রশস্ত রাস্তা চৌড়া করিতে পারেন এবং রাস্তা ফিরাইতে ও অন্য দিগে লইয়া যাইতে পারেন এবং তাহা রহিত অথবা বন্দ করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি যে ভূমি অর্পণ করিবার আবশ্যক হইবেক সেই ভূমির মালিকদিগের এবং ঐরূপ রাস্তা ফিরাওণ বা অন্য দিগে চালাওন কি রহিত বা বন্দ করণের দ্বারা যে২ ভূমির ক্ষতি কি মূল্যের কমতি হয় সেই২ ভূমির মালিকদিগের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবেক। এবং যদি কোন বিবাদ হয় তবে ঐ ক্ষতি-পূরণের টাকার সংখ্যা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির নিরূপিতমতে নির্ণয় হইবেক ও দেওয়া যাইবেক। এবং ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে এই আইনের ক্ষমতানুসারে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা যে কোন কার্য্য করেন তাহার বাবৎ ক্ষতিপূরণের যে সকল দাওয়া হয় তাহার বিষয়ে ঐ ১৮৪৭ সালের ২২ আইন

খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি কোন নূতন রাস্তা তৈয়ার অথবা প্রস্তুত করেন এবং তাহা গাড়ির রাস্তা হয় তবে উভয় দিগে নরদমাছাড়া তাহা পঞ্চাশ ফুটের কম চৌড়া হইবেক না অথবা গাড়ির রাস্তা না হইলে উভয় দিগের নরদমা ছাড়া কুড়ি ফুটের কম চৌড়া হইবেক না ইতি।

[কমিস্যনরেরা রাস্তাপ্রভৃতি পাকা করিতে পারিবার ও তাহাতে জল দিতে পারিবার ও বোমাপ্রভৃতি ও উপযুক্ত পুষ্করিণীপ্রভৃতি করিতে পারিবার কথা।]

৫ ধারা।

এই আইন জারীহওনের সময়ে অথবা উত্তর কালে উক্ত শহরের মধ্যে থাকা যেং সরকারী রাস্তা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করেন সেইং সরকারী রাস্তায় তাঁহারা বাঙ্গলা দেশে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে শান পাতর দিতে পারেন ও তাহাতে খোআপ্রভৃতি ও জল দিতে পারেন। এবং শহরের মধ্যে উপযুক্ত পুষ্করিণী খনন অথবা জলের প্রবাহ প্রস্তুত করিতে এবং উক্ত কোন রাস্তায় চৌবাচ্চা খনন করিতে পারেন এবং চুঙ্গি ও নরদমা ও জলপথ ও বোমা নির্ম্মাণ করিতে ও স্থাপন করিতে ও রাখিতে পারেন এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা যে সময়ে এবং যেমত উচিত বোধ করেন সেই সময়ে ও সেই মতে সেই সকল উঠাইয়া লইতে এবং মতান্তর করিতে পারেন ইতি।

[এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে কমিস্যনরেরদের ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিতে পারিবার কথা।]

৬ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগকে এই আইনক্রমে অথবা ১৮৫২ সালের ১০ আইনক্রমে যে কোন কর্ম্ম বা কার্য্য করিতে হুকুম বা ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই কর্ম্মের জন্যে যে কোন জলযন্ত্র বা জলের স্রোত কি ভূমি বা বসান দ্রব্য কিম্বা অন্য সম্পত্তি খরিদ করিতে অথবা লইতে তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন সেই সকল জলযন্ত্রপ্রভৃতি উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতিক্রমে বন্দোবস্তের দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে যে নিয়মে উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে খরীদ করিতে অথবা চূড়ান্তরূপে লইতে কি ভাড়া করিতে পারেন। এবং যখন উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ভূমির মালিক ও দখীলকারেরদের অনুমতি বিনা অন্য কোন প্রকারে কোন ভূমি লন ও খরীদ করেন তখন তাঁহারা সেইরূপ দত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণেতে ১৮৪২ সালের উক্ত ২২ আইনে যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে তাহার অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন। এবং এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে যে

সকল ভূমি লওয়া যায় তাহার মালিক ও দখীলকারকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তির সেই ভূমিতে লাভ নোকসান থাকে তাহারদিগকে সেইরূপে লওয়া ভূমির মূল্যের জন্যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা সম্পূর্ণ টাকা দিবেন। এবং সেই ভূমি সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি অর্পিত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণেতে ঐ সকল মালিক ও দখীলকার ও অন্য ব্যক্তিদিগের যে সকল নোকসান হয় তাহার জন্যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। এবং ১৮৪৭ সালের ২২ আইনানুসারে খরীদহওয়া অথবা লওয়া ভূমির সম্পর্কে টাকা দেওনের বিষয় নির্ণয় করণার্থে ঐ আইনে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে সেই টাকার সংখ্যা নির্ণয় হইবেক। এবং ১৮৪৭ সালের উক্ত ২২ আইনের সকল বিধি ঐরূপ কোন টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণার্থে এবং সেই টাকা কি অন্য টাকা বলপূর্ব্বক দেওনার্থে খাটিবেক ইতি।

[কমিস্যনরেরা ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।]

৭ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি এই আইনের ক্ষমতানুসারে অথবা ১৮৪৭ সালের উক্ত ২২ আইনের লিখিত ক্ষমতানুসারে যে কোন ভূমি অথবা অন্য সম্পত্তি অর্পণ হয় অথবা তাঁহারা যে ভূমিপ্রভৃতি প্রাপ্ত হন সেই ভূমির যে ভাগ উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করা উচিত বোধ করেন তাহা তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সম্মতিক্রমে বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন। এবং সেই ভূমির বিক্রয় সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ করণার্থে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা পুর্ব্বোক্তমতে বিক্রয় ও হস্তান্তর করা ভূমির এক বিক্রয়পত্র খরীদারকে লিখিয়া দিতে পারেন। অথবা ঐ খরীদার যেমত চাহেন সেইমত সেই ভূমি তাঁহাকে দিতে পারেন। এবং ঐ বিক্রয় পত্রেতে তিন জন কমিস্যনর সাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক ও তাঁহারদের মোহর থাকিবেক এবং রসীদে যে টাকা পাওনের বিষয় লেখা থাকে সেই খরীদের টাকার তিন জন কমিস্যনর সাহেব আপনারদের দস্তখৎ করা এক রসীদ দিলে তাহা ঐ ভূমির খরীদারের সম্পূর্ণ ফারখৎ হইবেক। এবং যে টাকা ঐ বিক্রয়ের দ্বারা পাওয়া যায় তাহা এই আইনের যে অভিপ্রায় কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করেন সেই অভিপ্রায়ের জন্যে ব্যয় হইবেক ইতি।

[নরদমাপ্রভৃতি উত্তম ও পরিষ্কার করিতে কি নিবৃত্ত করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

৮ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা যেমত আবশ্যক বোধ করেন সেইমতে উক্ত

শহরের মধ্যের সকল অথবা কোন মোরী কিম্বা নরদমা চৌড়া বা গহেরা করিতে পারেন বা তাহাতে আলি দিতে কি মতান্তর করিতে বা তাহার উপর খিলান করিতে পারেন ও তাহা সময়ক্রমে মেরামৎ ও পরিষ্কার ও ধৌত করিতে পারেন। এবং উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অপ্রবাহ খাই ও নরদমা ও পুষ্করিণী কি দুর্গন্ধ জল ও ময়লার আধার থাকে তাহা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের নিজসম্পত্তি হউক বা অন্য প্রকার সম্পত্তি হউক সেই খাইপ্রভৃতি পরিষ্কার করিতে এবং তাহার ময়লা উক্ত কোন মোরী বা নরদমার মধ্যে চালাইতে পারেন ও তাহা বুজাইতে ও তাহা সমভূমি অথবা অন্য কোন প্রকারে নিবৃত্ত করিতে পারেন। এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে যে কোন মোরী কি নরদমা তাঁহারদের বোধে অকর্ম্মণ্য অথবা অনাবশ্যক হয় তাহা উঠাইয়া ফেলিতে কি বন্দ করিতে ও বুজাইতে ও রহিত করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐরূপ যে কোন কর্ম্ম কোন ব্যক্তির নিজ ভূমির উপর করা যায় সেই কর্ম্মের খরচ যদি দাওয়া হইলেই ঐ ব্যক্তি না দেয় তবে তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে। এবং উক্ত কোন দুই কমিস্যনর সাহেব তদনুযায়ি আপনারদের ক্রোকী পরওযানা দিতে পারেন ইতি।

[তন্নিমেত্তে বাটী ও ভূমিপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা তহকীক করিতে ও তাহা খোলাসা করিতে ঐ কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

[কোন২ গতিকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওনের কথা।]

৯ ধারা।

যখন কোন মোরী অথবা নরদমা দেখনার্থে কি তহকীক করণার্থে কি উক্ত শহরের মধ্যে কোন মোরী অথবা নরদমা কি কোন কর্ম্ম মেরামৎ কিম্বা পরিষ্কার করণার্থে অথবা এই আইন কি ১৮৫২ সালের ১০ আইনের দ্বারা কমিস্যনর সাহে-বেরদের প্রতি অর্পিত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণার্থে আবশ্যক অথবা উপযুক্ত হয তখন প্রত্যেক কমিস্যনর সাহেব ও কমিস্যনরেরদের সরবেয়রের এইমত সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক যে যত তাবেদার আমলা কি ব্যক্তিদিগের তাহারদের প্রয়োজন হয় তত তাবেদার আমলা কি ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া দিবাভাগে সকল উপযুক্ত সময়ে কোন ঘর বা এমারৎ কি অন্য গাঁথনি অথবা কোন ভূমিতে প্রবেশ ও তহকীক এবং খোলাসা করেন অথবা তাঁহারদের অধীন কর্ম্মকারকদিগকে তাহাতে প্রবেশ করিতে ও তদারক করিতে ও খোলাসা করিতে হুকুম দেন। এবং এইরূপ প্রবেশ করণের ও তদারক করণের বিষয়ে ও কর্ম্মের বিষয়ে অথবা এই আইনানুযায়ি ঐরূপ কোন ঘর বা এমারৎ কি গাঁথনি বা ভূমির কোন ভাগে যে কোন কর্ম্ম করা যায় বা করিতে হয় তাহার বিষয়ে আইন অথবা একুটিপক্ষে তাঁহারা কোন নালিশের যোগ্য হইবেন না অথবা তাঁহারদের বিরুদ্ধে আইনসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্য হইবেক না কি কোন প্রকারে তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না।

খ

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে অত্যাবশ্যক না হইলে পূর্ব্বোক্ত যে কোন ঘর বা এমারৎ বা অন্য গাঁথনি কি ভূমিতে তৎসময়ে কোন ব্যক্তি থাকে সেই ঘরপ্রভৃতির মধ্যে দখীলকারের অনুমতি বিনা এইরূপ প্রবেশ করণের মানস ও তাহার অভিপ্রায়ের সম্বাদ চব্বিশ ঘণ্টার পূর্ব্বে ঐ দখীলকারকে না দিলে উক্ত প্রকার কোন ব্যক্তি ঐ ঘরপ্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে অথবা তাহা তহকীক করিতে কি খোলাসা করিতে পারিবেন না। এবং জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন ভূমি বা এমারতের সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মোরী অথবা নরদমা কিম্বা নরদমার অবস্থা তহকীক কি পরিষ্কার কিম্বা মেরামৎ হয় সেই ভূমিপ্রভৃতির মালিক ও দখীলকার ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তির এবং যে কোন বাটীতে কোন অপকারক বিষয় থাকে সেই বাটীর মালিক অথবা দখীলকার ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তির এবং যে ব্যক্তি ঐ অপকারক কর্ম্ম করিয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তির ঐরূপ প্রবেশ ও কর্ম্ম করণের দ্বারা যে কোন ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ক্ষতি-পূরণের টাকা তাহাকে দেওয়া যাইবেক। এবং জানা কর্ত্তব্য যে যে ঘর ও এমারৎ অথবা অন্য গাঁথনি বা ভূমিতে সেইরূপ প্রবেশ করা যায় ও তদারক হয় ও খোলাসা করা যায় সেই ঘরপ্রভৃতির মধ্যে বা তাহার উপর যদি কোন অপকারক বিষয় না পাওয়া যায় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা পূর্ব্বোক্ত কর ও টাক্সের টাকাহইতে ঐ ঘর বা এমারৎ বা অন্য গাঁথনি কি ভূমি সেইরূপ প্রবেশ অথবা তদারক বা খোলাসা হওনের পূর্ব্বে যেমতে ও যে অবস্থায় ছিল সর্ব্বতোভাবে সেইমতে ও সেই অবস্থায় তাহা পুনর্ব্বার রাখিবেন ইতি।

[ভগ্নাবস্থা অথবা শঙ্কাজনক এমারতের বিষয়ে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

১০ ধারা।

যদি ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা তাঁহারদের সরবেয়র বোধ করেন যে উক্ত শহরের সীমার মধ্যে কোন ঘর কি এমারৎ বা দেওয়াল বা তাহার উপর দেওয়া কোন দ্রব্য নষ্ট অবস্থায় আছে কি তাহা পড়িবার সম্ভাবনা আছে এবং তাহার দ্বারা পথিক ব্যক্তিদিগের অথবা নিকটস্থ বাটীর দখীলকারেরদের শঙ্কা হইতে পারে তবে ঐ সরবেয়র তৎক্ষণাৎ পথিকেরদের রক্ষার জন্যে উপযুক্ত তক্তা অথবা বেড়া দিতে হুকুম করিবেন এবং ঐ ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল বা অন্য দ্রব্যের মালিক যদি জানা থাকে এবং যদি সেই সীমাসরহদ্দের মধ্যে বাস করে তবে সেই ঘরপ্রভৃতির মালিককে লিখনের দ্বারা এক এত্তেলা দেওয়াইবেন এবং সেইপ্রকার এত্তেলানামা উক্ত বাটীর দ্বারের উপর অথবা সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন অথবা দখীলকার থাকিলে তাহাকে প্রকারান্তরে এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলানামাতে এই হুকুম থাকিবেক যে ঐ মালিক অথবা দখীলকার তৎক্ষণাৎ যেমত আবশ্যক হয় সেইমতে ঐ ঘর বা এমারত কি দেওয়াল কিম্বা অন্য দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলে বা তাহা মজবুত করে কি মেরামৎ করে। এবং ঐ মালিক বা দখীলকারকে ঐরূপ এত্তেলানামা পূর্ব্বোক্তমতে

দেওয়া গেলে বা লটকান হইলে পর যদি তিন দিনের মধ্যে সেই ব্যক্তি ঐ ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল বা অন্য দ্রব্য মেরামৎ করিতে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কি মজবুত করিতে আরম্ভ না করে এবং যত শীঘ্র সাধ্য তত শীঘ্র তাহা সম্পন্ন না করে তবে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র যে ঘর বা এমারৎ বা দেওয়াল কি অন্য দ্রব্যের সমুদায় অথবা যে ভাগ ভগ্নাবস্থায় আছে অথবা পড়িবার সম্ভাবনা আছে এবং পূর্ব্বোক্তমতে শঙ্কাজনক আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা মেরামৎ করিতে কি পুনর্ব্বার গাঁথিতে অথবা যেরূপ আবশ্যক হয় সেইরূপে তাহা প্রকারান্তরে মজবুত করিতে হুকুম দিবেন। এবং এইরূপ প্রত্যেক বেড়া দেওনের এবং ঐরূপ প্রত্যেক এমারৎ বা দেওযাল কি অন্য দ্রব্য ভাঙ্গিতে বা মেরামৎ করিতে কি পুনর্ব্বার গাঁথিতে কিম্বা মজবুত করিতে যে সকল খরচ লাগে তাহা উক্ত মালিককে উক্ত সীমাসরহদ্দের মধ্যে পাওয়া গেলে সেই মালিক দিবেক। এবং যদি উক্ত খরচের দাওয়া হইলে সেই ব্যক্তি তাহা দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল বা অন্য দ্রব্যের মালিকের জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোকের দ্বারা ঐ খরচ আদায় হইতে পারে এবং কোন দুই জন কমিস্যনর সাহেব তদনুযায়ি আপনারদের ক্রোকী পরওযানা দিতে পারেন ইতি।

১১ ধারা।

যদি ঐরূপ কোন ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল বা অন্য দ্রব্য বা তাহার কোন ভাগ পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতানুসারে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় তবে কমিস্যনর সাহেবেরা তাহার সরঞ্জাম অথবা যে ভাগ ভাঙ্গা গিয়াছে তাহার সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে পারেন এবং ঐ বিক্রযের উৎপন্ন টাকা লইয়া ঐ ঘর বা এমারৎ কি দেওযাল অথবা অন্য দ্রব্যের সম্পর্কে যে খরচ লাগিয়াছিল তাহাতে ব্যয় করিতে পারেন। এবং যদি ঐ বিক্রয়ের উৎপন্নের কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহার দাওয়া হইলে ঐ ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল কিম্বা অন্য দ্রব্যের মালিককে দিতে পারেন। এবং যদ্যপি ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ সরঞ্জাম বিক্রয় করেন তথাপি উক্ত খরচের সমুদায় টাকা বল পূর্ব্বক দেওয়ানার্থে পূর্ব্বোক্তমতে যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে ঐ বিক্রয়ের উপস্বত্ব সেইরূপ ব্যয় করণের পর উক্ত খরচের যে অংশ দেনা থাকে তাহার টাকা দেওয়ানের বিষয়ে তাঁহারদের সেইরূপ প্রতিকার থাকিবেক ইতি।

[খাল ও জলপথ ও মোরী নরদমাপ্রভৃতি করিবার বিষয়ে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

১২ ধারা।

উক্ত শহরে জল পাইবার জন্যে ও জল যোগাওনার্থে এবং উপযুক্তমতে ঐ

শহরে নরদমা করণ ও তাহা পরিষ্কার করণার্থে এবং উক্ত শহরের মধ্যে সকল অথবা কোন রাস্তার মধ্যে বা নীচে কি আছে ঐরূপ সকল নরদমা তাহা সরকারের ব্যবহারের জন্যে হউক বা না হউক সেই২ নরদমাতে এবং আবশ্যক হইলে উক্ত কোন রাস্তার নীচে যে সকল ভূমির মধ্যস্থিত কুঠরী ও খিলান পাওয়া যায় তাহার মধ্য দিয়া এবং তাহার আছে সকল নরদমাতে উপযুক্তমত জল বহনার্থে এবং তাহা পরিষ্কার করণার্থে যে জলাশয় ও খাল ও জলপথ ও জুলী ও পুষ্করিণী ও মোরী ও নরদমা ও সাঁকো ও আলি ও প্রণালী ও কল ও যন্ত্র ও জলনির্গমনের কপাট ও জল আটকের কপাট ও নল ও নালা ও খিলানপথ ও নলী ও অন্যান্য কর্ম্ম তাঁহারদের বিবেচনায় আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতির দ্বারা ও সম্মতিক্রমে নির্ম্মাণ করিতে ও সৃজন করিতে পারেন ও বসাইতে পারেন কিম্বা নির্ম্মাণ করাইতে এবং সৃজন করাইতে এবং বসাইতে পারেন এবং সাধ্যপর্য্যন্ত তাঁহারা অল্প ক্ষতি করিবেন। এবং উক্ত নরদমার নিকটে বা সন্নিধানে যে কোন বা যে সকল ঘর গাঁথা আছে কি গাঁথিবার সম্ভাবনা আছে সেই সকল বা এক ঘরহইতে উক্ত মোরীর মধ্যে কোন এক বা ততোধিক নরদমা করিবার জন্যে বা সংযোগ করিবার জন্যে উক্ত মোরীর পার্শ্বে যত চক্র কিম্বা ফুকর তন্নিমিত্ত করিতে কমিস্যনর সাহেবেরদের আবশ্যক বোধ হয় তত চক্র ও ফুকর করিতে বা রাখিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করণার্থে যদি কোন ঘেরাও ভূমি অথবা যে স্থানে সরকারী রাস্তা নাই এমত স্থানে বা তাহার মধ্যে কি তাহা দিয়া বা তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম গাঁথিবার বা চালাইবার কি অনবরত করিবার আবশ্যক বোধ হয় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উক্ত ভূমি বা অন্য স্থানে বা তাহার মধ্যে বা তাহা দিয়া কি তাহার উপর ঐ কর্ম্ম গাঁথিতে বা চালাইতে কি অনবরত করিতে পারেন। এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উক্ত শহরের মধ্যে বা তাহার বাহিরে কোন সরকারী নদী বা প্রবাহ কি খাল কিম্বা জলপথে ঐ মোরী সংলগ্ন করিবেন এবং তাহার জল সেই নদীপ্রভৃতিতে চালাইবেন অথবা ঐ মোরীর মধ্যে থাকা জঞ্জাল রাখিবার ও সংগ্রহ ও বিক্রয় করিবার ও তাহা কৃষিকর্ম্ম বা অন্য কর্ম্মে সারের ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্যে যে স্থান সুবিদা বোধ হয় সেই স্থানে তাঁহারদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে উপযুক্ত খালের দ্বারা লইয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা এইরূপে করিতে হইবেক যে তদ্দ্বারা নিকটবর্ত্তি সাধারণ ব্যক্তিরদের অনিষ্ট বা উৎপাত না হয় ইতি।

[সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে নরদমা ও জলপথ প্রস্তুত করণের সময়ে কমিস্যনরদিগের ক্ষমতার কথা।]

১৩ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে

কোন স্থানহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে জল আনিবার কারণ জলপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্যে অথবা উক্ত সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন সরকারী মোরী বা ঝিল বা স্রোত কি খাল কিম্বা জলপথের সঙ্গে সংলগ্ন করিতে বা তাহার মধ্যে জল নিক্ষেপ করিতে মোরী অথবা নরদমা প্রস্তুত করণার্থে যখন ঐ জলপথ বা মোরী কি নরদমার নক্শায বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতি হইয়াছে তখন প্রত্যেক কমিস্যনর সাহেবের এবং কমিস্যনর সাহেবেরদের সরবেয়র এবং সেক্রেটারী সাহেবের এই আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার সীমার মধ্যে থাকে এবং ঐ জলপথ বা মোরী কি নরদমা প্রস্তুত করণার্থে আবশ্যক হয সেই সকল ক্ষমতা যে দেশ দিয়া ঐ জলপথ বা মোরী কি নরদমা চলে সেই দেশের মধ্যে ঐ জলপথ বা মোরী কি নরদমা নির্ম্মাণ করণেতে তাঁহারদের এবং যত আসিষ্টাণ্টের আবশ্যক হয় তত আসিষ্টাণ্টের হইবেক এবং সেইরূপ কর্ম্ম করণের বিষয়ে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ হইতে পারিবেক না অথবা তাঁহারদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। এবং কলিকাতা শহরের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের করা কোন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে কলিকাতা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনানুসারে যেং কর্ম্ম করিতে পারেন উক্ত জলপথ বা মোরী কি নরদমা যে কোন জিলা দিয়া গমন করে সেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জলপথ ও মোরী বা নরদমা নির্ম্মাণের কর্ম্ম চালাওনেতে আপন জিলার সীমাসরহদ্দের মধ্যে সেইং কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইতি।

[চুক্তি দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

১৪ ধারা।

এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা যেং কর্ম্ম তাঁহারদিগকে করিবার শক্তি দেওয়া গেল সেইং কর্ম্ম আপনারদের চাকর কি আপনং আসিষ্টাণ্টের দ্বারা না করিয়া যে কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাহা করিতে স্বীকৃত হন তাঁহার সঙ্গে চুক্তি করিয়া সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। এবং তাহা হইলে ঐরূপ কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের এই আইনের দ্বারা যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকে ঐ চুক্তিকারক ব্যক্তি বা সমাজের সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সঙ্গে যে কোন চুক্তি হয় বা তাঁহারদিগের জন্যে যে কোন কর্ম্ম হয় সেই চুক্তি বা কর্ম্মেতে কোন কমিস্যনর সাহেব বা কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন আমলা বা চাকরের কোন প্রকার সম্পর্ক থাকিবেক না ও তাহাতে তাঁহারদের কোন প্রকার লাভালাভ থাকিবেক না। এবং যদি ঐ প্রকার কোন কমিস্যনর সাহেব বা আমলা কি চাকর সেই প্রকার কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন অথবা সেই কর্ম্মের লাভের ভোগী হন কি আপনার পদ বা কর্ম্মের ছলে আপনার প্রকৃত মাহিয়ানা ও বেতন ও রসুম ও মুসাহেরা ব্যতিরেকে

কোন প্রকার রসুম বা পুরস্কারের দাওয়া করেন বা লন কি গ্রহণ করেন তবে ঐ ব্যক্তি তৎপরে কমিস্যনরী পদ অথবা কমিস্যনরেরদের অধীন কোন কর্ম্ম বা পদ ধারণ করিতে কি তাহাতে থাকিতে পারিবেন না এবং তাঁহার কোং পাঁচ শত টাকা জরীমানা হইবেক এবং তিনি সেই টাকা দিবেন এবং কর্জের নালিশের ন্যায় কোন ব্যক্তি সেই টাকা এবং মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা তাঁহার স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারেন ইতি।

[জল যোগাওনার্থে চুক্তি করিতে এবং তন্নিমিত্ত পাট্টা দিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

১৫ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে ঐ শহর অথবা তাহার কোন ভাগে জল যোগাওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পারেন এবং শ্রীযুক্তের ঐ সম্মতি ও অনুমতিক্রমে যে কোন ব্যক্তি ঐ শহর বা তাঁহার কোন ভাগে জল যোগাওনের বন্দোবস্ত করেন তাঁহাকে যে কোন জলযন্ত্র ও কল ও জলপ্রবাহ কি জল বা ভূমি কি বাটী অথবা উপকার কিম্বা স্বত্ব ও ক্ষমতা ও উপায় এই আইন অথবা অন্য কোন আইনের দত্ত শক্তি বা ক্ষমতাক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের থাকে কিম্বা তাঁহারা প্রাপ্ত হন কি তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হয় সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতির একুশ বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে এক পাট্টা দিতে পারেন এবং তাহার অভিপ্রায় এই যে ঐরূপ চুক্তিকারক ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আপনং ঐ চুক্তি বা বন্দোবস্তক্রমে অধিক কর্ম্মণ্য ও সফলরূপে জল আনাইতে ও যোগাইতে পারেন। এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা এইরূপ যে পাট্টা দেন তাহাতে এই আইনের সকল বা কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে জল যোগাওনের বিষয়ে যে নিয়ম ও করার উভয়ের মধ্যে স্বীকৃত হয় তাহা লেখা থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতানুসারে যে পাট্টা অথবা চুক্তি হয় সেই পাট্টা কি চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অনুমতির লিখিত নিদর্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবর অথবা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

[কর্ম্মের নিকট ভূমিতে প্রবেশ করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

১৬ ধারা।

এই আইনের লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া এই আইনের দ্বারা যে কর্ম্ম করণের হুকুম দেওয়া গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা দুইশত হাত

অন্তরের মধ্যে কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির যে ভূমি থাকে সেই ভূমির উপর বা তাহার কোন ভাগের উপর মাটী বা খোয়া কি বালী কিম্বা চুণ বা ইট বা পাতর কি অন্য কোন সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথবা উক্ত কার্য্যসম্পাদনসম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা এবং তাঁহারদের সেক্রেটারী বা সরবেয়র বা অন্য কর্ম্মকারক টাকা না দিয়া বা দিবার প্রস্তাব না করিয়া বা আমানৎ না করিয়া সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন। এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগকে যে নানা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করণেতে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা কি তাঁহারদের সেক্রেটারী বা সরবেয়র কিম্বা অন্য কর্ম্মকারক যত অল্প ক্ষতি করিতে পারেন তত অল্প ক্ষতি করিবেন এবং উক্ত ভূমির ক্ষণেক কাল দখল করণের বিষয়ে অথবা তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকসান করা যায় তাহার বিষয়ে তাঁহারা ঐ ভূমির মালিক বা দখীলকারকে সময়ক্রমে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন এবং যতবার ঐ কমিস্যনর সাহেবপ্রভৃতি ঐরূপ ক্ষণেক কালের দখল করেন অথবা ঐরূপ ক্ষণেক কালের অপচয় করেন ততবার ঐ ভূমির মালিককে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। এবং যদি ঐ ভূমির চিরস্থায়ি কোন ক্ষতি করেন তাহাও ভূমির মালিককে পূরণ করিয়া দিবেন। এবং যদি ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যার বিষয়ে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকার নানা দাওয়াদারের বিশেষ২ অংশের বিষয়ে অনৈক্য হয় তবে ঐমত প্রত্যেক গতিকে সালিসীর দ্বারা কিম্বা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা ঐ বিরোধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কর্ম্মের নিকট অথবা লাগাও ভূমির উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষণেক কাল দখল করণের পূর্ব্বে তাঁহারা সেই ভূমির মালিক ও দখীলকারকে তাঁহারদের ঐ মানসের চৌদ্দ দিবসের এত্তেলা দিবেন এবং ভূমির মধ্যে যত ভূমি পূর্ব্বোক্তমতে দখল করণের আবস্যক হয় তাহা নিকটবর্ত্তি ভূমিহইতে উপযুক্ত বেড়া দিয়া পৃথক্ করিবেন ও স্বতন্ত্র রাখিবেন ইতি।

[কমিস্যনরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে বর্ত্তমান রাস্তা বন্দ হইলে নিকটবর্ত্তি ভূমির উপকারের জন্যে উপযুক্ত রাস্তা নরদমাপ্রভৃতি করিবার কথা।]

১৭ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা এই আইনের দ্বারা যে কর্ম্ম করণের ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই কর্ম্ম করণেতে নিকটস্থ ভূমিতে জল দেওনের এবং জলের ব্যবহারের জন্যে এবং ঐ২ কর্ম্ম করণের দ্বারা বর্ত্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের আধার ও কূপ ও জলপ্রণালী ও নরদমা ও জলপথ যে২ স্থানে উঠান যায় বা বিঘ্ন হয় কি ক্ষতি হয় কিম্বা অনুপকারি কি অকর্ম্মণ্য হয় সেই২ স্থানে জল দেওনার্থে কমিস্যনর সাহেবেরা আপনারদের খরচে প্রচুরসংখ্যক উপকারী রাস্তা ও পথ ও জলের আধা ও

কূপ ও জলপ্রণালী ও নরদমা ও জলপথ করিবেন। এবং যদি উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের এবং ঐ নিকটস্থ ভূমির মালিকেরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে সেই বিবাদ সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহহওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

[টাক্সপ্রভৃতি হইতে ক্ষতিপূরণ করিতে কমিস্যনরদের ক্ষমতার কথা।]

১৮ ধারা।

এই আইনানুসারে এবং তৎক্রমে কমিস্যনর সাহেবেরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারক কি চাকরেরদের প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ হইল সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণেতে যে সকল লোকের কোন ক্ষতি হয় সেই লোকদিগের সেই ক্ষতি কমিস্যনর সাহেবেরা আদায়হওয়া কর ও টাক্সহইতে পূরণ করিয়া দিবেন ইতি।

[কোনং গতিকে নালিশ করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

১৯ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে সাধারণের অপকারক কোন প্রকার বিষয় যে কোন ব্যক্তি করিবার অনুমতি দেয় বা করিতে দেয় বা করে তাহার জন্যে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা তাহার নামে কোন আদালতে অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং কোন জরীমানা আদায় করণের জন্যে এবং এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধ করণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার জন্যে নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং এই আইন বা অন্য কোন আইনের বিধিক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি যে টাকা অর্পণ হয় তাহা-হইতে ঐ নালিশের ও আদালত সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যের খরচা দিতে হুকুম ও আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি।

[কোনং গতিকে ইণ্ডাইটের দ্বারা নালিশ করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

২০ ধারা।

এই আইনের দ্বারা আদালত সম্পর্কীয় অন্য যে কোন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা করিতে যদি উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের উচিত বোধ না হয় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কি তাঁহারদের সেক্রেটারী কি সরবেযর কিম্বা অন্য কর্ম্ম-কারক বা চাকরের অথবা এই আইনানুসারে কি তৎক্রমে বা তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদের যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে তাঁহারদের দ্বারা নিযুক্ত কোন

কারিগর বা অন্য ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা যে কেহ করে অথবা যে কেহ তাহারদিগকে উত্ত্যক্ত করে অথবা যে কোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন সম্পত্তি বা দ্রব্য কি জিনিস চুরী করে বা লয় কি লইয়া যায় কিম্বা খামখা বিরূপ করে কি ক্ষতি করে সেই ব্যক্তির নামে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা নালিশ করিতে পারেন বা এজহার দিতে পারেন অথবা তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনপ্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন। এবং এইরূপ প্রত্যেক গতিকে যদি সাধারণমতে এইমত কথিত হয় যে যে সম্পত্তি বা দ্রব্য কি জিনিসের বাবৎ আদালতসম্পর্কীয ঐ কার্য্য হইয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সম্পত্তি তবে তাহাই প্রচুর হইবেক ইতি।

[ওয়ারণ্ট বিনা অজ্ঞাত অপরাধিকে গ্রেপ্তার করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

২১ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের এবং তাঁহারদের সেক্রেটারীর বা সরবেয়রের কি ইনস্পেক্টরের অথবা ওবর্সিয়রের কি তাঁহারদের নিযুক্ত কোন চাকরের বা অন্য ব্যক্তির এবং উক্ত শহরের পোলীসের কোন ইনস্পেক্টরের অথবা বরকন্দাজের এবং অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে তিনি বা তাঁহারা আপনার বা আপনারদের সাহার্য্য করণার্থে তলব করেন সেই ব্যক্তিরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ যে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন অপরাধ করে তাহাকে কোন সমন বা ওয়ারণ্ট বিনা অথবা এই আইনের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতাবিনা গ্রেপ্তার ও আটক করেন ও তাহাতে তৎক্ষণাৎ পোলীসের কোন থানায় লইয়া যান এবং ঐ অপরাধী জামিন না দিলে যাবৎ কোন জুষ্টিস অপ দি পীস সাহেবের সম্মুখে আনীত না হয তাবৎ তাহাকে সেই খানে আটক করিতে হইবেক। এবং ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের প্রতি ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ অপরাধির বিষয়ে কার্য্য করেন ইতি।

[বাজার ও কসাইখানাপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিতে এবং তাহার তদারক করিতে এবং তাহাতে বিক্রয়ার্থ রাখা অনুপযুক্ত দ্রব্য আটক করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

২২ ধারা।

ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা বা তাঁহারদের মধ্যে কোন এক জন অথবা তন্নিমিত্তে তাঁহারদের দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সকল উপযুক্ত সময়ে সহকারিকে সঙ্গে লইয়া বা না লইয়া যে কোন বাজারে কি এমারতে বা দোকানে কি মাচানে বা স্থানে খাইবার মাংস বা মুরগিপ্রভৃতি বা মৎস্য কি শবজি বিক্রয়ার্থে রাখা যায় বা

ব্যবহার হয় অথবা যে স্থান কসাইখানারূপে ব্যবহার হয় সেই বাজারপ্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং তাহার তদারক করিতে পারেন এবং তাহার মধ্যে থাকা কোন পশু বা পশুর শব কি মাংস অথবা মুরগিপ্রভৃতি কি বন্য চিড়িয়া কি গোস্ত বা মৎস্য কি শবজি তদারক করিতে পারেন এবং যদি কোন পশু বা পশুর শব বা মাংস কি মুরগিপ্রভৃভি কি বন্য চিড়িয়া কি গোস্ত কিম্বা মৎস্য কি শবজি মনুষ্যের আহারের জন্যে ব্যবহার করিতে মানস আছে দৃষ্ট হয় এবং তাহা সেইরূপ আহারের অনুপযুক্ত বোধ হয় তবে তাহার মালিকের অথবা শহরের মধ্যে সেইরূপ যে কোন সরকারী হাট বা বাজার কি কসাইখানা কিম্বা সাধারণ দোকান বা মাচার মধ্যে ঐ জিনিস বিক্রয়ার্থে সাজান আছে বা সাজাইতে দেওয়া গিযাছে সেই সরকারী হাটপ্রভৃতির মালিক বা দখীলকার কি ইজারদারের খরচে ঐ অনুপযুক্ত দ্রব্য আটক করিতে ও স্থানান্তর করিতে ও নষ্ট করিতে পারেন ইতি।

[রাস্তা অবরোধকারি দ্রব্য উঠাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

২৩ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তার কিম্বা কোন নরদমা কি মোরী কিম্বা জলপথে কি তাহার উপর যে কোন দেওয়াল কি বেড়া বা কাঠের গরাদি বা খুঁটি কি অবরোধের বস্তু কি রাস্তার উপর স্থাপিত কোন বিষয় থাকে সেই রাস্তা বা নরদমা বা মোরী কি জলপথের স্বত্বের বিষয়ে বিরোধ থাকুক বা না থাকুক সেই দেওয়ালপ্রভৃতি উঠাইয়া ফেলিতে অথবা স্থানান্তর করিবার হুকুম দিতে ঐ কমিস্যনর সাহেবদিগের অথবা তাঁহারদের সরবেযরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত যদি এমত ডিক্রী কি হুকুম করেন যে ঐ দেওয়ালে বা বেড়াতে কি কাষ্ঠের গরাদিতে ঘেরা ভূমি কোন ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি তবে সেই ডিক্রীর বা হুকুমের পর ঐ কমিস্যনর সাহেবেরদের ঐরূপ দেওয়াল বা বেড়া কি অন্য কোন অবরোধকারী বস্তু উঠাইবার শক্তি আছে ইতি।

[অস্বাস্থ্যজনক পুষ্করিণী বুজাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

২৪ ধারা।

যখন কমিস্যনর সাহেবদিগের এই মত বোধ হয় যে কোন ব্যক্তির নিজ পুষ্করিণী অথবা নিম্ন জল্যো ভূমি নিকটবর্ত্তি ব্যক্তিদিগের অপকারক অথবা পীড়াজনক আছে তখন ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা তাহার মালিককে লিখিত এত্তেলার দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিবার কি বুজাইবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐরূপ এত্তেলার পর সাত দিনের মধ্যে যদি ঐ পুষ্করিণী পরিষ্কার না করা যায় কি বুজান না যায় তবে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা নিকটবর্ত্তি ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন এবং

তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে সেই পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে অথবা বুজাইতে পারেন এবং তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা ঐ পুষ্করিণীর মালিক দিবেক এবং তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে আদায় হইবেক ইতি।

[ঘরে তক্তা বা প্লেট বসাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

২৫ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে ঐ শহরের মধ্যে কোন ঘর বা অঙ্গনের দেওযালে অথবা কোন দেওযালে ঐ ঘর বা অঙ্গন কি দেওযাল যে রাস্তার মধ্যে আছে তাহার নাম জ্ঞাত করিবার জন্যে সেই দেওয়ালের উপর কোন তক্তা বা ধাতুর প্লেট বসাইতে পারেন কি রাস্তায় আলো দিবার জন্যে তাহাতে কোন লাম্প অর্থাৎ দীপ দিতে পারেন ইতি।

[কুকুর মারিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা।]

২৬ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা বা তাঁহারদের তাবেদার কর্ম্মকারকেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত যে সকল কুকুর ঐ রাস্তার মধ্যে এলুয়া পাওয়া যায় এবং তাহার মালিক তাহার সঙ্গে না থাকে অথবা কোন ব্যক্তির জিম্মায় না থাকে সেই সকল কুকুর খুন এবং নষ্ট করিতে পারেন কিম্বা খুন এবং নষ্ট করিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

[কমিস্যনরেরা রাস্তাপ্রভৃতি মেরামৎ করিবার কথা।]

২৭ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের অধীন টাকায় যেপর্য্যন্ত কুলায় সেইপর্য্যন্ত তাঁহারা উক্ত শহরের মধ্যে এক্ষণে যে প্রত্যেক রাস্তা আছে বা উত্তর কালে হয় তাহা উত্তম ও প্রচুরমতে মেরামৎ করিবেন ইতি।

[রাস্তা ও নরদমা মেরামৎ হওনের সময়ে কমিস্যনরেরা আপদ নিবারণার্থে উদ্যোগ করিবার কথা।]

২৮ ধারা।

যখন উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তা কি মোরী বা নরদমা প্রস্তুত হইতেছে কি মেরামৎ হইতেছে তখন কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা তাঁহারদের সরবেয়র কি

অন্য কোন তাবেদার কর্ম্মকারক নিকটস্থ ঘর ঠেস দেওনের বা রক্ষা করণের দ্বারা আপদ নিবারণার্থে যথোচিত উদ্যোগ করিবেন। এবং ঐ কর্ম্ম ও মেরামৎ হওনের সময়ে কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গমনাগমন নিবারণার্থে উক্ত রাস্তায় যত হুড়কা কি শৃঙ্খল অথবা খুঁটী রাখিবার আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা ঐ রাস্তার মধ্যে রাখিবেন ও স্থাপন করিবেন কিম্বা রাখাইবেন ও স্থাপন করাইবেন। এবং যখন কোন মোরী বা নরদমা কি অন্যান্য কর্ম্ম হইতেছে বা মেরামৎ হইতেছে তখন দৈবঘটনা নিবারণার্থে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা ও তাঁহারদের সরবেয়র সেই নরদমাপ্রভৃতিতে রাত্রিযোগে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো দিবেন ইতি।

[কমিস্যনরেরা শহরে আলো দিবার কথা।]

২৯ ধারা।

এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের অধীন টাকায় যে পর্য্যন্ত কুলায় সেইপর্য্যন্ত শহরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ হয় সেই ভাগে আলো দেওনের জন্যে প্রচুরসংখ্যক লাম্প অর্থাৎ দীপ দিবেন এবং সকল লোকের উপকারের জন্যে উক্ত দীপ উপযুক্তরূপে রাখিবেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ও প্রস্তুত ও মেরামৎ করিতে এবং তাহাতে আলো দিতে প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন ও নিযুক্ত করিবেন এবং উক্ত শহরে আলো দেওনার্থে যেমত আবশ্যক বোধ হয় সেই মতে সময়ক্রমে ঐ দীপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন বা প্রকারান্তরে তাহার সংখ্যা বা স্থান মতান্তর করিবেন ইতি।

[কমিস্যনরেরা শহর পরিষ্কার রাখিবার ও ময়লাপ্রভৃতি উঠাইবার কথা।]

৩০ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা এবং তাঁহারদের সরবেয়র ও অন্য কর্ম্মকারকেরা উক্ত শহরের সকল সরকারী রাস্তা এবং পদব্রজের শান অথবা হাঁটিবার পথ সময়ক্রমে উপযুক্তমতে ঝাঁটি দেওয়াইবেন ও পরিষ্কার রকাইবেন। এবং তাহার উপর যত ধূলা ও ময়লা ও কাদা ও ছাই ও জঞ্জাল ও সকল প্রকার গলিজ পাওয়া যায় তাহা একত্র করাইবেন এবং উপযুক্ত ঘণ্টায় ও সময়ে তাহা স্থানান্তর করাইবেন। এবং উক্ত শহরের মধ্যে সকল অথবা কোন এক টাটি এবং ময়লার গর্ত্ত ও নরদমা সেই বাটীর মালিক অথবা দখীলকারের দ্বারা প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরিষ্কার ও খালী করাইবেন। এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের উক্ত সরবেয়র অথবা অন্য তাবেদার কর্ম্মকারক যেং হুকুম ও নিয়ম ঐ সরবেয়র অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারক কমিস্যনর সাহেবদিগের হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে কর্ম্ম করত উচিত ও আবশ্যক

বোধ করেন সেইমতে ঐ বাটীর মালিক ও দখীলকারকে হুকুম দিবেন ও নিয়ম করিবেন। এবং উক্ত শহরে সংগ্রহ হওয়া ধূলা ও ময়লা ও কাদা ও বিষ্ঠা ও ছাই ও জঞ্জাল ও গলিজ যে স্থানে ও যেমতে ও যেপ্রকারে ন্যস্ত হইবেক ও হস্তান্তর হইবেক তাহার বিষয়ে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে হুকুম দিতে ও নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

[মালিকেরা নরদামাপ্রভৃতিহইতে দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার কথা।]

৩১ ধারা।

এবং উক্ত শহরের কোন বিশেষ মোরীর উপযুক্ত কপাট অথবা অন্য ঢাকনি দেওনের দ্বারা কি তাহার মধ্য দিয়া বায়ুর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বারা কিম্বা তন্নিমিত্ত অন্য যে উপায় ও উদ্যোগেতে তাহা সাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘুঁজি-হইতে এবং রাস্তা বা অন্যান্য স্থানের মোরী কি নরদমার ঝাঁজরী কি অন্য প্রকার খোলা স্থানহইতে ঐ নরদমা এবং মোরীর দুর্গন্ধ নির্গত না হইবার উপায় করিবেন। এবং যদি কোন বিশেষ নরদমা অথবা মোরীর মালিক সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের শৈথিল্য কি বিলম্ব করে তবে সেইরূপ নরদমা অথবা মোরীহইতে নির্গত দুর্গন্ধ সফলরূপে নিবারণার্থে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সরবেয়র তাহাকে উপযুক্ত এত্তেলা দিবেন এবং যদি সেইরূপ এত্তেলা পাওনের পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নরদমার মালিক অতি কর্ম্মণ্যরূপে তাহা না করে তবে উক্ত সরবেয়র তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত কপাট কি অন্য ঢাকনি দিবেন কি ঐ দুর্গন্ধ নির্গত হওনের অতি সফলরূপে নিবারণার্থে অন্যান্য যে উপায় উচিত বোধ হয় তাহা করিবেন এবং তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা ঐ নরদমা অথবা মোরীর মালিক দিবেক এবং তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

[অনুপযুক্ত গোরস্থান নিবারণার্থে কমিস্যনরের সর্টিফিকট দিবার কথা।]

৩২ ধারা।

যদি কমিস্যনর সাহেবেরদের সরবেয়রের এজহারক্রমে এবং অন্য যে কোন মতে বা উপায়ে কমিস্যনর সাহেবেরা তদারক করিতে হুকুম দেন সেই তদারকের পর উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা এমত সর্টিফিকট দেন (ঐ সর্টিফিকট কলিকাতা গেজেটে এবং শহরের মধ্যে সামান্যতঃ চলন এক ইঙ্গরেজী ও এক বাঙ্গলা কাগজে প্রকাশ হইবেক) যে ঐ শহরের মধ্যস্থিত কোন গোরস্থান এমত অবস্থায় আছে যে তাহার চতুর্দ্দিগনিবাসি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইতে পারে অথবা ঐ শহরের মধ্যে কোন গির্জ্জাঘর বা ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্থানের প্রাচীরের মধ্যে বা তাহার মেজিয়ার নীচে পাকা কবর কি গোর এমত অবস্থায় আছে যে ঐ গির্জ্জাঘরপ্রভৃতিতে

গমনকারি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইবেক এবং ঐ গোরস্থান বা গ্রিজাঘর বা ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্থানহইতে অক্লেশজনক দূরে কবর দেওনের উপযুক্ত উপায় আছে তবে ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা অতীত হইলে পর যে গোরস্থান বা গ্রিজাঘর কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থানের বিষয় সর্টিফিকটে লেখা আছে সেই গোরস্থানপ্রভৃতিতে বা তাহার মধ্যে কি তাহার মেজিয়ার নীচে আর কোন শব অথবা শবের সিন্দুক ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে যেপর্য্যন্ত অনুমতি দেওয়া যায় তাহা ছাড়া কবর দেওয়া যাইবেক না অথবা কবর দিবার অনুমতি হইবেক না। এবং ঐ সর্টিফিকটের এস্তেলা দেওনের পর যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে কোন শব বা শবের সিন্দুক কবর দেয় অথবা কবর দেওয়ায় কি কবর দিতে অনুমতি দেয় কিম্বা কবর দিতে দেয় তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সেই ব্যক্তি কোং পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[কমিস্যনরেরদের অনুমতি বিনা উত্তর কালে কোন কবর বা গোরস্থান না হইবার কথা।]

৩৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর উক্ত শহরের মধ্যে নির্ম্মিত কোন গ্রিজাঘরে বা ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্থানের নীচে অথবা তাহার দেওয়ালের ভিতরে কোন পাকা গোর বা গোর প্রস্তুত হইবেক না ও করা যাইবেক না। এবং এই আইন জারী হওনের পর কমিস্যনর সাহেবদিগের অনুমতি না হইলে কোন গোরস্থান করা যাইবেক না ও প্রস্তুত হইবেক না এবং এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন পাকা গোর বা গোর কি গোরস্থান নির্ম্মাণ হয় বা করা যায় কি প্রস্তুত হয় সেই মত পাকা গোরপ্রভৃতিতে যে কোন ব্যক্তি কোন শব বা শবের সিন্দুক কবর দেয় বা দেওযায় বা কবর দিবার অনুমতি দেয় কি কবর দিতে দেয় তাহার অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সেই ব্যক্তি কোং পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[এক মাসের এস্তেলা না হইলে তাঁহারদের প্রতি কোন পরওয়ানা জারী না হইবার কথা। তিন মাসের মধ্যে নালিশ করিবার কথা। ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব কমিস্যনরের করিবার কথা।]

৩৪ ধারা।

এই আইনের ক্ষমতানুসারে যে কোন কর্ম্ম করা গিয়াছে বা করিবার মানস আছে তাহার বিষয়ে যাবৎ কোন কমিস্যনর সাহেব অথবা কোন সেক্রেটারী বা

সরবেয়র কি অন্য যে কোন প্রকার কর্ম্মকারক বা ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুমে কার্য্য করেন তাঁহারদিগকে এক লিখিত এত্তেলানামা দেওনের অথবা তাঁহার দফ্তরখানায় বা বাসস্থানে রাখণের এক মাস অতীত না হয় তাবৎ ঐ কমিস্যনর সাহেবপ্রভৃতির বিরুদ্ধে কোন পরওয়ানা অথবা হুকুম বাহির হইবেক না অথবা জারী হইবেক না এবং ঐ এত্তেলানামার মধ্যে ঐ মোকদ্দমার কারণ ও যে ব্যক্তি ফরিযাদী হইতে চাহে তাহার নাম ও বাসস্থান ও সেই মোকদ্দমায তাহার উকীল কি মোখ্তারের নাম স্পষ্ট করিযা লেখা থাকিবেক। এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার হওন সময়ে ঐ রূপ দেওয়া এত্তেলানামার মধ্যে মোকদ্দমার যে কারণ নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা ছাড়া ফরিযাদী নালিশের অন্য কোন কারণে সাক্ষ্য দিতে পারিবেক না। এবং যদি ঐ এত্তেলা দেওনের প্রমাণ না দেওয়া যায় তবে আদালত আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিবেন। এবং মোকদ্দমার কারণ হওনের পর অব্যবহিত সম্পূর্ণ তিন মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা করিতে অথবা আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তৎপরে হইবেক না। এবং যদি কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কর্ম্ম করণেতে অথবা এই আইনের দ্বারা দেওয়া কোন শক্তি বা ক্ষমতাক্রমে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম বা "ত্রেসপস" কি অন্য অনুপযুক্ত কর্ম্ম করিযা থাকে এবং তাহার বিষয়ে নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রচুর ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার প্রস্তাব করে তবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলেও কিছু পাইবেক না। এবং যদি ঐরূপ কোন ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব না করা গিযা থাকে তথাপি ঐ মোকদ্দমার আসামীর এই ক্ষমতা হইবেক যে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে মোকদ্দমা রুবকার হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে যত টাকা উচিত বোধ করে তত টাকা আদালতে দাখিল করে এবং তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসামীরদের আদালতে টাকা দেওনের অনুমতি আছে সেই২ গতিকে যেরূপ কার্য্য হয় এই গতিকেও সেইরূপ কার্য্য হইবেক ইতি।

[কমিস্যনরেরা প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্য করিলে তাঁহারা নিজে বা তাঁহারদের চাকরের দাযী না হইবার কথা।]

৩৫ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরদের অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের অথবা কোন সেক্রেটারী বা সরবেয়র কি অন্য যে কোন কর্ম্মকারক বা ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীনে কার্য্য করেন তাঁহার দ্বারা যে কোন কর্ম্ম বা বিষয় করা যায় বা বন্দোবস্ত হয় যদি সেই বিষয় বা কার্য্য কি বন্দোবস্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে এই আইন জারী করণার্থে করা গিয়া থাকে তবে তাঁহারদের বা তাঁহারদের কোন এক জনের উপর নিজের কোন প্রকার নালিশ বা ঝুঁকী কি দাওয়া কিম্বা দাবী হইতে পারিবেক না। এবং ঐরূপ কোন কমিস্যনর সাহেব বা সেক্রেটারী কি সরবেয়র বা অন্য কর্ম্মকারক কি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্ম

করণেতে যে কোন ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা ঐ কমিস্যনর সাহেবদিগের অধীন টাকা-হইতে দেওয়া যাইবেক ও তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

[রাস্তা ও নরদমা ও ময়লাপ্রভৃতি টুষ্টিস্বরূপ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবার কথা।]

৩৬ ধারা।

এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল রাস্তা থাকে এবং তৎপরে ঐ শহরের যে সকল ভাগে রাস্তা হয় তাহা এবং তাহার উপর যে সকল শান পাতর ও পাতর ও অন্য সরঞ্জাম আছে তাহা এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টর অথবা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের অথবা উক্ত কমিস্যনর সাহেব-দিগের দ্বারা বা তাঁহারদের ক্ষমতাক্রমে যে সকল ঘর ও গাঁথনির সরঞ্জাম ও হেতিয়ার ও অন্য দ্রব্য ঐ রাস্তার জন্যে প্রস্তুত করা যায় তাহা ও উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল সরকারী নরদমা ও মোরী আছে তাহা এবং তৎসম্পর্কীয় যে সকল এমারৎ ও সরঞ্জাম ও অন্য দ্রব্য এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে থাকে অথবা তৎপরে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রকারান্তরে গাঁথা যায় এবং প্রস্তুত হয় তাহা এবং যে সকল খাল ও জলপথ ঐ প্রণালী ও খিলানপথ ও জলের কল ও কুণ্ড ও বোমা ও নলী ও পুষ্করিণী ও জলাশয় ও চৌবাচ্চা এক্ষণে সাধারণ ব্যবহারার্থে প্রস্তুত আছে কি আইনমতে খাটান যাইতেছে বা উত্তর কালে প্রস্তুত হয় বা আইনমতে খাটান যায় এবং কোন সাধারণ ব্যক্তির সম্পত্তি না হয় তাহা এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে তৎসম্পর্কীয় যে সকল এমারৎ ও কল ও যন্ত্র ও সরঞ্জাম ও দ্রব্য থাকে অথবা তৎপরে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের খরচে অথবা প্রকারান্তরে নির্ম্মাণ করা যায় এবং প্রস্তুত হয় তাহা এবং সরকারী পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিগে এবং তৎসম্পর্কীয় যে সকল ভূমি এবং কোন রাস্তা বা নরদমা বা জলপথের পার্শ্বে যে টুকরা খণ্ড ভূমি কোন সাধারণ ব্যক্তির সম্পত্তি না হয় তাহা এবং পূর্ব্বকার লাটরির কমিটির যে সকল ভূমি ছিল এবং আইনমতে হস্তান্তর করা যায় নাই তাহা এবং যে সকল ময়লা ও ধূলা ও শুষ্ক ও আর্দ্র গলিজ ও ছাই ও জঞ্জাল উক্ত শহরের মধ্যে রাস্তা ও ঘর ও টাটি ও মোরী ও ময়লার গর্ত্ত বা অন্য স্থানহইতে সংগ্রহ করা যায় তাহা এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে টুষ্টিস্বরূপ উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অর্পণ হইল ইতি।

[যাহারা কোন অপকারক কর্ম্ম করে তাহারা এই আইনের দ্বারা নালিশহইতে ক্ষমা না হইবার কথা।]

৩৭ ধারা।

এবং এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে

কোন ব্যক্তির যে কোন কর্ম্ম করণ বা না করণ "কামণ লা" অনুসারে অপকারক অপরাধ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হইত অথবা এই আইন না থাকিলে সেইরূপ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হইত সেই কর্ম্ম করণ আইনসিদ্ধ হইবেক এবং "কামণ লা" অনুসারে যে কর্ম্ম অপকারক অপরাধ হইত সেই কর্ম্মের দোষি কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে তন্নিমিত্তে নালিশগ্রস্ত হওয়াহইতে ক্ষমা হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনক্রমে যে ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইযাছে সেই ব্যক্তি যদি ঐ সাব্যস্ত হওয়াপ্রযুক্ত ধার্য্য সম্পূর্ণ টাকা ও তাহার খরচা দেয় অথবা সেই অপরাধের জন্যে কয়েদ হয় তবে তাহার পর সেই অপরাধের জন্যে ফৌজদারী সম্পর্কীয় আর কোন নালিশ তাহার নামে হইতে পারিবেক না ইতি।

[সরবেয়রের হুকুমমতে সরকারী নরদমা লোকেরদের শাখা নরদমা করিবার কথা। এই ধারার বিরুদ্ধ অপরাধে দণ্ডের কথা।]

৩৮ ধারা।

এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি যে নরদমা অর্পণ হইয়াছে বা এই আইনের শক্তিক্রমে তাঁহারদের নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইযাছে বা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই রূপ কোন নরদমার সঙ্গে সংযোগ হওনার্থে কোন ব্যক্তি আপনার খরচে মোরী প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু সেই মোরী যে পরিমাণে এবং সর্ব্বতোভাবে যে প্রকারে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের উক্ত সরবেয়র হুকুম করেন সেই পরিমাণে এবং সেইরূপে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং যদি উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ মোরীর যে ভাগ ঐ নরদমার সঙ্গমের স্থানঅবধি ঐ রাস্তার শেষপর্য্যন্ত চলে তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত ও সম্মত না হন (এবং সেইরূপ স্বীকৃত ও সম্মত হওনার্থে ইহার দ্বারা কমিস্যনরেরদের প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) তবে ঐ ব্যক্তি তন্নিমিত্তে কোন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন আবশ্যক হয় তাহা কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে উঠাইতে ও স্থানান্তর করিতে পারে। এবং উক্ত যেং নরদমা ঐ কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অথবা এই আইনানুসারে এবং তাহার শক্তিক্রমে নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইল তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সংযোগ করণার্থে মোরী যে পরিমাণ কিম্বা যে প্রকার ও যে ডৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম ও নিরূপণ করেন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বা অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্তুত করে তবে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং ঐ টাকা না দিলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা যেরূপে ঐ নরদমা মতান্তর করিতে নির্দিষ্ট করিয়াছেন সেইরূপে ঐ জুষ্টিস সাহেব ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে দশ দিবশের মধ্যে তাহা মতান্তর করিতে

হুকুম করিবেন। এবং তাহা না হইলে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে ঐ নরদমা প্রস্তুতকরণিয়া ব্যক্তির খরচে তাহা মতান্তর কি নষ্ট করিবেন এবং তাহা মতান্তর ও নষ্ট করণের খরচ যদি ঐ মোরীর মালিক বা প্রস্তুতকরণিয়া ব্যক্তি না দেয় তবে ঐ খরচ পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

[মালিকের খরচে ঐ নরদমা করিতে মালিকের সঙ্গে কমিস্যনরের চুক্তি করণের কথা।]

৩৯ ধারা।

এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাটি বা অন্য বাসস্থানের মালিকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে ঐ গৃহস্বামির যে কোন নরদমা করণের বা নির্ম্মাণ করণের আবশ্যক হয় তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সরবেয়রের দ্বারা নির্ম্মাণ করা যায় ও প্রস্তুত হয় এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের উক্ত সরবেয়রের সর্টিফিকটঅনুসারে উক্ত নরদমায় যে আসল খরচ লাগিয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগকে ঐ২ গৃহস্বামী ফিরিয়া দিবেক এবং তাহা না দিলে ঐ টাকা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

[কোন নূতন নরদমা বা এমারৎ সরবেয়রের হুকুম মতে গাঁথন আরম্ভ করণের পূর্ব্বে কমিস্যনরদিগকে এত্তেলা দেওনের কথা।]

৪০ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে কোন নূতন ঘর বা এমারৎ কি দেওয়ালের বুনিয়াদ খনন বা পত্তন করিতে আরম্ভ করণের পূর্ব্বে অথবা তাহার মধ্যে যে কোন ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল কোন রাস্তার লাগাও কি নিকটে অথবা কোন বাটির বাহিরের দেওয়ালের ভিতরে না হয় এমত স্থানে তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করণের পূর্ব্বে এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন মোরীর মধ্যে কোন ভূমি বা বাটির জল সোজা বা বক্ররূপে পড়িবার জন্যে কোন মোরী অথবা নরদমা করণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সেক্রেটারী সাহেবকে লিখনের দ্বারা সম্পূর্ণ চৌদ্দ দিনের এত্তেলা দিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল গাঁথিতে বা পুনর্ব্বার গাঁথিতে অথবা সেইরূপ মোরী বা নরদমা করিতে মানস করে সেই ব্যক্তি ঐ এত্তেলানামা সেক্রেটারী সাহেবকে দিবেক কি তাঁহার দফ্তরখানায় দিয়া আসিবেক। এবং ঐরূপ ঘর বা এমারৎ কি দেওয়ালের এবং তাহার মধ্যের নরদমার ঐ বুনিয়াদ উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের সরবেয়র যে মাটামের হুকুম দেন সেই মাটামসহী পত্তন হইবেক এবং তাহা এইরূপে পত্তন হইবেক যে ঐ ঘর বা এমারৎ কি দেয়ালের কোন ভাগ নিকটবর্ত্তি কোন রাস্তা বা

নরদমা কি কোন জলপথে বা তাহার উপর না ঝুঁকে বা গাঁথা না যায় এবং উক্ত নরদমা নিকটবর্ত্তি সরকারী নরদমা সম্পর্কে উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করা যায়। এবং ঐরূপ প্রত্যেক শাখা নরদমা যে দিগে ও যেপ্রকারে ও যে ডৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম করেন এবং তাহার ময়লা ও এমারতের বিষয়ে ঐ সরবেয়র যে নিয়ম করেন তদনুসারে তাহা প্রস্তুত হইবেক। এবং উক্ত ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল গাঁথন বা পুনর্ব্বার গাঁথনের কর্ম্ম যেপর্য্যন্ত কোন রাস্তা বা নরদমা কি জলপথের মধ্যে বা উপরে ঝুঁকন অথবা গাঁথন নিবারণের জন্যে আবশ্যক হয় এবং ঐ ঘর বা এমারৎ কি দেওয়ালের নরদমার মাটাম সরকারী নরদমা সম্পর্কে উপযুক্তরূপে নির্ম্মাণ হয় ইহা নিশ্চয় করণার্থে আবশ্যক হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের এবং তাঁহারদের সরবেয়রের দৃষ্টির ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে করা যাইবেক। এবং যদি সেইরূপ এত্তেলা না দেওয়া যায় অথবা সেই এমারৎ কি নরদমা যদি কোন প্রকারে উক্ত সরবেয়রের হুকুমবিনা অথবা তাহার বিপরীত কি এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে আরম্ভ করা যায় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা সেই এমারৎ উৎপাটন করাইতে পারেন এবং সেই নরদমা পুনর্ব্বার করিতে বা মেরামৎ করিতে কি বিনষ্ট বা বিষয় বিশেষে পুনর্ব্বার গাঁথিতে হুকুম দিতে পারেন এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার খরচ ঐ ভূমির মালিকের স্থানে উসুল ও আদায় করিয়া লইতে পারেন ইতি।

[রাস্তার মধ্যে কোন২ অপরাধের দণ্ডের কথা।]

৪১ ধারা।

কলিকাতা শহরের সীমার মধ্যে যে প্রত্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিত কোন এক অপরাধ করে এবং তাহার ঐ অপরাধ এক অথবা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির প্রমাণক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা সেই টাকা না দিলে কঠিন পরিশ্রমে বা তাহা বিনা এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদের জন্যে কয়েদের যোগ্য হইবেক বিশেষতঃ।

[রাস্তার মধ্যে ময়লাপ্রভৃতি ফেলনের অপরাধের কথা।]

১। যে প্রত্যেক ব্যক্তি দুই প্রহর রাত্রিঅবধি সকালের ইঙ্গরেজী সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে কোন সরকারী রাস্তাতে কোন ময়লা অথবা গোবর বা কাদা কি ধুলা কিম্বা ছাই অথবা বাগানের বা আস্তবলের ঝাঁটনি বা কোন প্রকার জঞ্জাল কি কোন কুকুর কি অন্য পশুর শব অথবা কোন পশুর মাংস কি অন্য কোন অঙ্গ কিম্বা কোন জন্তুর সম্পর্কীয় বিষয় ফেলে বা রাখে বা আপন চাকরের দ্বারা তাহা ফেলায় বা তাহা ফেলিতে হুকুম বা অনুমতি দেয় অথবা যাহার বাটিহইতে তাহা ফেলা যায় বা রাখা যায় সেই ব্যক্তি।

[ভাঙ্গা বোতল গ্লাসপ্রভৃতি ফেলিবার অপরাধের কথা।]

২। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তা বা নরদমা কি জলপথের মধ্যে বা তাহার উপরে কোন ভাঙ্গা বোতল কি গ্লাস কি চিনার বাসন বা অন্য প্রকার বাসন ফেলে বা রাখে বা ফেলায় কি রাখায় কিম্বা ফেলিতে বা রাখিতে দেয় বা যাহার বাটিহইতে তাহা ফেলা যায় বা রাখা যায় সেই ব্যক্তি।

[ঘরের মধ্যে ময়লাপ্রভৃতি রাখিবার অপরাধের কথা।]

৩। যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার দখলে থাকে কোন ঘর বা বাহিরের ঘর বা উঠান কি ভূমিতে কি তাহার উপর কোন ময়লা বা গোবর কি কাদা বা ধুলা বা হাড় কি ছাই বা বিষ্ঠা অথবা অন্য যে জঞ্জাল নষ্ট হয় এবং ব্যামোহ্ দেয সেই জঞ্জাল চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখে বা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি।

[নরদমাপ্রভৃতি সাফ না রাখিবার অপরাধের কথা।]

৪। যে প্রত্যেক ব্যক্তি, কোন নিজ টাটি বা মোরী কি নরদমা বা ময়লার গর্ত্ত কি চামড়ার কারখানা কি মলের কোন আধারের মালিক অথবা দখীলকার হইয়া তাহা সাফ ও উপযুক্তমতে রাখিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে অথবা তাহাহইতে কোন দুর্গন্ধি বা ময়লা উঠাইবার উপযুক্ত চেষ্টা না করে কি ঐ টাটির ময়লা রাস্তার মধ্যে গমনকারি ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিগোচরে রাখে সেই ব্যক্তি।

[ঘর অথবা ভূমি ময়লা কিম্বা অস্বাস্থ্য জনকরূপে রাখিবার অপরাধের কথা।]

৫। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন ঘর বা খড়ুয়া ঘর বা এমারৎ বা ভূমির মালিক ও দখীলকার হইয়া সেই ঘর বাস করিবার উপযুক্ত হইলে বা না হইলে সেই ঘর-প্রভৃতি ময়লা এবং অস্বাস্থ্য জনকরূপে থাকিতে দেয় বা নিবিড় ও পীড়াজনক জঙ্গল তাহাতে জন্মিতে দেয় সেই ব্যক্তি।

[দুর্গন্ধি জলীয় দ্রব্য পুষ্করিণী বা জলযন্ত্রেতে যাইতে দিবার অপরাধের কথা।]

৬। যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কোন সেতখানা বা মোরী কি নরদমার জল বা অন্য দুর্গন্ধি জলীয় দ্রব্য কি আপনার ভূমি দিয়া যে জলপ্রভৃতি যায় বা আপনার ভূমিতে থাকে সেই জলপ্রভৃতি কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন রাস্তা কি পুষ্করিণী কিম্বা জলপথ বা জলকুণ্ডেতে কি তাহার উপর গমন করায় বা নরদমার দ্বারা চালায় কি বহন করায় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি এইমত কোন কর্ম্ম করে বা করায় যে তাহার দ্বারা শহরনিবাসি ব্যক্তিদের গৃহ্ কার্য্যের জন্যে যে জল নিযুক্ত আছে তাহা কোন প্রকারে ময়লা বা নষ্ট হয় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী নরদমা বা মোরীতে অথবা কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন জলকুণ্ড বা পুষ্করিণী কি জলপথ বা অন্য জলের কলে কোন ময়লা বা গোবর কি কাদা কি ধুলা বা ছাই বা বিষ্ঠা বা

বাগান কি আস্তবলের ঝাঁটনি কি অন্য জঞ্জাল ফেলে বা রাখে বা আপনার চাকরের দ্বারা ফেলায় কি রাখায় বা ফেলিতে বা রাখিতে অনুমতি কি হুকুম দেয় কিম্বা যাহার বাটীহইতে তাহা ফেলা যায় বা রাখা যায় সেই ব্যক্তি।

[পাট্টাবিনা সাধারণ টাটি রাখিবার অপরাধের কথা।]

৭। যে কোন ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে পাট্টা না পাইয়া শহরের মধ্যে তাহার যে কোন ভূমি থাকে বা তাহার দখলে থাকে সেই ভূমিতে কোন সাধারণ টাটি বা পাইখানা বা মূতকুড় রাখে সেই ব্যক্তি। এবং কমিস্যনর সাহেবদিগকে আপনারদের সেক্রেটারীর দ্বারা দস্তখৎকরা সেইরূপ এক পাট্টা দিতে ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। এবং ঐ পাট্টা এক বৎসরের জন্যে দেওয়া যাইবেক এবং কমিস্যনর সাহেবেরদের বিবেচনামতে প্রতিবৎসরে নূতন পাট্টা দেওয়া যাইবেক বা না যাইবেক।

[সাধারণ টাটি ময়লা রাখিবার অপরাধের কথা।]

৮। উক্ত শহরের মধ্যে যে প্রত্যেক ব্যক্তি পাট্টা পাওয়া কোন সাধারণ টাটি কি পাইখানা বা মূতকুড়ের মালিক বা ইজারদার হইয়া ঐ টাটি বা পাইখানা কি মূতকুড় ময়লা ও অপরিষ্কাররূপে থাকিতে দেয় অথবা তাহা সাফ করিবার এবং তাহার বিষয়ে সুনিয়ম করিবার উপযুক্ত উপায় করিতে ক্রটি করে সেই ব্যক্তি।

[লাম্প অথবা রাস্তার তক্তাপ্রভৃতি নষ্ট করিবার অপরাধের কথা।]

৯। যে কোন ব্যক্তি উক্ত রাস্তার মধ্যে কোন লাম্প অর্থাৎ দীপ বা দীপের খুঁটী খামখা কি জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কি বিকৃত করে অথবা তাহার মধ্যের কোন আলো নিবাইয়া দেয় বা উক্ত কোন দীপহইতে তাহার মধ্যে থাকা কোন তৈল বা অন্য কোন দ্রব্য কি বস্তু কি তাহার কোন ভাগ উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের অথবা তাঁহারদের সরবেয়রের হুকুমবিনা উঠাইয়া লয় বা লইয়া যায় অথবা যে কোন তক্তার উপর উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তার নাম থাকে কি কোন এমারৎ বা ভূমির নম্বর থাকে সেই তক্তা অথবা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা কোন স্থানে যে কোন এত্তেলানামা লট্‌কান্ বা রাখেন্ তাহা খামখা কি জানিয়া শুনিয়া নষ্ট বা ক্ষতি কি বিকৃত করে সেই ব্যক্তি।

[রাস্তার ক্ষতি ও শান পাতরপ্রভৃতি উঠাইবার অপরাধের কথা।]

১০। যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের অথবা তাঁহারদের সরবেয়রের লিখিত অনুমতি বিনা কোন রাস্তায় কোন পাকা মেজিয়া বা শান পাতর কি পাতর কিম্বা বেড়া বা খুঁটী অথবা হাঁটিবার কিম্বা গাড়ির পথের অন্য সরঞ্জাম সরায় বা উঠাইয়া ফেলে বা তাহাতে কোন মতান্তর করে অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি

কোন রাস্তা বা মোরী বা নরদমা কি জলপথ অথবা রাস্তা বা নরদমা কি জলপথের পার্শ্বস্থ ভূমি অবরোধ করে কি তাহার উপর কিছু রাখে সেই ব্যক্তি।

[কমিস্যনরেরদের দ্বারা স্থাপিত কোন তক্তাপ্রভৃতি ক্ষতিপ্রভৃতি করিবার অপরাধের কথা।]

১১। উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের দ্বারা স্থাপিত কোন বেড়া বা তক্তা কি হুড়কা কি শিকলি অথবা খুঁটী যে কেহ উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের অথবা তাঁহারদের সরবেয়রের অনুমতি বা সম্মতিবিনা নামাইয়া ফেলে কি স্থানান্তর করে অথবা ঐ বেড়া বা তক্তা বা হুড়কা কি শিকলি বা খুঁটীর নিকটে স্থাপিত বা তাহার সম্পর্কীয় কোন আলো নিবায় সেই ব্যক্তি।

[কোন২ ঘণ্টাবিনা অন্য সময়ে রাস্তার মধ্য দিয়া ময়লা লইয়া যাইবার অপরাধের কথা।]

১২। যে কোন ব্যক্তি দুই প্রহর রাত্রিঅবধি এবং প্রাতঃকালের আট ঘণ্টাপর্য্যন্ত এই সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে সরকারী রাস্তা দিয়া গাড়িতে কি কলশিতে বা হাঁড়িতে কি অন্য পাত্রে কোন বিষ্ঠা বা মূত্র বা অন্য কোন অপকারক বা দুর্গন্ধ বিষয় লইয়া যায় বা বহন করায় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন বিষ্ঠা কি মূত্র এমত লইয়া যায় বা বহন করায় যে তাহাহইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় কি কিছু ঝরে অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে পাত্রে কোন বিষ্ঠা বা মূত্র থাকে তাহা কোন সরকারী স্থানে রাখে বা থোয় কিম্বা যে প্রত্যেক ব্যক্তি ঢাকা গাড়ি বা ঢাকাপাত্র ছাড়া অন্য কোন প্রকারে তাহা লইয়া যায় বা বহন করায় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তায় বা রাস্তার উপর কোন বিষ্ঠা ফেলে বা রাখে সেই ব্যক্তি।

[সরকারী রাস্তাপ্রভৃতিতে স্নান করিবার অপরাধের কথা।]

১৩। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় স্নান করে বা আপনার শরীরের কোন অঙ্গ ধোয় কি যে পুষ্করিণী অথবা জলাশয় কি জলপথ কিম্বা জলযন্ত্র কিম্বা নরদমা কমিস্যনর সাহেবেরা তন্নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পুষ্করিণীপ্রভৃতি ছাড়া কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন পুষ্করিণী বা জলাশয় বা জলপথ কি জলযন্ত্র কি নরদমায় কি তাহার উপর স্নান করে বা আপনার শরীরের কোন অঙ্গ ধোয় সেই ব্যক্তি।

[পুষ্করিণী কি জলপথে পশুপ্রভৃতি ধুইবার অপরাধের কথা।]

১৪। যে পুষ্করিণী বা জলাশয় কি জলপথ বা জলযন্ত্র কি নরদমা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা তন্নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পুষ্করিণীপ্রভৃতি ছাড়া কমিস্যনর সাহেবেরদের অন্য কোন পুষ্করিণী বা জলাশয় কি জলপথ কি জলযন্ত্র কি নরদমায়

কি তাহার নিকটবর্ত্তি কোন রাস্তার উপর বা রাস্তার মধ্যে কি তাহার লাগাও কোন রাস্তায় বা তাহার উপর যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন ঘোড়া কি কুকুর বা অন্য পশু কি কোন কাপড় কিম্বা পোশাক বা চামড়া বা কোন পশুর চামড়া বা কোন ময়লা অথবা দুর্গন্ধ দ্রব্য ধোয় বা ধোয়ায় সেই ব্যক্তি।

[নির্লজ্জরূপে আপন শরীর দেখাইবার অপরাধের কথা।]

১৫। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় খামখা ও নির্লজ্জরূপে আপনার শরীর দেখায় অথবা অন্য কোন অপকারক কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি।

[সরকারী রাস্তার উপর ঘর বা নলহইতে জল পড়িতে দিবার এবং সেই নল অন্য দিগে রাখিতে অস্বীকার করিবার অপরাধের কথা।]

১৬। উক্ত শহরের মধ্যে যে রাস্তায় কোন ঘর বা খড়ুয়া ঘর কি এমারৎ থাকে সেই রাস্তার দিগে ঐ ঘরপ্রভৃতির নল থাকিলে সেই ঘর বা খড়ুয়া ঘর কি এমারতের যে ব্যক্তি মালিক বা দখীলকার হয় সেই ব্যক্তি সেই বাটী বা খড়ুয়া ঘর কি এমারৎহইতে বা তাহার উপরহইতে কোন জল বা জলীয় দ্রব্য চুঙ্গী বা মোরী কি নল কিম্বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা সরকারী রাস্তার কোন ভাগে অথবা আপনার ভূমি কি সরকারী নরদমাছাড়া অন্য কোন স্থানে বহন করায় কি গড়ায় অথবা উক্ত কমিস্যনরের সরবেয়রের স্থানে তদ্বিষয়ের এত্তেলা পাইলে পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নল বা মোরী কি চুঙ্গী উঠাইতে কিম্বা অন্য দিগে রাখিতে অস্বীকার বা ক্রুটি করে সেই ব্যক্তি এবং কোন বাটি বা খড়ুয়া ঘর কি এমারৎ রাস্তার যে পাশে নির্ম্মাণ আছে সেই পাশে তাহার কোন নরদমা নাই এমত বাটী বা খড়ুয়া ঘর কি এমারতের মালিক বা দখীলকার যে নল বা চুঙ্গীর মুখ ভূমিহইতে দুই ফুটের অধিক উচ্চ হয় সেই নলের দ্বারা ঐ বাটী বা খড়ুয়া ঘর কি এমারতের জল কোন সরকারী রাস্তায় কি রাস্তার উপর বহন করায় সেই ব্যক্তি।

[রাস্তাপ্রভৃতির উপর কোন জিনিস ঝুঁকিয়া রাখণের অপরাধের কথা।]

১৭। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন বাটী বা খড়ুয়া ঘর বা এমারতের মালিক বা দখীলকার হইয়া কোন প্রকার বারাণ্ডা কি রৌদ্রনিবারক কোন আচ্ছাদন কি বাটী বা খড়ুয়া ঘর কি এমারতের অন্য কোন ভাগ কোন সরকারী রাস্তায় কি সরকারী স্থানের উপর রাস্তার সমভূমিহইতে এগার ফুট কম উচ্চ অথবা ঘরহইতে চারি ফুটের অধিক অন্তরে ঝুঁকিয়া কি বিস্তার করিয়া রাখে বা ঝুঁকিতে কি বিস্তার হইতে দেয় এবং সরবেয়রের স্থানে তাহা নামাইবার এত্তেলা পাওনের পনের দিনের পরে ঐ বারাণ্ডা বা রৌদ্রনিবারক আচ্ছাদন বা বিস্তারহওয়া অন্য কোন বস্তু নামাইতে এবং উঠাইয়া ফেলিতে অস্বীকার কি ক্রুটী করে সেই ব্যক্তি।

[এই আইন হওনের পর রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া থাকা দ্রব্য নির্ম্মাণের অপরাধের কথা।]

১৮। এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবের-দের স্থানে তাঁহারদের সরবেয়রের দস্তখৎকরা অনুমতিপত্র না পাইয়া যে কোন বারাণ্ডা কি রৌদ্রনিবারক আচ্ছাদন বা অন্য কোন প্রকার বিস্তৃত বস্তু রাস্তার উপর কোন পরিমাণ উচ্চ বা চৌড়াতে ঝুঁকে বা বিস্তার হয় এমত বারাণ্ডাপ্রভৃতি স্থাপন করায় বা নির্ম্মাণ করে সেই ব্যক্তি।

[সরকারী রাস্তায় গাড়ি ধুইবার অপরাধের কথা।]

১৯। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তা বা অন্য কোন সরকারী স্থানে কোন গাড়ি বা অন্য প্রকার যানবাহন কি ঘোড়া বা অন্য পশু ধোয় বা সাফ করে বা আপনার চাকরদিগের দ্বারা ধোয়ায় বা সাফ করায় কি তাহারদিগকে ধুইতে কিম্বা সাফ করিতে হুকুম কিম্বা অনুমতি দেয় অথবা যে কোন ব্যক্তির গাড়ি বা অন্য প্রকার যানবাহন কি ঘোড়া বা অন্য পশু সেই প্রকার রাস্তায় ধোয়া যায় বা সাফ করা যায় সেই ব্যক্তি।

[বিনানুমতিতে রাস্তাপ্রভৃতিতে তক্তা ও ভারা বাঁধিবার অপরাধের কথা।]

২০। যে কোন ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে তাঁহারদের সরবেয়রের দস্তখৎকরা অনুমতিপত্র না পাইয়া কোন ঘর বা অন্য এমারৎ গাঁথিবার অথবা মেরামৎ করিবার জন্যে কি অন্য কোন নিমিত্তে মসলা প্রস্তুত করণের জন্যে অথবা ইট বা পাতর কি চূণ কিম্বা বালী বা অন্য কোন সরঞ্জাম রাখিবার বা চালিবার কি ছাকিবার অথবা ফুটাইবার জন্যে শহরের মধ্যে কোন সরকারী রাস্তাতে বেড়া দেওনের নিমিত্তে কোন কাষ্ঠ বা ভারা অথবা কোন খুঁটী বা গরাদি কি রেল বা তক্তা বা অন্য কোন দ্রব্য রাখে অথবা স্থাপন করে কি বসায় সেই ব্যক্তি। সেইরূপ অনুমতিপত্র দিতে কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। অথবা যে কোন ব্যক্তি ঐ অনুমতিপত্রেতে যেরূপ অনুমতি বা নির্দ্দিষ্ট ছিল তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপে ঐ তক্তা বা খুঁটীইত্যাদি স্থাপন করে কিম্বা বসায় অথবা ঐ অনুমতি-পত্রে যত কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাহইতে অধিক কাল তাহা থাকিতে দেয় অথবা যে কেহ অনুমতিপত্রে যে দূর নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক দূরে গাঁথনির কোন সরঞ্জাম বা অন্য দ্রব্য রাখে বা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি।

[অবরোধকারি বস্তুর অনুমতি হইলে তাহাতে আলো দেওনের কথা।]

২১। কমিস্যনর সাহেবেরা যে কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী রাস্তাতে কোন ভারা বাঁধিতে অথবা কোন ইট কি পাতর বা চূণ কি বালী বা গাঁথনির অন্য সরঞ্জাম রাখিতে অনুমতি দিয়াছেন সেই ব্যক্তি এইমত প্রত্যেক ভারা অথবা রাস্তার

অবরোধকারি বস্তুর উপর প্রতিরাত্রিতে সূর্য্যাস্তঅবধি তৎপর দিবস সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত এক আলো না রাখে সেই ব্যক্তি।

[মালিকী স্বত্বের বিরোধ হইলে বা না হইলে রাস্তায় কোন অবরোধকারি বস্তু রাখিবার অপরাধের কথা।]

২২। রাস্তার মালিকী স্বত্বের বিরোধ হউক বা না হউক যে কোন ব্যক্তি কোন রাস্তায় কোন দেওয়াল গাঁথে বা কোন বেড়া কি অবরোধকারি বস্তু রাখে অথবা এইমত কোন খুঁটী বসায় যে তাহাতে রাস্তার অবরোধ হয় সেই ব্যক্তি।

[সরকারী রাস্তাপ্রভৃতিতে বিক্রয়ের জন্যে কোন বস্তু থুইবার অপরাধের কথা।]

২৩। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাচা কি টোঙ্গ কি বিজ্ঞাপন তক্তা বা টুকরী কি পীপা বা মৎস্য কি মাংস বা শবজি কি ফল অথবা পসারির দ্রব্য কি অন্য কোন বাণিজ্য দ্রব্য কি কোন প্রকার মাল বা কোন পাতর বা ইট বা মৃত্তিকানির্ম্মিত বা ধাতুনির্ম্মিত কোন দ্রব্য কি কোন কাষ্ঠ কিম্বা অন্য কোন প্রকার কোন দ্রব্য তাহা জন্তুসম্বন্ধীয় বা বৃক্ষসম্বন্ধীয় কি ধাতুসম্বন্ধীয় হউক তাহা কোন সরকারী রাস্তা কিম্বা মোরী কি নরদমা বা জলপথের উপর কি তাহার মধ্যে বিক্রয়ের জন্যে বা অন্য কারণে রাখে বা থোয় বা সাজায় কিম্বা অন্যের দ্বারা তাহা রাখে বা সাজায় বা থোয় সেই ব্যক্তি।

[সরকারী রাস্তায় শস্যপ্রভৃতি চালনের বা সাফ করণের অপরাধের কথা।]

২৪। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় কি কোন সরকারী মোরী বা নরদমা বা জলাশয় কিম্বা জলপথে বা তাহার উপর কোন তুলা বা শস্য কি বীজ কি চাউল বা কাওয়া কিম্বা পেঁয়াজ কি বৃক্ষজাত অন্য কোন দ্রব্য চালে বা সাফ করে বা চালায় কি সাফ করায় বা অন্য কোন কারণে তাহা সাজায় বা সুরকি কি চূণ চালে সেই ব্যক্তি।

[সরকারী রাস্তাপ্রভৃতিতে যানবাহন রাখিবার অপরাধের কথা।]

২৫। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় বা কোন সরকারী মোরী বা নরদমা কি জলপথে বা তাহার উপর কোন ঘোড়ার বা গরুর গাড়ি বা ছকড়া গাড়ি কিম্বা অন্য কোন যানবাহন অথবা কোন ঘোড়া কি বলদ বা অন্য কোন পশু এমতে রাখে বা থাকিতে দেয় যে তদ্দ্বারা রাস্তায় বা সকলের গমনাগমনের পথের অবরোধ হয় সেই ব্যক্তি।

[রাস্তার মধ্যে আগুন করণের এবং বন্দুকপ্রভৃতি বা বাজি ছুড়িবার অপরাধের কথা।]

২৬। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় কোন খড় বা বিচালী কি

বীজ বা কাষ্ঠ কি অন্য কোন দ্রব্যেতে আগুন দেয় কিম্বা জ্বালায় কিম্বা কোন উৎসবেতে বা প্রকারান্তরে আগুন জ্বালায় বা উক্ত শহরের কোন স্থানে কোন প্রকার আগ্নেয় অস্ত্র বা কোন বায়ুর বন্দুক ছোড়ে বা কোন প্রকার বাজী ছোড়ে বা ফেলে কি কোন আগ্নেয় বলুন উড়ায় সেই ব্যক্তি।

[রাস্তার মধ্যে কোন বাজনা বা ধাতু বাজানের অপরাধের কথা।]

২৭। বাজনা বাজাওনের বিষয়ে প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি যে সময় ও যে স্থান সময়ক্রমে নিরূপণ করেন সেই সময় ও স্থান ছাড়া যে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সময়ে কি অন্য স্থানে কোন সরকারী রাস্তায় কোন বাজনা বা শব্দকারি বস্তু বা পিতলের বা ধাতুর কোন দ্রব্য পিটায় বা বাজায় সেই ব্যক্তি।

[ছাপা কাগজ লট্‌কাওনের বা অন্য প্রকারে ঘরপ্রভৃতি বিরূপ করণের অপরাধের কথা।]

২৮। উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের বা তাঁহারদের চাকর বিনা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এমারৎ বা দেওয়াল কি বেড়া বা তক্তার উপর কোন ছাপা কাগজ বা এস্তেলানামা কি অন্য কোন কাগজ লট্‌কায় অথবা যে কেহ এমারৎ প্রভৃতির মালিক বা দখীলকারের অনুমতি বিনা কোন এমারৎ কি দেওযাল বা বেড়া বা তক্তার উপর কিছু লেখে কি তাহা বিরূপ করে কি খড়ির কি রঙ্গের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে তাহাতে কোন দাগ দেয় সেই ব্যক্তি।

[অস্বাস্থ্যজনক খাদ্য দ্রব্যপ্রভৃতি দৃষ্টিগোচরে রাখিবার অপরাধের কথা।]

২৯। যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত শহরের সীমার মধ্যে যে পশু বা পশুর শব কি মাংস কি মুরগিপ্রভৃতি বা বন্য পক্ষী কি গোস্ত বা মৎস্য কি শবজি পচা এবং অস্বাস্থ্যজনক আছে এবং মনুষ্যের আহারের অনুপযুক্ত এমত পশুপ্রভৃতি দৃষ্টিগোচরে রাখে বা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি।

[রাস্তার মধ্যে পশু জবাই করিবার অপরাধের কথা।]

৩০। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন পশু বা ভেড়া বা শূকর কি অন্য জন্তু কোন সরকারী রাস্তায় কি সেই রাস্তার এমত নিকটে জবাই করে কি টুকরা২ করে যে তাহার দ্বারা কোন রক্ত কি ময়লা কি অন্য দ্রব্য ঐ রাস্তায় বহে কি গড়াইয়া যায় সেই ব্যক্তি।

[বাজার অপরিষ্কার প্রভৃতি রাখণের অপরাধের কথা।]

৩১। যে প্রত্যেক সরকারী হাট বা বাজার কি কসাইখানার মালিক বা দখীলকার কি ইজারদার হইয়া ঐ হাটপ্রভৃতি ময়লা ও অপরিষ্কাররূপে রাখে বা রাখিতে দেয় এবং উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কিম্বা তাঁহারদের সরবেয়র কিম্বা

ওবর্সিয়র কি বাজারের ইনস্পেকটরের এত্তেলা পাওনের দুই দিন পরে ঐ বাজার বা হাট কি কসাইখানা উপযুক্তমতে পরিষ্কার করাইতে এবং তাহার ময়লা উঠাইয়া ফেলিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে সেই ব্যক্তি।

[শহরের মধ্যে শূকরপ্রভৃতি রাখিবার অপরাধের কথা।]

৩২। যে প্রত্যেক ব্যক্তি শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় বা বাটীতে কি বাহিরের ঘরে কি উঠানে কিম্বা ভূমিতে কোন শূকর কিম্বা কুড়ি ভেড়া বা বকরী শৃঙ্গি পশুর অধিকরাখে সেই ব্যক্তি।

[নদীতে স্নানের স্থান নিযুক্ত করিবার কথা।]

৪২ ধারা।

প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা হুগলী নদীর কলিকাতার তীরে কোনং সরকারী ঘাট স্নানের স্থানের ন্যায় ব্যবহার হওনার্থে আপনারদের বিবেচনামতে নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত ঘাটে জিনিস অথবা বাণিজ্যদ্রব্য নামানের দ্বারা কি কোন প্রকার নৌকাপ্রভৃতি তথায় নোঙ্গর করণের দ্বারা বা প্রকারান্তরে লাগাওন কিম্বা রাখনের দ্বারা ঐরূপ কোন ঘাটে স্নানকারি ব্যক্তিরদের অবরোধ করে বা ক্লেশ দেয় সেই ব্যক্তির অপরাধ জষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার অথবা ঐ জষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[কমিস্যনরেরা ও প্রধান মাজিষ্ট্রেট রাস্তায় রোশনাই করিবার অনুমতি দিবার কথা।]

৪৩ ধারা।

প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতিক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা আপনং বিবেচনাক্রমে পূজা কি উৎসবের সময়ে সহরের রাস্তায় রোশনাই করিবার জন্যে তাহার উপর দীপ দিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী রাস্তার পার্শ্বে কোন খুঁটি বসাইতে অনুমতিপত্র দিতে পারেন। এবং যে কোন ব্যক্তি সেক্রেটারী সাহেবের অথবা সরবেয়রের দস্তখৎকরা কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে এক অনুমতিপত্র না পাইয়া কোন কারণে ঐরূপ কোন খুঁটী পোতে কি ঐরূপ কোন দীপ বসায় সেই ব্যক্তির অপরাধ জষ্টিস অপ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং সেই টাকা না দিলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হইবেক ইতি।

[কসাইখানা রেজিষ্টরী করিবার কথা। রেজিষ্টরী না করণের দণ্ডের কথা।]

৪৪ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে সরকারী হাট বা কোন বাজার কি কসাইখানার মালিক বা দখীলকার কি ইজারদার হয় সেই ব্যক্তি ঐ হাট কি বাজার কি কসাইখানা কমিস্যনর সাহেবেরদের দফ্তরখানায় রেজিষ্টরী করাইবেক এবং ঐ স্থানের সাধারণ বৃত্তান্ত ও তাহার পরিমাণ ও তাহার মধ্যে যত দোকান ও মাচা থাকে ও তাহার মধ্যে যে না না প্রকার জিনিস বিক্রয়ার্থে থাকে তাহা ঐ রেজিষ্টরীর মধ্যে লিখিবেক। এবং যদি সেই ব্যক্তি তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার অথবা ক্রটি করে তবে তাহার অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে ঐ ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেই টাকা না দিলে এক মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[কমিস্যনরপ্রভৃতির অনুমতি বিনা শহরের মধ্যে নূতন কসাইখানা করিবার বা ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা।]

৪৫ ধারা।

এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে যে স্থান কসাইখানারূপে ব্যবহার ও দখল ছিল না এবং তদবধি অনবরত সেইরূপ ব্যবহার না হইয়া আসিতেছে এমত স্থান নির্ম্মাণার্থে অথবা কসাইখানারূপে ব্যবহার ও দখল করণার্থে কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে যাবৎ পাট্টা না পাওয়া যায় তাবৎ কসাইখানারূপে ব্যবহার কি দখল হইবেক না। এবং ঐ সীমার মধ্যে যে স্থান এই আইন জারী হওনের সময়ে কসাইখানারূপে ব্যবহার না ছিল এবং তদবধি অনবরত ব্যবহার না হইয়া আসিতেছে এমত স্থান যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টা না পাইয়া কসাইখানার ন্যায় ব্যবহার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবেক এবং সেই টাকা না দিলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[চামড়ার কারখানা ও বাজারপ্রভৃতিতে প্রচুর নরদমা করিবার কথা।]

৪৬ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে কোন হাট বা বাজার কি চামড়ার কারখানা কিম্বা কসাইখানার প্রত্যেক মালিক কি দখীলকার বা ইজারদারদিগের প্রতি হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেবেরা যত নরদমা ও হাটপ্রভৃতির মধ্যে থাকা উপযুক্ত বোধ করেন

তত নরদমা রাখে এবং ঐ হাটপ্রভৃতির মেজিয়া এবং নরদমা পাতর কি ইটেতে নির্ম্মাণ করিবেক এবং কমিস্যনর সাহেবেরদের বিবেচনায় ঐ সমস্ত হাটপ্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনকরূপে রাখিবার জন্যে যত জলের আবশ্যক হয় তত জল ঐ মালিকপ্রভৃতি সেখানে প্রস্তুত রাখিবেক। এবং উক্ত কোন বিষয়ে ঐ হাট কি বাজার বা চামড়ার কারখানা কি কসাইখানা দোষ থাকন বিষয়ে সরবেয়র অথবা ওবর্সিয়র অথবা বাজারের ইনস্পেকটর তাহাকে এত্তেলা দেওনের চারি সপ্তাহের পর যদি ঐ বাজারপ্রভৃতির মালিকপ্রভৃতি তাহার প্রতিকার না করে তবে ঐ ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেই টাকা না দেওয়া গেলে দুই মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[নূতন চামড়ার কারখানাপ্রভৃতি শহরের মধ্যে স্থাপনের দণ্ডের কথা।]

৪৭ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে যে কোন নূতন চামড়ার কারখানা বা অন্য কারখানাহইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় কি লোকদিগের অস্বাস্থ্য হয় এইমত কারখানা স্থাপন করে সেই ব্যক্তির ঐ অপরাধ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেই টাকা না দিলে দুই মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[উত্তর কালে দ্বার ভিতরে খুলিবার এবং যে দ্বার বাহিরে খোলে তাহা কমিস্যনরের দ্বারা মতান্তর করণের কথা।]

৪৮ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে যে সকল দ্বার ও ফটক স্থাপন হয় এবং কোন রাস্তার উপর খোলে তাহা এইমত ঝুলাইতে বা রাখিতে হইবেক যে তাহা বাহিরের দিগে না খোলে। এবং যদি এইরূপে কোন দ্বার বা ফটক এইমত ঝুলান বা রাখা যায় যে তাহা কোন রাস্তার উপর বাহিরের দিগে খোলে তবে সেই ঘর বা এমারৎ বা উঠান কি ভূমির দখীলকার তদ্বিষয়ে কমিস্যনর সাহেবের স্থানে এত্তেলা পাইলে পর আট দিবসের মধ্যে তাহা এমত মতান্তর করাইবেক যে তাহা আর বাহিরের দিগে না খোলে। এবং যদি সেই ব্যক্তি তাহা না করে তবে কমিস্যনর সাহেবেরা সেইরূপ তাহা মতান্তর করিতে পারেন এবং সেইরূপ মতান্তর করণের খরচ ঐ দখীলকার কমিস্যনর সাহেবকে দিবেক এবং তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার স্থানে আদায় হইতে পারে। এবং

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যদি ঐরূপ কোন দ্বার বা ফটক এইরূপ ঝুলান ছিল যে তাহা কোন রাস্তার উপর বাহিরের দিগে খোলে তবে কমিস্যনর সাহেবেরা তাহা এইরূপে মতান্তর করিতে বা মতান্তর করাইতে পারেন যে তাহা খোলা হইলে তাহার কোন ভাগ সরকারী কোন রাস্তার উপর না ঝুঁকে ইতি।

[ঘরের নম্বর তাহাতে দেওনের কথা।]

৪৯ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে কোন ঘরের মালিক বা দখীলকার হয় সেই ব্যক্তি আপন খরচে ঐ বাটির বা তাহার ফটকের বাহিরে রাস্তার দিগে সকলের দৃষ্টিগোচর স্থানে টাক্সের বহীতে যে নম্বর লেখা আছে সেই নম্বর লট্কাইবেক এবং আর কোন নম্বর লট্কাইবেক না। এবং ঐ নম্বর যাহাতে সহজে পাঠ হইতে পারে এমত অঙ্কেতে লেখা যাইবেক এবং ঐ অঙ্ক অন্যূন তিন বুরুল লম্বা হইবেক। এবং যে কোন ব্যক্তি এই আইন জারী হওনের তিন মাস পরে ঐরূপ নম্বর লট্কাইতে ক্রুটি অথবা অস্বীকার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

[দখীলকারেরা রাস্তার মধ্যে আপন২ ফটকে উজ্জ্বল দীপ দিবার কথা।]

৫০ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে যে ঘরের মাসে মোট সত্তরি টাকা এবং তাহাহইতে অধিক ভাড়ার টাক্স দেওয়া যায় এমত প্রত্যেক ঘরের দখীলকার আপনার খরচে আপনার ঘরের বাহিরে সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে অথবা যদি সেই ঘর উঠানের মধ্যে থাকে তবে রাস্তার উপর তাহার ফটকের বাহিরে কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতি ও সম্মতি হওয়া নমুনার মত এক ল্যাম্প অর্থাৎ দীপ দিবেক। এবং ঐ দখীলকার সমস্ত রাত্রিতে ঐ দীপে এক উত্তম ও প্রচুর আলো স্থাপন করিবেক এবং রাখিবেক এবং এই আইন জারী হওনের পর তিন মাস অতীত হইলে যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ঐরূপ দীপ রাখিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করে অথবা উক্ত তিন মাস অতীত হওনের পর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্তমতে উত্তম ও প্রচুর আলো রাখিতে ক্রুটি কি অস্বীকার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

[অপরাধ পুনর্ব্বার করিবার বিষয়ি বিধির কথা।]

৫১ ধারা।

এই আইনের বিধির অনুসারে যখন কোন ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে এবং ঐরূপ দোষ সাব্যস্ত হওনের পর সাত দিবসের মধ্যে ঐ ব্যক্তি যে অপকারক

বিষয়ে অপরাধী হইয়াছিল তাহা নিবৃত্ত না করে অথবা যে অপরাধে দোষী হইয়াছিল সেই অপরাধ হইতে ক্ষান্ত না হয় তখন সেই ব্যক্তি ঐ অপকারক বিষয় অথবা অপরাধের বিষয়ে এই আইনে যে জরীমানা ও দণ্ড নিরূপণ আছে পুনর্ব্বার তাহার যোগ্য হইবেক এবং এই আইনানুসারে পুনর্ব্বার দোষীকৃত বা দণ্ড্য হইতে পারে। এবং যেং গতিকে এই আইনের বিধির অনুসারে এই আইনের দ্বারা নিরূপিত জরীমানার যোগ্য হওনের পূর্ব্বে অপরাধিদিগকে অবরোধকারি বা অপকারক বস্তু উঠাইয়া লইবার এত্তেলা দিতে হয় সেইং গতিকে যদি সেই ব্যক্তি একবার এত্তেলা পাইলে পুনর্ব্বার দোষীকৃত হয় এবং পুনর্ব্বার এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করে তবে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত এত্তেলা পুনর্ব্বার দিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু ঐ ব্যক্তিদিগের নামে একেবারে সমন হইতে পারে ইতি।

[কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারকদিগের প্রতিবন্ধকতা করণের কথা।]

৫২ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের বা তাঁহারদের কোন এক জনের বা তাঁহারদের সেক্রেটারীর কি সরবেযরের অথবা অন্য কর্ম্মকারকের কি এই আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারদের দ্বারা নিযুক্ত কোন কারিগরের কিম্বা এই আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারা যে কোন ব্যক্তির বা সমাজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বা সমাজের অথবা এই আইনক্রমে তাঁহারদের একেং যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা কার্য্য করিতে হুকুম কিম্বা ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ অথবা সম্পন্ন করণার্থে তাঁহারদের দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তির জানিয়া শুনিয়া প্রতিবন্ধকতা করে কি তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক অথবা যে জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিল সেই সাহেবের বিবেচনাক্রমে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমে বা তাহাবিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[তিন মাসের মধ্যে কোন নালিশ না হইলে কোন ব্যক্তি দণ্ডের যোগ্য না হইবার কথা।]

৫৩ ধারা।

ঐরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার বিষয়ি নালিশ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে অব্যবহিত তিন মাসের মধ্যে না করা যায় তবে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি এই আইনের শক্তিক্রমে নির্দ্দিষ্ট কোন জরীমানা বা গুনাহগারী দেওনের যোগ্য

হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার মধ্যের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন রাস্তা বা ভূমির মধ্যে কি তাহার উপর যে কোন অবরোধ করা যায় কি যে কিছু গাঁথা যায় তাহা উঠাইতে অথবা তাহার বিষয়ি কোন জরীমানা বা গুনাহগারী কোন সময়ে নিরূপণ বা আদায় করণের নিবারণ হইল ইতি।

[যেরূপ ক্ষতি পূরণ ও খরচ ও খরচ নির্ণয় হইবেক তাহার কথা।]

৫৪ ধারা।

যে সকল গতিকে কোন ক্ষতি পূরণের টাকা বা খরচা কি খরচ এই আইনের দ্বারা দিবার হুকুম আছে এবং ঐ টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণের এবং তাহা আদায় করণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই সেইং গতিকে যেরূপে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনক্রমে সালিসীর দ্বারা কার্য্যকরা নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে ঐ বিবাদি টাকার সংখ্যা সালিসীর দ্বারা নির্ণয় ও নির্দ্দিষ্ট হইবেক। এবং যদি উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি দুই জন সালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হইতে পারে অথবা যদি সালিসেরা পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ফয়সলা না করেন তবে কলিকাতার কোন দুই জন জুষ্টিস সাহেবের দ্বারা ঐ টাকার সংখ্যা নির্ণয় হইবেক। এবং সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট টাকা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের দ্বারা অথবা অন্য যে ব্যক্তির সেই টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা যদি দাওয়া হওনের পর সাত দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই টাকা কর্জের নালিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে আদায় হইতে পারে ইতি।

[অপরাধের সংক্ষেপ বিবরণ কমিস্যনরেরদের প্রকাশ করণের কথা।]

৫৫ ধারা।

উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কর্ম্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা যেং অপরাধের জন্যে জরীমানা অথবা দণ্ড নিরূপণ আছে সেই নানা অপরাধের সংক্ষেপ বিবরণ এবং ঐরূপ প্রত্যেক জরীমানা ও দণ্ডের সংখ্যা তাঁহারা প্রকাশ করিবেন এবং ঐং বিবরণ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় একটা তক্তার উপরে রঙ্গ দিয়া লিখিবেন অথবা কাগজের উপর ছাপাইয়া এক তক্তার উপর লেয়াই দিয়া বসাইবেন এবং ঐ তক্তা উক্ত কমিস্যনর সাহেবের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন অথবা বসাইবেন। এবং যখন ঐরূপ কোন জরীমানা কোন বিশেষ স্থানের বিষয়ে খাটে তখন যে বিশেষ স্থানে ঐ জরীমানা অর্শে বা সম্পর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্ত্তি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সেইরূপ তক্তা লটকাইবেন ইতি।

[যে সকল জরীমানার বিষয়ে অন্য নিয়ম নাই তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা আদায় হইবার কথা। কার্য্যের নিয়মের কথা।]

৫৬ ধারা।

এই আইনক্রমে যে কোন জরীমানা বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট আছে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে কোন সাধারণ ব্যক্তির নরদমা বা মোরী বা দরওয়াজা কি অন্য বিষয়ে উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের যে কোন খরচ লাগিয়াছে যদি তাহা আদায় করণের অন্য কোন প্রকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে আদায় হইতে পারে। এবং ঐরূপ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হওনার্থ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথবা তাহার সামান্যতঃ বাস স্থান বা শেষে জ্ঞাত হওয়া বাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইয়াছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথবা হাজির না হইলে সমন রীতিমত জারী হওনের প্রমাণ হইলে ঐ জুষ্টিস সাহেব এই নালিশ শুনিতে পারেন। এবং ঐ নালিশ লিখনের দ্বারা দাখিল হইবেক। এবং নালিশগ্রস্থ ব্যক্তির কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির শপথ বা সুকৃতিক্রমে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে অথবা ঐ খরচা হওনের প্রমাণ হইলে ঐ জুষ্টিস সাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে সমনহওয়া ব্যক্তিকে দোষী করিতে পারেন এবং সেই অপরাধী সেইরূপে দোষীকৃত হইলে ঐ জুষ্টিস সাহেব এমত হুকুম করিতে পারেন যে এই আইনের বিধির অনুসারে নিরূপিত জরীমানা বা গুনাহগারী দিবেক অথবা দণ্ড ভোগ করিবেক এবং তদতিরিক্ত তাহাকে দোষী করণেতে যে খরচা লাগিয়াছে তাহার মধ্যে যত ঐ জুষ্টিস সাহেব উচিত বোধ করেন তত ঐ ব্যক্তি দিবেক এবং ঐরূপ হুকুমহওয়া জরীমানা অথবা গুনাহগারী এবং খরচা তাহার জিনিস ক্রোক করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

[ক্রোক করণের রীতির কথা।]

৫৭ ধারা।

এই আইনের মধ্যে যদি কোন টাকা জরীমানাস্বরূপ বা প্রকারান্তরে ক্রোকের দ্বারা আদায় করণের হুকুম হয় তবে সেই টাকা যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এবং সেই দেনা টাকা ও ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে ঐ জিনিস ও সম্পত্তির উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক। অথবা তাহার জিনিস ক্রোক ও বিক্রয় না করিয়া কিম্বা এই

আইনের বিধির অনুসারে যে কোন জরীমানা বা গুনাহগারীর হুকুম হয় অথবা যে খরচা লাগিয়াছে তাহার সমুদয় বা কোন ভাগ ক্রোকের দ্বারা যদি আদায় না হয় তবে ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা বা তাঁহারদের এক কি ততোধিক জন উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তি ঐ জরীমানা বা গুনাহগারী কি খরচা বা তাহার কোন ভাগ দেওনের যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির নামে কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে নালিশ করিতে আপনারদের সেক্রেটারী বা অন্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারেন। এবং যদি ঐ মোকদ্দমায় কোন খরচা লাগে এবং যদি তাহা সেই মোকদ্দমায় উসুল না হয় তবে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে আদায় হওয়া টাক্সহইতে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

[বেদাঁড়াপ্রভৃতিপ্রযুক্ত কোন ক্রোক বেআইনী না হইবার কথা।]

৫৮ ধারা।

এই আইনের শক্তিক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা সমনে বা দোষ সাব্যস্ত করণে বা ক্রোকী পরওয়ানাতে কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যেতে কোন দোষ বা বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া বেআইনী জ্ঞান হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি "এসপাসের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এবং সেই ব্যক্তি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করিলে তৎপ্রযুক্ত আদৌ "এসপাসের" দোষী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ঐ দোষ অথবা বেদাঁড়া কর্ম্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সকল ব্যক্তি সেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার সেই বিষয়ের নালিশক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে পাইতে পারে ইতি।

[জরীমানা যেরূপে ব্যয় হইবেক তাহার কথা।]

৫৯ ধারা।

যে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন জরীমানা বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট হয় সেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষয়ে অন্য প্রকারে কোন নিয়ম না থাকিলে সেই জুষ্টিস সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক অথবা তাহাহইতে কম গোয়েন্দাকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং অবশিষ্ট কি সমুদয় কমিস্যনর সাহেবদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এবং তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে ঐ টাকা এই আইনের অভিপ্রায়েতে খরচ করিবেন এবং ঐ জুষ্টিস সাহেব তন্নিমিত্ত সেই টাকা উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সেক্রেটারীকে দিতে হুকুম করিবেন এবং সেক্রেটারীর রসীদ যে ব্যক্তির সেই টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তির প্রতি উত্তম ও মাতবর ফারখৎ হইবেক ইতি।

[যাহারা জরীমানার যোগ্য হয় তাহারা আরো কমিস্যনরেরদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার কথা।]

৬০ ধারা।

যে কোন কর্ম্ম কি ক্রুটী বা কসুরের দ্বারা কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে নির্দ্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইয়াছে এইমত কর্ম্মপ্রভৃতিপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সম্পত্তির কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা দিবেক এবং তদতিরিক্ত সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক। এবং যদি সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহা কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে অথবা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে কর্জ্জের নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

[জুষ্টিস সাহেবেরদের সাক্ষির তলব করিবার ক্ষমতার কথা। হাজির না হইবার কথা।]

৬১ ধারা।

যে কোন বিষয়ে এই আইনের নিয়মানুসারে জুষ্টিস অপ দি পীস সাহেবের এলাকা থাকে সেই বিষয়ে জুষ্টিস অপ দি পীস সাহেব কোন ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং যে সময়ে ও যে স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ সমনে লেখা থাকিবেক এবং সেই বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্থে তাহাকে শপথ করাইতে বা তাহার স্থানে সুকৃতি লইতে পারেন। এবং যদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলব হয় এবং দূরত্ব বা কারণান্তরপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আইনেরমতে আপনার যে খরচার জন্যে যথার্থ দাওয়া করিতে পারে তাহার সেই খরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিবী টাকা দেওয়া যায় বা দিবার প্রস্তাব হয় এবং সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকৃত হয় বা ক্রুটী করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইয়া ঐ জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে আইনানুসারে শপথ বা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনামতে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক ইতি।

[এই আইনের কথার অর্থের বিষয়ের কথা।]

৬২ ধারা।

এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত কথা ও উক্তির যে নানা অর্থ ইহার দ্বারা নিরূপন হই[illegible] সেই বিষয়ে অথবা তাহার পুর্ব্বাপর কথায় সেই অর্থ করণের

বিরুদ্ধ কিছু না থাকে তবে সেই২ কথা ও উক্তির সেই২ অর্থ হইবেক। বিশেষতঃ যে কথা এক বচনে লেখা গিয়াছে তাহাতে বহু বচনের অর্থও বুঝাইবেক এবং যে কথা বহু বচনে লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচনেও হইবেক এবং যে কথা পুংলিঙ্গ আছে তাহা স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক। এবং "ব্যক্তি" এই কথা বহু জন-বিশিষ্ট বা চার্টরপ্রাপ্ত এক জনের সমাজ বুঝাইবেক। এবং "শপথ ও সুকৃতি" এবং "ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা" এই কথা যখন অন্য কথায় সংযুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের দ্বারা বা ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের কোন আক্টের দ্বারা শপথের পরিবর্ত্তে যে কোন শপথ বা সুকৃতি কি অন্য প্রতিজ্ঞা আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও বুঝাইবেক। এবং "রাস্তা" এই কথা উক্ত শহরের মধ্যে কোন সরকারী চক বা আখড়া কি রাস্তা কিম্বা অঙ্গন বা সুড়িপথ কি পদব্রজে গমনোপযুক্ত পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পয়া বা খোলা পথ কি প্রবেশের স্থান বা অন্য কোন সাধারণ জায়গা বুঝাইবেক। এবং "ভূমি" এই কথা যেমন ভূমি বুঝায় তেমনি গৃহ ও এমারৎ ও দেওয়াল ও বাসা ও যে কোন প্রকার পাট্টাক্রমে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয় বুঝাইবেক এবং "উক্ত কমিস্যনর" এই কথা ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে নিযুক্ত হন বা কার্য্য করেন তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক এবং "মাস" এই কথা কালেণ্ডর মাস অর্থাৎ পূর্ণ মাস বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতার পোলীসের বিষয়ি আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও বসতির উত্তম রীতি ও সুশাসনের জন্যে যে নানা বিধি ও হুকুম ও আইন সময়ক্রমে হজুর কৌন্সেলে করা গিয়াছে এবং সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহা সংগ্রহ ও সংশোধন করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল।

রদহওয়া আইনের কথা।

১ ধারা।

১৮৩৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারা ও বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের বসতির উত্তম রীতি ও সুশাসনের জন্যে যেং বিধি ও হুকুম ও আইন পশ্চাৎ লিখিত নানা তারিখে হজুর কৌন্সেলে করা গিয়াছিল এবং সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হইয়াছিল তাহা রদ হইল। কিন্তু তাহার দ্বারা অন্য যে কোন বিধি ও হুকুম ও আইন রদ হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার বহাল হইবেক না ইতি।

রদহওয়া হুকুমের ফিরিস্তি।

কৌন্সেলে জারী হওনের তারিখ।		সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হওনের তারিখ।	
১৮১৪।	২৬ জুলাই।	১৮১৪।	১১ নবেম্বর।
১৮১৬।	১ মার্চ।	১৮১৬।	২৬ মার্চ
ঐ।	২৩ মার্চ।	ঐ।	১৩ আপ্রিল।
ঐ।	১৪ জুন।	ঐ।	৮ জুলাই।
ঐ।	১৯ অক্টোবর।	ঐ।	১২ নবেম্বর।
১৮১৭।	২৮ মার্চ।	১৮১৭।	২১ আপ্রিল।
১৮১৮।	১৩ জানুআরি।	১৮১৮।	৭ ফেব্রুআরি।
১৮১৯।	৯ জুলাই।	১৮১৯।	২২ অক্টোবর।
১৮২০।	২৪ মার্চ।	১৮২০।	১৭ আপ্রিল।
১৮২১।	২১ আগষ্ট।	১৮২১।	১৩ নবেম্বর।
১৮২৭।	৮ মার্চ।	১৮২৭।	২৭ আপ্রিল।

[স্ত্রী ও বালকদিগের ভরণপোষণের জন্যে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হুকুম দিতে পারিবার কথা।]

২ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির উপযুক্ত যোত্র অথবা কর্ম্ম থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি আপনার স্ত্রীর অথবা আপনার বিবাহিতাজাত অথবা জারজ সন্তানের উপযুক্তমতে ভরণপোষণ না করে এবং সেই ব্যক্তি আপনার কবুলক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির শপথক্রমে যদি কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সমক্ষে সেই অপরাধের দোষী হয় তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব ঐ ব্যক্তির প্রতি আপনার ঐ স্ত্রী ও সন্তান কিম্বা তাহার কোন এক জনের ভরণপোষণার্থে ঐ জুষ্টিস সাহেবের মাসিক যত টাকা ওয়াজীবী বোধ হয় তত টাকা দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং যদি সেই ব্যক্তি কোন এক মাস অথবা তাহাহইতে অধিক কাল সেই হুকুম না মানে তবে কোন জুষ্টিস সাহেব আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা ওয়ারণ্টের দ্বারা ঐরূপ দোষীহওয়া ব্যক্তিকে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় বিনা-পরিশ্রমে অথবা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট হরিণবাটীতে সমপূর্ণ দুই মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদের জন্যে কয়েদ করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

[চোরা মাল রাখণের বা লইয়া যাওনের অপরাধে দোষীকৃত ব্যক্তির দণ্ড হওনের যোগ্য হইবার কথা।]

৩ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তিকে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে আনা যায় এবং তাহার নামে এই নালিশ হয় যে যে কোন দ্রব্য চুরীহওন বা বেআইনীমতে প্রাপ্ত হওনের বিষয়ে যথার্থ শোবে হইতে পারে এমত দ্রব্য তাহার দখলে আছে অথবা তাহার জ্ঞাতসারে তাহার বাটীর মধ্যে আছে কি সেই ব্যক্তি কোন প্রকারে তাহা স্থানান্তর করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তি যেরূপে ঐ দ্রব্য পাইল তাহা ঐ জুষ্টিস সাহেবের খাতিরজমামতে কহিতে না পারে তবে সেই ব্যক্তি "মিসডিমীনর" অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং ঐ জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা উক্ত জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে সমপূর্ণ তিন মাসের অধিক না হয় এমত কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[যাহারদের দখলে চোরা মাল পাওয়া যায় তাহারদের তজবীজপ্রভৃতি করিবার কথা।]

৪ ধারা।

যখন কোন ব্যক্তিকে কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে আনা যায় এবং তাহার

নামে এই নালিশ হয় যে চোরা বা বেআইনীমতে প্রাপ্ত কোন জিনিস তাহার দখলে আছে অথবা তাহার জ্ঞাতসারে তাহার বাটীতে আছে কি তাহার দ্বারা স্থানান্তর করা গিয়াছে এবং সেই ব্যক্তি কহে যে আমি তাহা অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে পাইলাম অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে তাহা বহিতে আমি মুটিয়া অথবা মোশ্তার কি চাকরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলাম তখন ঐ জুষ্টিস সাহেব ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং আবশ্যক হইলে ঐ দ্রব্যের সাবেক প্রত্যেক খরীদার অথবা কল্পিত খরীদারকে বা তাহার পূর্ব্বে অন্য যে কোন ব্যক্তির দখলে তাহা ছিল তাহাকে আপনার সম্মুখে আনাইবেন এবং তাহার তজবীজ করিবেন এবং সেই বিষয়েতে শপথপূর্ব্বক সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবেন এবং যদি ঐ জুষ্টিস সাহেবের এইমত বোধ হয় যে সেই দ্রব্য ইহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির দখলে ছিল এবং সেই দ্রব্য চুরী অথবা বেআইনীমতে প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করিতে সেই ব্যক্তির উপযুক্ত কারণ ছিল তবে ঐ ব্যক্তি "মিসডিমীনরের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক এবং এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় সম্পূর্ণ তিন মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হইতে পারে। এবং যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল অথবা ধরা পড়িল সেই সময়ে ও স্থানে সেই দ্রব্য সেই ব্যক্তির দখলে ছিল এমত জ্ঞান হইবেক। এবং সেই জিনিস কোন মুটিয়া বা মোশ্তার কি চাকরের দখলে থাকিলে যে ব্যক্তি সেই জিনিস রাখিতে অথবা স্থানান্তর করিতে ঐ মুটিয়া বা মোশ্তার কি চাকরকে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তির দখলে সেই জিনিস ছিল এমত বোধ হইবেক ইতি।

[জিনিস চুরী বা বেআইনীমতে প্রাপ্ত হওনের শোবে হইলে জুষ্টিস সাহেব তালাশীর পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা।]

৫ ধারা।

যদি কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে শপথপূর্ব্বক এমত এজহার করা যায় যে চুরীহওয়া বা বেআইনীমতে প্রাপ্ত কোন দ্রব্য কোন বসত বাটি বা এমারৎ কি অন্য স্থানে লুক্কায়িত হওনের অথবা ন্যস্ত হওনের শোবে করণের উপযুক্ত কারণ আছে তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব পোলীসের কোন আমলা অথবা বরকন্দাজকে আপনার দস্তখৎকরা এক বিশেষ ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা দিতে পারেন এবং যদি সেই ওয়ারণ্টে তালাশী লওনের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ ওয়ারণ্টক্রমে দিবাভাগে অথবা রাত্রির কোন সময়ে ঐ বসতবাটী বা এমারৎ কি অন্য স্থানে প্রবেশ করা যাইতে পারে এবং তাহার তালাশী হইতে পারে এবং ঐ জুষ্টিস সাহেবের আবশ্যক বোধ হইলে তিনি ঐ পোলীসের আমলা বা বরক-ন্দাজকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে ঐ আমলা বা বরকন্দাজ (আপনার প্রাপ্ত

ঐ ক্ষমতা জ্ঞাত করিলে পর) যে সাহায্যের প্রযোজন বোধ হয় সেই সাহায্য লইয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া বা প্রকারান্তরে ঐ বসতবাটীপ্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেন। এবং যদি ঐরূপ তালাশী করণেতে ঐরূপ কোন দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ঐ আমলা বা বরকন্দাজ তাহা কোন জুষ্টিস সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন অথবা যাবৎ অপরাধিদিগকে কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে লইয়া না যাওয়া যায় তাবৎ ঐ স্থানে তাহা চৌকী দিয়া রাখিবেন অথবা প্রকারান্তরে তাহা কোন নির্বিঘ্ন স্থানে রাখিবেন। এবং আরো ঐ ঘরে অথবা স্থানে পাওয়া যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে এমত বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চুরী বা প্রকারান্তরে বেআইনীমতে প্রাপ্তহওনের বিষয় জানিয়া কি শোবে করণের কারণ থাকিতে ঐ দ্রব্য তাহার জ্ঞাতসারে সেই খানে রাখা গিয়াছিল এমত ব্যক্তিকে গ্রেস্তার করিবেন এবং ঐ জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে লইয়া যাইবেন ইতি।

[কোন২ গতিকে পরওয়ানাবিনা চোরা মালের জন্যে ঘর তালাশীর ক্ষমতার কথা।]

৬ ধারা।

যদি কলিকাতার পোলীসের কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বা ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা ইনস্পেক্টরকে এমত সম্বাদ দেওয়া যায় যে কোন চোরা মাল কোন বসতবাটী বা অন্য স্থানে লুক্কায়িত অথবা ন্যস্ত হওনের বিষয়ে শোবে করণের উপযুক্ত কারণ আছে এবং যদি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বা ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ইনস্পেক্টরের ইহা বিশ্বাস করণের উপযুক্ত কারণ থাকে যে তালাশী পরওয়ানা আনাইতে যে বিলম্ব হইবেক তৎপ্রযুক্ত ঐ মাল সরাওণের সম্ভাবনা আছে তবে উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বা ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ইনস্পেক্টর আপনার পদের ক্ষমতাক্রমে যে বিশেষ মাল চুরী হইয়াছে কথিত হয় তজ্জন্যে নির্দ্দিষ্ট বাটী ও স্থান তালাশী করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে জিনিস চুরী হইয়াছে বা হারাণ গিয়াছে তাহার এক তালিকা দিতে হইবেক এবং তাহা লিখিতে হইবেক এবং এমত এজহার করিতে হইবেক যে এক চুরী হইয়াছে এবং সম্বাদদেওনিয়ার ইহা বিশ্বাস করণের উপযুক্ত কারণ আছে যে ঐ দ্রব্য অমুক ঘরে কি অমুক স্থানে ন্যস্ত হইয়াছে। এবং আরো জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির জিনিস হারাণ গিয়াছে সেই ব্যক্তি অথবা তাহার প্রতিনিধি তালাশীর সময়ে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টপ্রভৃতির সঙ্গে যাইবেক ইতি।

[যেং গতিকে চোরা সম্পত্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক মূল্যের হয় সেইং গতিকে ১৮৩৯ সালের ২১ আইন এবং ১৮৪২ সালের ৩ আইন খাটীবার কথা।]

৭ ধারা।

১৮৩৯ সালের ২১ এবং ১৮৪২ সালের ৩ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ

করণের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ হয় যে সম্পত্তি চুরী করণের বিষয়ে আসামীর নামে নালিশ হয় তাহার মূল্য যদি শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের বোধে পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে সেই সকল ব্যক্তির ঐ শহরের কোন জুষ্টিস সাহেবের দ্বারা বিচার হইতে পারে এবং উক্ত দুই আইনে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং কুড়ি টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরী করণের বিষয়ে যাহারদের নামে নালিশ হয় তাহারদের বিচার ও দোষী করণার্থ ও দণ্ড দেওনার্থে ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের (পূর্ব্বোক্ত ৮ ধারা বর্জ্জিত) এবং ১৮৪২ সালের ৩ আইনের যে সকল ক্ষমতা উক্ত কোন জুষ্টিস সাহেবকে দেওয়া গিয়াছিল বা নিরূপণ হইয়াছিল সেই সকল ক্ষমতা এবং উক্ত দুই আইনের (পূর্ব্বোক্ত বিষয় বর্জ্জিত) সকল বিধি জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় পঞ্চাশ টাকা মূল্যের অনধিক সম্পত্তি চুরী করণের বিষয়ে যাহাদের নামে নালিশ হইয়াছে তাহারদিগের বিচার ও দোষী ও দণ্ড করণের বিষয়ে বিস্তার হইবেক ও খাটিবেক ইতি।

[চোরা মালের মূল্য পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে ঐ চোরা মাল লওনের অপরাধের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২১ আইন এবং ১৮৪২ সালের ৩ আইন খাটাইবার কথা।]

৮ ধারা।

জিনিস অথবা টাকা চোরা জানিয়া ফেলোনিরূপে গ্রহণ করণের অপরাধের বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হয় যদ্যপি চোরা অথবা গ্রহণ হওয়া সম্পত্তির মূল্য জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে সেই ব্যক্তির কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা বিচার হইতে পারে। এবং ঐ প্রকার যে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় সম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং জিনিস বা টাকা চোরা জানিয়া তাহা ফেলোনিরূপে গ্রহণ করণের অপরাধে এই ধারাক্রমে যাহার নামে নালিশ হয় তাহার বিচার ও দোষীকৃত করণের ও দণ্ড দেওনের বিষয়ে ১৮৪২ সালের ৩ আইন এবং (পূর্ব্বোক্ত ৮ ধারা বর্জ্জিত) ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের সকল ক্ষমতা ও বিধি যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ জুষ্টিস সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তি দ্রব্য চোরা জানিয়া তাহা গ্রহণ করণের অপরাধে ইহার পূর্ব্বে দোষীকৃত হইয়াছিল অথবা ঐ ব্যক্তির ঐরূপ চোরা দ্রব্য লওনের ব্যবহার আছে তবে জুষ্টিস সাহেব ঐ ব্যক্তিকে সুপ্রিম কোর্টে বিচার হওনার্থে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

[কোনং ফেলোনির অপরাধ করণের সহকারি ব্যক্তিরদের সরাসরী-রূপে দোষীকৃত করণের কথা।]

৯ ধারা।

যে ফেলোনি কোন জুষ্টিস সাহেব বা সাহেবদিগের সম্মুখে সরাসরীমতে সাব্যস্ত হইলে দণ্ডনীয় হয় এমত ফেলোনির কর্ম্ম হওনের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন ব্যক্তি সহকারী ছিল সেই ব্যক্তি আপনার কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিদিগের শপথক্রমে ঐ জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে বিচার ও দোষীকৃত হওনের যোগ্য হইবেক এবং দোষ সাব্যস্তকরণিয়া জুষ্টিস সাহেব এমত সহকারী কোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদের দণ্ডের হুকুম করিতে পারেন অথবা আপনার বিবেচনামতে অপরাধির বিচার স্বয়ং না করিয়া সুপ্রিম কোর্টে অথবা তাহার বিচার করিতে অন্য যে কোন আদালতের ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে তাহাকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিতে পারেন ইতি।

[বালকদিগের দণ্ডের কথা।]

১০ ধারা।

ষোল বৎসরের কমবয়স্ক কোন বালকের যখন ১৮৩৯ সালের উক্ত ২১ আইনানুসারে পাতি চুরীর অপরাধের বিষয়ে অথবা এই আইনক্রমে জিনিস বা দ্রব্য চোরা জানিয়া তাহা ফেলোনিরূপে গ্রহণ করণের বিষয়ে অথবা যে ফেলোনি জুষ্টিস সাহেবদিগের সম্মুখে সরাসরীমতে সাব্যস্ত হইলে দণ্ডনীয় হয় এইমত ফেলোনির বিষয়ে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে দোষীকৃত হয় তখন ঐ জুষ্টিস সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে কয়েদের হুকুম না দিয়া লঘু বেত্রের পনের আঘাতের অনধিক শারীরিক শাস্তি দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

[যে মারিপীট বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ বা অন্য যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় তাহার মোকদ্দমার কথা।]

১১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি উক্ত শহরের মধ্যে কোন মারিপীট করে অথবা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে কি বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির অন্য কোন ক্ষতি করে এবং তাহা ফেলোনির অপরাধ না হয় সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরী-মানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জুষ্টিস সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে

তাহারদিগের ঐ ক্ষতি পূরণার্থে ঐ জরীমানা সমুদয় বা তাহার কতক অংশ তাহারদিগকে দিতে হুকুম করিতে পারেন অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ চারি মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[সম্প্রতি মারিপীট করণের অপবাদিত ব্যক্তি ঐ মারিপীট পোলীসের সাক্ষাৎ না হইলেও পোলীসের দ্বারা ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেফ্তার হইতে পারিবার কথা।]

১২ ধারা।

যদি উক্ত শহরের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে এই নালিশ করে যে ঐ ব্যক্তি অতি ঘোরতর মারিপীট করিয়াছে এবং যদি ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা পোলীসের ইনস্পেক্টর ইহা বিশ্বাস করণের উপযুক্ত কারণ দেখেন যে ঐ ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা পোলীসের ইনস্পেক্টরের সম্মুখে যদ্যপি সেই মারিপীট না হইয়া থাকে তথাপি ঐ প্রকার মারিপীট নিতান্ত হইয়াছে এবং অপরাধ অল্প কাল পূর্ব্বে হওয়াপ্রযুক্ত অপরাধিকে হাজির করাইবার জন্যে ওয়ারণ্ট পাওয়া যাইতে পারিল না তবে সেই ব্যক্তিকে কোন ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা পোলীসের ইনস্পেক্টর ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারেন অথবা তাহাকে গ্রেফ্তার করিতে কোন বরকন্দাজকে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

[বিবাহিতা স্ত্রী অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্কা বালিকাকে বেআইনীমতে লওন বা ফুসলিয়া লওনের কথা।]

১৩ ধারা।

যদি কোন জুষ্টিস সাহেবের নিকটে এই নালিশ হয় যে ঐ শহরনিবাসি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর ইচ্ছার বিপরীতে তাহাকে বেআইনীমতে আপনি লইয়াছে বা অন্যের দ্বারা লইয়াছে অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্কা কোন বালিকার স্বামী বা পিতা কি মাতা কিম্বা সংসারাধ্যক্ষ বা অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ বালিকার আইনমতে কায়দার বা রাখণের কি বিদ্যা শিখাওনের বা শাসনের ভার থাকে সেই ব্যক্তির ইচ্ছার বিপরীতে ঐ বালিকাকে বেআইনীমতে ঐ স্বামীপ্রভৃতির দখল বা আশ্রয়হইতে আপনি লইয়াছে বা অন্যের দ্বারা লইয়াছে বা ফুসলিয়া লইয়াছে এবং ঐ স্ত্রী কিম্বা বালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করণের জন্যে অথবা বেশ্যা করিবার অভিপ্রায়ে কি কুমারিত্ব নাশ করণের জন্যে কিম্বা তাহার বিবাহ দেওনের জন্যে ঐরূপ কর্ম্ম করিয়াছে তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব এইমত হুকুম দিতে পারেন যে ঐ স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করা যায় অথবা ঐ বালিকাকে আপনার স্বামী বা পিতা কি মাতা বা

[কোনং ফেলোনির অপরাধ করণের সহকারি ব্যক্তিরদের সরাসরী-রূপে দোষীকৃত করণের কথা।]

৯ ধারা।

যে ফেলোনি কোন জুষ্টিস সাহেব বা সাহেবদিগের সম্মুখে সরাসরীমতে সাব্যস্ত হইলে দণ্ডনীয় হয় এমত ফেলোনির কর্ম্ম হওনের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন ব্যক্তি সহকারী ছিল সেই ব্যক্তি আপনার কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিদিগের শপথক্রমে ঐ জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে বিচার ও দোষীকৃত হওনের যোগ্য হইবেক এবং দোষ সাব্যস্তকরণিয়া জুষ্টিস সাহেব এমত সহকারী কোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদের দণ্ডের হুকুম করিতে পারেন অথবা আপনার বিবেচনামতে অপরাধির বিচার স্বয়ং না করিয়া সুপ্রিম কোর্টে অথবা তাহার বিচার করিতে অন্য যে কোন আদালতের ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে তাহাকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিতে পারেন ইতি।

[বালকদিগের দণ্ডের কথা।]

১০ ধারা।

ষোল বৎসরের কমবয়স্ক কোন বালকের যখন ১৮৩৯ সালের উক্ত ২১ আইনানুসারে পাতি চুরীর অপরাধের বিষয়ে অথবা এই আইনক্রমে জিনিস বা দ্রব্য চোরা জানিয়া তাহা ফেলোনিরূপে গ্রহণ করণের বিষয়ে অথবা যে ফেলোনি জুষ্টিস সাহেবদিগের সম্মুখে সরাসরীমতে সাব্যস্ত হইলে দণ্ডনীয় হয় এইমত ফেলোনির বিষয়ে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে দোষীকৃত হয় তখন ঐ জুষ্টিস সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে কয়েদের হুকুম না দিয়া লঘু বেত্রের পনের আঘাতের অনধিক শারীরিক শাস্তি দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

[যে মারিপীট বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ বা অন্য যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় তাহার মোকদ্দমার কথা।]

১১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি উক্ত শহরের মধ্যে কোন মারিপীট করে অথবা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে কি বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির অন্য কোন ক্ষতি করে এবং তাহা ফেলোনির অপরাধ না হয় সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরী-মানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জুষ্টিস সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে

তাহারদিগের ঐ ক্ষতি পূরণার্থে ঐ জরীমানা সমুদয় বা তাহার কতক অংশ তাহারদিগকে দিতে হুকুম করিতে পারেন অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ চারি মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[সম্প্রতি মারিপীট করণের অপবাদিত ব্যক্তি ঐ মারিপীট পোলীসের সাক্ষাৎ না হইলেও পোলীসের দ্বারা ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেফ্তার হইতে পারিবার কথা।]

১২ ধারা।

যদি উক্ত শহরের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে এই নালিশ করে যে ঐ ব্যক্তি অতি ঘোরতর মারিপীট করিয়াছে এবং যদি ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা পোলীসের ইনস্পেক্টর ইহা বিশ্বাস করণের উপযুক্ত কারণ দেখেন যে ঐ ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা পোলীসের ইনস্পেক্টরের সম্মুখে যদ্যপি সেই মারিপীট না হইয়া থাকে তথাপি ঐ প্রকার মারিপীট নিতান্ত হইয়াছে এবং অপরাধ অল্প কাল পূর্ব্বে হওয়াপ্রযুক্ত অপরাধিকে হাজির করাইবার জন্যে ওয়ারণ্ট পাওয়া যাইতে পারিল না তবে সেই ব্যক্তিকে কোন ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা পোলীসের ইনস্পেক্টর ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারেন অথবা তাহাকে গ্রেফ্তার করিতে কোন বরকন্দাজকে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

[বিবাহিতা স্ত্রী অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্কা বালিকাকে বেআইনীমতে লওন বা ফুসলিয়া লওনের কথা।]

১৩ ধারা।

যদি কোন জুষ্টিস সাহেবের নিকটে এই নালিশ হয় যে ঐ শহরনিবাসি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর ইচ্ছার বিপরীতে তাহাকে বেআইনীমতে আপনি লইয়াছে বা অন্যের দ্বারা লইয়াছে অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্কা কোন বালিকার স্বামী বা পিতা কি মাতা কিম্বা সংসারাধ্যক্ষ বা অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ বালিকার আইনমতে কায়দার বা রাখণের কি বিদ্যা শিখাওনের বা শাসনের ভার থাকে সেই ব্যক্তির ইচ্ছার বিপরীতে ঐ বালিকাকে বেআইনীমতে ঐ স্বামীপ্রভৃতির দখল বা আশ্রয়হইতে আপনি লইয়াছে বা অন্যের দ্বারা লইয়াছে বা ফুসলিয়া লইয়াছে এবং ঐ স্ত্রী কিম্বা বালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করণের জন্যে অথবা বেশ্যা করিবার অভিপ্রায়ে কি কুমারিত্ব নাশ করণের জন্যে কিম্বা তাহার বিবাহ দেওনের জন্যে ঐরূপ কর্ম্ম করিয়াছে তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব এইমত হুকুম দিতে পারেন যে ঐ স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করা যায় অথবা ঐ বালিকাকে আপনার স্বামী বা পিতা কি মাতা বা

সংসারাধ্যক্ষ কি বিষয়বিশেষে পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে ফিরিয়া দেওয়া যায় এবং বলপূর্ব্বক সেই হুকুম জারী করিতে পারেন এবং তজ্জন্যে যদি কোন জোর করণের আবশ্যক হয় তবে কোন ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা পোলীসের ইনস্পেক্টর জুষ্টিস সাহেবের স্থানে রীতিমত ক্ষমতা পাইয়া যেং সহকারী ব্যক্তির আবশ্যক হয় তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বার ভাঙ্গিতে পারেন অথবা প্রকারান্তরে ঐ হুকুম বলপূর্ব্বক জারী করিতে পারেন। এবং পূর্ব্বোক্ত কোন কারণের জন্যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন স্ত্রী অথবা বালিকাকে নিজে কি অন্যের দ্বারা লওনের বা ফুসলিয়া লওনের বিষয়ে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তিকে উক্ত জুষ্টিস সাহেব সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে বিচার হওনার্থে সোপর্দ্দ করিতে পারেন ইতি।

[বিনা অনুমতিতে সাধারণ ভোজনালয় খোলা রাখণের কথা।]

১৪ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে যে ঘর বা দোকান কি কামরা কিম্বা লোকদিগের গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থানে আহারীয় দ্রব্য অথবা শরাব কি কোন প্রকার জলপানের দ্রব্য বিক্রয় হয় বা খরচ হয় (ঐ আহারীয় দ্রব্যপ্রভৃতি সেখানে ন্যস্ত হউক অথবা খুজরা বিক্রয় হউক কি স্থানান্তরহইতে আনা যাউক) এইমত ঘরপ্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি দুই জন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দস্তখৎকরা পাট্টা না পাইয়া রাখে অথবা খোলে সেই ব্যক্তি উক্ত কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে দোষী হইলে যে প্রত্যেক দিবস ঐ বিনানুমতির ঘর অথবা সকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান খোলা থাকে সেই প্রত্যেক দিনের জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[দুই জন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব পাট্টা দিতে পারিবার কথা।]

১৫ ধারা।

উক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবদিগের মধ্যে দুই অথবা ততোধিক সাহেব ঐরূপ পূর্ব্বোক্ত ঘর অথবা সকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান রাখণিয়াকে পাট্টা দিবার জন্যে সময়ক্রমে পাট্টার সেশন করিবেন। এবং ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ১২ ধারার নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া ঐং পাট্টা ঐ জুষ্টিস সাহেব-দিগের দ্বারা এক বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদের জন্যে দেওয়া যাইতে পারে। এবং ঐ ঘর অথবা সকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান রাখণিয়া ব্যক্তিদিগের সদ্ব্যবহার করাওণের জন্যে এবং যাহারা সেই স্থানে গতা-য়াত করে অথবা আহার ব্যবহার করে তাহারদের মধ্যে মাতলামী ও গোলমাল নিবারণার্থে যে সকল নিয়ম ঐ জুষ্টিস সাহেবেরা সময়ক্রমে করেন সেইং নিয়ম ঐ প্রত্যেক পাট্টার মধ্যে লেখা যাইবেক ইতি।

[পাট্টা অনুসারে কার্য্য না করণের দণ্ডের কথা।]

১৬ ধারা।

এইমত প্রত্যেক ঘর অথবা গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান রাখণিয়া যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া অপনার পাট্টার নিয়মের বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে ঐ ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং দোষীকরণিয়া জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় আর যে কোন জরীমানা বা দণ্ডের হুকুম হয় তদতিরিক্ত তাহার পাট্টা রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[সাধারণ খাওয়া দাওয়ার ঘরে শোরশরাবৎকর্ম্ম হওনের এবং পলাতক ব্যক্তিরদিগকে বেআইনীমতে আশ্রয় দেওনের কথা।]

১৭ ধারা।

উক্ত শহরের মধ্যে যে ঘর বা দোকান ও কামরা কিম্বা লোকদিগের গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থানে আহারীয় বস্তু অথবা শরাব কি কোন প্রকার জলপানের দ্রব্য বিক্রয় হয় বা খরচ হয় (ঐ আহারীয় দ্রব্যপ্রভৃতি সেখানে ন্যস্ত হউক অথবা খুজরা বিক্রয় হউক কি স্থানান্তরহইতে আনা যাউক) এইমত ঘরপ্রভৃতি যে প্রত্যেক ব্যক্তি রাখে সেই ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া অথবা খামখা ঐ ঘর বা দোকান কি কামরা অথবা স্থানে কোন মাতলামী কি শোরশরাবৎকর্ম্ম করিতে দেয় অথবা জানিয়া শুনিয়া কোন বেআইনী খেলা অথবা কোনপ্রকার জুয়া সেখানে করিতে দেয় কিম্বা জানিয়া শুনিয়া বেশ্যা অথবা নিতান্ত বদমাইশ ব্যক্তিকে সেখানে একত্র হইতে বা থাকিতে দেয় অথবা যে গোরা খালাসী অথবা আপ্রেণ্টিস পলাইয়াছে তাহাকে জানিয়া শুনিয়া আশ্রয় দেয় অথবা লুকাইয়া রাখে এবং তৎসময়ে জানে অথবা জানিতে পারে যে সেইরূপে আশ্রিত অথবা লুক্কায়িত ব্যক্তি পলাতক সেই ঘরপ্রভৃতি রাখণিয়া ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং তাহার প্রতি অন্য যে কোন জরীমানা বা দণ্ডের হুকুম হয় তাহার অতিরিক্ত তাহার পাট্টা রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[শরাব এবং বেহোশকারি দ্রব্য বিক্রয় করণের পাট্টার কথা।]

১৮ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি শরাব কি গাঁজাধরা শরাব বা বেহোশকারি দ্রব্য বিক্রয় অথবা খুজরা বিক্রয় করণের জন্যে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাট্টা পাইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তজ্জন্যে আপনার ঘর বা দোকান কি কামরা বা স্থান

রাত্রি ইঙ্গরেজী নয় ঘণ্টার পর প্রাতঃকালে ইঙ্গরেজী ছয় ঘণ্টার পূর্ব্বে খোলা রাখে তবে সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তাহার পঁচিশ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে সেই ব্যক্তির পাট্টা রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার মধ্যে বিনানুমতিতে শরাব লইয়া যাইবার কথা।]

১৯ ধারা।

যে ব্যক্তি যুদ্ধবিষয়ক আইনের অধীন নহে এইমত ব্যক্তি যদি ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার অধ্যক্ষ সাহেবের স্থানে অথবা পাট্টা দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের স্থানে পাট্টা না পাইয়া কোন পরিমাণের শরাব কি ওয়াইন শরাব কিম্বা কোন প্রকার বেহোশকারি দ্রব্য ঐ কিল্লার মধ্যে লইয়া যায় কি লইয়া যাইতে উদ্যোগ করে তাহার বিষয়ে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে নালিশ হইলে ঐ জুষ্টিস সাহেব ঐ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে এবং ঐ শরাব কিম্বা ওয়াইন শরাব অথবা মাদক দ্রব্য এবং তাহা যে পাত্রে ছিল তাহা আপনার সম্মুখে আনিবার জন্যে সমন অথবা ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এবং দোষ সাব্যস্ত হইলে ঐ শরাব বা ওয়াইন শরাব বা মাদক দ্রব্য এবং তাহা যে পাত্রে ছিল তাহা জব্দ করিবার হুকুম করিতে পারেন এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তির দোষ এইরূপে সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে দোষী হইলে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় দুই মাসের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

[জেলখানায় শরাবপ্রভৃতি লইয়া যাওনের কথা।]

২০ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি জেলখানার কি হরিণবাটীর অধ্যক্ষের পাট্টা অথবা অনুমতি না পাইয়া কলিকাতার বড় জেলখানায় অথবা হরিণবাটীতে কোন পরিমাণের শরাব কি ওয়াইন শরাব বা বেহোশকারি দ্রব্য লইয়া যায় অথবা নিক্ষেপ করে বা লইয়া যাইবার বা নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তির দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা উক্ত জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা দুই মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[জেল ভাঙ্গিয়া পলায়নের কথা।]

২১ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি বড় জেলখানায় অথবা হরিণবাটীতে কয়েদ হইয়াছে অথবা

পোলীসের কোন থানা বা আড্ডাতে আটক হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি বেআইনীমতে ঐ জেলখানা বা হরিণবাটী কি পোলীসের থানা বা আড্ডা ভাঙ্গিয়া পলায় সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সেই ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত অপরাধ করণের সময়ে ঐ ব্যক্তি অন্য যে কোন কয়েদের হুকুমানুসারে কয়েদ ছিল তাহার মিয়াদ শেষ হওনের পর ঐ তিন মাস কয়েদ আরম্ভ হইবেক ইতি।

[দাঙ্গাহঙ্গামা অথবা লজ্জাকর ব্যবহারের কথা।]

২২ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন সরকারী রাস্তা বা সর্ব্বদা গমনাগমনের স্থানে মাতওয়াল পাওয়া যায় এবং আপনাকে খবরদার করিতে অক্ষম দেখা যায় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তা বা সকলের গমনাগমনের স্থানে কি পোলীস ঘরে বা থানায় কি আড্ডায় কোন দাঙ্গা অথবা লজ্জাকর ব্যবহার করে এইমত ব্যক্তির দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানার অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

[ঠগ ও লুচ্চালোকন্দরার বিষয়ের কথা।]

২৩ ধারা।

কোন বসতবাটী বা অন্য প্রকার এমারৎ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার বা প্রবেশ করিবার মানসে কোন শঙ্কাজনক অস্ত্র অথবা কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পাওয়া যায় কি যে কোন লুচ্চা কি নিষ্কর্ম্মা বা দাঙ্গাবাজ ব্যক্তিকে কলিকাতার পোলীসের কোন বরকন্দাজপ্রভৃতি দাঙ্গা করিতে দেখে অথবা যাহার বিষয়ে ঐ বরকন্দাজপ্রভৃতি এমত শোবে করণের উপযুক্ত কারন দেখে যে ঐ ব্যক্তি কোন ফেলোনি অথবা মিসডীমিনর কি দাঙ্গা করিয়াছে অথবা করিতে উদ্যত আছে কি ঐ বরকন্দাজপ্রভৃতি যে কোন খ্যাত চোরকে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে নদীর উপর কোন নৌকাতে পায় অথবা কোন বাজার বা রাস্তা কি পথ কি উঠান বা গমনাগমনের স্থানে কি অন্য স্থানে নিষ্কর্ম্মরূপে গাঁওতামি করিতে দেখে এবং আপনার আহয়ালের বিষয়ে খাতিরজমামতে কিছু কহিতে না পারে অথবা যে কোন ব্যক্তির নিকটে উপযুক্ত কারণ বিনা কোন কুলুপ ভাঙ্গিবার চাবি কি ঘর ভাঙ্গিবার কোন প্রকার অস্ত্র থাকে (এবং তাহা ঐ ব্যক্তির নিকটে থাকিবার কারণ তাহারই সাব্যস্ত করিতে হইবেক) অথবা যে কোন ব্যক্তিকে কোন ফেলোনি করিবার অভিপ্রায়ে

সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে আপনার মুখ কালকরা বা অন্য প্রকারে ছদ্মবেশী পাওয়া যায় অথবা যে কোন ব্যক্তিকে কোন ঘরের মধ্যে কোন ফেলোনি করণের অভিপ্রায়ে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কোন বসতবাটী কি কোন এমারতে পাওয়া যায় এইমত প্রত্যেক প্রকার ব্যক্তিকে কলিকাতার পোলীসের বরকন্দাজ কি অন্য কোন আমলা ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে। এবং এইমত যে প্রত্যেক অপরাধির অপরাধ আপনার কবুলক্রমে কি এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা সম্পূর্ণ চারি মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

[ভিক্ষুকের বিষয়ের কথা।]

২৪ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় বা পথে কি সকলের গমনাগমনের স্থানে ভিক্ষা করে অথবা দান বা উপকার চাহে কিম্বা দয়া জন্মাইবার জন্যে কি দান বা উপকার পাইবার অভিপ্রায়ে ঐ মত কোন সরকারী রাস্তা বা পথে কি সকলের গমনাগমনের স্থানে কোন ক্ষত বা ঘা কি শারীরিক রোগ কি বিকৃতাকার দর্শায় বা প্রকাশ করে অথবা যে কোন ব্যক্তি ঐ শহরের মধ্যে কোন স্থানে মিথ্যা এজহারের দ্বারা বা চাতুরী করিয়া কোন দান বা উপকার চেষ্টা করে কি প্রাপ্ত হয় অথবা যে কেহ উক্ত কোন ব্যক্তিকে সেইরূপ কোন এক অপরাধ করায় কি সেই অপরাধের সাহায্য বা উপকার করে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে দোষী হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সম্পূর্ণ দুই মাসের অনধিক মেয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

[প্রচণ্ডরূপে গাড়িপ্রভৃতি চালাওনের কথা।]

২৫ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত রাস্তায় অথবা সকলের গমনাগমনের পথে কোন গাড়ি কি পশু প্রচণ্ডরূপে চালায় অথবা ঘণ্টা প্রতি দশ মাইলের অধিক বেগে চালায় সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা সেই জরীমানা না দিলে সম্পূর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[গাড়ির লাম্পের কথা।]

২৬ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পর এক ঘণ্টাঅবধি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত কোন প্রকার গাড়ি চালায় এবং সেই গাড়িতে আলো দেওয়া লাম্প অর্থাৎ দীপদান না থাকে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা সেই জরীমানা না দিলে সম্পূর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[সাধারণ জুয়াঘর নিবারণের কথা।]

২৭ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি কোন জুষ্টিস সাহেবের নিকটে এইমত শপথ করে যে শহরের মধ্যে কোন বাটী বা এমারৎ কি কামরা বা অন্য স্থান সাধারণ জুয়া ঘর অথবা স্থানস্বরূপ রাখা যাইতেছে অথবা ব্যবহার হইতেছে ইহার সামান্য জনরব আছে এবং তাহাতে সকলেই বিশ্বাস করে তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব কোন ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি পোলিসের ইনস্পেক্টরকে লিখিত হুকুমের দ্বারা এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে তিনি যত বরকন্দাজ সঙ্গে লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তত বরকন্দাজকে সঙ্গে লইয়া ঐরূপ কোন বাটী বা এমারৎ কি কামরা কি স্থানে প্রবেশ করেন এবং আবশ্যক হইলে দ্বার ভাঙ্গিবার দ্বারা কি প্রকারান্তরে ঐ বাটীপ্রভৃতির মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেন এবং যত ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদের গ্রেফ্তার ও তালাশী করেন এবং ঐ ঘর বা এমারৎ বা কামরা কি স্থানে যে সকল মেজ অথবা জুয়াখেলার সরঞ্জাম পাওয়া যায় অথবা তাহার মধ্যে পাওয়া ব্যক্তিরদের নিকটে যে সকল জুয়াখেলার সরঞ্জাম পাওয়া যায় তাহা আটক করেন এবং ঐ ঘর বা এমারৎ বা কামরা কি স্থানে যে সকল টাকা বা টাকার নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা আটক করেন। এবং ঐ জুয়াখেলার ঘর অথবা স্থান যাহার থাকে বা যে ব্যক্তি তাহা রাখে সেই ব্যক্তি অথবা অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় বা কর্ত্তৃত্বে তাহা থাকে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা উক্ত জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় সম্পূর্ণ তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং ঐ অপরাধির দোষ এইরূপে সাব্যস্ত হইলে ঐ সকল বেআইনী জুয়াখেলার মেজ এবং সরঞ্জাম নষ্ট করা যাইবেক অথবা যে জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হয় তাঁহার হুকুমক্রমে তাহা লইয়া ব্যবহার হইবেক। এবং যে সকল টাকা ও টাকার নিদর্শন এইরূপে পাওয়া যায় তাহা সরকারে জব্দ হইবেক এবং ঐ জুয়াখেলার ঘর অথবা স্থানের মালিক কি তাহা

রাখনিয়া ব্যক্তি অথবা অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় কি কর্ত্তৃত্বে তাহা থাকে সেই ব্যক্তি ছাড়া ঐ বাটীতে অন্য যে প্রত্যেক জনকে পাওয়া যায় তাহার অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে ঐ ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[পণের জন্যে খেলিবার প্রমাণের আবশ্যক না হইবার কথা।]

২৮ ধারা।

ঐ সাধারণ জুয়াখেলার ঘর কি স্থানে জুয়াখেলার বিষয়ে অথবা তাহার মধ্যে কোন খেলা অথবা জুয়াখেলা করিতে দিবার বিষয়ে অথবা তাহা রাখিবার কি কর্ত্তৃত্ব করিবার বিষয়ে অথবা তাহার কর্ত্তৃত্ব কি তাহা চালাইবার কার্য্যে লিপ্ত থাকনের বিষয়ে যে কোন এজহার এই আইনক্রমে হয় তাহার পোষকতা করণার্থে ইহার প্রমাণ দিবার আবশ্যক হইবেক না যে যে কোন ব্যক্তি জুয়াখেলাতে ধরা পড়িল সেই ব্যক্তি কোন টাকা বা বাজী কি পণের জন্যে খেলিতেছিল ইতি।

[যে দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা ঐ ঘর জুয়াখেলার ঘরের প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান হইবেক তাহার কথা।]

২৯ ধারা।

যে কোন ঘর বা এমারৎ বা কামরা কি স্থান সামান্য জুয়াখেলার ঘর বা স্থানস্বরূপ ব্যবহার হওনের শোবে হইয়াছে এবং এই আইনক্রমে দেওয়া হুকুমানুসারে তাহাতে প্রবেশ করা গিয়াছে এমত ঘরপ্রভৃতির মধ্যে অথবা সেই ঘরপ্রভৃতিতে যাহাকে পাওয়া যায় এমত কোন ব্যক্তির নিকটে কোন তাস বা পাশা কি এণ্টাল বা ঘুঁটী কি মেজ বা জুয়াখেলার অন্য যে সরঞ্জাম কোন বেআইনী খেলা করণেতে ব্যবহার হয় তাহা পাওয়া গেলে যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না দেওয়া যায় তাবৎ তাহাই এই বিষয়ের প্রমাণ জ্ঞান হইবেক যে ঐ ঘর বা এমারৎ কি কামরা বা স্থান সামান্য জুয়াখেলার ঘর বা স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতেছে এবং যে ঘর বা এমারৎ কি কামরা বা স্থানে ঐ মেজ অথবা জুয়াখেলার সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছিল সেই ঘরপ্রভৃতিতে প্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিতান্ত খেলিতেছিল। এবং যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বা ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ইনস্পেক্টর কি বরকন্দাজ পূর্ব্বোক্তমতে তাহাতে প্রবেশ করিলেন তাঁহারদের সাক্ষাতে কোন খেলা যদ্যপিও নিতান্ত না হইল তথাপি ঐ ব্যক্তিরা সেখানে খেলিতেছিল এমত বোধ হইবেক ইতি।

[রাস্তার মধ্যে জুয়াখেলার কথা।]

৩০ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি উক্ত শহরের কোন রাস্তায় অথবা সকলের গমনাগমনের পথে

টাকা বা অন্য কোন দ্রব্য বা কোনপ্রকার পুরস্কারের জন্যে জুয়া খেলে কি যে কোন ব্যক্তি ঐরূপ জুয়া খেলায় জোটে অথবা সেখানে বাজী রাখে কি তাহার সাহায্য করে অথবা জুটিবার বা বাজী রাখিবার কি সাহায্য করণের অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হয় এমত ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা সেই জরীমানা না দেওয়া গেলে সম্পূর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

[অপ্রকৃত অথবা কমী বাটখারা ও গজ ব্যবহার করণের কথা।]

৩১ ধারা।

যে সকল ব্যক্তি ওজন বা মাপের দ্বারা কোন দ্রব্য খুজরা বিক্রয়ের ব্যবসা করে যদি তাহারদের দোকানে বা বাটীতে কি তাহার আশপাশে বা অন্য প্রকারে তাহারদিগের দখলে কোন অপ্রকৃত অথবা কমী বাটখারা কি গজ কি কাঁটা কিম্বা নিক্তি থাকে তবে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে তাহারদিগের দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহারা কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনায় সম্পূর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং এইরূপ প্রত্যেক অপ্রকৃত এবং কমী বাটখারা বা গজ কি কাঁটা কিম্বা নিক্তি জব্দ হইবেক এবং উক্ত জুষ্টিস সাহেব তাহা নষ্ট করিতে হুকুম দিবেন এবং প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যথার্থ বাটখারার ঠিক ওজন এবং যথার্থ গজের ঠিক মাপের বিষয়ে সাধারণ এস্তেলা সময়ক্রমে পোলীসের দফ্তরে ও থানায় ও অন্য যে স্থান তাঁহার উচিত বোধ হয় সেই স্থানে দিতে পারেন এবং সকল লোকের জ্ঞাত হইবার জন্যে পোলীসের দফ্তরে ও থানায় খাটী বাটখারা ও গজ রাখিতে পারেন ইতি।

[অপ্রকৃত বাটখারা ও গজের কথা।]

৩২ ধারা।

কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে অথবা ইনস্পেক্টরকে আপনার পরওয়ানার দ্বারা এই হুকুম করিতে পারেন যে যে কোন দোকান বা অন্য স্থানে দ্রব্য খুজরা ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাতে প্রবেশ করেন ও তাহার মধ্যে বাটখারা ও গজের তালাশী করেন ও তাহার তহকীক করেন ও যে বাটখারা অপ্রকৃত ও কমী হওনপ্রযুক্ত জব্দ হইবার যোগ্য বোধ করেন তাহা আটক করেন ইতি।

[বিদেশীয় এবং এদেশীয় খালাসীরা আপন২ জাহাজহইতে পলায়ন করিলে অথবা অনুমতি বিনা গরহাজির হইলে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব তাহার তহকীক করণের কথা।]

৩৩ ধারা।

যদি কোন ব্রিটনীয় অথবা বিদেশীয় খালাসী খামখা এবং অনুমতি বিনা অথবা ন্যায্য কারণ বিনা আপনার জাহাজহইতে গরহাজির হয় তবে ঐ জাহাজের মালিমেরদের মধ্যের কোন এক জনের শপথানুসারে এবং উদ্দেশক্রমে তদ্বিষয়ের নালিশ হইলে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐ খালাসীকে গ্রেপ্তার করিতে এবং আটক করিতে এবং আপন জাহাজে ফিরিয়া লইয়া যাইতে আপনার পরওয়ানা দিতে পারেন। এবং যখন কোন খালাসী কয়েদ হইয়াছে তখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ খালাসী কয়েদ হইতে খালাস হইলে যে জাহাজের খালাসী হয় সেই জাহাজে তাহাকে লইয়া যাইবার হুকুম দেন ইতি।

[উপযুক্ত ক্ষমতা বিনা কোন ব্যক্তির আপনার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইবার কথা।]

৩৪ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের চাকরীতে নিযুক্ত সৈন্য অথবা খালাসী নহে কিম্বা কলিকাতার পোলীসের বরকন্দাজ নহে এমত কোন ব্যক্তি প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা পোলীসের অন্য অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি বিনা কোন রাস্তায় বা সকলের গমনাগমনের স্থানে কি সরকারী কোন স্থানে কোন তলওয়ার অথবা বর্শা কি বন্দুক অথবা অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র আপনার সঙ্গে লইতে পারিবেক না। এবং যে ব্যক্তি এই হুকুমের বিরুদ্ধ কার্য্য করে সেই ব্যক্তিকে কোন বরকন্দাজ অথবা প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পোলীসের অন্য অধ্যক্ষ সাহেব সময়ক্রমে যে হুকুম দেন সেই হুকুমানুযায়ি কার্য্যকারি অন্য কোন ব্যক্তি নিরস্ত্র করিতে পারে। এবং যে অস্ত্র এইরূপে ধরা যায় তাহা প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা পোলীসের অন্য কোন অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে হইবেক এবং প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা পোলীসের অন্য অধ্যক্ষ সাহেব যদি আপনার বিবেচনায় তাহা জব্দ করা উপযুক্ত বোধ করেন তবে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

[সকলের গমনাগমনের স্থানে গাড়ি ও ব্যক্তিরদের সম্পর্কে নিয়ম করণের কথা।]

৩৫ ধারা।

সরকারী ঘাট ও উত্তরণের স্থান খোলা রাখণের বিষয়ে এবং সমারোহপূর্ব্বক গমনের এবং এদেশীয় উৎসবের সময়ে এবং গির্জ্জা হওনের সময়ে সকল গাড়ি ও

ঘোড়ার গাড়ি ও পালকি ও ছকড়া গাড়ি এবং অন্যান্য বাহন ও সকল ঘোড়া ও বলদ ও ব্যক্তি সরকারী রাস্তা ও স্থানে যে দিগে গমন করিবেক তাহার বিষয়ে এবং যে সময়ে তাহারা ঐ পথে গমন করিবেক তাহার বিষয়ে এবং কলিকাতার রাস্তা ও গমনাগমনের স্থানের অবরোধ নিবারণের বিষয়ে প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা পোলীসের অন্য প্রধান অধ্যক্ষ সাহেব সময়ক্রমে এবং আবশ্যকমতে নিয়ম করিতে পারেন এবং সকল লোকের গমনাগমনের কোন স্থানের সন্নিহিতে এবং যে কোন গতিকে ঘাট অথবা উত্তরণের শিঁড়ি অথবা রাস্তা কি গমনাগমনের স্থানে ভিড় হয় কি তাহা অবরোধ হওনের সম্ভাবনা হয় সেই গতিকে সেই খানে গোলমাল এবং গমনাগমনের স্থানের অবরোধ নিবারণার্থে বরকন্দাজ এবং পোলীসসম্পর্কীয় অন্য২ আমলাকে হুকুম দিতে পারেন। এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা পোলীসের অন্য প্রধান অধ্যক্ষ সাহেবের সেইরূপ দেওয়া হুকুমের প্রতিবন্ধকতা করে অথবা তাহা না মানে সেই ব্যক্তি পোলীসের দ্বারা গ্রেফ্তার ও আটক হইবার যোগ্য হইবেক এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[পোলীসের আমলাদিগের ঘুষ লওনের কথা।]

৩৬ ধারা।

পোলীসের যে কোন কর্ম্মকারক কি বরকন্দাজ আপনার পদোপলক্ষে কোন কার্য্য করিবার বা করিতে ক্ষান্ত হইবার জন্যে কোন ঘুষ অথবা বিনানুমতির পুরস্কার যাচ্ঞা করেন অথবা লন সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তিনি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন অথবা ঐ জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

[বারুদ বা বারুদের তুল্য প্রস্তুত অথবা রাখণের কথা।]

৩৭ ধারা।

যে বিধান ও হুকুম ও আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা হজুর কৌন্সেলে ১৮০২ সালের ৮ আপ্রিল তারিখে করা গিয়াছিল তাহা এবং ১৮৪১ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা রদ হইল। উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি বারুদ বা বারুদের তুল্য প্রস্তুত করে অথবা যদি প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে তন্নিমিত্ত এক পাট্টা না পাইয়া কোন এক সময়ে কোন ঘরে বা দোকানে কি গুদামে কিম্বা অন্য এমারতে বিক্রয়ের জন্যে বা অন্য কোন নিমিত্তে আপনার দখলে দশ পৌণ্ডের অধিক বারুদ বা বারুদের তুল্য রাখে তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে এইরূপ প্রস্তুত হওয়া বা রাখা

সকল বারুদ বা বারুদের তুলা এবং যে পাত্রে বা আধারে তাহা ধরা পড়িল তাহা জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক এবং সে ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[বারুদপ্রভৃতি বিক্রয় এবং রাখণের জন্যে প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পাট্টা দেওনের কথা।]

৩৮ ধারা।

প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই ক্ষমতা হইল যে যে ব্যক্তিকে তিনি উপযুক্ত ও উচিত বোধ করেন সেই ব্যক্তিকে উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে আমদানী হওয়া অথবা দেশে প্রস্তুত হওয়া পঞ্চাশ পৌণ্ডের অনধিক বারুদ অথবা কুড়ি পৌণ্ডের অনধিক বারুদের তুলা বিক্রয় করণার্থে কি ন্যস্ত করণার্থে পাট্টা দেন এবং তাহার নিয়ম ঐ পাট্টার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ কোন নিয়মের উল্লঙ্ঘন করণের অপরাধী হয় সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তির পাট্টা রদ হইবার যোগ্য হইবেক এবং পাট্টার বিরুদ্ধে যত বারুদ কি বারুদের তুলা ন্যস্ত করা গিয়াছিল তাহা জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক এবং সেই অপরাধী দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[পাট্টা এক বৎসরপর্য্যন্ত বহাল থাকিবার এবং তাহাতে কোনং নিয়ম থাকিবার কথা।]

৩৯ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত ধারায় সেইরূপ যে প্রত্যেক পাট্টার বিষয় লেখা আছে তাহা কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক তদপেক্ষা অধিক কাল বহাল থাকিবেক না। কিন্তু প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে সেই নিয়ম ও করারে বা অন্য কোন করারক্রমে পুনরায় পাট্টা দিতে পারেন। এবং উক্ত শহরের নিবাসি ব্যক্তির ও সম্পত্তির নির্ব্বিঘ্নের জন্যে যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে এবং সেই পরিমাণে ঐ শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে বারুদ এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওনের ও গমনের নিয়ম ঐ পাট্টার মধ্যে থাকিবেক। এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি সেই নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[বারুদপ্রভৃতির তালাশীর বিষয়ি কথা।]

৪০ ধারা।

যদি কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবকে শপথ কি সুকৃতিক্রমে এমত বিশ্বাসযোগ্য

সম্বাদ দেওয়া যায় যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে বারুদ অথবা বারুদের তুলা কি তাহা প্রস্তুত করণার্থে মিশ্রিত সরঞ্জাম কোন ব্যক্তির দ্বারা ন্যস্ত আছে বা রাখা গিয়াছে কি তাহার দখলে আছে এমত শোবে হয় তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব আপনার ওয়ারণ্টের দ্বারা পোলীসের কোন আমলাকে এমত ক্ষমতা দিতে পারেন যে যে কোন ঘরে বা দোকানে বা মাগজিনে কি অন্য এমারতে বা স্থানে কোন বারুদ বা বারুদের তুলা প্রস্তুত বা বিক্রয় বা ন্যস্ত হইবার শোবে করিতে উপযুক্ত কারণ আছে সেই ঘরপ্রভৃতির অথবা যে কোন নৌকা বা গাড়ি কি বলদের গাড়ি কি অন্য কোন বাহনে কোন বারুদ অথবা বারুদের তুলা কি তাহা প্রস্তুত করণের সরঞ্জাম বহন হইতেছে এমত শোবে হয় সেই নৌকাপ্রভৃতির অথবা যে কোন ব্যক্তি আপনার পাট্টা অথবা এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে সেই বারুদপ্রভৃতি লইয়া যাইতেছে শোবে হয় সেই ব্যক্তির দিবা ভাগে তালাশী লন্। এবং তালাশীক্রমে যে সকল বারুদ বা বারুদের তুলা বা তাহা প্রস্তুত করণার্থে সরঞ্জাম পাওয়া যায় তাহা ও যে পাত্রে বা আধারে তাহা ন্যস্ত আছে তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রোক হইবেক এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে আনা যাইবেক এবং যাবৎ নিশ্চিত না হয় যে তাহা জব্দ করিতে হইবেক তাবৎ ঐ সকল দ্রব্য ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে থাকিবেক ইতি।

[সরকারী বারুদপ্রভৃতির বিষয়ে এই আইন না খাটিবার কথা।]

৪১ ধারা।

সরকারের ক্ষমতাক্রমে অথবা তাঁহার ব্যবহারের জন্যে বারুদ বা বারুদের তুলা প্রস্তুত করণার্থে অথবা ন্যস্ত করণার্থে কোন সরকারী মাগজিন অথবা গুদাম কি এমারতের বিষয়ে কি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের ব্যবহারের জন্যে কিম্বা প্রকারান্তরে সরকারের কর্ম্মের জন্যে কোন বারুদ বা বারুদের তুলার বিষয়ে অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের আড়কাটিপ্রভৃতির জাহাজের বিষয়ে কি হুগলী নদীর মধ্যে আমদানী বা রফ্তানীর জন্যে অন্য যে কোন জাহাজে বারুদ বোঝাই হয় সেই জাহাজের বিষয়ে পুর্ব্বোক্ত চারি ধারা খাটিবেক না ইতি।

[যে জাহাজ নদীর মধ্যে বারুদ লইয়া আইসে তাহার কথা।]

৪২ ধারা।

যে সকল বাণিজ্যজাহাজ হুগলী নদীর মধ্যে আইসে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ জাহাজ মায়াপুরে পঁহুছনের সময়ে বা তাহার পুর্ব্বে পঞ্চাশ পৌণ্ডের অধিক যত বারুদ জাহাজের ব্যবহারার্থে তাঁহারদের প্রত্যেক জাহাজে থাকে তাহা ঐ স্থানের মাগজিনে আমানৎ করিবেন। এবং ঐ পঞ্চাশ পৌণ্ডপর্য্যন্ত বারুদ তাঁহারা সেলামী তোপ করিবার জন্যে অথবা বিভ্রাটের সম্বাদ দেওনের জন্যে আপনং জাহাজে রাখিতে

পারিবেন। এবং যে বারুদ এইরূপে ন্যস্ত হয় তাহা ঐ২ জাহাজ কলিকাতাহইতে রফ্তুহওনের সময়ে ঐ২ জাহাজে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং হুগলী নদীর মধ্যে থাকা বাণিজ্যের জাহাজের যে অধ্যক্ষ সাহেবের জাহাজে (সরকারের তরফ বারুদ না হইয়া) আমদানীর জন্যে পঞ্চাশ পৌণ্ডের অধিক বারুদ বা বারুদের তুলা থাকে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা আপন২ জাহাজ মায়াপুরে পঁহুছনের সময়ে বা পূর্ব্বে তাহা ঐ স্থানের মাগজিনে আমানৎ করিবেন এবং সেই স্থানে হাসিলের সিরিশ্তার কোন আমলা অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব নিযুক্ত করেন তাঁহার জিম্মায় ঐ সকল বারুদ থাকিবেক। এবং ঐ বারুদ বা বারুদের তুলার মালিক বা আড়ন্দার কি তাঁহারদের গোমাস্তা যখন ঐ বারুদ ঐ মাগজিন-হইতে লইয়া যাইতে চাহেন তখন তাহা লইবার হুকুমের জন্যে সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন। এবং যখন ঐ বারুদ অথবা বারুদের তুলা ঐ শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন স্থানে ন্যস্ত করিবার কি কোন নৌকা বা অন্য বাহনে বোঝাই করিবার মানস থাকে তখন ঐ দরখাস্তের সঙ্গে২ সেই বিষয়ের এক জন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের লিখিত অনুমতিপত্র দাখিল করিতে হইবেক। এবং যখন ঐ বারুদ বা বারুদের তুলা সমুদ্রপথে রফ্তানী করিবার মানস আছে তখন জাহাজের যে অধ্যক্ষ অথবা বারুদের যে মালিক কি তাঁহারদের যে গোমাস্তার দ্বারা বারুদ ঐ মাগজিনে ন্যস্ত হইয়াছিল তাঁহারা ঐ বারুদ রফ্তু করণার্থে সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্টর সাহেবের অনুমতির জন্যে তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করি-বেন এবং ঐ সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তক্রমে অনুমতি দিবেন। কিন্তু যখন ১৮৪১ সালের ১৮ আইনের বিধির অনুসারে বারুদপ্রভৃতি রফ্তানী করি-বার জন্যে সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্টর সাহেব ছাড়া সরকারী অন্য কর্ম্মকারকের পাট্টার আবশ্যক হয় তখন সেই দরখাস্তের সঙ্গে২ ঐ অন্য সরকারী আমলার অনু-মতিপত্র না থাকিলে কালেক্টর সাহব ঐ দরখাস্তের অনুযায়ি কার্য্য করিবেন না। এবং ঐ সকল বারুদ বা বারুদের তুলা ঐ মাগজিনহইতে স্থানান্তর করণ সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে যে সকল বারুদ বা বারুদের তুলা সেই স্থানে ন্যস্ত হইয়াছিল তাহার জন্যে পৌণ্ড প্রতি দুই আনার অধিক না হয় এমত মাসুল সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্টর সাহেব লইবেন এবং সেইরূপ মাসুল লইতে ইহার দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল এবং ঐ বারুদ বা বারুদের তুলা যত কাল ঐ মাগজিনের মধ্যে রহি-য়াছে অথবা রহে তত কাল তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার সকল খরচ ঐ মাসুলের দ্বারা পোষাইয়াছে এমত বোধ হইবেক। পরন্তু বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে ঐ মাগজিন রক্ষা করিবার জন্যে এবং তাহার মধ্যে ন্যস্ত বারুদ বা বারুদের তুলার জন্যে যে সকল মাসুল নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদায় ও ব্যয় করণের জন্যে মাগজিন ভাড়া দেওনের বা তাহার চুক্তি করণের নিয়ম করিতে পারেন। কিন্তু ঐ মাগজিনের মধ্যে ন্যস্ত সকল বারুদের স্থানান্তর করণের বিষয়ে এই ধারাতে যে সকল নিষেধ ও বিধি আছে তাহা নিয়ত বহাল থাকিবেক ইতি।

[দণ্ডের কথা।]

৪৩ ধারা।

কলিকাতা বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজের অধ্যক্ষ ৪২ ধারার নিয়মের বিরুদ্ধে যে কর্ম্ম করেন বা যে কর্ম্মের ত্রুটি করেন সেই প্রত্যেক কর্ম্মের জন্যে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন। এবং সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্টর সাহেবের প্রতি ইহার দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কলিকাতা বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কোন পরিমাণের বারুদ থাকনের বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস করণের কারণ জন্মিলে সেই বারুদের জন্যে তিনি তালাশী করেণ এবং সরকারে তাহা জব্দ হওনের যোগ্য বোধ করিয়া তাহা ক্রোক ও আটক করেন। এবং পরে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যেমত হুকুম করেন সেই মতে ঐ বারুদ লইয়া কর্ম্ম হইবেক ইতি।

[হুগলী নদীর উপর জুষ্টিস সাহেবদিগের এলাকার কথা।]

৪৪ ধারা।

যে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরা উক্ত শহরের মধ্যে এবং উক্ত শহরের জন্যে কার্য্য করেন তাঁহারদিগের এলাকা হুগলী নদীর কোন ভাগে সমুদ্রে গমনশীল জাহাজে কোন ব্যক্তির দ্বারা যেং অপরাধ হয় সেই সকল অপরাধের বিষয়ে থাকিবেক। এবং উক্ত জুষ্টিস সাহেবদিগের উক্ত শহরের মধ্যে এক্ষণে ফৌজদারী অপরাধের বিষয়ে যে ক্ষমতা ও এলাকা আছে এবং যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন উক্ত নদীর কোন ভাগে সমুদ্রে গমনশীল জাহাজে করা কোন ফৌজদারী অপরাধের বিষয়ে তাঁহারদিগের তত্তুল্য ক্ষমতা ও এলাকা থাকিবেক ইতি।

[ওয়ারণ্টবিনা গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ পোলীসের থানাতে লইয়া যাইতে হইবার এবং জামিন দেওনের অনুমতি না হইলে পোলীস ঘরে লইয়া যাইতে হইবার কথা।]

৪৫ ধারা।

কলিকাতার পোলীসের প্রত্যেক কর্ম্মকারককে ইহার দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাতে কোন অপরাধ করে তাহাকে ওয়ারণ্টবিনা গ্রেফ্তার করেন। এবং কলিকাতার পোলীসসম্পর্কীয় কোন বরকন্দাজ যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওয়ারণ্টবিনা গ্রেফ্তার করে তাহাকে ঐ বরকন্দাজ যে থানাসম্পর্কীয় হয় সেই থানায় তৎক্ষণাৎ লইয়া যাইবেক। তাহার অভিপ্রায় এই যে

ঐ ব্যক্তির প্রতি আইনানুসারে কার্য্য করণার্থে যাবৎ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে আনীত না হইতে পারে তাবৎ ঐ ব্যক্তি আকট থাকে অথবা যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কি ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা থানার ইনস্পেক্‌টর পশ্চাৎ লিখিতমতে জামিন লইতে উপযুক্ত বোধ করেন তবে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার জন্যে ঐ ব্যক্তি জামিন দেয় এবং সেইরূপ জামিন লইতে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টপ্রভৃতিকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

[কোনং নালিশে থানার ঘরে অথবা পোলীসের কোন ফটকে মুচলকা লওনের ক্ষমতার কথা।]

৪৬ ধারা।

যখন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে কোন থানার ঘরে আনীত হয় এবং তাহার নামে এই নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি কোন মিসডিমীনর অথবা মারিপীট করিয়াছে কি অমনোযোগিতাপূর্ব্বক কোন জখম বা ক্ষতি করিয়াছে অথবা যখন পোলীসের কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ইনস্পেক্‌টর বা পোলী-সের কোন ফটক যে সারজনের জিম্মায় থাকে সেই সারজন বোধ করেন যে এইরূপে আনীত কোন ব্যক্তির নামে ফেলোনি অপরাধ করণের বিষয়ে মিথ্যা অথবা দ্বেষপূর্ব্বক অভিযোগ হইয়াছে ইহার সম্ভাবনা আছে এবং এইরূপ পূর্ব্বোক্তমতে কোন ব্যক্তি যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ওয়ারণ্টবিনা কলিকাতার পোলীসের কোন বরকন্দাজের জিম্মায় থাকে তখন পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা কোন ডেপুটী সুপরি-ণ্টেণ্ডেণ্ট উচিত বোধ করিলে জামিন লইয়া বা জামিন বিনা ঐ ব্যক্তিকে আপনার মুচলকাক্রমে খালাস করিতে পারেন এবং ঐ মুচলকাতে পশ্চাৎ লিখিতমত নিয়ম থাকিবেক ইতি।

[মুচলকার নিয়মের কথা।]

৪৭ ধারা।

এইরূপ প্রত্যেক মুচলকার জন্যে কোন রসুম অথবা পুরস্কার লওয়া যাইবেক না। এবং তাহাতে এই নিয়ম থাকিবেক যে তাহার দ্বারা যে ব্যক্তি বদ্ধ হয় সেই ব্যক্তি কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের আগামি বৈঠকে তাঁহার সম্মুখে হাজির হইবেক। এবং যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ ব্যক্তির হাজির হইতে হইবেক তাহা এবং এক হাজার টাকার অনূর্দ্ধ যে টাকা তাহার দ্বারা স্বীকার হয় তাহা ঐ মুচল-কার মধ্যে কিম্বা তাহার নিয়মের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা থাকিবেক। এবং যে কর্ম্মকারক মুচলকা লন তিনি তন্নিমিত্তে রাখা এক বহীর মধ্যে মুচলকাদেওনিয়া ব্যক্তির এবং যদি সে ব্যক্তি এক বা ততোধিক জামিন দিয়া থাকে তবে সেই

জামিনদিগের নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসা ও সে মুচলকার নিয়ম ও যত টাকা তদ্দ্বারা স্বীকার হইল এই সকল লিখিবেন এবং যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ ব্যক্তির হাজির হইবার অঙ্গীকার হইয়াছে সেই সময়ে ও সেই স্থানে উপস্থিত জুষ্টিস সাহেবকে ঐরূপ প্রত্যেক মুচলকা ফিরিয়া দিবেন। এবং ঐ মুচলকা বিষয় বিশেষে এই আইনের শেষে দেওয়া A চিহ্নিত তফসীলের পাঠের অন্যতর হইতে পারে অথবা তাহার মত হইতে পারে ইতি।

[মিথ্যা কি দ্বেষপূর্ব্বক নালিশের খেসারৎ দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।]

৪৮ ধারা।

যে প্রত্যেক গতিকে কোন ব্যক্তি কোন বরকন্দাজের জিম্মায় করা যায় অথবা যে গতিকে কোন অপরাধের এজহার অথবা নালিশ কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা যায় এবং যে জুষ্টিস সাহেবের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা শুনা যায় সেই জুষ্টিস সাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে ঐরূপ নালিশ করণের কোন মাতবর কারণ ছিল না তখন ঐ জুষ্টিস সাহেব আপনার বিবেচনায় এইমত হুকুম করিতে পারেন যে যে ব্যক্তির নামে এজহার অথবা নালিশ হইল তাহার সেই বিনহে সময়ের ক্ষতির এবং খরচের বাবৎ সম্বাদদেওনিয়া ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক ঐ জুষ্টিস সাহেব যে খেসারৎ উচিত বোধ করেন তত টাকার খেসারৎ তাহাকে দিবেক ইতি।

[অপরাধের যেরূপে বিচার হইবেক তাহার কথা।]

৪৯ ধারা।

প্রত্যেক জন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন অপরাধ করা যায় সেই অপরাধের নালিশ সরাসরীরূপে শুনেন ও নিষ্পত্তি করেন এবং যে ব্যক্তির নামে সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হয় সেই ব্যক্তির নিজ কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক সাক্ষির শপথক্রমে সেই ব্যক্তিকে দোষী করেন এবং সেই অপরাধের জন্যে এই আইনে যে জরীমানা অথবা দণ্ড নিরূপণ আছে তাহার হুকুম দেন ইতি।

[জুষ্টিস সাহেবেরা সমনক্রমে হাজির করিতে পারিবার এবং আসামী হাজির না হইলে ওয়ারণ্ট দিতে পারিবার কথা।]

৫০ ধারা।

এই আইন অথবা অন্য কোন আইনের দ্বারা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব যে কোন বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এইমত বিষয়ে যখন কোন জুষ্টিস

সাহেবের সম্মুখে কোন এজহার বা নালিশ হয় (এবং সেই নালিশ শপথক্রমে করিবার আবশ্যক নাই) তখন ঐ জুষ্টিস সাহেব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারেন এবং যদি সেই ব্যক্তি সেই সমনের হুকুমানুসারে হাজির না হয় এবং যদি সেই বিষয় ফৌজদারীর অপরাধ না হয় এবং যদি সেই সমন জারী হওনের প্রমাণ হয় এবং সেই ব্যক্তির হাজির না হইবার বিষয়ে কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় তবে ঐ ব্যক্তির অবর্ত্তমানে ঐ জুষ্টিস সাহেব মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। এবং সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার উক্ত এজহার ও নালিশ শুননি ও নিষ্পত্তি হইবার জন্যে জুষ্টিস সাহেব ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে এবং আপনার অথবা অন্য কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে আনিতে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন ইতি।

[সমন যেরূপে জারী হইবেক তাহার কথা।]

৫১ ধারা।

যে ব্যক্তির নামে সমন হয় তাহাকে অথবা তাহার স্ত্রী কি চাকর বা তাহার বসতবাটীনিবাসি কোন ব্যক্তিকে ঐ সমন বা তাহার নকল দেওনের দ্বারা অথবা তাহার সামান্য বাসস্থানে ঐ সমন দেওনের দ্বারা কিম্বা সেই বাসস্থানের দ্বারে বা দেওয়ালে লট্‌কাইবার দ্বারা এরূপ প্রত্যেক সমন জারী হইতে পারে ইতি।

[জুষ্টিস সাহেবেরা সমনবিনা ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারিবার কথা।]

৫২ ধারা।

জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইন অথবা অন্য কোন আইনক্রমে যে অপরাধের বিচার করিতে পারেন এইমত অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে ঐ জুষ্টিস সাহেব তাহার নামে সমন না দিয়া যখন ওয়ারণ্ট দিবার উপযুক্ত কারণ শপথপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শান যায় তখন সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্যে একেবারে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন ইতি।

[সাক্ষিরদিগকে হাজির করাওনের কথা।]

৫৩ ধারা।

এই আইন অথবা অন্য কোন আইনক্রমে জুষ্টিস সাহেব যে কোন অপরাধের বিচার করিতে পারেন সেই অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে ঐ এজহার অথবা নালিশ শুনিবার জন্যে যে সময় ও স্থান নিরূপণ হয় সেই সময়ে ও স্থানে কোন সাক্ষিকে হাজির হইতে এবং সেই অপরাধের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে ঐ জুষ্টিস সাহেব সমন করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তি ঐ সমনের নিরূপিত সময়

ও স্থানে সাক্ষ্যদিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে যদি সেই সমন ঐ ব্যক্তির উপর জারী হওনের বিষয়ে শপথ বা সুকৃতিক্রমে প্রমাণ দেওয়া যায় তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব আপনার দস্তখৎ ও মোহর করা ওযারণ্টের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে ব্যক্তি আইসে বা আনীত হয় সেই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব চৌদ্দ দিনের অনধিক মিযাদপর্য্যন্ত অথবা যাবৎ ঐ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তাবৎ তাহাকে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় কযেদ করিতে পারেন এবং যদি সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করে তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব হুকুম দিলে সেই হুকুম ঐ ব্যক্তির খালাসের জন্যে প্রচুর ওয়ারণ্ট হইবেক ইতি।

[পোলীসের ঘরে আসামীরদিগকে আনিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম দিবার ক্ষমতার কথা।]

৫৪ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে উপস্থিত কোন নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্য্যের বিষয়ে বড় জেলখানায অথবা হরিণবাটীতে কযেদথাকা কোন ব্যক্তির সাক্ষী বা আসামীস্বরূপ জোবানবন্দী লইতে চাহেন তখন ঐ জুষ্টিস সাহেব এই আইনের শেষের লিখিত ·B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার মর্ম্মানুসারে ঐ জেলখানা অথবা হরিণবাটী রাখনিয়াকে কি অধ্যক্ষকে এই মজমুনে হুকুম দিতে পারেন যে তিনি ঐ হুকুমের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসামীর জোবানবন্দীর নিমিত্তে তাহাকে উপযুক্ত তৈনাৎ দিযা পোলীস ঘরে আনেন। এবং ঐ জেলখানা কি হরিণবাটী রাখনিয়া বা অধ্যক্ষ সেইরূপ হুকুম পাইলে তাহার অনুযায়ি কার্য্য করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে আসামী জেলখানাহইতে অবর্ত্তমান সময়ে তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার জন্যে খবরদারী করিবেন ইতি।

[দণ্ড ও জরীমানা আদায় করিবার কথা।]

৫৫ ধারা।

এই আইনের ক্ষমতানুসারে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব যে সকল দণ্ড ও জরীমানা ও অন্যান্য টাকা দিবার হুকুম করিয়াছেন বা ধার্য্য করিয়াছেন তাহা এবং কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা এই আইনক্রমে মুচলকা লওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পোলীসের অন্য কোন কর্ম্মকারক যে কোন মুচলকা লন তাহা খেলাফ হইলে যত টাকা কোন ব্যক্তির দিতে হয় সেই সকল টাকা না দেওয়া গেলে সেই টাকা কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দস্তখৎকরা ওয়ারণ্টক্রমে অপরাধি ব্যক্তির অথবা যে ব্যক্তির তাহা দিতে হয় সেই ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায়

হইতে পারে। এবং যদি ঐরূপ কোন দণ্ড বা জরীমানা কি টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে ক্রোকী পরওয়ানার রিটর্ণ অর্থাৎ জওয়াবের জন্যে যে স্থান ও সময় নিরূপণ হয় সেই সময় ও স্থানে যদি সেই ব্যক্তি হাজির হইতে জুষ্টিস সাহেবের খাতিরজমামতে জামিন না দেয় তবে কোন জুষ্টিস সাহেব এইমত হুকুম দিতে পারেন যে ঐ ক্রোকী পরওয়ানার রিটর্ণ যাবৎ সুগমমতে না পাওয়া যাইতে পারে তাবৎ সেই ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নমতে কয়েদ করা যায়। এবং ঐ জুষ্টিস সাহেব মুচলকাস্বরূপ বা প্রকারান্তরে তাহার হাজির হইবার বিষয়ে জামিন লইতে পারেন। এবং যদি ঐ ওয়ারণ্টের রিটর্ণ হওয়াতে দৃষ্ট হয় যে ঐ দণ্ড অথবা জরীমানা কি টাকা আদায় করিবার জন্যে প্রচুর দ্রব্য ক্রোক হইবার না থাকে এবং যদি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় অথবা যদি ঐ ব্যক্তির কবুলক্রমে কি প্রকারান্তরে ঐ জুষ্টিস সাহেবের খাতিরজমামতে ইহা দৃষ্ট হয় যে ক্রোকী পরওয়ানা জারী করিলেও যাহাতে ঐ দণ্ড বা জরীমানা কি টাকা আদায় হইতে পারে সেই ব্যক্তির এমত প্রচুর জিনিস ও সম্পত্তি নাই তবে ঐ জুষ্টিস সাহেব আপনার দস্তখৎকরা ওয়ারণ্টক্রমে ঐ ব্যক্তিকে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ দুই মাসের অনধিক মিয়াদে সেখানে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

[দোষীকরণের হুকুম কেবল মোকদ্দমার দোষগুণপ্রযুক্ত রদ হইতে পারিবার এবং দোষীকরণের পাঠপ্রভৃতির কথা।]

৫৬ ধারা।

কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কোন দোষীকরণের আজ্ঞা বা অন্য হুকুম কি ডিক্রী দাঁড়া বা কার্য্যের নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া রদ হইবেক না কেবল তাহার দোষগুণপ্রযুক্ত ঐ দোষীকরণের আজ্ঞাপ্রভৃতি রদ হইতে পারে। এবং ঐ দোষীকরণের আজ্ঞা অথবা হুকুম কি ডিক্রী যে প্রমাণের দ্বারা করা গেল তাহা তাহার মধ্যে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না। কিন্তু যদি কোন সর্সিওরারৈ পরওয়ানা হয় তবে সেই পরওয়ানার হুকুমক্রমে জোবানবন্দী অথবা তাহার নকল ঐ দোষীকরণের আজ্ঞা বা হুকুম কি ডিক্রীর সঙ্গেং পাঠান যাইবেক। এবং ঐ আদালতের সেই বিষয়ে এলাকা ছিল না ইহা যদি দোষীকরণের হুকুম বা আজ্ঞা কি ডিক্রীর দ্বারা দেখা যায় তথাপি যে জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছিল তাহাতে যদি ঐ দোষ খণ্ডন হয় তবে ঐ জোবানবন্দীতে যাহা দৃষ্ট হয় তদ্দ্বারা ঐ দোষীকরণের আজ্ঞা অথবা হুকুম কি ডিক্রীর পোষকতা হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

এই আইনের অর্থ করণেতে পশ্চাৎ লিখিত কথা এবং উক্তির যে নানা অর্থ তাহাতে ইহার দ্বারা দেওয়া গেল তাহার সেই অর্থ হইবেক কিন্তু যদি

পূর্ব্বাপর কথায় অথবা ভাবে তাহার সেইরূপ অর্থ করণের কিছু প্রতিবন্ধকতা হয় তবে সেই অর্থ করা যাইবেক না বিশেষতঃ।

এক বচনের কথা বহু বচনেও বুঝাইবেক এবং বহু বচনের কথাও এক বচনে বুঝাইবেক।

পুংলিঙ্গের কথা স্ত্রীকেও বুঝাইবেক।

"শহর" এই কথার মধ্যে কলিকাতা শহর ও ফোর্ট উলিয়মের বসতি বুঝাইবেক।

"জুষ্টিস" অথবা "জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরা" এই কথা উক্ত শহর কলিকাতার এবং ফোর্ট উলিযমের বসতির মধ্যে ও জন্যে সময়ক্রমে যাঁহারা জুষ্টিস অফ দি পীসস্বরূপ কর্ম্ম করেন তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

শপথ এই কথা কোন শপথ বা শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা বুঝাইবেক।

A চিহ্নিত তফসীল।

১ পাঠ।

শহর কলিকাতা। স্মরণে রাখিতে হইবেক যে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক স্থানের [A B] এবং অমুক স্থানের [C D] এবং অমুক স্থানের [E F] আমার অর্থাৎ [পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রী অমুকের] সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইল এবং স্বীকার করিল যে আমরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এত টাকা ধারি বিশেষতঃ অমুক [A B] ভারতবর্ষের উত্তম ও চলন টাকা [দুই শত] এবং [C D] ও [E F] একেং [এক শত] টাকা। এবং যদি উক্ত [A B] পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের বিষয়ে ত্রুটি করে তবে ঐ টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ও তাঁহার উত্তরাধিকারির ও পদাভিষিক্তের পক্ষে আমারদের জিনিস ও মাল ও ভূমি ও বাটী হইতে উসুল ও আদায় হইবেক।

আমার সম্মুখে স্বীকার করা গেল।

শ্রী অমুক।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

উপরের লিখিত মুচলকার নিয়ম এই যে [উক্ত A B যদি কলিকাতার পোলীস ঘরে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবসের দশ ঘণ্টার সময়ে শ্রী অমুক জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে হাজির হয়] তবে উক্ত মুচলকা রদ হইবেক নতুবা ঐ মুচলকা সম্পূর্ণরূপে বহাল ও প্রবল থাকিবেক।

২ পাঠ।

শহর কলি- কাতা। ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে অমুক স্থানের [A B] অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবসে আমার অর্থাৎ [পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রী অমুকের সম্মুখে] স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই স্বীকার করিল যে আমি ভারতবর্ষের উত্তম ও চলন [দুই শত] টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ধারি এবং যদি আমি উক্ত [A B] এই মুচলকার নিয়মের বিষয়ে ত্রুটি করি তবে উক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ও তাঁহার উত্তরাধিকারি ও পদাভিষিক্তের পক্ষে ঐ টাকা আমার জিনিস ও মাল ও ভূমি ও বাটীহইতে উসুল ও আদায় হইবেক।

আমার সম্মুখে স্বীকার করা গেল।

শ্রী অমুক।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

উপরের লিখিত মুচলকার নিয়ম এই যে [উক্ত A B যদি কলিকাতার পোলীস ঘরে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবসের দশ ঘণ্টার সময়ে শ্রী অমুক জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে হাজির হয়] তবে উক্ত মুচলকা রদ হইবেক নতুবা ঐ মুচলকা সম্পূর্ণরূপে বহাল ও প্রবল থাকিবেক।

মন্তব্য। এই তফসীলে যেং কথা [ ] এই চিহ্নের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে তাহা বিষয় বিশেষে বদল করিতে হইবেক।

B চিহ্নিত তফসীল।

হুকুমের পাঠ।

কলিকাতার বড় জেলখানার রক্ষক অথবা বিষয় বিশেষে হরিণবাটীর অধ্যক্ষ বরাবরেষু।

যে C D এক্ষণে (বড় জেলখানায় অথবা বিষয় বিশেষে হরিণবাটীতে) কয়েদ আছে সেই ব্যক্তির অমুক বিষয়ে (এই স্থানে যে নালিশ বা মোকদ্দমা বা কার্য্যের বিষয়ে আসামীর সাক্ষ্যের আবশ্যক আছে তাহা লিখিতে হইবেক) সাক্ষী বা আসামীস্বরূপ তজবীজ হওনার্থ তাহাকে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবসে নির্ব্বিঘ্নে আমার নিকটে আন।

শ্রী অমুক।

জুষ্টিস অফ দি পীস।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852: Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

খাঙ্গীদারদিগের বিচারের আইন।

যে স্থানে আসল অপরাধির বিচার হয় অথবা যে স্থানে সম্পত্তি খাঙ্গীদারদিগের দখলে পাওয়া যায় কি যে স্থানে চোরা মাল গ্রহণ হয় সেই স্থানে খাঙ্গীদারদিগের বিচার হওনার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন দ্রব্য কি টাকা কিম্বা মূল্যবান নিদর্শন অথবা অন্য কোন প্রকার সম্পত্তি ফেলোনিরূপে কি বেআইনীমতে চুরী করা গিয়াছে কি লওয়া গিয়াছে কি পাওয়া গিয়াছে কি রূপান্তর হইয়াছে ইহা জানিয়া যে কোন ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে সেই ব্যক্তির নামে ফেলোনির পর সহকারি হওনের দোষে অথবা প্রকৃত ফেলোনির দোষে কিম্বা শুদ্ধ মিস্‌ডিমীনর অর্থাৎ সামান্য অপরাধে নালিশ হইলে যে কোন স্থানে সেই ব্যক্তির দখলে ঐ দ্রব্য ছিল কি হইয়াছিল অথবা যে কোন স্থানে আসল ফেলোনি কিম্বা মিস্‌ডিমীনরের অপরাধি ব্যক্তির আইনমতে বিচার হইতে পারে সেই স্থানে অথবা যে স্থানে সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য নিতান্ত গ্রহণ করিল সেই স্থানে তাহার প্রতি ব্যবহার হইতে পারে ও তাহার নামে নালিশ হইতে পারে ও তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1852 Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F Carbery

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৯ মার্চ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সৰ্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে উকীলের বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে কার্য্যকরণিয়া উকীলদিগের বিষয়ে যে আইন চলন আছে তাহা সংশোধন করণের আবশ্যক হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৬। ৭। ৮। ১০। ১১। ১৩। ১৪। ১৫ ধারা এবং ৯ ধারার ৩ প্রকরণ ও ২০ ধারার ৬ প্রকরণ এবং ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারা এবং ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ১০ ও ১১ ধারা যেপর্য্যন্ত উক্ত আদালতের ও তাহার উকীলেরদের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

উক্ত আদালতে যে কোন উকীল কৰ্ম্ম করেন যদি কোন ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালতে তাঁহার কোন ফৌজদারী অপরাধের দোষ সাব্যস্ত হয় অথবা উক্ত উকীল যে মোকদ্দমায় কি কার্য্যে এক পক্ষ ছিলেন তাহাতে যদি কোন ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালত এমত জ্ঞাপন করেন কি ধার্য্য করেন যে তিনি জানিয়া শুনিয়া কোন বিশ্বাসঘাতকতা কৰ্ম্ম করিয়াছেন অথবা আপনার ওকালতী কৰ্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে কোন প্রবঞ্চনা বা শঠতা করিয়াছেন তবে সেই উকীল কৰ্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

যখন উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালত কোন উকীলের ফৌজদারী অপরাধের দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন কিম্বা এমত জ্ঞাপন কি ধার্য্য করিয়াছেন যে ঐ উকীল যে

মোকদ্দমায় কি কার্য্যে এক পক্ষ ছিলেন তাহাতে জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিযাছেন তখন ঐ উকীলকে তগীর করণের ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালতে যে ডিক্রী কি নিষ্পত্তিতে ঐ প্রকার দোষ সাব্যস্ত হওন কি বিজ্ঞাপন কি ধার্য্য হওনের কথা লেখা আছে তাহার দস্তখতী নকল দাখিল হইলে এবং ঐ আদালতের এইমত খাতিরজমা প্রমাণ হইলে যে ঐ ডিক্রী কি নিষ্পত্তি বাতিল কি অন্যথা হয নাই এবং যে ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে অথবা যাঁহার বিষয় নিষ্পত্তি হইযাছে তিনি ঐ উকীল তবে ঐ আদালত তাঁহাকে তগীর করিবার হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যখন কোন ব্যক্তি কি আদালত কোন উকীলের নামে এই অভিযোগ করেন যে সেই উকীল আপনার ওকালতী কর্ম্ম নির্ব্বাহ্ করণে প্রবঞ্চনা কি শঠতা করিযাছেন তখন যে আদালত তাঁহাকে তগীর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন সেই আদালত ঐ উকীলের নামে যে নালিশ বা নালিশসকল হইয়াছে তাহার এক নকল এবং সেই নালিশ বা নালিশসকল শুননির জন্যে ঐ আদালত যে দিবস নিরূপণ করেন তাহার এত্তেলা তাঁহার উপর জারী করিবেন বা করাইবেন এবং ঐ মোকদ্দমা শুননির জন্যে যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্যূন সম্পূর্ণ কুড়ি দিবস পূর্ব্বে ঐ নকল এবং এত্তেলা ঐ উকীলের উপর জারী হইবেক এবং ঐ নালিশ বা নালিশসকল শুননির সময়ে যে আদালত কি যে ব্যক্তি ঐ নালিশ বা নালিশসকল দরপেশ করিলেন তাঁহার দ্বারা অথবা উক্ত উকীলের দ্বারা যে সকল প্রয়োজনক সাক্ষ্য উপযুক্তমতে দরপেশ হয় তাহা ঐ আদালত গ্রাহ্য করিবেন এবং ঐ নালিশ বা নালিশসকলের বিষয় সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবেন এবং আপনার ফয়সলা এবং সেই ফয়সলার হেতু লিখিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে আদালত উকীলকে তগীর করিবার ক্ষমতা রাখেন এইমত আদালত তাঁহার নামে নালিশ বা নালিশসকল করিতে পারেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহার প্রতিকূলে কার্য্য করিতে পারেন এবং পূর্ব্বের লিখিতমতে ঐ নালিশ বা নালিশসকল শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। আরো জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত প্রকার শুননির সময়ে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী শপথক্রমে লওয়া ও দেওয়া যাইবেক এবং এইমত বিচার করণ সময়ে যে প্রত্যেক সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষিদিগের বিষয়ে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপে মিথ্যা শপথের জন্যে ঐ সাক্ষী দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

উক্ত রাজধানীর সদর আদালতে যে উকীলেরা কার্য্য করেন তাঁহারদিগকে তগীর করণের ক্ষমতা ঐ২ আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল এবং ঐ

রাজধানীতে জিলার জজ সাহেবের আদালতে অথবা তাঁহারদিগের অধীন আদালতে যে উকীলেরা কর্ম্ম করেন তাঁহারদিগকে তগীর করণের ক্ষমতা ঐ২ জিলার জজ সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল ইতি।

৬ ধারা।

কোন জিলার জজ সাহেব উকীলকে তগীর করণের যে হুকুম দেন তাহার উপর আপীল গ্রাহ্য করণের চলিত বিধির অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে ইতি।

৭ ধারা।

উক্ত রাজধানীর বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের উক্ত কোন আদালতের এইমত ক্ষমতা নাহি যে ১৮৪১ সালের ৩০ আইনের বিধির অনুসারে যে জরীমানা হয় তাহাছাড়া উক্ত আদালতে কর্ম্মকারি কোন উকীলের কোন জরীমানা করেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাকী খাজানার বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমায় কোনং ডিক্রীর মাতবরীর এবং পত্তনি তালুক ও বিক্রয় যোগ্য অন্যং জমীর কোনং নীলামের মাতবরীর বিষয়ে যে সন্দেহ হইয়াছে তাহা রহিত করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৮ আইনের দ্বারা বাকী খাজানা অথবা খাজানা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা কিম্বা দাওয়ার শুননি ও ডিক্রী করণের ভার জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের স্থানহইতে খারিজ হইল এবং নানা জিলার কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের দ্বারা পত্তনি তালুক এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট নীলামের যোগ্য অন্যান্য প্রকার ভূমির নীলামের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য ভূমির রাজস্বের কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর অথবা কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টরের প্রধান আসিষ্টাণ্টের প্রতি অর্পণ হইল এবং ঐ আইনের বিধানমতে ঐ বিষয়ের উপর আপিলও হইতে পারিত এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুযায়ি খাজানার নিমিত্তে সরাসরী ডিক্রী জারীক্রমে তালুকের কি বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য ভূমির নীলামের কার্য্য চালাওনের ভার ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল এবং যেহেতুক নানা জিলা ও শহরের আদালতের এলাকা ও ভূমির রাজস্বের নানা কালেক্টর সাহেবের এলাকার একি সীমাসরহদ্দ নাই এবং তৎপ্রযুক্ত ঐং সরাসরী মোকদ্দমা অথবা দাওয়া কোন্ জিলার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হয় এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এইরূপ কোন সরাসরী মোকদ্দমায় করা যে কোন হুকুম কি ডিক্রীর বিষয়ে এবং ঐরূপ যে কোন নীলামের বিষয়ে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে এই হেতুতে নালিশ না হইয়া থাকে যে রাজস্বের যে

কালেক্টর সাহেবের কি তাঁহার ডেপুটীর কিম্বা উপযুক্তমতে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্টের সেই বিষয়ে কোন এলাকা নাই এইমত সাহেবের দ্বারা তাহা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন হইয়াছে সেই হুকুম কি ডিক্রী ও নীলাম সেইপ্রযুক্ত অন্যথা হওনের বা বিবাদের বিষয় হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৩৯ সালের ১৪ আইন সংশোধন ও স্পষ্ট করণের এবং ক্রিম্পের অর্থাৎ খালাসীর দালালীর অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন।

১৮৩৯ সালের ১৪ আইন সংশোধন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝনের জন্যে এবং পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট ক্রিম্পের অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে চাকরীতে প্রবেশ করিতে বল বা ছল না হইলে অনিচ্ছুক আছে এমত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক কি প্রবৃত্তি দেওনের দ্বারা সেই চাকরীতে প্রবেশ করণের বা চাকরীর বন্দোবস্ত করণের মানসে ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে যে কেহ বেআইনীমতে কোন স্থানে বলে বা ছলে আটক করে বা ফুসলাইয়া আনে সেই ব্যক্তি অথবা যে কেহ বেআইনী কয়েদ বা বেহোঁশ করণ কি ভয় দেখাওনের দ্বারা বা বলে কি ছলে ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে সেইরূপ চাকরীতে প্রবেশ করায় বা সেইরূপ চাকরীর বন্দোবস্ত করায় অথবা যে কেহ বলে কি ছলে অথবা কোন মিথ্যা প্রতিজ্ঞা কি কোন বাহানা কি কোন কথার দ্বারা ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশহইতে স্থলপথে বা জলপথে যাইবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে ক্রিম্প অর্থাৎ খালাসীর দালাল এবং ক্রিম্পের অপরাধের দোষী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশহইতে কোন ব্যক্তির স্থলপথে কি জলপথে গমন ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের এবং এই আইনের অর্থের মধ্যে ঐ২ দেশহইতে প্রস্থান করা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষের দ্বীপের মধ্যে কোন

বিদেশীয় রাজার বসতিতে খাটাইবার জন্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন ভারতবর্ষজাত ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অথবা উক্ত রাজ্যহইতে ঐরূপ বিদেশীয় বসতিতে ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির যাইতে জানিয়া শুনিয়া যে কেহ উপকার বা সাহায্য করে সেই ব্যক্তি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক না। এবং জানা কর্ত্তব্য যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে চাকরী বা মজুরী করণের বিষয়ে যদি কেহ ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত ঐ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে প্রস্থান করায় অথবা উক্ত রাজ্যহইতে উক্ত প্রকার কোন বিদেশীয় বসতিতে গমন করণার্থে জানিয়া শুনিয়া ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির এই মানসে সাহায্য ও উপকার করে যে ঐ ভারতবর্ষজাত ব্যক্তি তৎপরে ভারতবর্ষহইতে প্রস্থান করিবেক সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে ক্রিম্প এবং ক্রিম্পের অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক। এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশহইতে ঐ দেশজাত ব্যক্তির গমনের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি ঐরূপ ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন স্থানহইতে গমন করণের প্রমাণ হয় তবে তাহা ঐ মানসের স্পষ্টতঃ প্রমাণ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনের অর্থের মধ্যে যে প্রত্যেক জন ক্রিম্প বোধ হয় সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদের এবং পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি বেহোঁশ করণের দ্বারা বা বেআইনী কয়েদ করণ কি ভয় দেখাওনের দ্বারা কিম্বা কোন মিথ্যা প্রতিজ্ঞা বা বাহানা অথবা কথার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে এতদ্দেশজাত কোন ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক গমন করায় বা ফুসলাইয়া লইয়া যায় অথবা যে ব্যক্তি চাতুরীক্রমে ঐরূপ জাত কোন ব্যক্তিকে উক্ত রাজ্যহইতে প্রস্থান করায় সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

যে প্রত্যেক গতিকে কোন অপরাধের জন্যে এই আইনানুসারে কয়েদের হুকুম হয় সেই২ গতিকে যে আদালত ঐ কয়েদের হুকুম দেন সেই আদালত অপরাধিকে ঐ কয়েদের সম্পূর্ণ মিয়াদপর্য্যন্ত অথবা সেই মিয়াদের মধ্যে যে ভাগ ঐ আদলত উচিত বোধ করেন সেই ভাগপর্য্যন্ত তাহার কঠিন পরিশ্রমের দণ্ড করিতে পারেন ইতি।

৭ ধারা।

যে প্রত্যেক গতিকে কোন অপরাধী ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের ২ ধারানুসারে কয়েদ হওনের যোগ্য হয় সেই২ গতিকে ঐ অপরাধী যে প্রত্যেক এতদ্দেশজাত ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিল সেই মত প্রত্যেক জনের জন্যে তিন মাসের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ হওনের অথবা কয়েদের ও কঠিন পরিশ্রমের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কয়েদ কোন গতিকে কোন এক অপরাধের জন্যে ছয় মাসের অধিক হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনের দ্বারা স্পষ্টকরা ও সংশোধিত হওয়া ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ যে কোন ব্যক্তি করে যদি এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে সেই ব্যক্তি ঐ ধারানুসারে কোন অপরাধ করণের বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে দোষীকৃত হইযাছিল তবে সেই ব্যক্তি উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে দোষীকৃত হইলে এক বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কয়েদ হওনের অথবা কয়েদের ও কঠিন পরিশ্রমের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবং ঐরূপ পূর্ব্বে দোষীকৃত হওনের পরে সেইরূপ অপরাধ করণের বিষয়ে যে কোন নালিশ বা এজহার কিম্বা অন্য কার্য্য হয় সেই নালিশপত্রপ্রভৃতিতে অপরাধ বর্ণনা করণের পর যদি ইহা কথিত হয় যে ঐ অপরাধি ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে বা স্থানে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের ২ ধারানুসারে অপরাধ করণের বিষয়ে দোষীকৃত হইয়াছিল তবে তাহাই প্রচুর হইবেক এবং সেইরূপ পূর্ব্ব করা অপরাধ বা দোষীকৃত হওনের অন্য প্রকারে বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না এবং পূর্ব্বে দোষী হওনের রোয়দাদ যে আমলার জিম্মায় থাকে তাঁহার দ্বারা অথবা ঐ আমলার নায়েব অথবা আইনমতে নিযুক্ত আসিষ্টান্টের দ্বারা পূর্ব্বে দোষীকৃত হওনের এক সর্টিফিকটে দস্তখৎ হইয়াছে বলিয়া ঐ সর্টিফিকট দাখিল করিলে এবং ঐ অপরাধী যে সেই ব্যক্তি ছিল ইহার প্রমাণ হইলে ঐ পূর্ব্বে দোষীকৃত হওনের প্রচুর প্রমাণ বোধ হইবেক এবং যে ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটে দস্তখৎ করিলেন দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির দস্তখতের অথবা তাঁহার সরকারী আমলা থাকনের প্রমাণ দিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

১৮৩৯ সালের ১৪ আইনেতে "মাজিষ্ট্রেট" এই কথা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং যাঁহারা আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন তাঁহারদের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

আপীলক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অথবা বাঙ্গলা দেসস্থ ফোর্ট উলিযম রাজধানীর সদর দেওযানী আদালতে এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেবদিগের যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণের আইন।

যেহেতুক আপীলক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে এবং বাঙ্গলা দেসস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী আদালত এবং কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন বা হুকুম দেন তাহা জারী করণের বিষয়ি আইন সংশোধন করা উচিত বোধ হইযাছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

আপীলক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অথবা কোন সদর দেওয়ানী আদালতে কি কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের দ্বারা যে কোন ডিক্রী বা হুকুম এই আইন জারী হওনের পর করা যায তাহা এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে আপীলক্রমে সেইরূপ যে প্রত্যেক ডিক্রী বা হুকুম করা গিযাছিল এবং তাহা জারী অথবা প্রবল করণার্থে কোন দরখাস্ত দেওয়া যায নাই তাহা যে আদালত আপীলহওয়া প্রথম ডিক্রী কি হুকুম করিযাছিলেন সেই আদালতের দ্বারা প্রবল ও জারী হইবেক এবং ঐ শেষোক্ত আদালতের করা আসল ডিক্রী বা হুকুম জারী ও প্রবল করণার্থে যে বিধি ও আইন খাটে সেই বিধি ও আইনানুসারে এবং সেইরূপে তাহা জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে আপীলক্রমে হওযা ঐরূপ কোন ডিক্রী বা হুকুম প্রবল অথবা জারী করিতে চাহেন তিনি যে আদালত আপীল হওযা প্রথম ডিক্রী বা হুকুম করিয়াছিলেন সেই আদালতে সেই বিষযের এক দরখাস্ত দিবেন এবং আপীল-ক্রমে হওয়া যে ডিক্রী অথবা হুকুম প্রবল কি জারী করিবার মানস আছে সেই ডিক্রীর বা হুকুমের এক সর্টিফিকটহওয়া নকল ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবেক।

৩ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে আপীলক্রমে হওয়া ঐরূপ কোন ডিক্রী বা হুকুম প্রবল কি জারী করণের বিষয়ে ঐ শেষোক্ত আদালত যে কোন ডিক্রী বা হুকুম করেন তাহার উপর এক আপীল হইতে পারিবেক। এবং যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর প্রথমতঃ আপীল হইয়াছিল সেই ডিক্রী বা হুকুম জারী বা প্রবল করণের বিষয়ের দরখাস্তক্রমে করা কোন ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল যেরূপে হইত ও যে নিয়ম ও বিধি ও আইন দৃষ্টে তাহা হইত সেইরূপে ও সেই নিয়ম ও বিধি ও আইনানুসারে ঐ আপীল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু এই আইনের মধ্যের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে করা কোন ডিক্রী বা হুকুম প্রবল বা জারী করিতে যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে সদর দেওয়ানী আদালতকে হুকুম দেওয়া উচিত বোধ করেন তবে ঐ ডিক্রী কি হুকুম প্রবল অথবা জারী করাইতে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের কোন প্রতিবন্ধক আছে ইতি।

৫ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার বিধি এই আইনানুসারে করা কার্য্যের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইন কেবল বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে চলিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F Carbery

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৬ ষড়বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে কার্য্যের রীতি সংশোধনের এবং প্রধান সদর আমীনের প্রতি যে আপীল অর্পণ হয় তাহাতে তাঁহারদের ক্ষমতা বিস্তার করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে সদর আমীনেরদের ও মুনসেফেরদের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় কার্য্য করণের রীতি জজ সাহেবেরদের ও প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে ঐ প্রকার মোকদ্দমার কার্য্য করণের রীতির সঙ্গে ঐক্য করা এবং যেহেতুক প্রধান সদর আমীনের প্রতি যে আপীল অর্পণ হয় তাহাতে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আসল ডিক্রী সংশোধনের হুকুম দিবার ক্ষমতা ঐ সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহার দ্বারা নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৯। ২১। ২২। ২৪। ২৭। ২৯। ৩৫ এবং ৩৭ ধারা এবং ঐ আইনের ২৫ ধারার ১। ২। ৩। ও ৫ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৭৩ ধারার যে ভাগের দ্বারা ঐ আইনের ২৫ ধারার ১। ২। ৩। ৫ প্রকরণ এবং ৩৫ ধারা সদর আমীনের প্রতি খাটান গেল সেই ভাগ এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৫ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের উক্ত ৫ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণের যে ভাগ পুর্ব্বোক্ত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ধারা ও প্রকরণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইল এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার যে ভাগে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫৭। ৫৮ ও ৫৯ ধারা রদ হইল তাহা বর্জিয়া ঐ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার অন্য ভাগ ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে কার্য্যের রীতির বিষয়ে যে সকল আইন ও

বিধি এক্ষণে চলন আছে তাহা সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে কার্য্যের রীতির বিষয়ে খাটিবেক এবং ঐ দেওয়ানী মোকদ্দমার সেইরূপে নির্ব্বাহ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ও ২১ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ৭ আইনের ৭ ও ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১৭ ও ১৯ ধারা এবং ১৮৫০ সালের ২১ আইনের দ্বারা বিস্তারিতহওয়া ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৮ ও ৯ ধারা মুনসেফের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় ও বিষয়ে খাটিবেক। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের বিষয়ি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতের বিষয়েও খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন সদর আমীন অথবা মুনসেফের যদি এমত বোধ হয় যে তাঁহার ডিক্রী পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত গ্রাহ্য করা উচিত তবে তিনি সেই বিষয়ের রিপোর্ট জজ সাহেবের নিকটে করিবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতে সেইরূপ দরখাস্তের বিষয়ে চলিত আইনে যেং বিধি নিরূপণ আছে সেইং বিধির অনুসারে জজ সাহেব সেইরূপ পুনর্ব্বিচারের অনুমতি দিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যেং মোকদ্দমায় সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতের কোন উকীল অথবা আমলা এক পক্ষ হন সেইং মোকদ্দমার বিচার করিতে ঐ বিচারকেরদের ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক এবং ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারায় ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণে ইহার বিপরীত কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১।২।৩ প্রকরণে ও ১৫ ধারার ২ প্রকরণে স্থান বিশেষের এলাকা ও মূল্যের সম্পত্তির বিষয়ে যে বিধি ও নিষেধ নিরূপণ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া জিলার জজ সাহেব সদর আমীন ও মুনসেফদিগকে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণের মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে অর্পণ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনের মধ্যের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণে মুনসেফের আদালতে কোনং দলীল ইষ্টাম্প কাগজে না লিখনের বিষয়ে যে বিধি আছে অথবা মুনসেফের আদালতে সাক্ষিদিগকে হাজির করাওনের বিষয়ে যেং বিধি ১৮৪৫ সালের ১৭ আইনের ২ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রদ অথবা কোন প্রকারে তাহার ব্যাঘাত হইল ইতি।

৬ ধারা।

ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তকারিরা যে ডিক্রী জারী করণের চেষ্টা করে তাহার রীতিমত দস্তখৎহওয়া এক নকল আপনং দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে পারে এবং এইমত হইলে মোকদ্দমার আসল রোয়দাদে যে ডিক্রী থাকে তাহার সঙ্গে দরখাস্তের ঐক্য করণের আবশ্যক হইবেক না এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

প্রথমত উপস্থিত যে মোকদ্দমা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের বিধির এবং এই আইনের বিধির অনুসারে হইবেক। এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইন জারী হওনের সময়ে সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল সেই মোকদ্দমার নির্ব্বাহের রীতির কোন মতান্তর হইবেক। কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে আইন চলন ছিল তদনুসারে সেই প্রকার সকল মোকদ্দমার নির্ব্বাহ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে আসল ডিক্রী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ভ্রমযুক্ত অথবা উপযুক্ত বিচার করণ ব্যতিরেকে হইয়াছে দৃষ্ট হয় সেই ডিক্রী সংশোধনের হুকুম দিবার যেং ক্ষমতা ১৮৩৮ সালের ৭ আইনানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পিত সকল আপীলের বিষয়ে প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতিও খাটিবেক ইতি।

১০ ধারা।

এই আইন কেবল বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে খাটে এবং তাহা কেবল বাঙ্গলা রাজধানীর চলন আইনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমত বোধ করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোনং ফৌজদারী অপরাধের জন্যে এদেশীয় কতকং আমলারদের ও পোলীসের আমলারদের নামে নালিশের সুবিদা করণের আইন।

যেহেতুক নানা স্থানের গবর্ণমেণ্টকে এবং গবর্ণমেণ্টের অধীন সিরিশ্‌তা অথবা দফ্তরের প্রধান কর্ম্মকারকদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে যে তাঁহারদের তাবে এদেশীয় আমলারদের বা পোলীসের আমলারদের নামে ঘুষ বা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন অথবা তসরুফ করণ কিম্বা অন্য কুকর্ম্মের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ ব্যক্তি কোন নালিশ করিলে বা না করিলে ঐ গবর্ণমেণ্টপ্রভৃতি সেই কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ করিবার শক্তি পান অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যখন স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের অথবা গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন সিরিশ্‌তা কি দফ্তরের প্রধান কর্ম্মকারকের এমত বোধ হয় যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের এলাকার অধীন এবং ঐ গবর্ণমেণ্টের তাবে কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ সিরিশ্‌তা অথবা দফ্তরে নিযুক্ত কোন এতদ্দেশীয় আমলার কি পোলীসের আমলার পদধারণের কোন সময়ে ঘুষ বা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন বা তসরুফ করণ কি অন্য কুকর্ম্ম করণের কোন অভিযোগের সত্যাসত্যতার বিষয়ে সরকারের তরফে তহকীক করণের উপযুক্ত কারণ আছে তখন ঐ গবর্ণমেণ্ট অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক কোন ফৌজদারী আদালতে সরকারের পক্ষে ঐ এতদ্দেশীয় আমলার নামে নালিশ করিতে পারেন অথবা সেই নালিশ চালাইতে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং এদেশীয় কোন আমলার কি পোলীসের আমলার নামে ক্ষতিগ্রস্ত কোন সাধারণ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ঐরূপ যে কোন নালিশ করে তাহা কোন ফৌজদারী আদালতে নির্ব্বাহ করণের ভার ঐ গবর্ণমেণ্ট অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক আপনার বিবেচনাক্রমে সরকারের তরফে আপনার উপর লইতে পারেন। এবং যে সময়ে ঐ নালিশ করা যায় সেই সময়ে নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারী কর্ম্মে আর না থাকনপ্রযুক্ত উক্ত প্রকার নালিশের বাধা কি হানি হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন কালেক্টর সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কমিস্যনর সাহেবের ন্যূন পদস্থ কোন নিমক কি আবকারী কিম্বা হাসিলের সিরিশ্‌তার কোন দফ্তরের প্রধান কর্ম্মকারক সাহেব যে আদালত কিম্বা বোর্ড কি কর্ম্মকারকের অব্যবহিত অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি যাবৎ না পান তাবৎ এই আইনানুসারে কোন নালিশ উপস্থিত করিতে কিম্বা তদবীর করিতে পারেন না ইতি।

৩ ধারা।

যে কোন কালেক্টর সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জজ সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক এই আইনানুসারে কোন আমলার নামে নালিশ করেন বা করান কিম্বা ঐ নালিশের সম্পর্কে ঐ আমলার কর্ম্মের বিষয়ে আদৌ কোন তদারক করেন তিনি কিম্বা তাঁহার কোন ডেপুটী কি আসিষ্টাণ্ট কিম্বা তাবেদার কার্য্যকারক এমত কোন মোকদ্দমায় বিচারকের কর্ম্ম করিতে পারিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনের লিখিত কোন কথার এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৯ আইন ও ১৮২৮ সালের ৭ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ৩৬ আইন রদ হইয়াছে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দুর্ব্বল হইয়াছে এবং ঐ সকল আইন রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে যে কুকর্ম্মের ও অপরাধের বিষয়ে খাটে সেই অপরাধের বিষয়ে সম্পূর্ণ বলবৎ থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জে পি গ্রাণ্ট।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta, 1852.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩১ একত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণ রদ করণের আইন।

যেহেতুক যে চোরা বা লুঠকরা সম্পত্তি দারোগা বা পোলীসের অন্যান্য আমলা ধরেন সেই সম্পত্তির মূল্যের উপর ঐ দারোগাপ্রভৃতির কমিস্যন পাইবার স্বত্ব থাকা উচিত নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জে পি গ্রাণ্ট।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery

ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যে আদালতে ডিক্রী হয় সেই আদালতের এলাকার বাহিরের স্থানে ঐ ডিক্রী জারীর সুগম করণের আইন।

১ ধারা।

যে প্রত্যেক ফরিয়াদী কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে কিম্বা কোন্ বিদেশীয় রাজা বা রাজ্যের দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে স্থাপিত কোন আদালতে ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা প্রবল কিম্বা জারী করিতে পারে না সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে পশ্চাৎ লিখিত-মতে তাহা প্রবল অথবা জারী করিতে পারে ইতি।

২ ধারা।

যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে ঐ ফরিয়াদী এই২ কাগজপত্র পাইবার দরখাস্ত করিতে পারে বিশেষত ঐ ডিক্রীর এক নকল এবং ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী হয় নাই ইহার এক সর্টিফিকট এবং ঐ ডিক্রী জারী করণার্থে যে কোন হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে তাহার নকল এবং আবশ্যক হইলে ঐ ডিক্রী এবং জারীর হুকুমের ইঙ্গরেজী ভাষায় এক তরজমা। যদি ঐ২ কাগজপত্র না দেওনের উপযুক্ত কারণ না থাকে তবে ঐ আদালত ঐ নকল ও সর্টিফিকট ও আবশ্যক হইলে ঐ তরজমা তাহাকে দিতে হুকুম করিবেন এবং ঐ সকল কাগজপত্রে ঐ আদালতের জজ বা জজ সাহেবেরদের কোন এক জনের দ্বারা দস্তখৎ হইবেক এবং আদালতের মোহরে তাহা মোহর করা যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যদি ঐ আদালত ঐ জিলায় আদৌ মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালত হন তবে জজ সাহেব সর্টিফিকটের মধ্যে আপনাকে সেইরূপে বর্ণনা করিবেন এবং ঐ আদালতের ও জিলার নাম তাহাতে লিখিবেন ইতি।

৪ ধারা।

যদি সেই আদালত ঐ জিলার মধ্যে আদৌ মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালত না হন তবে ঐ ডিক্রীর এবং জারী করণের হুকুম হইলে তাহার নকল এবং জজের সর্টিফিকট এবং তরজমা থাকিলে তাহা অগৌণে জিলার আদৌ মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে পাঠান যাইবেক এবং ঐ আদালতের জজ বা জজেরদের মধ্যে এক জন আপনার হাতে দস্তখৎ করা এবং আদালতের মোহরে মোহর করা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট দিবেন যে যে আদালতে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতের জজের দস্তখৎ ঐ পূর্ব্বোক্ত দলীল-দস্তাবেজে দেওয়া গিয়াছে। এবং যে জজ ঐ সর্টিফিকটে দস্তখৎ করেন তিনি ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ইহা লিখিবেন যে আমি জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা জজেরদের মধ্যে এক জন এবং ঐ আদালতের এবং ঐ জিলার নাম তাহাতে লিখিবেন ইতি।

৫ ধারা।

যে জিলার মধ্যে ঐ ডিক্রী করা গিয়াছিল সেই জিলার আদৌ মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালত যে সকল নকল ও তরজমা ও সর্টিফিকট দেন অথবা যে সকল নকলপ্রভৃতি তাঁহার নিকটে পাঠান যায় তাহা যে জিলায় ফরিয়াদী ডিক্রী প্রবল কি জারী করিতে চাহে সেই জিলার আদৌ মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে ঐ প্রথমোক্ত আদালতের দ্বারা অবিলম্বে পাঠান যাইবেক। এবং যে আদালতের এলাকায় তাহা জারী করণের মানস থাকে তাহা যদি কোন রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট হন তবে ঐ নকলপ্রভৃতি ঐ আদালতের প্রথনটরি সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক। এবং ঐ আদালত সেই ডিক্রীর অথবা ডিক্রী জারীর হুকুমের কি তাহার নকলের কিম্বা তরজমা থাকিলে তাহার অথবা কোন আদালতের মোহর বা এলাকার কিম্বা জজের দস্তখতের বিষয়ে প্রমাণ না লইয়া ঐ সকল দলীল নথীর শামিল করিবেন। কিন্তু যে আদালতে ঐ দলীল পাঠান যায় সেই আদালত যদি কোন বিশেষ বিষয়প্রযুক্ত তাহার প্রমাণ চাহেন তবে তাহা তলব করিতে পারেন এবং ঐ বিশেষ বিষয় এক হুকুমনামাতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ডিক্রীর অথবা ডিক্রী জারী করণের হুকুমের নকল পূর্ব্বোক্তমতে প্রবল কি জারী করণার্থে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালতে তাহা নথীর শামিল করা গেলে ঐ আদালতের ডিক্রী অথবা ডিক্রী জারীর হুকুম হইলে যে ফল হইত তাহার তন্নিমিত্তে সেই ফল হইবেক এবং সেই আদালতের দ্বারা প্রবল অথবা জারী হইতে পারে কি তাহার তাবে যে কোন আদালতকে তাহা প্রবল বা জারী করণার্থে

হুকুম দেওয়া যায় সেই আদালতের দ্বারা তাহা প্রবল অথবা জারী হইতে পারে ইতি।

৭ ধারা।

উক্ত কোন আদালতে যখন পুর্ব্বোক্ত অন্য কোন আদালতের ডিক্রী জারী অথবা প্রবল করণের দরখাস্ত দেওয়া যায় তখন যে আদালতে ঐ দরখাস্ত করা যায় বা অর্পণ হয় সেই আদালত সেইরূপ গতিকে আপনার যে বিধান ও কার্য্যের রীতি থাকে তদনুসারে তাহা প্রবল অথবা জারী করিবেন। এবং এই শেষোক্ত আদালত ঐ ডিক্রী প্রবল বা জারী করণেতে যে সকল অন্যায় কি বেদাঁড়া কর্ম্ম হয় তাহা বিচার করিয়া তাহার দণ্ড করিবেন এবং ঐ ডিক্রী প্রবল কি জারী করণেতে যে সকল ব্যক্তি হুকুম না মানে কিম্বা বাধকতা করে তাহারা ঐ ডিক্রী ঐ শেষোক্ত আদালতের দ্বারা করা গেলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ শেষোক্ত আদালতের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে সৈন্যসম্পর্কীয় যে কোন কোর্ট রিক্বেষ্ট থাকে অথবা ১৮৪১ সালের ১১ আইনের ১৭ ধারায় যে কোর্ট রিক্বেষ্টের বিষয় উক্ত আছে সেই কোর্ট রিক্বেষ্টের যে ডিক্রী সাধারণমতে জারী করিতে হয় তাহা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জারী হইতে পারে। কিন্তু যদি খাতক গোরা বা এদেশীয় সিপাহী হয় তবে ঐরূপ কোন ডিক্রী এই আইনানুসারে আসামীকে কয়েদ করণের দ্বারা জারী হইবেক না। সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের ডিক্রী হইলে ডিক্রীর নকল ও সর্টিফিকট ও তরজমা থাকিলে তাহা সৈন্যের ছাউনি কি শিবিরে যে সেনাপতি সাহেবের কর্ত্তৃত্ব থাকে তাঁহার দ্বারা দস্তখৎ হইবেক এবং তিনি আপনাকে সেইরূপ বর্ণনা করিবেন এবং ঐ ডিক্রীর কিম্বা সেই সেনাপতি সাহেবের দস্তখৎ কিম্বা তৎপদে নিযুক্ত থাকনের কিম্বা ঐ আদালতের এলাকার কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না। কিন্তু যে আদালতে ঐ দলীল পাঠান যায় সেই আদালত যদি কোন বিশেষ বিষয়প্রযুক্ত তাহার কোন প্রমাণ চাহেন তবে তাহা তলব করিতে পারেন এবং ঐ বিশেষ বিষয় এক হুকুমনামাতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

মুনসেফের আদালতের কোন ডিক্রী অথবা সৈন্যসম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিক্বেষ্টের ডিক্রী এই আইনানুসারে জারী করণের দরখাস্ত শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন ডিক্রী জারী বা প্রবল করণের হুকুম ঐ হুকুমকরণিয়া আদালতের দ্বারা আদৌ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাহার উপর আপীল হইতে পারে ও সেই আপীলের বিষয়ে সেইরূপ নিয়ম ও বিধান খাটিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "ডিক্রী" এই কথা কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্য্যের ডিক্রী বুঝায় এবং কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্য্যের চূড়ান্ত ডিক্রী বা হুকুমও বুঝায়। "ফরিয়াদী" এই কথা যে কোন ব্যক্তি ঐ ডিক্রীক্রমে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব রাখে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবেক। পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক এক বচনে বহু বচনও বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জে পি গ্রাণ্ট।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1852.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সালের ৪ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ভূম্যধিকারি কি তাঁহারদের গোমাশ্‌তা অথবা সরবরাহ্‌কারেরদের যে সরকারী ও পোলীসের কার্য্য নির্ব্বাহ্ করিতে হয় ও যে সরকারী খরচ দিতে হয় তৎসম্পর্কে এদেশীয় লোকেরা যে২ আদালতের অধীন আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সকল প্রজার সেই২ আদালতের অধীন হওনের যোগ্যতার বিষয়ে যে সন্দেহ্ আছে তাহা ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক ১৮৩৭ সালের ৪ আইনের শক্ত্যনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন প্রজা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে ভূমি সম্পত্তি অথবা ভূমিসংক্রান্ত কোন লাভ চির কালের জন্যে কিম্বা কোন মিয়াদের নিমিত্তে পাইতে ও দখল করিতে পারেন, এবং যেহেতুক ঐ ভূমি দখল করণসম্পর্কে যে সকল সরকারী ও পোলীসের কার্য্য করিতে হয় তাহা করাওনের কিম্বা ঐ ভূমির উপর কি তৎসম্পর্কে যে সরকারী খরচ ও কর দেয় হয় তাহা দেওয়াইবার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে আদালতের অধীন আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে সকল প্রজা ভূমিসম্পত্তি অথবা ভূমিসংক্রান্ত কোন লাভ প্রাপ্ত হন কি দখল করেন অথবা ঐ সম্পত্তির মোখ্তারী কি সরবরাহ্ কার্য্য করেন তাঁহারাও সেই আদালতের অধীন কি না এই বিষয়ে সন্দেহ্ জন্মিয়াছে, এবং যেহেতুক ইহা যথার্থ ও উচিত আছে যে যে সকল ব্যক্তি ঐ ভূমিসম্পত্তি দখল করিতে অথবা তাহার গোমাশ্‌তাগিরী কি সরবরাহ্ কর্ম্ম করিতে উচিত বোধ করেন তাঁহারা ঐ ভূমিসংক্রান্ত যে সকল সরকারী ঝুঁকী ও কার্য্য আছে তাহার বিষয়ে দায়ী হন এবং তাহা করিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করিলে এদেশীয় লোকেরা যে আদালতের অধীন আছে সেই আদালতের অধীন হন, অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল।

১ ধারা।

উক্ত দেশের কোন ভাগে যে কেহ্ কোন ভূমিসম্পত্তির বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভের, চির কালের জন্যে বা কোন মিয়াদের নিমিত্তে, স্বামী বা দখীলকার কি ইজারদার হন অথবা ঐরূপ কোন সম্পত্তির গোমাশ্‌তা বা সরবরাহ্‌কার হন, তিনি ঐ

সম্পত্তির স্বামী কি দখীলকার অথবা তাহার গোমাশ্তা কি সরবরাহকার স্বরূপ, যে কোন সরকারী খরচ বা করের কিম্বা পোলীসসংক্রান্ত বা নিমক কি আফীনের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যের বা সরকারী কোন কার্য্যের বিষয়ে দায়ী হইতেন, সেই সরকারী খরচপ্রভৃতির দায়হইতে আপনার জন্মস্থান বা বংশপ্রযুক্ত মুক্ত হইবেন না ইতি।

২ ধারা।

যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন সরকারী খরচ কি কর না দেন অথবা পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ত্তব্য কার্য্য না করেন কিম্বা তাহা করণেতে ত্রুটি কি কুকর্ম্ম করেন এইমত প্রত্যেক জনের যেখানে জন্মস্থান হউক বা তিনি যে বংশ্য হউন তিনি এদেশজাত ব্যক্তি হইলে যে আইন ও নিয়ম ও কার্য্য ও আদালতের অধীন হইতেন সেই আইনপ্রভৃতির অধীন হইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জে পি গ্রাণ্ট।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1853:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F Carbery

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মালগুজারীর বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনি তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ে সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে মালগুজারীর বাকী অথবা তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা অথবা দাওয়ার শুননি ও নিষ্পত্তি করণের ভার জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের স্থান-হইতে উঠাইয়া লওয়া গেল এবং নানা জিলার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল। এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের দ্বারা ঐ দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইন এবং ১৮২০ সালের ১ আইনক্রমে পত্তনি তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্য২ অধিকারের নীলাম করণের ভার এবং ঐ নীলামের পূর্ব্বে অথবা তৎসম্পর্কে অন্য যে২ কর্ম্ম করিতে হয় তাহা করণের ভার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা ঐ কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টরের প্রধান আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে অর্পণ হইল এবং ঐ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে আপীল হইতে পারিত। এবং যেহেতুক খাজানার বিষয়ি সরাসরী ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করণের যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি ছিল সেই ক্ষমতা ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল এবং এইমত হুকুম হইল যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে খাজানার বাকী উসুল করিবার সকল নীলাম কালেক্টর সাহেব কি তাঁহার ডেপুটী সাহেব কি তাঁহার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক এবং জিলা অথবা স্থানীয় আদালতের কাছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ইশ্‌তিহার-নামা লট্‌কাইয়া ঐ প্রকার নীলামের বিষয়ে দশ দিবসের এত্তেলা দেওয়া যাইবেক। এবং যেহেতুক ১৮৫০ সালের ২৫ আইন এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা মতান্তরহওয়া এবং ঐ ১৮৫০ সালের ২৫ আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তহওয়া বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের

৯ ধারা ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে হওয়া নীলামের বিষয়ে খাটান বিহিত হইযাছে। এবং যেহেতুক যে গতিকে কোন এক কালেক্টর সাহেবের জিলা অথবা অন্য প্রদেশে স্থিত ভূমি এক সম্পূর্ণ মহালের অংশ হয় এবং সেই সমুদয় মহালের মালগুজারী অন্য জিলা বা প্রদেশের কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায় সেই গতিকে উক্ত সকল আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত হইল সেই ক্ষমতানুসারে কাহার কার্য্য করিতে হইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে অতএব ঐ সকল সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এবং আরো যেং গতিকে ভূমি কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের জিম্মায় করা প্রদেশের মধ্যে থাকে এবং যেং গতিকে পত্তনি তালুকের অথবা অন্য অধিকারের এক মোট খাজানা ধার্য্য আছে কিন্তু সেই ভূমি দুই বা ততোধিক কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে আছে সেইং গতিকে ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কোনং কর্ম্মকারকের শক্তি আছে তাহা নির্ণয় করণার্থে এবং ইহার পূর্ব্বে সেইরূপ যে কোন নিষ্পত্তি কি ভূমির নীলাম হইয়াছিল তাহা অপ্রকৃত জিলার কর্ম্মকারকের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ জ্ঞান না হওনের জন্যে নীচের লিখিত-মতে হুকুম হইল ।

১ ধারা ।

যেং ভূমির উক্ত প্রকারে কোন নীলাম হয় তাহা অথবা যেং ভূমির খাজানার বিষয়ে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা হয় সেই সকল ভূমি যদি একি কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে তবে ঐ কালেক্টরীর কালেক্টর সাহেব ঐ নীলাম নির্ব্বাহ করিবার অথবা ঐ মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত কালেক্টর হন। যদি কোন তালুক বা অধিকারের জমী দুই বা ততোধিক কালেক্টরীর মধ্যে থাকে কিম্বা যদি দুই বা ততোধিক কালেক্টরীর মধ্যস্থিত কোন ভূমি একি পাট্টা অথবা বন্দোবস্তক্রমে কি মোট একি জমাক্রমে ধার্য্য হইয়াছে তবে যে কালেক্টর সাহেবের কালেক্টরীর মধ্যে ঐ ভূমির অধিকাংশ থাকে সেই কালেক্টর সাহেব ঐ তালুক কি অধিকার অথবা সেইরূপ ভূমির নীলাম নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত কালেক্টর হন এবং তাহার বাবৎ কোন বাকী খাজানার অথবা তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ে কোন সরাসরী মোকদ্দমা হইলে তাহাও তিনি শুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি ।

২ ধারা ।

পূর্ব্বোক্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করা যায় যদি আপনার কালেক্টরীর মধ্যে সেই ভূমি কি তাহার অধিকাংশ থাকনের বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ হয় তবে তিনি যে বোর্ডের অধীনে থাকেন সেই বোর্ডের হুকুম পাইবার জন্যে তথায় সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এবং যদি ঐ

বোর্ড তাঁহাকে সেই বিষয় নির্ব্বাহ করিতে হুকুম করেন তবে ঐ হুকুম তাঁহার এলাকার বিষয়ে চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "কালেক্টরী" এই কথা যে জিলা অথবা অন্য প্রদেশে কালেক্টর নিযুক্ত হন তাহা বুঝাইবেক এবং ঐ জিলা অথবা প্রদেশের সীমার বাহিরে যে কোন ভূমি থাকে তাহা ঐ কালেক্টরীর কালেক্টর সাহেবকে যে মহালের মালগুজারী দেওয়া যায় তাহার এক অংশ হওনপ্রযুক্ত ঐ কালেক্টরীর মধ্যস্থিত আছে এইমত বোধ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্টর সাহেব আপন কালেক্টরীর মধ্যে যে প্রকারে ও যেপর্য্যন্ত কালেক্টরের ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবও সেই প্রকারে ও সেই পর্য্যন্ত আপন ডেপুটী কালেক্টরীর মধ্যে কালেক্টরের যে ক্ষমতা ও এলাকা প্রাপ্ত হন তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং ঐ ক্ষমতা ও এলাকার কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার ডেপুটী কালেক্টরী এক কালেক্টরী স্বরূপ জ্ঞান হইবেক এবং তিনি এই আইনের অর্থের মধ্যে কালেক্টর জ্ঞান হইবেন ইতি।

৫ ধারা।

গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারককে কালেক্টরের অধীন না হইয়া ডেপুটী কালেকটরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করেন, তাঁহার কাছারী মালগুজারী আদায়ের কাছারী হউক কি না হউক, তিনিই স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর। গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যে কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবকে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করেন তাহাই ডেপুটী কালেক্টরী হয় ইতি।

৬ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত আইনমতে যখন কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হইবেক তখন উক্ত আইনমতে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে কোন এস্তেলা লটকাইবার হুকুম আছে তাহা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লটকান যাইতে পারে ইতি।

৭ ধারা।

স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের কাছারী আপন ডেপুটী কালেক্টরীর মধ্যে যে কোন স্থানে থাকে কি করা যায় তিনি আপনার ডেপুটী কালেক্টরীর কোন

অংশের উপর আপনার প্রতি অর্পিত ক্ষমতানুসারে খোলা কাছারীতে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত আইনক্রমে যে কোন এস্তেলা জিলার আদালতের কি স্থানীয় আদালতের কাছারীতে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাওনের দ্বারা দেওয়া যাইবার হুকুম আছে সেই এস্তেলা যে ভূমি নীলাম হইবেক তাহা কিম্বা বিষয়বিশেষে তাহার অধিকাংশ যে জিলার আদালতের কি স্থানীয় আদালতের এলাকার শামিল থাকে সেই আদালতে লট্‌কান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোন আইনানুসারে অথবা পূর্ব্বোক্ত আক্‌ট অনুসারে পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে যে কোন হুকুম কি নিষ্পত্তি কি নীলাম হইয়াছে তাহা যে কালেক্‌টর কিম্বা ডেপুটী কালেক্‌টর সাহেব কিম্বা অন্য কর্ম্মকারক করিয়াছেন তিনি উপযুক্ত জিলার কালেক্‌টর কি ডেপুটী কালেক্‌টর কিম্বা কর্ম্মকারক ছিলেন না বলিয়া কিম্বা যে কাছারীতে ঐ নীলামের এস্তেলা দেওয়া গিয়াছিল সেই কাছারী উপযুক্ত জিলার কাছারী ছিল না বলিয়া তাহার বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারিবেক না ও তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু যদি এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ঐ হুকুম কি নিষ্পত্তি কি নীলামের সিদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি করণার্থে মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে তবে সেই বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে ও তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

১৮৫০ সালের ২৫ আইন এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণ যেপর্য্যন্ত ঐ ১৮৫০ সালের ২৫ আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তন না হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত ঐ ১ প্রকরণের দ্বারা মতান্তরকরা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে সকল নীলামের বিষয়ে ইহার দ্বারা খাটান গিয়াছে ইতি।

সমাপ্তঃ।

জে পি গ্রাণ্ট।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1853:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

চড়াউ করণ এবং বলপূর্ব্বক প্রবেশ করণ ও বলপূর্ব্বক যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় এমত অন্য প্রকার অপরাধ করণের মোকদ্দমায় তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ বৎসরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা বৃদ্ধি করণের আইন।

যেহেতুক তৃতীয় জর্জ বাদশাহের অধিকারের ৫৩ বৎসরে জারীহওয়া আইনের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহারো হুকুম হইয়াছিল যে ভারতবর্ষ কিম্বা ঐ আইনের মধ্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরের বাহিরের স্থান-নিবাসি ভারতবর্ষজাত কোন লোকের উপর কিম্বা তাহার সম্পত্তির উপর ব্রিটনীয় কোন প্রজাকর্ত্তৃক কোন চড়াউ কিম্বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য কোন ক্ষতি হইয়াছে কথিত হইলে ভারতবর্ষজাত ঐ ব্যক্তি ঐ কথিত অপরাধী যে জিলাতে কি প্রদেশে বাস করে কিম্বা ঐ অপরাধ যে জিলার কি প্রদেশের মধ্যে হইয়াছে তাহার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এমত চড়াউ কি বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার বিষয়ে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক। এবং যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যনিবাসি ভারতবর্ষজাত লোকেরা উক্ত আইনের পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নালিশ করিলেও আপনারদের জন্মস্থানের বিষযে প্রমাণ দিতে অক্ষম হওয়াপ্রযুক্ত ঐ আইনানুসারে তাঁহারদের প্রতিকার পাইবার বাধা হইতে পারে। এবং যেহেতুক উক্ত কলিকাতা বা মান্দ্রাজ শহর কি বোম্বাই কি কোলাবা উপদ্বীপ অথবা পুলোপিনাঙ্গ কি সিংহপুর বা মালাকার বসতির স্থানভিন্ন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যের কোন স্থানে ভারতবর্ষজাত হউন বা না হউন কোন ব্যক্তির কি তাঁহার সম্পত্তির উপর যে চড়াউ কিম্বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি করা যায় তাহার বিষয়ে ১৮৪৩ সালের ৪ আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের পূর্ব্বোক্ত বিধান খাটান বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ বৎসরীয় উক্ত আইন এবং ১৮৪৩ সালের ৪ আইনের বিধান যেপর্য্যন্ত ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির কি তাঁহার সম্পত্তির উপর চড়াউ কি বলপূর্ব্বক প্রবেশ করণের কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য প্রকার ক্ষতি করণের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া উক্ত কলিকাতা বা মান্দ্রাজ শহর কিম্বা উক্ত বোম্বাই কি কোলাবা উপদ্বীপ অথবা পুলোপিনাঙ্গ কি সিংহপুর বা মালাকার উক্ত বসতির স্থানভিন্ন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্য কোন স্থানে কোন ব্রিটনীয় প্রজা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক উত্তর কালে যে কোন চড়াউ কিম্বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয়া অন্য কোন প্রকার ক্ষতি কোন ব্যক্তির বা তাঁহার কোন সম্পত্তির উপর করা যায় তাহার বিষয়ে ইহার দ্বারা খাটান গেল ইতি।

২ ধারা।

কোন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তির যে প্রদেশে ক্ষমতা থাকে সেই প্রদেশের মধ্যে উক্ত প্রকার যে কোন অপরাধ উত্তর কালে করা যায় তাহার বিষয়ে জিলা কিম্বা প্রদেশের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটপ্রভৃতি আইনমতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জে পি গ্রাণ্ট।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1853:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৫৩ সালের ৬ আইন সংশোধনের আইন।

ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে যে কোন স্থলে বিক্রয়যোগ্য কোন অধিকারের নীলাম হইবার দরখাস্ত বাঙ্গলা সন ১২৬০ সালের বৈসাখ মাসের প্রথম দিবসে অর্পণ করা গিয়াছিল অথবা যে কোন স্থলে উক্ত আইন জারী হওনের সময়ে কোন মোকদ্দমার কার্য্য উপস্থিত ছিল সেই২ স্থলে ১৮৫৩ সালের ৬ আইনের ১।২।৩ ৪।৫।৬।৭।৮ ধারা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জে পি গ্রাণ্ট।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1853.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by F. Carbery.